শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মহামহোপদেশক

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শুদ্ধভক্ত্যেকরক্ষক-জগদ্‌গুরু-

শ্রীশ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত

"সুবোধিনী"-টীকা-সমেতা

শ্লোকমর্ম-কথাসার-শিক্ষা-মূলান্বয়ানুবাদ-'সুবোধিনী'-ভাষানুবাদ-

মূলানুবাদ-তথ্য-পরিপ্রশ্নমালা-বিবিধসূচী-

প্রভৃতি-সহিতা চ

স্বধামগত-মহামহোপদেশক

শ্রীল নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রি প্রভুণা

সম্পাদিতা

কলকাতা 'গৌড়ীয় মিশন' (রেজিষ্টার্ড) ইত্যাখ্য-প্রতিষ্ঠানাৎ প্রকাশিতা

গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার, কলকাতা

প্রকাশক ঃ
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড)
১৬এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট,
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ 033-2554 4155
e-mail: gaudiya@gaudiyamission.org
website: www.gaudiyamission.org

চতুর্থ সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব
৮ হৃষীকেশ, ৫১০ গৌরাব্দ
২০ ভাদ্র, ১৪০৩ (৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬)

পঞ্চম সংস্করণ ঃ
শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
২২ হৃষীকেশ, ৫৩১ গৌরাব্দ
১২ ভাদ্র, ১৪২৪ (২৯ আগষ্ট, ২০১৭)

মুদ্রণ ঃ
শ্রীভাগবত প্রেস
১৬এ, কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট
বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

সেবানুকূল্য দাতা ঃ-
শ্রী শ্যামল কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
বি জে-২৩, সেক্টর-২, সল্টলেক সিটি, কল্‌কাতা-৭০০ ০৯১

অধ্যায়-সূচী

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

ভগবদ্-শক্ত্যাবেশাবতার মহর্ষি শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রণীত মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অংশবিশেষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

বর্তমানে এই গ্রন্থের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন জাতীয় লোক-কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার টীকা-ব্যাখ্যা-মূলক সংস্করণ প্রকাশিত থাকিলেও এই গৌড়ীয়-মিশনের সংস্করণের বৈশিষ্ট্য এই যে—ইহা ব্যাস-সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের কৃত "সুবোধিনী" টীকা, উহার বাংলা অনুবাদ, মূল ও অন্বয় অনুবাদ, শ্লোকমর্ম, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিপ্রশ্নমালা ও বিবিধ সূচী প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছে। পরমার্থপথে প্রবেশেচ্ছু ধার্মিক ব্যক্তিগণের পক্ষে এই গৌড়ীয় সংস্করণ গ্রন্থটি পরম উপাদেয় ও অতীব প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থিগণ শিক্ষকের সহায়তা ব্যতীতও এই গ্রন্থপাঠে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

পূর্ব-সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই গ্রন্থের চাহিদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বর্তমান কাগজের দুর্মূল্যের বাজারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় দ্রুতগতিতে প্রিন্টিং কার্য চালাইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
প্রভুপাদের তিরোভাব-তিথি
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলকাতা

প্রকাশক
গৌড়ীয় মিশন
(রেজিষ্টার্ড)

চতুর্থ সংস্করণের নিবেদন

ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষের এই পুণ্য ভূমিতে যুগে যুগে বহু মুনি-ঋষি আবির্ভূত হয়ে বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করে ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবকে নিত্য মঙ্গলের রাস্তা দেখিয়েছেন। সেই সকল শাস্ত্রের মধ্যে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অন্যতম। এই অমূল্য গ্রন্থের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি-কর্তৃক টীকা ও ব্যাখ্যাযুক্ত সংস্করণ প্রকাশিত থাকলেও গৌড়ীয় মিশন-কর্তৃক প্রকাশিত এই সংস্করণের বৈশিষ্ট্য আলাদা। এই গ্রন্থখানি ব্যাস-সম্প্রদায়ের অনুগত শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের কৃত 'সুবোধিনী' টীকা, উহার বাংলা অনুবাদ, মুল ও অন্বয় অনুবাদ, শ্লোকমর্ম, প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিপ্রশ্নমালা ও বিবিধ সূচী প্রভৃতির দ্বারা অলঙ্কৃত। পরমার্থ পথের পথিকগণের পক্ষে এই গ্রন্থটি পরম উপাদেয় ও নিত্য প্রয়োজনীয়। সর্বপ্রথম ইহা শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাধন্য পরমভাগবত শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-কর্তৃক গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

পূর্ব-সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ করা হইল। গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও প্রেসিডেন্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের শুভেচ্ছায় গ্রন্থটি দ্রুত মুদ্রিত হইয়াছে। গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয়ে স্থাপিত শ্রীবৃহদ্ মৃদঙ্গ যন্ত্রালয়ের (ভাগবত প্রেসের) ভারপ্রাপ্ত সেবক শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারীর বিশেষ চেষ্টায় ইহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশনে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকগণ মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ করিবেন—এই প্রার্থনা।

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম আবির্ভাব তিথি
৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬
৫১০ গৌরাব্দ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
(সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাধন্য ভাগবতপ্রবর শ্রীল নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু-কর্তৃক সম্পাদিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' নামক গ্রন্থটি গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের শুভ ইচ্ছায় প্রকাশিত হইল। শক্ত্যাবেশ অবতার ভগবান শ্রীবেদব্যাসের প্রণীত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা'। ধর্মপ্রধান ভারতবর্ষের সকলের নিকট এই গ্রন্থটি পূজনীয় ও আদরণীয়।

এই গ্রন্থটির মূল শ্লোকের পর অন্বয় ও অনুবাদ, শ্রীধরস্বামীপাদ কৃত 'সুবোধিনী' টীকা ও অনুবাদ, অধ্যায়ের শুরুতে কথাসার ও শেষে প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিপ্রশ্নমালা দ্বারা অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বর্ণানুক্রমিক শ্লোকসূচী এবং তৃতীয় চরণের সূচী গ্রন্থের প্রথমেই অঙ্কিত করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থ অনুশীলনে পাঠকবৃন্দ গীতার চরমে "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" শ্লোকে 'ভগবৎ শরণাগতি'ই যে সর্বগুহ্যতম উপদেশ ইহা পরিজ্ঞাত হইবেন। সুতরাং ভক্তিপূত অন্তঃকরণে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদের টীকার সহিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' মুহুর্মুহুঃ পাঠ করতঃ আপনার জীবন সকল করুন।

চতুর্থ সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হওয়ায় ও সুধী ভক্তগণের বিপুল চাহিদার জন্য পুনরায় পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হইল। ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সেইদিকে ধ্যান না দিয়া, গ্রন্থটির ভাব গ্রহণ করিলে উপকৃত হইবেন।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী
২২ হৃষীকেশ, ৫৩১ গৌরাব্দ
১২ ভাদ্র, ১৪২৪

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
(সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-মাহাত্ম্যম্

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥ ১ ॥
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২ ॥
মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসার-মলনাশনম্ ॥ ৩ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪ ॥
ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫ ॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬ ॥
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭ ॥
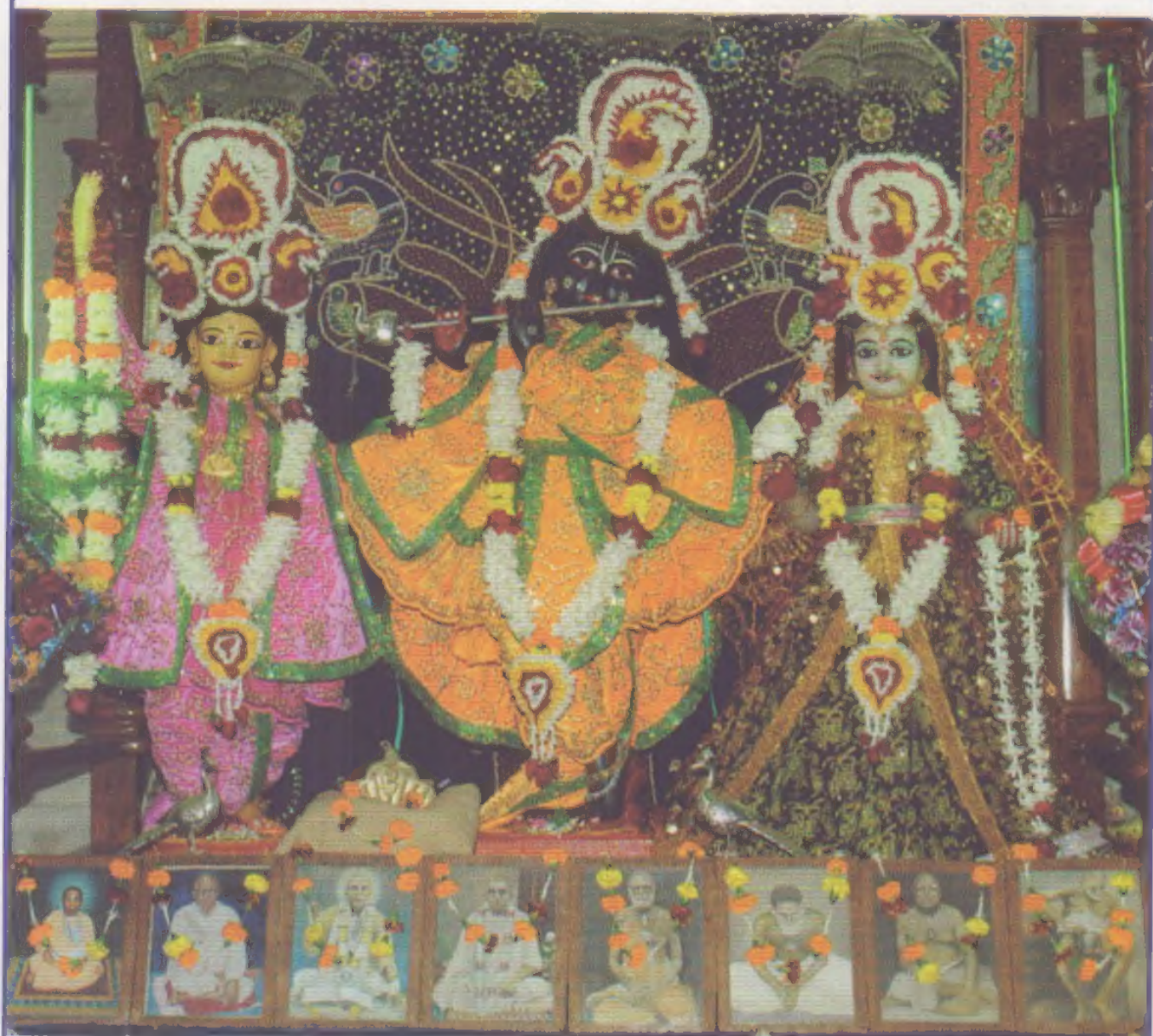
শ্রীশ্রী গৌর-রাধা বিনোদানন্দজী
গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা
(প্রধান কার্যালয়)

বিশ্বের প্রথম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়াম

গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কলকাতা কর্ত্তৃক গৃহিত প্রকল্প

গৌড়ীয় মিশনের সংস্থাপক আচার্য -
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য -
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মবিত্ত্ব ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটির আলোচনায় আমার স্বভাব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; ধর্মাধর্ম সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ''আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা আপনি বলুন। আমি আপনার শিষ্য অতএব আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দিন''। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ২/৭)

এই আত্মা কখনও জন্মে না, মরে না, অথবা জন্মিয়া পুনরায় থাকে না। যেহেতু ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না। মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণ দেহসকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর প্রাপ্ত হয়। — (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ২/ ২০, ২২)

যজ্ঞে সম্বর্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল তাঁদাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৩/ ১২)

হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি। সাধুদিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৪/৭-৮)

যাঁহারা যেরূপে আমাকে ভজন করে, আমি তাঁহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে।
—(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৪/ ১১)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও কুকুরভোজী চণ্ডালে; গো, হস্তী এবং কুকুরে পণ্ডিতেরা অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সমদর্শী।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৫/ ১৮)

হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেই হেতু আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় তাহার নিরোধ দুষ্কর মনে করি। শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো অর্জুন! মন দুর্বিনীত ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! ভগবৎসেবার অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা তাহা নিগৃহীত হয়।

—(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৬/ ৩৪-৩৫)

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জগৎ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে ।আমি সমগ্র বিশ্বের কারণ, আমা হইতেই সকল কিছুর প্রবর্তন হয়—ইহা চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিসহকারে আমাকে ভজন করেন। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৭/৭, ১০/৮)

এই দৈবী গুণময়ী আমারই শক্তি মায়া দুরতিক্রমা, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৭/ ১৪)

মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাশ্রিত— (চারি প্রকারের) দুষ্কৃতিগণ আমাতে প্রপন্ন হয় না । হে ভরতর্ষভ অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অর্থাৎ স্বর্গাদিলোককামী ও আত্মবিৎ—এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করে ।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৭/১৫-১৬)

মরণ সময়ে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণপথে প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৮/ ৫)

হে কৌন্তেয় ! অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্বদা সেই সেই ভাবে নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই তত্ত্বকে লাভ করেন । — (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৮/ ৬)

সর্বভূতে মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মানবতনু গ্রহণকারী বলিয়া প্রাকৃত বুদ্ধি করে।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৯/ ১১)

অনন্যভাবযুক্ত যে সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সকল সর্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি অর্থাৎ বস্তুপ্রাপ্তি ও উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৯/ ২২)

যিনি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক সমর্পিত তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৯/ ২৬)

আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, অতএব আমার শত্রু ও মিত্র কেহ নাই। পরন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি-সহকারে ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগেতেই অবস্থান করি।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ৯/ ২৯)

আমাতে নিত্যযুক্ত ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণের তাদৃশ বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১০/ ১০)
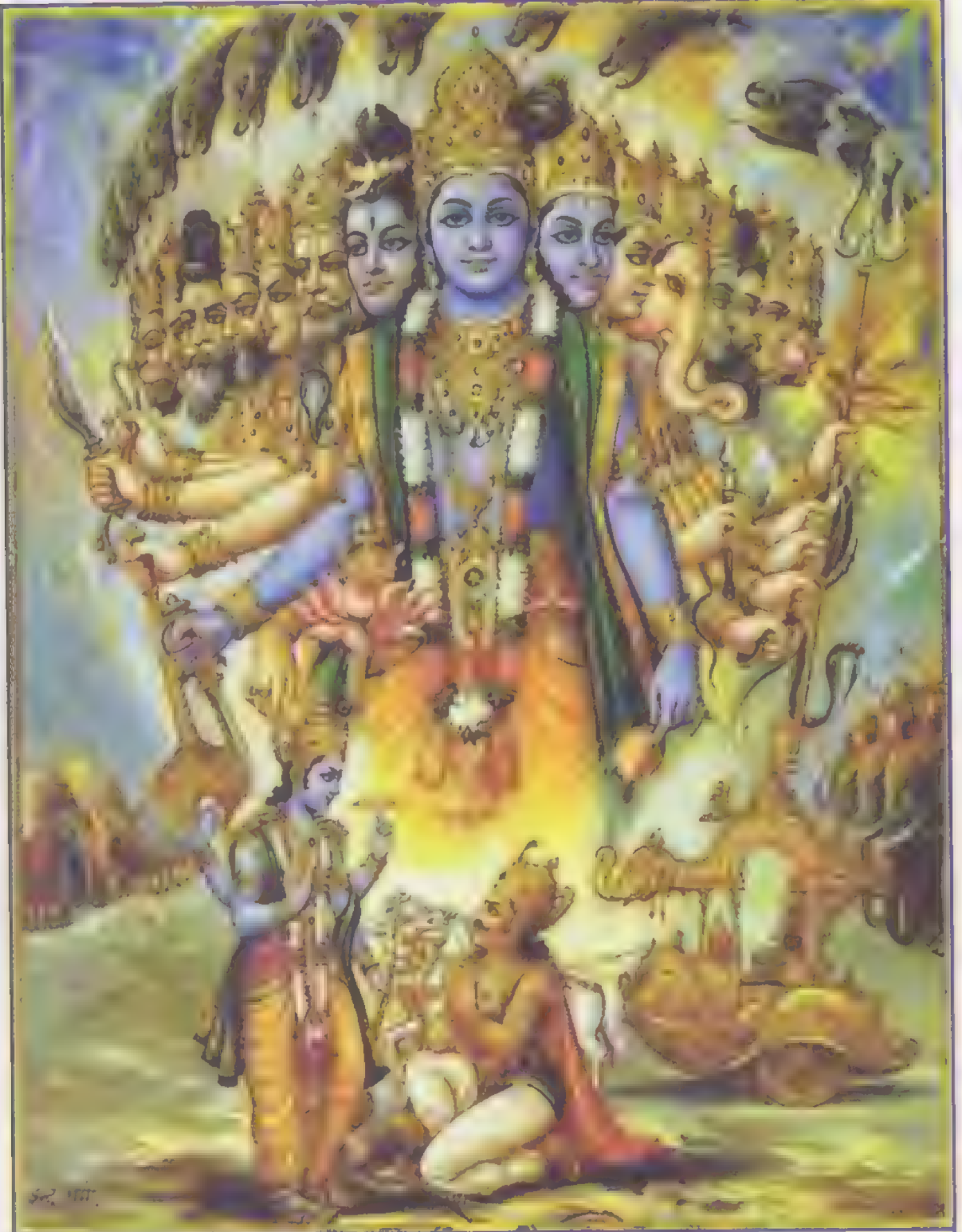
কিন্তু তোমার এই স্থূলচক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে (আমার সেই রূপ) দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। তাই তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, আমার ঐশ্বরিক শক্তি দর্শন কর। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১১/৮)

কিন্তু যাঁহারা সকল কর্ম আমাতে সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য-ভক্তিযোগেই আমার ধ্যানপূর্বক উপাসনা করে, হে পার্থ! আমি সেই সকল আমাতে আবিষ্টচিত্ত ভক্তগণকে মৃত্যুসংসারসাগর হইতে অচিরে উদ্ধার করিয়া থাকি। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১২/ ৭)

হে কৌন্তেয় ! দেবমনুষ্যাদি সকল যোনিতে যে সকল মূর্তি উৎপন্ন হয়, সেই মহদ্‌ব্রহ্মাই তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়), আর আমি বীজদাতা পিতা (পিতৃস্থানীয়)। —(শ্রীমদ্ভগবদ্‌ গীতা - ১৪/ ৪)

যথায় গমন করিয়া ভক্তগণ আর পুনরাবর্তন করেন না, তাহা আমার পরম-ধাম। সূর্য তাহাকে উদ্ভাসিত করিতে পারে না, চন্দ্রও নহে, অগ্নিও নহে। — (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৫/৬)

সাত্ত্বিক জনগণ সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক জনগণ রজঃ- প্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসাদির পূজা করে, অপর তামসিক জনগণ তমঃপ্রকৃতি প্রেত ও ভূতগণের পূজা করিয়া থাকে।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৭/ ৪)

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বৃদ্ধিকারক, রসযুক্ত, স্নেহযুক্ত, স্থির, হৃদয়গ্রাহী আহার-সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ ও অতি বিদাহী, সুখ-দুঃখ-রোগপ্রদ আহার রাজসপ্রকৃতি ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে । যে খাদ্য ঠাণ্ডা, নীরস, দুর্গন্ধ, বাসী, উচ্ছিষ্ট ও অভক্ষ্য, তাহা তামস-প্রকৃতি ব্যক্তির প্রিয় হইয়া থাকে ।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৭/৮-১০)

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলের সকল কর্ম প্রকৃতিজাত ত্রিগুণের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত বা শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হইতে (যে অন্তর্যামী হইতে) সকল জীবের কার্যপ্রবৃত্তি এবং যিনি (যে অন্তর্যামি-স্বরূপে) সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, মানব স্বকর্ম সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিয়া সিদ্ধি (জ্ঞান) লাভ করে।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৮/ ৪১, ৪৬)

সেই পরা ভক্তি দ্বারা আমার যেরূপ বিভুত্ব বা ব্যাপকতা এবং আমার যাহা স্বরূপ সেইরূপ তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ যথার্থস্বরূপে আমাকে অবগত হন। বস্তুতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার পর সেই প্রেমভক্তিবলে আমার নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৮/ ৫৫)

তুমি আমারই চিন্তাপরায়ণ, আমারই সেবনপরায়ণ, আমারই পূজনপরায়ণ এবং আমারই প্রণতিপরায়ণ হও। তাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হইবেই। আমি তোমার নিকট সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, [কারণ] তুমি আমার প্রিয়। —(শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৮/ ৬৫)

অর্জুন বলিলেন—হে অচ্যুত! তোমার অনুগ্রহে আমার মোহ দূর হইয়াছে, আমি স্বরূপস্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি স্থিরবুদ্ধি হইয়াছি, আমি নিঃসংশয় হইয়াছি, এখন তোমার আদেশ পালন করিব।

— (শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা - ১৮/ ৭৩)

বর্ণানুক্রমিক শ্লোক-সূচী

(আদিচরণ-ক্রমে)

শ্লোকসমূহের তৃতীয় চরণের সূচী

শব্দ-সূচী

(বিশেষ দ্রষ্টব্য—শব্দের পার্শ্ববর্তি সংখ্যাদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটি অধ্যায়-সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি শ্লোক-সংখ্যা)

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

সৈন্যদর্শন বা বিষাদ-যোগ

কথাসার

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ২৫শ অধ্যায় হইতে আরব্ধ হইয়া ৪২শ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়ের নিকট "ধৃতরাষ্ট্র-কর্তৃক সঞ্জয়ের নিকট কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রশ্নের প্রসঙ্গ" কীর্তন করেন। সঞ্জয় প্রত্যক্ষদর্শিরূপে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট উপস্থিত হইয়া দুর্যোধনের পরম-সহায় কুরু-পিতামহ ভীষ্মের শরশয্যায় শয়নের কথা জ্ঞাপন করেন। সঞ্জয় ব্যাসের কৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করায় হস্তিনাপুরে অবস্থান করিয়াই যেন কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগ ও কৃষ্ণের উপদেশাদি প্রত্যক্ষ করিতেছেন,—এইভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে সকল কথা বলেন।

গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম—"বিষাদ-যোগ"। জড়দেহে আত্মবুদ্ধি হইতেই এই বিষাদ-যোগের উৎপত্তি। যখন বদ্ধজীব দেহকেই "আমি" মনে করে, তখনই দেহ-ধর্ম, কুল-ধর্ম, জাতি-ধর্ম, আর্য-ধর্ম প্রভৃতিকে সনাতন-ধর্ম বলিয়া বিচার করে এবং দ্বিতীয় বস্তু মায়াতে অভিনিবেশবশতঃ শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হয়। দেহাত্মবুদ্ধিমূলে যে ধর্মাধর্মের বিচার, তাহাকে 'মনোধর্ম' বলে।

প্রথম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের উদ্যোগের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় দুর্যোধন-কর্তৃক দ্রোণাচার্যের নিকট স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের সামর্থ্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলেন। ভীষ্ম দুর্যোধনকে উৎসাহিত করিবার জন্য শঙ্খনাদ করেন; এদিকে পাণ্ডবসৈন্যগণেরও যুদ্ধে মহা ঔৎসুক্য দৃষ্ট হয়। যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই অর্জুন কাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য সারথি শ্রীকৃষ্ণকে উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করিতে বলেন। অর্জুন কুরু-পাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যে লৌকিক-গুরু—পিতৃব্য, পিতামহ, শ্বশুর, মাতুল প্রভৃতি ও পুত্র, পৌত্র, শ্যালক, সুহৃৎ প্রভৃতি দেহ-সম্বন্ধী ব্যক্তিগণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়বুদ্ধি (দেহকে "আত্মা" মনে করিয়া) শোক ও মোহগ্রস্ত হইবার অভিনয় করেন এবং সেইরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-হেতু অভিভূত হইবার অভিনয়ে ধর্ম ও অধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া বলেন,—"কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম অবশিষ্ট কুলকে কলঙ্কিত করে। ক্রমে পিতৃগণের পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় সনাতন বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম উৎসন্ন হয়।" অর্জুন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের শিক্ষার জন্য তাঁহাদের ধর্মাধর্মের বিচার অনুকরণ করিয়া যুদ্ধস্থলে ধনুর্বাণ পরিত্যাগপূর্বক বিষাদগ্রস্ত হইবার অভিনয় করেন।

এই অধ্যায়ের শিক্ষা এই যে, দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া যাঁহারা ধর্মাধর্মের বিচার করেন তাঁহাদের মতবাদই মনোধর্ম, তাহা 'সনাতনধর্ম' 'আত্মধর্ম' বা 'নিত্যধর্ম' নহে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (বলিলেন), [হে] সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) মামকাঃ (আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ (ও পাণ্ডুপুত্রগণ) ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (উপস্থিত হইয়া) এব (অনন্তর) কিম্ (কি) অকুর্ব্বত (করিয়াছিলেন?) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—হে সঞ্জয়! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণ ধর্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ॥ ১ ॥

শ্রীল শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' টীকা

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যস্ত্বেকবক্ত্রতঃ।
দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রাদযত্নতঃ ॥
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—যিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখসম্ভূত ব্যাখ্যা-চাতুর্যকে এক মুখে ধারণ করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও উমাকান্তকে সমাদরে প্রণাম পূর্বক তদীয় ভক্তিবদ্ধ হইয়া 'সুবোধিনী'-নাম্নী গীতাব্যাখ্যা-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি ভাষ্যকারের মত ও তাহার ব্যাখ্যাকারীর বাক্য

উত্তমরূপে অবগত হইয়া এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম। যাহার পাঠমাত্র অনায়াসে গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, সেই 'সুবোধিনী' টীকা পণ্ডিতদিগের সর্বদা চিন্তনীয়া হউক।

শ্রীধরঃ—ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ সকলবন্দিতচরণঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিত-শোকমোহবিভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বককপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমৰ্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞান-রহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থংকৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ; কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—"গীতা সুগীতা কৰ্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥" ইতি। 'অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে' ইত্যাদিনা 'বিষীদন্নিদমব্রবীৎ' ইত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদপ্রস্তাবায় কথা 'নিরূপ্যতে',—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়, ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যুদ্ধমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ? ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—সকল লোকহিতার্থ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্বলোক-কর্তৃক নমস্কৃতচরণ ও পরমকরুণাময় ভগবান্ দেবকীনন্দন তত্ত্ববিষয়ক অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন শোকমোহদ্বারা ভ্রষ্টবিবেক এবং নিজধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক পরধর্মগ্রহণে অভিলাষী অর্জুনকে ধর্ম ও জ্ঞানের রহস্যোপদেশরূপ তরণীদ্বারা সেই শোকমোহরূপ সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই ভগবদুপদিষ্ট বিষয়গুলিকে ভগবান্ বেদব্যাস সপ্তশত শ্লোকদ্বারা গীতারূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রায়ই শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে বিনির্গত কথাবিষয়ক শ্লোকই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্যসমূহের সঙ্গতির নিমিত্ত কতকগুলি শ্লোক স্বয়ংও রচনা করিয়াছেন। গীতামাহাত্ম্যে কথিত

হইয়াছে, যথা—"যাহা স্বয়ং পদ্মনাভের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতাশাস্ত্র উত্তমরূপে গান করা কর্তব্য। অন্য শাস্ত্রবিস্তারে প্রয়োজন কি? এই গ্রন্থমধ্যে "ধর্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষীদন্নিদমব্রবীৎ" এই পর্যন্ত শ্লোক শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ সূচনার্থ কথা-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—"ধর্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি। হে সঞ্জয়, ধর্মভূমি কুরুক্ষেত্রে মামকগণ—আমার পুত্রগণ ও পাণ্ডুপুত্রগণ যুযুৎসু—যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সমবেত—মিলিত হইয়া 'কিম্ অকুর্বত'—কি করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন)—তদা (তখন) তু রাজা দুর্য্যোধনঃ (দুর্য্যোধন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডবগণের সৈন্যকে) ব্যূঢ়ম্ (ব্যূহা-কারে অবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) আচার্য্যম্ (দ্রোণাচার্য্যের) উপসঙ্গম্য (নিকটে উপস্থিত হইয়া) বচনং (নিম্নোক্ত বাক্য) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন—রাজা দুর্যোধন পাণ্ডব-সৈন্যগণকে ব্যূহরচনাপূর্বক অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ,—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—সঞ্জয় বলিলেন—"দৃষ্ট্বা" ইত্যাদি। পাণ্ডবদিগের অনীক—সৈন্য, ব্যূঢ়—ব্যূহরচনাপূর্বক অবস্থিত দেখিয়া দ্রোণাচার্যের নিকট গমনপূর্বক রাজা দুর্যোধন বক্ষ্যমান (পরবর্তী) বচন বলিলেন ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] আচার্য্য! তব (তোমার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াম্ (ব্যূহাকারে স্থাপিত) পাণ্ডুপুত্রাণাং (পাণ্ডবগণের) এতাং মহতীং (এই বিশাল) চমূং (সপ্তাক্ষৌহিণী-পরিমিত-সেনাকে) পশ্য (দেখুন) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—[এই শ্লোক হইতে নয়টি শ্লোকদ্বারা রাজার সেই কথাগুলি বলিতেছেন—] হে আচার্য! আপনার বুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক ব্যূহরচনাদ্বারা অধিষ্ঠিত পাণ্ডুপুত্রগণের এই বিশাল চমূ অর্থাৎ সপ্ত অক্ষৌহিণী-পরিমিতা সেনা দর্শন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি—হে আচার্য্য! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—"পশ্যৈতাম্" ইত্যাদি নয়টি শ্লোকে সেই কথাগুলি বলিতেছেন। পশ্য ইত্যাদি—হে আচার্য! পাণ্ডবদিগের মহতী—বিস্তৃতা চমূ—সেনা দেখুন। আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক ব্যূঢ়া—ব্যূহরচনা করিয়া অবস্থিতা ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—অত্র (এই ব্যূহে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্ধারী) যুধি (যুদ্ধে)

ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুনের সমান) শূরাঃ (বীরগণ) [সন্তি—আছেন] [যথা] যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (বিরাট্‌রাজ), মহারথঃ দ্রুপদঃ চ (মহারথ দ্রুপদ) ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু), চেকিতানঃ (চেকিতান), বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ (বলশালী কাশীরাজ), পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ (পরাক্রমশালী) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু), দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ)—সর্ব্বে এব মহারথাঃ (সকলেই মহারথ) ॥ ৪-৬ ॥

মূল অনুবাদ—এই পাণ্ডবসেনামধ্যে মহাধনুর্ধারী, যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের সমান বীরগণ রহিয়াছেন; যুযুধান (অর্থাৎ সাত্যকি), বিরাটরাজ, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমী যুধামন্যু, বীর্যবান্ উত্তমৌজা, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—ইঁহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চম্বাম্। ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইম্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইম্বাসা যেষাং তে মহেম্বাসাঃ ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—"অত্র" ইত্যাদি। অত্র—এই চমূতে, ইষুসকল—বাণ-সকল—ইহাদিগের সাহায্যে অস্ত বা ক্ষিপ্ত হয় বলিয়া ইহাদিগের নাম ইম্বাস বা ধনুঃ। যাহাদিগের বৃহৎ ইম্বাস বা ধনুঃ আছে, তাহারা মহেম্বাস। অত্রোক্ত ভীম ও অর্জুন অতি প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। তাঁহাদের তুল্য বীরগণ আছেন। সেই বীরগণের নাম নির্দেশ করিতেছেন—যুযুধান ইত্যাদি। যুযুধান—সাত্যকি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ধৃষ্টকেতুঃ" ইত্যাদি। চেকিতান-নামে একজন রাজা (ছিলেন)। নরপুঙ্গব—নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈক। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ ॥ মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্র প্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃত ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যুধ্যেত্তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃস্মৃতঃ ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—"যুধামন্যুঃ" ইত্যাদি। যুধামন্যু নামক পরাক্রমশালী এক রাজা। সৌভদ্র—অভিমন্যু, দ্রৌপদেয়গণ—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব হইতে দ্রৌপদীতে জাত প্রতিবিন্ধ্যাদি পঞ্চ পুত্র। মহারথাদির লক্ষণ—একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ এবং অস্ত্র ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি 'মহারথ' বলিয়া কথিত হন। যিনি অসংখ্য যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'অতিরথ' বলিয়া সম্যক্ উক্ত হন। যিনি একজন যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি 'রথী', তদপেক্ষা নিকৃষ্ট যুদ্ধকারী 'অর্ধরথ' বলিয়া কথিত হন ॥ ৬ ॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

অন্বয়ঃ—[হে] দ্বিজোত্তম (হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ!), অস্মাকং (আমাদের) [মধ্যে] তু যে বিশিষ্টাঃ (যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ) মম সৈন্যস্য (আমার সৈন্যগণের) নায়কাঃ (নায়ক), তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (জানুন), তে সংজ্ঞার্থং (আপনার অবগতির জন্য) তান্ (তাঁহাদিগের নাম) ব্রবীমি (বলিতেছি) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—হে দ্বিজবর! আমাদের পক্ষেও যাঁহারা প্রধান, আমার

সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের নামও জানুন, আপনার সম্যক্ অবগতির জন্য বলিতেছি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কাঃ নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—''অস্মাকম্'' ইত্যাদি। 'নিবোধ'—অবগত হও নায়কগণ—নেতৃবৃন্দ। সংজ্ঞার্থ অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞানের নিমিত্ত ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অন্বয়ঃ—ভবান্ (আপনি দ্রোণ), ভীষ্মঃ চ (ভীষ্ম), কর্ণঃ চ (কর্ণ), সমিতিঞ্জয়ঃ কৃপঃ চ (রণজয়ী কৃপাচার্য্য), অশ্বত্থামা (অশ্বত্থামা), বিকর্ণঃ চ (বিকর্ণ) তথা এব (সেইরূপ) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তনন্দন ভূরিশ্রবাঃ), জয়দ্রথঃ চ (জয়দ্রথ), অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ (আরও অনেক বীর আছেন), সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধবিশারদ্), মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প) [ও] নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বিবিধশস্ত্রপ্রহারপটু) ॥ ৮-৯ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই 'ভবান্' ইত্যাদি দুই শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] আপনি (দ্রোণাচার্য), ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ এবং অন্য আরও বহু বীর আছেন, যাঁহারা আমার জন্য প্রাণত্যাগ করিতেও কৃতসংকল্প; তাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রদ্বারা প্রহার করিয়া থাকেন এবং সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীধরঃ—তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—"ভবান্" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে তাঁহাদিগকে নির্দেশ করিতেছেন। আপনি—দ্রোণ। [সমিতিঞ্জয়]—সমিতি (সংগ্রাম) জয় করেন যিনি। সৌমদত্তি—সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে। যুদ্ধে বিশারদা নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—'অন্যে চ" ইত্যাদি। মদর্থে—আমার প্রয়োজনের হেতু। [ত্যক্তজীবিতগণ] অর্থাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প যাহারা. [নানাশস্ত্রপ্রহরণ] নানা—অনেক, শস্ত্র অর্থাৎ বধোপকরণ (অস্ত্র) যাহাদের আছে, তাহারা, [যুদ্ধবিশারদগণ] যুদ্ধে বিশারদ—নিপুণগণ ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মরক্ষিত) অস্মাকং তদ্ বলম্ (আমাদের তাদৃশ বল) অপর্য্যাপ্তম্ (অপর্য্যাপ্ত অর্থাৎ যথেষ্ট নহে); তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমকর্ত্তৃক রক্ষিত) এতেষাম্ (ইহাদের) ইদং বলং (এই বল অর্থাৎ সৈন্যবল) পর্য্যাপ্তম্ (যথেষ্ট আছে) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাতে কি হইল? ইহাই বলিতেছেন—] ভীষ্মকর্তৃক সম্যগ্‌রূপে রক্ষিত আমাদের সেই সৈন্যগণ অপর্যাপ্ত অর্থাৎ অপারগ বলিয়া মনে হইতেছে। কিন্তু পাণ্ডবগণের ভীমকর্তৃক অভিরক্ষিত এই সৈন্য পর্যাপ্ত অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিম্? অত আহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি, ইদম্ তু এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি; ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ

অস্মদ্বলং পাণ্ডবসৈন্যং প্রত্যসমর্থম্ ভীমস্যৈকপক্ষপাতিত্বাৎ এতদ্বলম্ অস্মদ্বলং প্রতি সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে কি হইল? অতএব বলিতেছেন "অপর্যাপ্তম্" ইত্যাদি। সেইরূপ অর্থাৎ তাদৃশ বীরগণসমন্বিত হইলেও, ভীষ্মকর্তৃক সর্বতোভাবে রক্ষিত হইলেও আমাদিগের বল—সৈন্য, অপর্যাপ্ত অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইঁহাদিগের—পাণ্ডবদিগের বল অর্থাৎ ভীমকর্তৃক অভিরক্ষিত এই সৈন্য পর্যাপ্ত—সমর্থ, মনে হয়। ভীষ্মের উভয়পক্ষপাতিত্বহেতু আমাদিগের সৈন্যবল পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি অসমর্থ এবং ভীমের একপক্ষপাতিত্বহেতু তাহাদিগের সৈন্য আমাদিগের সৈন্যের প্রতি সমর্থ বলিয়া মনে হয় ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়ঃ—ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল ব্যূহপ্রবেশ-পথে) যথাভাগম্ (বিভাগানুসারে) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্বতোভাবে রক্ষা করুন) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই হেতু আপনারা এরূপ করুন—] আপনারা সকলে ব্যূহপ্রবেশপথে আপন আপন বিভাগানুসারে অবস্থিত থাকিয়া ভীষ্মকেই সর্বদিক্ হইতে রক্ষা করিতে থাকুন। (কারণ ভীষ্মের বলদ্বারাই আমরা জীবিত থাকিব) ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদ্ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু চ [কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী 'চ' শব্দ] যথাভাগং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু যথাঽন্যৈর্যুধ্য-মানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব "আপনাদিগকে এরূপভাবে অবস্থান করিতে হইবে"—ইহা বলিয়া উক্তি করিতেছেন—"অয়নেষু" ইত্যাদি। অয়ন-সমূহে—ব্যূহপ্রবেশ-পথসমূহে 'চ' শব্দ কর্তব্যবিশেষ নির্দেশ করিতেছে; যথাভাগে—স্ব স্ব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ না করিয়া অবিস্থিতিপূর্বক, একমাত্র ভীষ্মকে এরূপভাবে সম্যগ্ রক্ষা করুন যেন অন্যের সহিত যুদ্ধকালে কেহ পশ্চাৎ হইতে ইঁহাকে বধ না করে। তাৎপর্য এই যে, ভীষ্মপরিচালিত সৈন্যদ্বারাই আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে ॥ ১১ ॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—প্রতাপবান্ (প্রতাপশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম) তস্য (তাহার অর্থাৎ দুর্য্যোধনের) হর্ষং (হর্ষ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহনাদ করিয়া) শঙ্খং (শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন)॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[রাজা দুর্যোধনের বহুমানযুক্ত বাক্য শুনিয়া ভীষ্ম কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—] প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম তাঁহার (দুর্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করিবার জন্য মহান্ সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন ॥১২॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ—তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সংজনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ ॥১২॥

সুঃ অনুবাদ—অনন্তর রাজা দুর্যোধনের এবম্বিধ প্রচুর সম্মানযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন—"তস্য" ইত্যাদি। তাঁহার (দুর্যোধনের) হর্ষ উৎপাদন করতঃ পিতামহ ভীষ্ম উচ্চ—বিপুল সিংহনাদ উত্থিত করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তর) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ (ভেরী) পণবানক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢক্কা ও রণশিঙ্গাসকল) সহসা এব অভ্যহন্যন্ত (বাজিয়া উঠিল); স শব্দঃ (সেই শব্দ) তুমুলঃ অভবৎ (প্রবল হইল) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর ভীষ্মদেবের যুদ্ধোৎসাহ দেখিয়া সর্বত্রই যুদ্ধোৎসাহ আরম্ভ হইল, যথা—] তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব (মাদল) আনক (পটহ), গোমুখ (রণশিঙ্গা) প্রভৃতি বাদ্যসমূহ হঠাৎ বাজিয়া উঠিল, আর সেই শব্দ তুমুল হইল ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—'তত'ঃ ইত্যাদিনা। পণবা মর্দ্দলা আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ। সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—'অতঃপর সেনাপতি ভীষ্মের এইপ্রকার যুদ্ধোৎসাহ দর্শন করিয়া সর্বত্র যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল।'—ইহাই "ততঃ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন। পণব, মাদল, আনক ও গোমুখসকল—এগুলি বাদ্যবিশেষ, সহসা—সেইক্ষণেই, অভিহত—বাদিত হইল, সেই শব্দ—শঙ্খাদির শব্দ, তুমুল—প্রবল হইল ॥ ১৩ ॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (অনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেত-অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (বৃহৎ রথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দিব্যৌ এব (দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক) শঙ্খৌ (শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর পাণ্ডবসৈন্যগণের যুদ্ধে ঔৎসুক্যের কথা পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন—] অনন্তর শ্বেত-অশ্বযুক্ত মহান্ রথস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর "ততঃ" ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকদ্বারা পাণ্ডবসৈন্যের মধ্যে যে যুদ্ধোৎসব আরম্ভ হইল, তাহাই বলিতেছেন। স্যন্দনে—রথে স্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন দিব্য শঙ্খ প্রকৃষ্টরূপে ধ্মাত—শব্দিত করিলেন ॥ ১৪ ॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং ('পাঞ্চজন্য'), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং ('দেবদত্ত') ভীমকর্ম্মা (ঘোরকর্ম্মা) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং ('পৌণ্ড্র' নামক) মহাশঙ্খং (মহাশঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥১৫॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই পৃথগ্‌রূপে বলিতেছেন—] হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য, অর্জুন দেবদত্ত ও ভীমকর্মা বৃকোদর (ভীম) পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খনাং নামানি। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবৎ উদরং যস্য স বৃকোদরঃ মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাই পৃথক্ পৃথক্ প্রদর্শনপূর্বক বলিতেছেন—"পাঞ্চজন্যম্" ইত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদি শ্রীকৃষ্ণাদির শঙ্খসমূহের নাম;

[ভীমকর্মা] ভীম—ঘোর কর্ম যাঁহার, বৃকনামক অগ্নি উদরে যাঁহার, তিনি বৃকোদর, তিনি পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাজাইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—কুন্তিপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তিপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্তবিজয়ং ('অনন্তবিজয়'), নকুলঃ সহদেবঃ চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ('সুঘোষ' ও 'মণিপুষ্পক'-নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন] ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খের ধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—"অনন্ত" ইত্যাদি। নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন, সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ (বাজাইলেন) ॥ ১৬ ॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

অন্বয়ঃ—পৃথিবীপতে (হে পৃথিবীনাথ ধৃতরাষ্ট্র!) পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ), মহারথঃ শিখণ্ডী চ (মহারথ শিখণ্ডী), ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট), অপরাজিতঃ (অপরাজিত অর্থাৎ বিজয়ী) সাত্যকিঃ চ (সাত্যকি), দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ ও দ্রৌপদীতনয়গণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন) সর্ব্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ (শঙ্খ বাজাইলেন) ॥ ১৭-১৮ ॥

মূল অনুবাদ—হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! মহাধনুর্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদরাজ ও দ্রৌপদীর পুত্রগণ এবং মহাবাহু অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই সর্বদিক্ হইতে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১৭-১৮ ॥

শ্রীধরঃ—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশি-[শী] রাজঃ, কথংভূতঃ—পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইম্বাসো ধনুর্যস্য সঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—"কাশ্যশ্চ" ইত্যাদি। কাশ্য—কাশীরাজ, কিরূপ তিনি? পরম—শ্রেষ্ঠ ইম্বাস ধনুঃ যাঁহার তদ্রূপ ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—"দ্রুপদঃ" ইত্যাদি। হে পৃথিবীপতে—ধৃতরাষ্ট্র! ॥১৮॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নভঃ চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভ্যনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) স তুমুলঃ ঘোষঃ (সেই তুমুল শব্দ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের) হৃদয়ানি (হৃদয়সকল) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥১৯॥

মূল অনুবাদ—[সেই শঙ্খনাদ তোমার পক্ষীয়গণের মহাভয় উৎপাদন করিল, তাহাই বলিতেছেন—] আর সেই তুমুল শব্দ আকাশ ও পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥১৯॥

শ্রীধরঃ—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি—ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্ কিং কুর্ব্বন্—নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—শঙ্খসকলের সেই নাদ তোমার পুত্রগণের মহাভয় উৎপাদন করিয়াছিল, অতএব বলিতেছেন—"স ঘোষঃ" ইত্যাদি।

ধার্তরাষ্ট্রগণের—তোমার পুত্রগণের, হৃদয় ‘ব্যদারয়ৎ’—বিদীর্ণ করিয়াছিল; কি প্রকারে?—আকাশ ও পৃথিবীকে অভ্যনুনাদিত—প্রতিধ্বনিরাশিদ্বারা সম্যক্ পূর্ণ করিয়া ॥ ১৯ ॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—মহীপতে (হে রাজন্), অথ (অনন্তর) শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে সতি (শস্ত্রপাত আরম্ভ হইলে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্‌যোগে অবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলনপূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশম্ (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) আহ (বলিলেন) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[এই সময়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ‘অথ’ ইত্যাদি চারিটি শ্লোকের দ্বারা যাহা জানাইলেন, তাহাই বলিতেছেন—] হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর কপিধ্বজ অর্জুন ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয়দিগকে যুদ্ধের জন্য অবস্থিত দেখিয়া শস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলে পর গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্বক হৃষীকেশকে এই বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনো বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিঃ চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং, ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্‌যোগেন স্থিতান্ কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই সময় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন তাহাই “অথ” ইত্যাদি চারিটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—‘অথ’ ইতি অথ—অনন্তর অর্থাৎ মহাশব্দ নিরস্ত হইলে পর, ব্যবস্থিতি—যুদ্ধোদ্‌যোগপূর্বক অবস্থিত, কপিধ্বজ—অর্জুন ॥ ২০ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—অচ্যুত (হে অচ্যুত!), উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয়সেনার মধ্যস্থলে) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন কর) ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যাবৎ (যে-পর্যন্ত) অহম্ (আমি) অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ (যুদ্ধাভিলাষী এই বীরগণকে) নিরীক্ষে (ভাল করিয়া দেখি), অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যম্ (আমার যুদ্ধ করিতে হইবে), অত্র যুদ্ধে (এই সংগ্রামে) দুর্ব্বুদ্ধেঃ (দুর্ম্মতি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্য্যোধনের) প্রিয়চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) এতে যে (যাহারা) সমাগতাঃ (সমাগত হইয়াছেন), [তান্] (সেই সকল) যোৎস্যমানান্ (যোদ্ধৃগণকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (পর্য্যবেক্ষণ করি), [তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়] (তাবৎ তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর) ॥ ২২-২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই বাক্য বলিতেছেন—] হে অচ্যুত! যতক্ষণ আমি যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিত ইহাদিগকে অবলোকন করি এবং এই যুদ্ধ আরম্ভে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে ও দুর্মতি দুর্যোধনের হিতৈষী যাহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই যুদ্ধোদ্যতগণকে যতক্ষণ আমি নিরীক্ষণ করি, ততক্ষণ তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২১-২৩ ॥

শ্রীধরঃ—হৃষীকেশমিতি তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—"হৃষীকেশম্" ইত্যাদি। সেই বাক্য বলিতেছেন—"সেনয়োঃ" ইত্যাদি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—যাবদেতানিতি। ননু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্? ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—'যাবৎ এতান্" ইতি। তুমি ত' যোদ্ধা, কিন্তু তুমি যুদ্ধদর্শক নহ। অতএব বলিতেছেন—'কৈর্ময়া' ইত্যাদি—কাহাদের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে? ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছন্তো যে ইহ সমাগতা স্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবত্তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্ম্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—"যোৎস্যমানান্" ইত্যাদি। ধার্তরাষ্ট্রের—দুর্যোধনের [প্রিয়চিকীর্ষু]—প্রিয়কার্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাহারা এই যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি যে-পর্যন্ত দর্শন করি, সে-পর্যন্ত উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর,—এইরূপ অন্বয় হইবে ॥ ২৩ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ভারত!), গুড়াকেশেন (গুড়াকেশ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক) এবম্ উক্তঃ (এইরূপে উক্ত) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয়সেনার মধ্যে) ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ (ভীষ্মদ্রোণাদি ও) সর্ব্বেষাম্ চ সমুদয়) মহীক্ষিতাম্ (নৃপতিগণের) [পুরতঃ] (সম্মুখে) রথোত্তমম্

(উত্তমরথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপনপূর্ব্বক) উবাচ (বলিলেন—) পার্থ (হে পার্থ!) সমবেতান্ (সমবেত) এতান্ কুরূন্ (এইসকল কুরুগণকে) পশ্য ইতি (দেখ) ॥ ২৪-২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি ঘটিল, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—] সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত! গুড়াকেশ অর্জুন-কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং সকল রাজগণের সম্মুখে শ্রেষ্ঠ রথ স্থাপন করিয়া "হে পার্থ! এই সমবেত কুরুগণকে দর্শন কর" এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা, তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্; হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! ভীষ্মেতি। সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্; ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা; হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহার পর কি ঘটিল, তাহাই এক্ষণে সঞ্জয় বলিতেছেন—"এবমুক্তঃ" ইত্যাদি। গুড়াকা—নিদ্রা, তাহার প্রভু—জিতনিদ্র অর্জুন কর্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া, হে ভারত— হে ধৃতরাষ্ট্র! "ভীষ্ম" ইত্যাদি। হৃষীকেশ উভয় সেনার মধ্যে [রথোত্তম] রথসমূহের মধ্যে উত্তম রথ স্থাপন করিলেন। "ভীষ্মদ্রোণ" ইত্যাদি। মহীক্ষিৎ-গণের—রাজগণেরও, প্রমুখতঃ—সম্মুখে, রথ স্থাপনপূর্বক ভগবান্ বলিলেন—"হে পার্থ! এই কুরুগণকে দর্শন কর" ॥ ২৪-২৫ ॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অথ (অনন্তর) পার্থঃ অপি (পার্থও) তত্র (তথায়) উভয়োঃ

সেনয়োঃ [মধ্যে] (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৃন্ (পিতৃব্য), পিতামহান্ (পিতামহ), আচার্য্যান্ (আচার্য্য), মাতুলান্ (মাতুল), ভ্রাতৃন্ (ভ্রাতা), পুত্রান্ (পুত্র), পৌত্রান্ (পৌত্র), সখীন্ (সখা), তথা শ্বশুরান্ (শ্বশুর) সুহৃদঃ চ এব (সুহৃদ্গণকেই) অপশ্যৎ (দেখিতে পাইলেন) ॥২৬॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি হইল, তাহাই বলিতেছেন—] অনন্তর অর্জুনও সেস্থানে কুরু-পাণ্ডব উভয় সেনার মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পৌত্র, সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্গণকে দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তামিত্যাহ—তত্রেত্যাদি। পিতৃন্ পিতৃব্যা-নিত্যর্থঃ; পুত্রান্ পৌত্রানিতি—দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ; সখীন্—মিত্রাণি, সুহৃদঃ—কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর কি ঘটিল, তাহাই বলিতেছেন—"অত্র" ইত্যাদি। পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃব্যদিগকে, পুত্রগণকে "পুত্রান্ পৌত্রান্" ইত্যাদি—অর্থাৎ দুর্যোধনাদির যে পুত্র ও তাহার পৌত্রগণ, তাহাদিগকে, সখাগণকে—মিত্রদিগকে, সুহৃদ্গণকে—কৃতোপকারীদিগকে, দেখিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তীপুত্র) [তত্র] (রণস্থলে) অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেইসকল বন্ধুকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ সন্ (অতিশয় কৃপান্বিত) বিষীদন্ (ও বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিতে লাগিলেন) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[ইহা দেখিয়া অর্জুন কি করিলেন, তাহাই বলিতেছেন —] সেই কুন্তীপুত্র রণস্থলে সেই সকল বন্ধুকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপান্বিত ও বিষণ্ণ হইয়া ইহা বলিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ—তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা গৃহীতো বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধ-শ্লোকবাক্যার্থঃ; আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—তৎপর কি করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—"তান্" ইত্যাদি। উভয় সেনার মধ্যে অবস্থানপূর্বক এরূপ দেখিয়া মহতী দয়ার পরবশ ও বিষণ্ণ হইয়া অর্জুন ইহা বলিয়াছিলেন,—ইহাই পরবর্তী অর্ধ শ্লোকের বাক্যার্থ; আবিষ্ট—ব্যাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!), যুযুৎসূন্ (যুদ্ধাভিলাষী) ইমান্ (এইসকল) স্বজনান্ (স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সমবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম (আমার) গাত্রাণি (গাত্র) দীদন্তি (অবসন্ন হইতেছে) মুখং চ পরিশুষ্যতি (এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[কি বলিলেন, তাহাই দৃষ্টেমান্ ইত্যাদি হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্যন্ত বলিতেছেন—] অর্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধাভিলাষী সম্যগ্‌রূপে অবস্থিত এইসকল বন্ধুগণকে দেখিয়া আমার গাত্র বিশীর্ণ এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্টেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্—বন্ধুজনান্, দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি—করচরণাদীনি, সীদন্তি—বিশীর্য্যন্তে; কিঞ্চ মুখং পরি—সমন্তাৎ শুষ্যতি—নিদ্রবীভবতি ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—কি বলিলেন, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—অধ্যায়-সমাপ্তি

পর্যন্ত "দৃষ্টেমান্" ইত্যাদি হে কৃষ্ণ! [যুযুৎসূন্] যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সম্মুখে সম্যগবস্থিত স্বজনদিগকে—বন্ধুজনদিগকে, দেখিয়া আমার গাত্রসকল—হস্তপদাদি, কম্পিত—শীর্ণ হইতেছে; আরও, মুখ পরি—বিশেষভাবে, শুষ্ক হইতেছে—নীরস হইতেছে ॥ ২৮ ॥

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—মে শরীরে (আমার শরীরে) বেপথুঃ চ রোমহর্ষ চ (কম্প ও রোমাঞ্চ) জায়তে (জন্মিতেছে), হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গাণ্ডীব) স্রংসতে (স্খলিত হইতেছে) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব (এবং চর্ম দগ্ধ হইতেছে) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] আমার শরীরে কম্প ও রোমাঞ্চ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে এবং সমস্ত চর্ম দগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদি। বেপথুঃ—কম্পঃ, রোমহর্ষো রোমঞ্চঃ, স্রংসতে—নিপাততি, পরিদহ্যতে—সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "বেপথুশ্চ" ইত্যাদি। বেপথু—কম্প; রোমহর্ষ—রোমাঞ্চ; স্রস্ত হইতেছে—নিপতিত হইতেছে; পরিদগ্ধ হইতেছে—সর্বতোভাবে সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—কেশব (হে কেশব!), [অহম্] (আমি) অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি (আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না), মে মনঃ (আমার মন) ভ্রমতি ইব (যেন চঞ্চল হইতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং কু-লক্ষণসকল) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] হে কেশব! আমি এইস্থলে অবস্থান করিতে পারিতেছি না। আমার মনও যেন ঘুরিতেছে এবং অনিষ্টসূচক লক্ষণসকল দেখিতেছি॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—অপি চ ন চ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্ট-সূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ন চ শক্নোমি" ইত্যাদি। বিপরীত নিমিত্ত-সকল—অনিষ্টসূচক লক্ষণাদি, দেখিতেছি॥ ৩০ ॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা (স্বজন বিনাশ করিয়া) শ্রেয়ঃ চ (মঙ্গল) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না), বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে চ (আমি বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না), রাজ্যং সুখানি চ ন (রাজ্য এবং সুখও চাহি না)॥ ৩১ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] হে কৃষ্ণ! স্বজনগণকে যুদ্ধে বধ করিয়া কোন শুভফল দেখিতেছি না। [যদি বল বিজয়াদি শুভফল কেন দেখিতেছ না? তাই বলিতেছেন—] আমি বিজয়ও আকাঙ্ক্ষা করি না, রাজ্য এবং সুখও চাহি না॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ, ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি; বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ন চ" ইত্যাদি। আহবে—যুদ্ধে, স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ—ফল, দেখিতেছি না; যদি বল, বিজয়াদি ফল দেখিতেছ না কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ন কাঙ্ক্ষে" ইত্যাদি॥ ৩১ ॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!), যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের জন্য) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্য, ভোগ ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (আকাঙ্ক্ষিত), তে ইমে আচার্য্যাঃ (সেই আচার্য্য) পিতরঃ (পিতৃব্য) পুত্রাঃ (পুত্র) তথা এব চ পিতামহাঃ (এবং তদ্রূপ পিতামহ), মাতুলাঃ (মাতুল), শ্বশুরাঃ (শ্বশুর), পৌত্রাঃ (পৌত্র), শ্যালাঃ (শ্যালক) তথা সম্বন্ধিনঃ (এবং কুটুম্বগণ) প্রাণান্ ধনানি চ (ধন ও প্রাণ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছেন)। [অতএব] রাজ্যেন কিম্ (আমাদের রাজ্যেই বা কি প্রয়োজন?), ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্ (ভোগ এবং প্রাণেই বা কি প্রয়োজন?); মধুসূদন (হে মধুসূদন!), ঘ্নতঃ অপি (আমরা তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেও) এতান্ হন্তুং (ইহাদিগকে বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না)॥ ৩২-৩৪ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই এইক্ষণে "কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি আড়াইটি শ্লোকে সবিস্তার বলিতেছেন—] হে গোবিন্দ! যাহাদের নিমিত্ত অর্থাৎ যাহাদিগকে লইয়া রাজ্যভোগ ও সুখসকল আকাঙ্ক্ষা করা হয়, সেই এই আচার্য, পিতৃব্য, পুত্র এবং পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধিগণ ধন ও প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অবস্থিত, অতএব আমাদের রাজ্যে কি ফল? ভোগ ও জীবনধারণই বা কেন? [যদি কৃপা করিয়া ইহাদিগকে তুমি বিনাশ না কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহারা

তোমাকে রাজ্যলোভে বধ করিবে, অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ কর না কেন? এতদুত্তরে বলিতেছেন—] হে মধুসূদন! ইহারা আমাকে মারিলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না॥ ৩২-৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব প্রপঞ্চয়তি—কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন। ত ইমে ইতি; যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ন হংসি, তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন; ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্॥ ৩২-৩৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—"কিং নো রাজ্যেন" ইত্যাদি আড়াইটি শ্লোকদ্বারা ইহাই বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—"ত ইমে" ইত্যাদি। যাহাদিগের জন্য আমাদিগের রাজ্যাদি-পালন, তাহারাই প্রাণধনাদি-পরিত্যাগ স্বীকার করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত অগ্রে অবস্থিত; অতএব রাজ্যাদিদ্বারা আমাদিগের কি হইবে? অর্থাৎ কোনই আবশ্যকতা নাই। ওহে, যদি তুমি দয়াবশতঃ ইহাদিগকে হত্যা না কর, তবে ইহারা রাজ্যলোভে তোমাকে বধ করিবেই; অতএব তুমিই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্য ভোগ কর, তৎপ্রসঙ্গে দেড়টি শ্লোকে বলিতেছেন "এতান্" ইত্যাদি; হনন করিলেও অর্থাৎ আমাদিগকে বধ করিলেও, ইহাদিগকে (বধ করিব না)॥ ৩২-৩৪ ॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

অন্বয়ঃ—[হে] জনার্দ্দন! মহীকৃতে (পৃথিবীর রাজত্বের বিনিময়ে) কিং নু ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি ত্রিভুবনের রাজত্বের জন্যও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (দুর্য্যোধনাদিকে বধ করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ-লাভ হইবে?)॥ ৩৫ ॥

মূল অনুবাদ—পৃথিবীর কথা কি, ত্রৈলোক্যের রাজত্ব পাইলেও আমি ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। [আর] হে জনার্দন! ধার্তরাষ্ট্রদিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইতে পারে? ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—"অপি" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যরাজ্যের নিমিত্ত অর্থাৎ তৎপ্রাপ্তির জন্যও আমি হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না, পৃথিবীমাত্রলাভের নিমিত্ত ত' কোন কথাই নাই ॥ ৩৫ ॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্　হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হাঃ বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—মাধব (হে মাধব!) এতান্ (এইসকল) আততায়িনঃ (আততায়ীকে) হত্বা (বধ করিলে) অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ (আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (অতএব) বয়ং (আমরা) স্ববান্ধবান্ (আত্মীয়) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে) হন্তুং ন অর্হাঃ (বধ করিতে পারি না), হি (যেহেতু) স্বজনং (স্বজন) হত্বা (বধ করিয়া) বয়ং [আমরা] কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ (সুখী) স্যাম (হইব?) ॥ ৩৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আর যদি বল, অগ্নিদাতা, বিষদাতা, শস্ত্রধারী এবং ধন, ক্ষেত্র ও স্ত্রী-অপহারী এই ছয় জনই আততায়ী বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রে অভিহিত হয়, দুর্যোধনাদি এই ছয়প্রকারে অর্জুনাদির সম্বন্ধে আততায়ী, অতএব তাহাদের বধ যুক্তিযুক্ত; যেহেতু শাস্ত্রে "আততায়ীকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া বধ করিবে—আততায়ীবধে কোন পাপ হয় না" এইরূপও বচন রহিয়াছে। তাই পাপের কথা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন —যেহেতু "আততায়িনম্" ইত্যাদি যে অর্থশাস্ত্রের বচন, তাহা, ধর্ম-

শাস্ত্রাপেক্ষা দুর্বল; যথা যাজ্ঞবল্ক্যে—'দুই স্মৃতিশাস্ত্রমধ্যে বিরোধ হইলে ব্যবহারানুকূল ন্যায়ই বলবান্ হয় আর অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রই বলবান্, ইহাই নিশ্চয়' অতএব—] হে মাধব! এইসকল আততায়ীগণকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে, সুতরাং সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আমাদের বধ করা উচিত নয়। যেহেতু স্বজনদিগকে বধ করিয়া কিরূপে আমরা সুখী হইতে পারি? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—ননু চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥" ইতি স্বরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব,—"আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাঽবিচারয়ন্। নাততায়ি বধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥" ইতি বচনাৎ? তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন, "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলং যথোক্তং, যাজ্ঞবল্ক্যেন,—"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাৎ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ ॥" ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যেতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অহো "অগ্নি-প্রদানকারী, বিষদাতা, (হননোদ্যত) অস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ক্ষেত্রাপহারী ও দারাপহারী—এই ছয়জন আততায়ী" —এই বাক্যানুসারে অগ্নিদাহাদি ছয়টি কারণে ইহারা শত্রু, আততায়িদিগকে বধ করাই উচিত; "আততায়িকে আসিতে দেখিলে বিচার না করিয়া তাহাকে বধ করিবে,—হত্যাকারীর আততায়িবধে কোন দোষ হয় না"— এই বাক্যও উহার সমর্থন করে; তদ্বিষয়ে দেড়টি শ্লোকে বলিতেছেন— "পাপমেব" ইত্যাদি। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদি অর্থশাস্ত্র, উহা ধর্মশাস্ত্র হইতে দুর্বল; যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, যথা—"দুইটি স্মৃতির

বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যবহার অপেক্ষা ন্যায়ই বলবান্। বিধান এই যে, অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্মশাস্ত্র বলবান্।" অতএব এই দ্রোণাচার্যাদি শত্রু হইলেও ইহাদিগের বধে আমাদের নিশ্চয়ই পাপ হইবে; অন্যায্য ও ধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া উহাদিগের বধে ইহকালে বা পরকালে আমাদের কোন সুখ হইবে না; অতএব বলিতেছেন—"স্বজনং হি" ইত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] জনার্দ্দন! যদ্যপি এতে (ইহারা) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাক্রান্তচিত্ত হইয়া) কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং মিত্রদ্রোহ বা স্বজনবিরোধে) পাতকং ন পশ্যন্তি (পাতক দেখিতেছে না); [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (সম্যক্ দর্শন করিয়া) [অস্মাভিঃ—আমরা] অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্ (নির্বৃত্ত কেন না হইব?) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল তোমার মত কুরুদিগেরও বন্ধুবধজনিত পাপ সমানই হইবে, অতএব ইহারা যেমন বন্ধুবধজনিত পাপ স্বীকার করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তুমিও সেইরূপ হও, এইরূপ বিবাদে কি ফল? এবম্প্রকার আশঙ্কার উত্তরে 'যদ্যপি' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে অর্জুন বলিতেছেন—] হে জনার্দন! যদিও রাজ্যলোভে নষ্টবিবেক ইহারা (দুর্যোধনেরা) কুলক্ষয়জনিত দোষ এবং মিত্রদ্রোহরূপ পাতক দেখিতেছে না, তথাপি আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দেখিতে পাইয়াও কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৭-৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—ননু তবৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈবৈতে বন্ধুবধ-দোষমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাম্, কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ—যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি, তথাপ্যস্মাভির্দ্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! তোমাদের ও ইহাদের বন্ধুবধজনিত পাপ যখন সমান তখন ইহারা যেমন বন্ধুবধদোষ স্বীকার করিয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে, তেমন তুমিও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; এইরূপ শোক করিবার প্রয়োজন কি? "যদ্যপি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে উহা উক্ত হইয়াছে। রাজ্যলোভদ্বারা উপহত—ভ্রষ্টবিবেক চিত্ত যাহাদের, সেই সম্মুখস্থিত দুর্যোধনাদি যদ্যপি পাপগণনা করিতেছে না তথাপি এই কার্যে দোষ-দর্শনকারী আমাদিগের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া কেনই না উচিত হইবে? অর্থাৎ এই কার্য হইতে নিবৃত্তি-লাভই স্থির করা কর্তব্য ॥ ৩৭-৩৮ ॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয়হেতু) সনাতনাঃ (সনাতন) কুলধর্ম্মাঃ (কুলধর্ম্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] (ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ উত কুলম্ (অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে) ॥ ৩৯ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই কুলক্ষয়-জন্য দোষ দেখাইতেছেন—] কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম অবশিষ্ট কুলকে অভিভূত করে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—তমেব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ; উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি ব্যপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই দোষই প্রদর্শন করিতেছেন—"কুলক্ষয়ে" ইত্যাদি। সনাতন—পরম্পরাপ্রাপ্ত, উত—ও অর্থাৎ অবশিষ্ট, কৃৎস্ন—সমগ্র, কুলকে অধর্ম অভিভবতি অর্থাৎ ব্যাপ্ত করে ॥ ৩৯ ॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ (কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়)। [হে] বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণি-বংশধর!), স্ত্রীষু দুষ্টাসু (কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) জায়তে (জন্মে) ॥ ৪০ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ! কুল অধর্মে অভিভূত ইহলে কুলস্ত্রীগণ ভ্রষ্টাচারিণী হয়। হে বৃষ্ণিবংশধর! স্ত্রীগণ ভ্রষ্ট হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর "অধর্মাভিভবাৎ" ইত্যাদি ॥ ৪০ ॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্য কুলঘ্নানাং চ (কুল ও কুলনাশক-গণের) নরকায় এব (নরক প্রাপ্তির হেতু হয়)। এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পিতরঃ (ইহাদিগের পিতৃগণ পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায়) পতন্তি হি (নিশ্চয়ই পতিত হন) ॥ ৪১ ॥

মূল অনুবাদ—[আর এইরূপ হইলে—] বর্ণসঙ্করগণ কুল ও কুলনাশকদিগকে নরকে লইয়া যায়, ইহাদিগের পিতৃগণ, পিণ্ড ও তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায় নিশ্চয়ই পতিত হন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—এবং সতি 'সঙ্কর' ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এরূপ হইলে "সঙ্কর" ইত্যাদি। এই কুলনাশকদিগের পিতৃগণ পতিত হন; হি—যেহেতু, [লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া] লুপ্ত হইয়াছে পিণ্ডোদকক্রিয়া (শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি) যাহাদের তাহারা ॥ ৪১ ॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—কুলঘ্নানাম্ (কুলনাশকগণের) এতৈঃ (এইসকল) বর্ণসঙ্কর-কারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (দোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হইয়া যায়) ॥ ৪২ ॥

মূল অনুবাদ—['দোষৈঃ' ইত্যাদি দুই শ্লোকে উক্ত দোষের উপসংহার করিতেছেন—] কুলঘাতকদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই সকল দোষ দ্বারা সনাতন জাতিধর্ম, কুলধর্মসমূহ উৎসন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তং দোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ; কুলধর্ম্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

সুঃ অনুবাদ—"দোষৈঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা পূর্বকথিত দোষের কথার উপসংহার করিতেছেন, উৎসন্ন হয়—লুপ্ত হয়, জাতিধর্ম, বর্ণধর্ম, "কুল-ধর্মাঃ চ"—'চ' শব্দের প্রয়োগে এস্থলে আশ্রমধর্মাদিও বুঝাইতেছে ॥৪২॥

উৎসন্ন কুলধৰ্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধৰ্ম্মাণাং (যাহাদের জাতি, কুল ও আশ্রমধৰ্ম্ম উৎসন্ন হইয়াছে) মনুষ্যাণাং (সেই সকল মনুষ্যের) নরকে নিয়তং বাসঃ (চিরকাল নরকে বাস) ভবতি (হয়), ইতি (এরূপ) অনুশুশ্রুম (আমরা শুনিয়াছি) ॥ ৪৩ ॥

মূল অনুবাদ—হে জনার্দন! বিনষ্টকুলধর্মদিগের নিয়তই নরকে বাস হইয়া থাকে, ইহা গুরুপরম্পরায় আমরা শুনিয়াছি। (যে সমস্ত লোক পাপকর্মে নিযুক্ত অথচ প্রায়শ্চিত্ত বা পশ্চাৎ অনুতাপ করে না, তাহারা দারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।) ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরঃ—উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধৰ্ম্মাঃ যেষামিতি উৎসন্নজাতি-ধৰ্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্; অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং, "প্রায়শ্চিত্তমকুৰ্ব্বাণাঃ পাপেম্বভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥" ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—"উৎসন্ন" ইত্যাদি। [উৎসন্নকুলধর্মদিগের]—উৎসন্ন হইয়াছে কুলধর্ম যাহাদের, ইহাতে উৎসন্নজাতিধর্মাদিরও লক্ষণ কথিত হইয়াছে; 'অনুশুশ্রুম'—আমরা শ্রবণ করিয়াছি, শাস্ত্র-বচন, যথা—"যে-সকল মানব প্রায়শ্চিত্ত করে না, অথচ পাপকার্যে অত্যাসক্ত, সে-সকল পশ্চাৎ-অনুতাপশূন্য পাপিগণ দারুণ নরকসমূহে গমন করিয়া থাকে" ॥ ৪৩ ॥

অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—অহোবত (হায়!) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ)

কর্ত্তুং (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয় হইয়াছি); যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখ-লোভেন (রাজ্যসুখলোভে) [বয়ং—আমরা] স্বজনং (স্বজন) হন্তুম্ (বধ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥ ৪৪ ॥

মূল অনুবাদ—[বন্ধুবধকার্য্যোদ্যত হইয়া সন্তাপ করিতে করিতে অর্জ্জুন বলিতেছেন—] হায়, কি দুঃখ! আমরা মহাপাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কেননা, রাজ্যসুখলোভে স্বজনগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ—অহোবতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি—যৎ এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ং অহোবত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—স্বজনবধযোগজনিত মনস্তাপে তাপিত হইয়া বলিতেছেন—"অহো বত" ইত্যাদি। "স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ" অর্থাৎ যেহেতু আমরা এই মহাপাপ অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টাশীল, সেহেতু অহো! আমাদের কি মহাবিপদ উপস্থিত! ৪৪ ॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (অস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ) অপ্রতীকারম্ (প্রতিকার-রহিত) অশস্ত্রং (ও অস্ত্রশূন্য অবস্থায়) মাং (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তবে তাহাই) মে (আমার পক্ষে) ক্ষেমতরং (অধিকতর হিতকর) ভবেৎ (হইবে) ॥ ৪৫ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত প্রকারে সন্তপ্ত হইয়া মৃত্যু কামনা করিয়া অর্জুন বলিতেছেন—] যদি শস্ত্রপাণি ধার্তরাষ্ট্রগণ প্রতীকার-রহিত ও শস্ত্রশূন্য-অবস্থায় আমাকে রণে নিধন করে, তাহা হইলে তাহাও আমার পক্ষে হিতকর হইবে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং দৃষ্ট্বা তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ সন্তপ্ত হইয়া মৃত্যুকেই প্রশংসা করতঃ বলিতেছেন—"যদি মাম্" ইত্যাদি। অকৃত-প্রতীকার অর্থাৎ নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া যদি [ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা] আমাকে হনন করে, তাহা হইলে সেরূপ বধ আমার পক্ষে ক্ষেমতর—অত্যন্ত হিতকর; যেহেতু, মৎকর্তৃক আর পাপ অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৪৫ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শনং
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবম্ উক্ত্বা (এরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (শরযুক্ত ধনুঃ) বিসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকে উদ্‌বিগ্নচিত্ত হইয়া) রথোপস্থঃ (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবিষ্ট হইলেন) ॥ ৪৬ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি হইল, এই অপেক্ষায়—] সঞ্জয় কহিলেন—অর্জ্জুন এই বলিয়া সংগ্রামস্থলে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া শোকে উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ইতি ব্যাস-বিরচিত শ্রীমহাভারতাখ্য শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোক-
নিবদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে
বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
সৈন্যদর্শন-নামক প্রথমাধ্যায়।

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি, উপাবিশৎ উপবিবেশ; শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
সৈন্যদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্পর্কে সঞ্জয় বলিলেন—"এবমুক্ত্বা" ইত্যাদি। সংখ্যে—সংগ্রামে, 'রথোপস্থে'—রথের উপরে, 'উপাবিশৎ'—উপবেশন করিলেন, [শোকসংবিগ্নমানস] শোকদ্বারা সংবিগ্ন—প্রকম্পিত, মানস—চিত্ত যাঁহার, তিনি ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা-টীকা 'সুবোধিনী'তে
সৈন্যদর্শন-নামক প্রথম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

সঞ্জয়—গবল্‌গণের পুত্র ॥ ১ ॥

কুরুক্ষেত্র—দিল্লী হইতে এন্ ডাব্‌লিউ আর্ লাইনে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত। রাজর্ষি কুরু যজ্ঞার্থে এই ক্ষেত্রের কর্ষণ করিয়াছিলেন। (মঃ ভাঃ শল্য ৫৩।২)। ইহার অপর নাম স্যমন্তপঞ্চক (ঐ ৫৩।১) ॥ ১ ॥

ব্যূহ—সৈন্য-রচনা। "সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥" ২ ॥

দ্রোণাচার্য্য—মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। দ্রোণ বা কলসের মধ্যে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পরশুরামকে সন্তুষ্ট করিয়া সরহস্য ধনুর্বেদ লাভ করেন এবং কৌরব ও পাণ্ডব-বালকদিগের আচার্য-পদে নিযুক্ত হন ॥ ২ ॥

চমূ—সৈন্যসঙ্ঘ। ৭২৯টি হস্তী, ৭২৯টি রথ, ২১৮৭টি অশ্ব ও ৩৬৪৫টি পদাতিক একত্রিত হইলে 'চমূ' হয় ॥ ৩ ॥

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদের পুত্র ও দ্রৌপদীর ভ্রাতা। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদী উভয়েই যজ্ঞসম্ভূত। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্যকে নিহত করেন ॥ ৩ ॥

যুযুধান—ইনি দ্বারকাবাসী সাত্যকি-নামে বিখ্যাত, শ্রীকৃষ্ণের অনুগত দাস এবং অর্জুনের নিকট ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন ॥ ৪ ॥

বিরাট—এই মৎস্যরাজ বিরাটের গৃহে পাণ্ডবগণ এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করেন। ইনি পাণ্ডবগণের বৈবাহিক ॥ ৪ ॥

কুন্তীভোজ—কুন্তীদেবীর পিতা ॥ ৫ ॥

অভিমন্যু—ইনি অর্জুনের পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তরথী অন্যায়যুদ্ধে ইঁহাকে বধ করেন ॥ ৬ ॥

অশ্বত্থামা—দ্রোণাচার্য ও কৃপীর পুত্র। জন্মকালে অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥

ভীষ্ম—শান্তনু ও গঙ্গার পুত্র চিরকুমার ভীষ্ম পিতৃসন্তোষার্থ রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। ইনি পরশুরামকেও যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং দুর্যোধনকে অনেক মঙ্গলোপদেশ প্রদান করেন। ইনি পাণ্ডবগণের প্রতি অতিবৎসল এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত ছিলেন। ইনি ইচ্ছা-মৃত্যু হইয়াও যুদ্ধের দশম দিবসে অর্জুনের শরে শয্যা করেন এবং উত্তরায়ণে দেহ ত্যাগ করেন। ইনি কৃষ্ণভক্ত, মহাবীর, জিতেন্দ্রিয়, উদার ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলেন ॥ ৮ ॥

কর্ণ—কুন্তীর কানীন পুত্র। ইনি পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি 'দাতা' বলিয়া বিখ্যাত। ইনি দুর্যোধনের পরম বন্ধু ছিলেন। ইনি ত্রয়োদশ দিবসে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে সেনা-নায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং অষ্টাদশ দিবসে ঘোরতর যুদ্ধে অর্জুন-হস্তে নিহত হন ॥ ৮ ॥

পাঞ্চজন্য—পঞ্চজন-নামক এক দৈত্য সমুদ্রে শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া বাস করিত। উহার অস্থি-নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম পাঞ্চজন্য ॥ ১৫ ॥

ধনঞ্জয়—অর্জুনের দশটি প্রসিদ্ধ নামের অন্যতম। দশটি নাম যথা,—অর্জুন, ফাল্গুন, বিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয় ॥ ১৫ ॥

শিখণ্ডী—রাজা দ্রুপদের শিখণ্ডী-নাম্নী কন্যা। স্থূল নামক যক্ষ ইহাকে পুরুষ করিয়া দিয়াছিল। ইনি পূর্বজন্মে কাশীরাজকন্যা অম্বা ছিলেন ॥১৭॥

পার্থ—বসুদেবের পিতা শূর রাজা তাঁহার পৃথা-নাম্নী কন্যাকে কুন্তীভোজ রাজার নিকট পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দান করেন। এই পৃথাই কুন্তী নামে পরিচিতা। কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা। পৃথার পুত্রই অর্জুন ॥ ২৫ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। সৈন্যদর্শন-পূর্বক অর্জুনের বিষণ্ণের ন্যায় অভিনয়ে কি শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে?

২। কি কি যুক্তির দ্বারা অর্জুন যুদ্ধ হইতে বিরতি ইচ্ছা করিয়াছিলেন? সাধক-জীবনের সহিত উহার সামঞ্জস্য কোথায়?

৩। প্রথম অধ্যায়ের মূল শিক্ষা কি?

৪। জাতিধর্ম বা কুলধর্মই কি সনাতনধর্ম?

৫। জাতিধর্ম, দৈববর্ণাশ্রমধর্ম ও শরণাগতির মধ্যে ভেদ ও বৈশিষ্ট্য কি?

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাংখ্যযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে শোকাকুলের ন্যায় অভিনয়কারী অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব উপদেশ প্রদান করিয়া স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধস্থলে রথোপরি শোকে উদ্বিগ্নচিত্ত দর্শন করিয়া লোক-শিক্ষাকল্পে উপদেশ-প্রদানমুখে বলিলেন যে, "সঙ্কটকালে মোহে অভিভূত হওয়া উচিত নহে, তাহা আর্যগণের অযোগ্য, অধর্মকর ও অসম্মানকর। হৃদয়দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই কর্তব্য।"

গুরু ও আত্মীয়বর্গকে হনন করিয়া রাজ্যলাভ কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নহে, ইহা অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যুক্তির দ্বারা জানাইলেন। আরও বলিলেন যে, তিনি ধর্মাধর্ম-বিষয়ে বিমূঢ়মতি হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, অর্জুন পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছেন বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণের দেহে 'অহং'-বুদ্ধি নাই, তাঁহারা কাহারও জন্য শোক করেন না। জীবের স্থূল ও সূক্ষ্মদেহই উৎপত্তি ও বিনাশশীল। বস্তুতঃ জীবাত্মা নিত্য। যেরূপ মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ বদ্ধ-জীবও কর্মফলভোগান্তে এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করে। দেহী আত্মা পরমদুর্বিজ্ঞেয় তত্ত্ব। দেহই অনিত্য ও বধ্য, কিন্তু দেহী বা আত্মা নিত্য ও অবধ্য। ফলানুসন্ধানরহিত হইয়া শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করাই জীবের কর্তব্য। পরমেশ্বরের আরাধনার আরম্ভের নিষ্ফলতা নাই ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। উহার অতি অল্প অনুষ্ঠানেও সংসাররূপ মহাভয় হইতে জীব

রক্ষা পায়। 'কৃষ্ণভক্তি-দ্বারাই নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করিব', এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই অবলম্বন করা কর্তব্য। যাহারা পরমেশ্বরের সেবা-বহির্মুখ কামনাপরায়ণ, তাহারাই ঐকান্তিক ভক্তি-পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বহু পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া ভগবদ্ভক্তি পরিত্যাগ করা উচিত নহে। বেদের কর্মকাণ্ড ত্রিগুণাত্মক, উহা পরিত্যাগ করিয়া নির্গুণা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্তব্য। পরমেশ্বরের আরাধনার মধ্যেই বেদ-কথিত যাবতীয় ফল অনুস্যূত আছে। যাহারা ফলানুসন্ধিৎসু, তাহারাই কৃপণ।

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে (১) স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, (২) স্থিতধীর আচরণ, (৩) তাঁহার অধিষ্ঠান ও (৪) বিচরণ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অন্যাভিলাষ-রহিত ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ, জাগতিক শুভাশুভের প্রতি নিরপেক্ষতাই তাঁহার আচরণ, ইতরবিষয়ে বিরক্তি ও রসস্বরূপা ভগবদ্ভক্তিতে অনুরক্তিই তাঁহার অধিষ্ঠান ও প্রত্যগ্‌গতিতে অবস্থানই তাঁহার বিচরণ—এই উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণেতর বিষয় চিন্তার ফলে পুরুষের তাহাতে আসক্তি, আসক্তি হইতে কামনা, তাহা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে কার্যাকার্যবিবেকের অভাব, তাহা হইতে শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশের বিস্মৃতি, তাহা হইতে বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইলে মনুষ্য মৃততুল্য হইয়া থাকে। আত্মদর্শী পুরুষের সমস্তই বিপরীত। যে বিষয়নিষ্ঠাতে প্রাণিগণের জাগরণ দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মতত্ত্বদর্শিগণের নিকট রাত্রিস্বরূপ; আর যাহাতে সর্বসাধারণ নিদ্রিত, তাহাতেই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জাগ্রত। অন্যান্য জলরাশি যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, কামসকল সেইরূপ স্থিতপ্রজ্ঞ-মুনিতে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না—ইহাকেই ব্রাহ্মস্থিতি বলে।

শিক্ষা—দেহধর্ম অনিত্য ও নৈমিত্তিক, আত্মধর্মই নিত্য স্বরূপধর্ম।

সঞ্জয় উবাচ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—মধুসূদনঃ (মধুসূদন) তথা (তথাবিধ) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র) বিষীদন্তং (বিষণ্ণ) তং (তাহাকে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে) ইদং বাক্যম্ (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[অর্জ্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগপূর্ব্বক রথোপরি উপবিষ্ট হইলে কি ঘটিয়াছিল, তদুদ্দেশে উক্ত হইয়াছে—] সঞ্জয় বলিতেছেন—মধুসূদন কৃপাবিষ্ট, "অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র ও উক্ত প্রকারে বিষণ্ণ অর্জ্জুনকে তখন এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া।
প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্ ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শোকসন্তপ্ত অর্জ্জুনকে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্ধারণ করিলেন।

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তন্তথেত্যাদি অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং; তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—তৎপর কি কি ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সঞ্জয় বলিলেন,—"তং তথা" ইত্যাদি। [অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণ]—"অশ্রুরাশিদ্বারা পূর্ণ আকুল দৃষ্টি যাঁহার, তাঁহাকে, তথা—উক্তপ্রকারে।" বিষণ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] অর্জ্জুন! কুতঃ (কি হেতু) বিষমে (এই সঙ্কটকালে) অনার্য্য-জুষ্টম্ (আর্য্যগণের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গপ্রতিবন্ধক) অকীর্ত্তিকরম্ (ও অযশস্কর) ইদং কশ্মলং (এই মোহ) সমুপস্থিতম্ (উপস্থিত হইল?) ॥২॥

মূল অনুবাদ—[সেই শ্রীকৃষ্ণ বাক্যটি বলিতেছেন—] হে অর্জুন! কি হেতুতে এই বিষম সঙ্কটকালে আর্যগণের অযোগ্য, অধর্মকর ও অযশস্কর এই মোহ তোমার উপস্থিত হইল? ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্—অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতং অস্বর্গ্যং অধর্ম্ম্যং অযশস্করঞ্চ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই বাক্যই কথিত হইতেছে—শ্রীভগবান্ কহিলেন—'কুতঃ' ইত্যাদি। কুতঃ—কি হেতু, ত্বা—তোমাকে, বিষমে—সঙ্কটে, এই কশ্মল উপস্থিত হইয়াছে—এই মোহ তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে? যেহেতু ইহা [অনার্যজুষ্ট]—আর্যগণের পরিত্যাজ্য স্বর্গপ্রাপ্তির বাধক, অধর্মজনক এবং [অকীর্তিকর] অখ্যাতিকর ॥ ২ ॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ (হে পার্থ!), ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (কাতরতা-প্রাপ্ত হইও না), এতৎ (এই কাতরতা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (শোভা পায় না)। পরন্তপ (হে শত্রুতাপন!), ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যম্ (ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—হে পার্থ! সেই হেতু (সেই অনার্যত্বাদি দোষ হয় বলিয়া) কাতরতা প্রাপ্ত হইও না। কেননা, ইহা তোমার উপযুক্ত নয়। হে পরন্তপ! তুচ্ছ, হৃদয়ের দুর্বলতা পরিত্যাগ করিয়া (যুদ্ধের জন্য) উত্থিত হও ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ, ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি; যতস্ত্বয়ি এতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি; ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ; হে পরন্তপ! শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ" ইত্যাদি। অতএব হে পার্থ! ক্লৈব্য—কাতরতা, 'মাস্ম গমঃ'—প্রাপ্ত হইও না; যেহেতু, তোমাতে ইহা উপপন্ন অর্থাৎ যোগ্য হয় না; ক্ষুদ্র—তুচ্ছ, হৃদয়দৌর্বল্য—কাতরতা, পরিত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধের নিমিত্ত উদ্যোগী হও। হে পরন্তপ!—হে শত্রুতাপন ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুনাশন মধুসূদন!), অহং (আমি) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি) কথং (কিরূপে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (বাণসকল দ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব?) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[আমি হৃদয়ের দুর্বলতাবশতঃ যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতেছি না, কিন্তু উহা অন্যায় ও অধর্মকর বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি—ইহাই বুঝাইবার জন্য অর্জুন বলিতেছেন—] হে অরিসূদন মধুসূদন! ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়ই পূজনীয়, তাঁহাদের প্রতি বাণসকল দ্বারা (যাঁহাদের নিকট "যুদ্ধ করিব" এইরূপ বাক্য বলাই অনুচিত, তাঁহাদের সহিত) আমি কি করিয়া রণক্ষেত্রে প্রতিযুদ্ধ করিব? ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি, কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদ-ধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণো পূজার্হৌ। পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপীষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদনশত্রুবিমর্দ্দন! ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—আমি কাতরতাবশতঃ যুদ্ধ হইতে বিরত হই নাই, কিন্তু যুদ্ধের অন্যায়ত্ব ও অধর্মবশতঃই [বিরত হইয়াছি]; অতএব বলিতেছেন —অর্জুন কহিলেন—''কথম্'' ইত্যাদি। পূজার্হ—পূজালাভের যোগ্য ভীষ্মদ্রোণ, তাঁহাদিগের সহিত কিরূপে যুদ্ধ করিব? তাহাতে আবার 'ইষুভিঃ' অর্থাৎ যেস্থলে 'যুদ্ধ করিব'—ইহা বাক্যেও বলা অনুচিত, সেস্থলে বাণের দ্বারা কিরূপে যুদ্ধ করিব? হে অরিসূদন—শত্রুমর্দন! ॥৪॥

গুরূন্‌হত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহানুভাবান্ গুরূন্ (মহানুভাব গুরুদিগকে) অহত্বা হি (বধ না করিয়া) ইহ লোকে (ইহ লোকে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং (ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাও) শ্রেয়ঃ (ভাল)। তু (পক্ষান্তরে) গুরূন্ (গুরুবর্গকে) হত্বা (বধ করিয়া) ইহ এব (ইহলোকেই) রুধিরপ্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থকামান্ ভোগান্ (অর্থ ও কামাদি ভোগ্য বস্তুসকল) ভুঞ্জীয় (আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[তাঁহাদিগকে বধ না করিয়া তোমার দেহযাত্রা কিরূপে নির্বাহ হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] মহানুভব গুরুজনদিগকে হত্যা না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়ঃ।

কিন্তু পক্ষান্তরে গুরুজনদিগকে নিধন করিলে এই লোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থ ও কামাদি ভোগ্য-বস্তুসকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। (অথবা অর্থকাম এই পদটি গুরুদিগের বিশেষণ, সুতরাং অর্থতৃষ্ণাকুল গুরুজন-দিগকে বধ করিয়া রুধিরলিপ্ত ভোগ্য-বস্তুসকল আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোক-বিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহলোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্; বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্, যদ্বা, অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্—অর্থ-তৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরংস্তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ; তথা চ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তং—"অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—'যদি বল—তাহাদিগকে বধ না করিলে তোমার দেহযাত্রাও চলিবে না'। তদুত্তরে অর্জুন বলিতেছেন—"গুরূন্" ইত্যাদি। গুরুজনদিগকে—দ্রোণাচার্যদিগকে হত্যা না করিয়া অর্থাৎ পরলোকবিরুদ্ধ গুরুজন বধ না করিয়া, ইহলোকে ভৈক্ষ্য—ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভোজন করা শ্রেয়ঃ—উচিত। বিপক্ষে, কেবল পরলোকেই দুঃখ নহে, কিন্তু ইহলোকেই নরকদুঃখ অনুভব করিতে হইবে, এতদাশঙ্কায় বলিতেছেন—"হত্বা" ইত্যাদি। গুরুজনদিগকে হত্যা করিলে ইহলোকেই তাঁহাদিগের রুধিরদ্বারা প্রদিগ্ধ—প্রকৃষ্টরূপে লিপ্ত, অর্থ-কামাত্মক ভোগসকল আমাকে 'ভুঞ্জীয়' ভোগ করিতে হইবে; অথবা 'অর্থকামান্' এই পদ্যটি গুরুজনদিগের বিশেষণ,—অর্থ-তৃষ্ণায় আকুল বলিয়া ইঁহারা যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছেন

না, অতএব ইঁহাদিগকে বধ করাই উচিত; আরও যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি—"পুরুষ অর্থের দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, অতএব হে মহারাজ! আমি অর্থের জন্য কৌরবগণের অধীন হইয়াছি" ॥ ৫ ॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যদ্বা (যদিই) [বয়ং—আমরা] জয়েম (জয় করি) যদি বা (কিংবা) [এতে—ইহারা] নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (জয় করুক); নঃ (আমাদের পক্ষে) এতৎ কতরৎ (ইহার মধ্যে কোন্‌টি) গরীয়ঃ (অধিক শ্রেয়স্কর) ন চ বিদ্মঃ (তাহা বুঝিতে পারিতেছি না) যান্ এব (যাহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ) প্রমুখে (যুদ্ধার্থ সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আর অধর্ম হয় হউক, এরূপ অঙ্গীকার করিয়া যদি যুদ্ধ করি, তথাপি তাহাতে আমাদের জয় কিংবা পরাজয়ের কোন্‌টি শ্রেয়ঃ, তাহা বুঝিতেছি না; তাই বলিতেছেন—] আমরা জয় করি কিংবা ইহারা আমাদিগকে জয় করে, ইহার মধ্যে কোন্‌টি অধিক শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; [আরও দেখ আমাদের জয় ও পরাজয়ের মধ্যেই পরিগণিত; যেহেতু,] যাহাদিগকে বিনাশ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যুদ্ধার্থ সম্মুখে উপস্থিত ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদ্যপি অধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়োঃ বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি।

এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ; তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি—যদ্বেতি; যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি; কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি; যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত-এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, 'যদিও অধর্ম স্বীকার করি তথাপি আমাদের পক্ষে জয় বা পরাজয় কোন্‌টি অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে, তাহা জানিতে পারিতেছি না' ইহা ভাবিয়া [অর্জুন] বলিতেছেন—"ন চৈতৎ" ইত্যাদি এই দুইটির (জয় পরাজয়ের) মধ্যে আমাদিগের পক্ষে 'কতরৎ'—কোন্‌টি অধিকতর শ্রেয়োজনক হইবে, তাহা আমরা জানি না। সেই দুইটির সম্বন্ধে (যুক্তি) প্রদর্শন করিতেছেন—"যদ্ বা" ইত্যাদি। আমরা ইহাদিগকে 'জয়েম'—জয় করিব? না,—ইহারা আমাদিগকে 'জয়েয়ুঃ'—জয় করিবে? অধিকন্তু এস্থলে আমাদের জয়ও বস্তুতঃ পরাজয়স্বরূপ। এই বিচারপূর্বক বলিতেছেন—"যান্" ইত্যাদি। কেবল যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, তাহারাই আমার সম্মুখে অবস্থিত ॥ ৬ ॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ (চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয়জনিত দোষদ্বারা অভিভূতস্বভাব) [তথা—এবং] ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ে সন্দিগ্ধচিত্ত) [অহং—আমি] ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি—) মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চিত) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্কর) তৎ (তাহা) ব্রূহি (আপনি বলুন), অহং (আমি) তে (আপনার)

শিষ্যঃ (শাসনার্হ) [অতঃ—অতএব] ত্বাং প্রপন্নম্ (আপনার শরণাপন্ন), মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দিন) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—কার্পণ্য অর্থাৎ অব্রহ্মবিত্ত্ব ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটির আলোচনায় আমার স্বভাব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; ধর্মাধর্ম সম্বন্ধেও আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, "আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত শ্রেয়স্কর, তাহা আপনি বলুন। অমি আপনার শিষ্য অতএব আপনার শরণাপন্ন, আমাকে শিক্ষা দিন" ॥৭॥

শ্রীধরঃ—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতপস্বভাবঃ এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং দোষশ্চ কুলক্ষয়কৃতঃ তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ যুক্তং স্যাত্তদ্ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—"কার্পণ্য" ইত্যাদি। যেহেতু আমি ইহাদিগকে বধ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব?—এরূপ কার্পণ্য (চিত্তের দীনতা) ও কুলক্ষয়জনিত দোষ, এই দুইটি দ্বারা অভিভূত শৌর্যাদি-লক্ষণ-স্বভাব যাহার তাদৃশ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। অধিকন্তু আমি [ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ]—ধর্মবিষয়ে সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত-চিত্ত। 'যুদ্ধ পরিত্যাগ করতঃ ভিক্ষাদ্বারা জীবিকার্জন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ধর্ম, না—অধর্ম?'—এতদ্বিষয়ে আমি সন্দিগ্ধচিত্ত। অতএব, আমার পক্ষে যাহা নিশ্চিত, উপযুক্ত ও মঙ্গলকর, তাহা আমাকে বল। আর, আমি তোমার শিষ্য—শাসনার্হ। অতএব তোমাতে প্রপন্ন বা শরণাগত আমাকে শাসন কর—শিক্ষাদান কর ॥ ৭ ॥

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমৌ (ভূমণ্ডলে) অসপত্নম্ (নিষ্কন্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরাণাম্ আধিপত্যং চ (এবং সুরগণের উপর আধিপত্য) অপি অবাপ্য (প্রাপ্ত হইয়াও) যৎ (যে কর্ম্ম) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উচ্ছোষণম্ (অতিশোষণকারী) মম শোকম্ (আমার শোক) অপনুদ্যাৎ (অপনোদন করিবে) তৎ (তাহা) অহং নহি প্রপশ্যামি (আমি দেখিতে পাইতেছি না) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[যাহা নিজের পক্ষে ভাল, তাহা তুমিই (অর্জুনই) বিবেচনা করিয়া স্থির কর, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] ভূমণ্ডলে নিষ্কণ্টক ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য এবং সুরগণের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও যে-কর্ম ইন্দ্রিয়গণের অতি শোষণকারী আমার শোক অপনোদন করিবে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—ত্বমেব বিচার্য্য যদ্ যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ, তত্রাহ নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্মাপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন পশ্যামি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমভীষ্টং তত্তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল—'যাহা উপযুক্ত তাহা তুমিই বিচারপূর্বক কর' তৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—"ন হি প্রপশ্যামি" ইত্যাদি। যেই কর্ম আমার ইন্দ্রিয়সমূহের 'উচ্ছোষণ'—অতি শোষকর শোক দূর করিতে পারে, তাহা

আমি দেখিতেছি না। যদিও আমি পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করি এবং যদি ইন্দ্রত্বও প্রাপ্ত হই, এরূপে সেই সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলেও শোক দূর করিবার উপায় আমি দেখিতেছি না। 'এইরূপে এস্থলে অন্বয় হইয়াছে' ॥ ৮ ॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন—) পরন্তপঃ (শত্রুমর্দ্দন) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) হৃষীকেশম্ (হৃষীকেশকে) এবম্ (এরূপ) উক্ত্বা (বলিবার পর) [অহং—আমি] ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দম্ (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তূষ্ণীং (মৌনী) বভূব হ (হইয়া রহিলেন) ॥ ৯ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপ বলিয়া অর্জুন কি করিলেন? এই মর্মে সঞ্জয় কহিলেন—] পরন্তপ ও আলস্যহীন অর্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিবার পর "আমি যুদ্ধ করিব না।" ইহা গোবিন্দকে বলিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন ॥৯॥

শ্রীধরঃ—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—এরূপ বলিয়া অর্জুন কি করিয়াছিলেন; তদপেক্ষায় সঞ্জয় বলিলেন—"এবম্" ইত্যাদি ॥ ৯ ॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) হৃষীকেশঃ (হৃষীকেশ) প্রহসন্ ইব (প্রসন্নবদন হইয়া) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তং

(বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাঁহাকে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে) ইদং বচঃ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি ঘটিল, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—] হে ভারত! হৃষীকেশ প্রসন্নবদন হইয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত তাঁহাকে (অর্জুনকে) এই নিম্নোক্ত কথা বলিলেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর কি ঘটিয়াছিল, তদুপলক্ষে বলিলেন—"তমুবাচ" ইত্যাদি। 'প্রহসন্ ইব' অর্থাৎ প্রসন্নমুখ হইয়া ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (ভগবান্ বলিলেন), ত্বম্ (তুমি) অশোচ্যান্ (যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত তাহাদের জন্য) অনুশোচঃ (শোক করিতেছ), প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (পণ্ডিতের ন্যায় কথাও বলিতেছ), [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ (মৃত) অগতাসূন্ চ (ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (অনুশোচনা করেন না) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[দেহ ও আত্মার পার্থক্য না জানিয়াই অর্জুনের এই শোক উপস্থিত হইয়াছে, সেই দেহ ও আত্মার ভেদ বিজ্ঞাপনার্থ] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—তুমি যাহাদের জন্য শোক করা অনুচিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত বন্ধুদিগের জন্য শোক করেন না। [জীবিত বন্ধুদিগের জন্য শোক এই যে—আমরা মরিলে বন্ধুহীন হইয়া উহারা কিরূপে জীবিত থাকিবে?] ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেক-প্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। অত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি, যতঃ গতাসূন্ গত-প্রাণান্ বন্ধূন্, অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—দেহ ও আত্মার অবিবেকবশতঃই ইঁহার শোক উপস্থিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে বিবেক-প্রদর্শনার্থ শ্রীভগবান্ বলিলেন—"অশোচ্যান্" ইত্যাদি। "দৃষ্ট্বেমান স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিদ্বারা তুমি শোকের অযোগ্য বন্ধুদিগের জন্য 'অন্বশোচঃ'—অনুশোচনা করিতেছ। এ বিষয়ে "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিদ্বারা মৎকর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়াও পুনরায় প্রজ্ঞাবান্—পণ্ডিতগণের বাদ—"কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদি 'কথং' কেবল বলিতেছ, কিন্তু তুমি পণ্ডিত নহ, যেহেতু গতাসু—গতপ্রাণ বন্ধু-গণ এবং অগতাসু অর্থাৎ জীবিতগণের জন্য 'বন্ধুহীন হইয়া ইঁহারা কিরূপে বাঁচিবে' এই প্রকারে পণ্ডিত বা বিবেকীগণ অনুশোচনা করেন না ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে) ন আসম্ (ছিলাম না) ইতি (ইহা) তু ন এব (কিন্তু নহে), ত্বং ন (তুমি যে ছিলে না) [ইতি—ইহাও] ন (নহে), ইমে (এই) জনাধিপাঃ (নৃপতিগণ) ন (ছিলেন না) [ইতি ন—তাহা নহে] অতঃপরং চ (এবং অতঃপর) সর্ব্বে বয়ং (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি—ইহাও] ন এব (নহে) ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন অশোচ্য তাহাই বলিতেছেন—] আমি কখনও ছিলাম না, ইহা কিন্তু নহে (যেহেতু পরমাত্মা নিত্য), সেইরূপ তুমি কখনও ছিলে না, তাহাও নহে, আর এই সকল নৃপতিগণও কখনও ছিলেন না—তাহাও নহে, আর, অতঃপর আমরা সকলেও কখনও থাকিব না—ইহাও নহে। (এইরূপে আত্মা জন্ম-মরণহীন বলিয়া অশোচ্য জানিবে)॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—নত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ অপিত্বাসীরেব, ইমে চ জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃপরং ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন, স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপিতু স্থাস্যাম এব; জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—অশোচ্যত্বের হেতু বলিতেছেন—''নত্বেবাহম্'' ইত্যাদি। যেরূপ পরমেশ্বর আমি, আমার লীলাময় বিগ্রহের আবির্ভাব ও তিরোভাবে ছিলাম না কদাচিৎ তাহা নহে। কিন্তু অনাদিত্বহেতু আমি নিশ্চয়ই ছিলাম। তুমিও যে 'ন আসীঃ'—ছিলে না, তাহা নহে। অপিতু, তুমি পূর্বেও নিশ্চয়ই ছিলে। আর, এই জনাধিপগণ—রাজগণ যে ছিলেন না, তাহা নহে; কিন্তু আমার অংশস্বরূপবশতঃ ইঁহারা ছিলেনই। আরও, অতঃপর—এই জন্মের পরে আমরা যে থাকিব না, তাহা নহে। অপিতু ইহ জন্মের পরেও থাকিবই; অতএব জন্ম-মরণশূন্যতাহেতু ইহারা শোকের বিষয় নহে॥ ১২ ॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবের) অস্মিন্ দেহে (এই স্থূলদেহে) কৌমারং (কৌমার), যৌবনং (যৌবন), জরা (ও জরা)

[ভবতি—ঘটে], তথা (তেমন) দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ (অন্য দেহ লাভও) [ভবতি—ঘটে] ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) তত্র (উহাতে) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[আচ্ছা, আপনি ঈশ্বর, আপনার জন্মাদি নাই সত্য, কিন্তু জীবের ত' জন্মমরণ প্রসিদ্ধ, তাই বলিতেছেন—] যেমন দেহাভি-মানী জীবের এই স্থূলদেহে কৌমার, যৌবন ও জরাদি ঘটে, সেইরূপ অন্য দেহ লাভও ঘটে, ইহাতে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মুগ্ধ হন না ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবনান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ; তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তর প্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব। ন তু তাবদাত্মনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্বসংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দ্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—'ওহে! তুমি ঈশ্বর, তোমার জন্মাদিশূন্যত্ব অবশ্যই সত্য; কিন্তু জীবগণের জন্মমরণ প্রসিদ্ধ।' এতৎসম্বন্ধে বলিতেছেন—"দেহিনঃ" ইত্যাদি। দেহীর—দেহাভিমানী জীবের যেরূপ এই স্থূলদেহে কৌমারাদি অবস্থা সেই দেহনিমিত্তই কিন্তু স্বতঃ বা আত্মা হইতে উদ্গত নহে, যেহেতু পূর্বাবস্থানাশ বা অবস্থান্তরের উৎপত্তি হইলেও সেই আমি—এরূপ বোধ উপস্থিত হয়। সেরূপ এই দেহের নাশ হইলে অন্য-দেহলাভও লিঙ্গদেহ বা সূক্ষ্মদেহজনিতই হয়। তাহাতে কিন্তু আত্মার নাশ হয় না, যেহেতু দেখা যায় যে, পূর্বসংস্কারবশতঃ জাতমাত্রই জীবের স্তন্যপানাদিতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধীর—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দেহের তদ্রূপ নাশ ও

উৎপত্তিতে মোহপ্রাপ্ত হন না। আত্মাই মরিল বা জন্মিল, এরূপ মনে করেন না ॥ ১৩ ॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন!) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখাদির জ্ঞান প্রদান করে), [তে—তাহারা] আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) অনিত্যাঃ (ও অনিত্য); [অতএব] ভারত (হে ভারত!) তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, আমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদের বিয়োগাদি হইতে ভবিষ্যতে আমিই দুঃখভাগী হইব—এই হেতু নিজের জন্যই শোক করিতেছি, এতদুত্তরে (শ্রীকৃষ্ণ) বলিতেছেন—] হে কুন্তীপুত্র অর্জুন! ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং তাহাদের সহিত বিষয়-সকলের সংযোগই শীত-উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু তৎসমস্তই উৎপত্তি ও বিনাশশীল; সুতরাং অনিত্য। অতএব হে ভারত! তাহাদিগকে সহ্য কর ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—ননু তান্ গতাসূন্ অগতাসূন্ বা ন শোচামি, কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ—মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শা বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি, তে আগমাপায়িত্বাদনিত্যাঃ অস্থিরাঃ, অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। যথা জলাতপাদিসম্পর্কাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি; এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি; তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং ন তু তন্নিমিত্তহর্ষ-বিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! গত বা জীবিতদিগের জন্য আমি শোক করি না। কিন্তু যদি বল, তাহাদিগের বিয়োগজনিত দুঃখভাগী আত্মার নিমিত্তই অনুশোচনা করিতেছি, তজ্জন্য বলিতেছেন,—"মাত্রাস্পর্শাঃ" ইত্যাদি। ইহাদিগের দ্বারা বিষয়-সকল মাপা বা জ্ঞাত হওয়া যায়, অতএব মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকল। উহাদিগের স্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ, উহাই শীতোষ্ণাদি প্রদান করে। কিন্তু উহারা আগমাপায়িত্বহেতু চঞ্চল, অতএব তুমি উহাদিগকে সহ্য কর। যেরূপ জল ও সূর্যকিরণাদির সংস্পর্শ স্বভাবতঃ কালোচিত শীতোষ্ণাদি প্রদান করে, সেরূপ প্রিয়বস্তুর সংযোগ-বিয়োগও সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিয়া থাকে। ঐ সকলের অস্থিরত্ব হেতু উহাদিগকে সহ্য করাই তোমার উচিত, যেহেতু তুমি ধীর। কিন্তু তোমার পক্ষে তন্নিমিত্ত আনন্দ ও বিষাদের বশীভূত হওয়া উচিত নহে॥ ১৪ ॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষর্ষভ! (হে পুরুষোত্তম!) এতে (এই সকল মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগজনিত জ্ঞান) সমদুঃখসুখং (দুঃখসুখে সমভাবাপন্ন) যং ধীরং (যেই ধীর) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (বিচলিত করিতে পারে না) সঃ (তিনিই) অমৃতত্বায় (অমৃতত্ব-লাভে) কল্পতে (যোগ্য হন)॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—[দুঃখ প্রতীকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা তাহা সহ্য করাই উচিত, কেননা, তাহাতে মহাফল লাভ হয়,—ইহাই বলিতেছেন—] হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই সকল মাত্রাস্পর্শ (বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ-জনিত জ্ঞান) সুখদুঃখে সমভাবাপন্ন যে ধীর ব্যক্তিকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই অমৃতত্বলাভের যোগ্য হন॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বা-

দিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যা ভবতি ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—উহাদিগের প্রতীকারের জন্য প্রযত্ন করা অপেক্ষা উহাদিগকে সহ্য করাই উচিত, যেহেতু উহার দ্বারাই মহাফল লাভ হয়। অতএব বলিতেছেন—“যং হি” ইত্যাদি। এইসকল মাত্রাস্পর্শ যেই ব্যক্তিকে ব্যথিত—অভিভূত করে না, যাহার নিকট দুঃখ-সুখ সমান, তাহাকে। সেই ব্যক্তি ঐ সকল (ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও সুখ-দুঃখাদি) দ্বারা বিক্ষিপ্ত হন না এবং ধর্মজ্ঞান-দ্বারা অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষলাভে যোগ্য হন ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসতঃ (অনিত্য বস্তুর) ভাবঃ (বিদ্যমানতা) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (নিত্যবস্তুর) অভাবঃ (নাশ) ন [বিদ্যতে] (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নগণকর্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই দুইয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (শেষ) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত হইয়াছে) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল শীতোষ্ণাদি অত্যন্ত দুঃসহ; তাহা কিরূপে সহ্য করিব? অত্যধিক তাহা সহ্য করিলে কখনও আত্মানাশ ঘটিতে পারে এইরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে; কারণ, তত্ত্ববিচারপূর্বক ঐ সকল সহ্য করিতে পারা যায়—ইহা বলিতেছেন—] শীতোষ্ণাদি যে অনিত্য বস্তু, তাহার সত্তা নাই এবং যাহা নিত্য অর্থাৎ আত্মা, তাহার বিনাশ নাই; তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা অনিত্য ও নিত্য এতদুভয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—ননু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যং, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্ম-

ধর্ম্মত্বাদ-বিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে। তথা সতঃ সৎস্বভাব-স্যাত্মনোঽভাবো বিনাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তঃ নির্ণয়ো দৃষ্টঃ; কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ এবম্ভুতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে, তথাপি অতিদুঃসহ শীতোষ্ণাদি আমি কিরূপে সহ্য করিব? 'অত্যধিক শীতোষ্ণাদি-সহনে কদাচিৎ আত্মবিনাশ ঘটিতে পারে'—এই আশঙ্কা করিয়া তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক সকল সহ্য করা যাইতে পারে—এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—"নাসতো বিদ্যতে" ইত্যাদি। অনাত্মধর্মত্বহেতু অসৎ অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যমান শীতোষ্ণাদির ভাব—সত্তা নাই, পক্ষান্তরে সৎ—স্থিতিধর্মশীল আত্মার অভাব—বিনাশ নাই। এইরূপে সৎ ও অসৎ—উভয়ের অন্ত—পরিণাম দৃষ্ট হইয়াছে। কাহাদিগ-কর্তৃক? না—তত্ত্বদর্শী অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপাভিজ্ঞদিগকর্তৃক। তুমি এরূপ বিবেকের সহিত সহ্য কর—এই অর্থ ॥ ১৬ ॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (যাঁহার দ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এইসকল) ততং (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই পরমাত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশরহিত) বিদ্ধি (জানিবে)। কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং কর্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বশ্লোকে সদ্‌বস্তুটি অবিনাশী—ইহা সামান্য-ভাবে বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বিশেষভাবে বলিতেছেন—] যিনি এই সমুদয় সাক্ষিরূপে ব্যাপিয়া আছেন, সেই আত্মস্বরূপকে অবিনাশী বলিয়া জানিবে। যেহেতু, কেহই অব্যয়স্বরূপ এই আত্মার বিনাশ সাধন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র সৎস্বভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশিত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং তৎসাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপং অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—ঐ স্থলে সৎস্বভাব, বিনাশরহিত অর্থাৎ নিত্য বস্তু সামান্যভাবে কথিত হইয়াছে, এখন বিশেষভাবে তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—"অবিনাশি তু" ইত্যাদি। যৎকর্তৃক উৎপত্তি ও নাশধর্মযুক্ত দেহাদি 'তত' অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপে ব্যাপ্ত, উহাকে অবিনাশী—বিনাশশূন্য আত্মস্বরূপ 'বিদ্ধি'—অবগত হও। তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"বিনাশম্" ইত্যাদি ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (নাশরহিত) অপ্রমেয়স্য (অপ্রমেয় বা পরিচ্ছেদশূন্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (সুখদুঃখাদি-যুক্ত এই দেহসকল) অন্তবন্তঃ (নাশশীল) উক্তা (বলিয়া কথিত হয়)। ভারত! (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেই হেতু) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[উৎপত্তি ও বিনাশশীল অসতের স্বরূপ এক্ষণে বলিতেছেন—] নিত্য অতএব অবিনাশী, অপরিমেয় শরীরী আত্মার এই সুখদুঃখাদিধর্মযুক্ত দেহসকল নশ্বর। অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর (স্বধর্ম ত্যাগ করিও না।) ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএবানাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদি ধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ

ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—(দেহের) আগমাপায়ি-ধর্মশীলতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন —"অন্তবন্ত" ইত্যাদি। অন্ত—বিনাশ আছে যাহাদিগের তাহারা অন্তবন্ত বা অন্তযুক্ত। নিত্য—সর্বদা একরূপ। শরীরীর—শরীরধারীর। অতএব অনাশী—বিনাশরহিত। অপ্রমেয়—অপরিচ্ছিন্ন আত্মার এই সকল দেহকে তত্ত্বদর্শিগণ সুখদুঃখাদিধর্মযুক্ত বলিয়াছেন। যেহেতু আত্মার এরূপ বিনাশ নাই এবং সুখদুঃখাদিসম্বন্ধ নাই, সেহেতু মোহজনিত এই শোক পরিত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধ কর অর্থাৎ স্বধর্ম পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৮ ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হননকর্ত্তা) বেত্তি (বলিয়া জানে) যঃ চ (এবং যে) এনং (ইহাকে) হতং (হত বা বিনষ্ট) মন্যতে (মনে করে), তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীতঃ (অজ্ঞ) [যস্মাৎ—যেহেতু] অয়ং (এই আত্মা) হন্তি (কাহাকেও বধ করে না) ন হন্যতে (এবং নিহতও হয় না) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[তোমার ভীষ্মাদির মৃত্যুজনিত শোক নিবারিত হইল, কিন্তু "আমি ইহাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না।" ইত্যাদি বলিয়া যে আত্মাকে হননকর্তা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাও যে অকারণ, তাহাই বলিতেছেন—] যে ইহাকে (আত্মাকে) হননকর্তা জ্ঞান করে এবং যে ইহাকে হত মনে করে, তাহারা উভয়েই জানে না, কারণ ইহা হনন করে না এবং হতও হয় না ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং ভীষ্মাদি-মৃত্যুনিমিত্তশোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব

নির্নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতঃপর এইরূপে ভীষ্মাদির মৃত্যুজনিত শোক নিবারিত হইল। "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" অর্থাৎ ইঁহাদিগকে আমি বধ করিতে ইচ্ছা করি না—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিজের হননকর্তৃত্বাশঙ্কায় যে দুঃখ উক্ত হইয়াছে তাহাও যে অকারণ তাহাই বলিতেছেন—"য এনম্" ইত্যাদি। "এনম্"—এই আত্মাকে। আত্মার হননক্রিয়ায় কর্মত্বের ন্যায় কর্তৃত্বও নাই। এ বিষয়ে কারণ—"নায়ম্" ইত্যাদি ॥ ১৯ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং
ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মে না) বা ম্রিয়তে (মরে না), ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন ভবিতা (উৎপন্ন হইবে না।) অয়ম্ (এই আত্মা) অজঃ (জন্মবিহীন), নিত্যঃ (নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা সমভাবে স্থিত), শাশ্বতঃ (অপক্ষয়রহিত), পুরাণঃ (রূপান্তরশূন্য) [অপি চ] শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (ইহা বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[আত্মা যে হত হয় না, তাহা যে জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশরূপ ষড়্‌বিকারশূন্য, তাহাই দৃঢ় করিতেছেন—] এই আত্মা কখনও জন্মে না, মরে না, অথবা জন্মিয়া পুনরায় থাকে না। যেহেতু ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ; শরীর হত হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাব-বিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ। ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বা-শব্দৌ চার্থে, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মান্তরাস্তিত্ব-লক্ষণ-দ্বিতীয়বিকার-প্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ—যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োপ্যন্যদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়-প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণাম-প্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্য অনুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতা ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চ উভয়বৃদ্ধ্যাদ্যভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্তম্। তদেবং 'জায়তে' অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে 'নশ্যতি' ইত্যেবং যাস্কাদিভিঃ বেদবাদিভিঃ উক্তাঃ ষড়্ভাববিকারাঃ নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারাঃ নিরস্তাঃ তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবম্ উপসংহরতি—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" ইতি ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—(আত্মা) হত হয় না—ইহাই ষড়্ভাববিকারশূন্যত্ব-দ্বারা দৃঢ় করিতেছেন—"ন জায়তে" ইত্যাদি। 'ন জায়তে'—'জন্মে না'—ইহাদ্বারা জন্ম-প্রতিষেধ; 'ন ম্রিয়তে'—'মরে না', ইহাদ্বারা বিনাশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'বা' শব্দদ্বয় 'চ' অর্থে। 'ন চ অয়ং' অথবা ইহা 'ভূত্বা'—উৎপন্ন হইয়া 'ভবিতা'—হয়, অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু পূর্বেই 'স্বতঃ সদ্রূপঃ' ইত্যাদি দ্বারা জন্মের পর অস্তিত্বলক্ষণাত্মক দ্বিতীয় বিকারনিষেধ। তাহার কারণ যে-হেতু অজ, যে-ই জন্মগ্রহণ করে সে-ই জন্মানন্তর অস্তিত্ব লাভ করে, কিন্তু ইহা নহে যে, যে বক্তি স্বতঃই অবস্থান করে, সে পুনরায় অন্য অস্তিত্ব লাভ করে। নিত্য—সর্বদা একরূপ, ইহাতে বৃদ্ধি-প্রতিষেধ।

শাশ্বত—যাহা নিত্য থাকে, ইহাতে অপক্ষয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। 'পুরাণ'-শব্দে বিকৃত পরিণাম-প্রতিষেধ। 'পুরাণ'—পুরাণ হইলেও নব; কিন্তু পরিণতি-বশতঃ রূপান্তর লাভ করিয়া নূতন হয় না, ইহাই অর্থ। অথবা 'ন ভবিতা' এই বাক্যের সহিত সম্বন্ধ করিয়া অধিকভাবে যেরূপ হয়, সেরূপ হইবে না—ইহাই বৃদ্ধিপ্রতিষেধ। 'অজো নিত্যঃ'—এস্থলে উভয়তঃ বৃদ্ধ্যাদির অভাবের হেতু উক্ত হইয়াছে; অতএব পুনরুক্তি হয় নাই। এইরূপে বেদবাদী যাস্কাদিকথিত জীবদেহের ষড়্বিকারের ভাব, যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণতি, অপক্ষয় ও নাশ নিরস্ত হইল। যাহার নিমিত্ত এই বিকার সকল নিরস্ত হইল, আত্মার সেই প্রাসঙ্গিক বিনাশের অভাবসম্বন্ধিনী কথার উপসংহার করিতেছেন—"ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" অর্থাৎ 'শরীরের নাশ হইলেও আত্মার নাশ হয় না' ইত্যাদি দ্বারা ॥ ২০ ॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তিকম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যম্ (নিত্য অর্থাৎ বৃদ্ধিশূন্য), অজম্ (জন্মাদিরহিত), অব্যয়ম্ (ক্ষয়শূন্য), অবিনাশিনং (এবং ধ্বংসবিহীন) বেদ (জানেন), সঃ পুরুষঃ (সেই ব্যক্তি) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান?) [বা] কং (কাহাকে) হন্তি (বধ করেন?) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[অতএব (আত্মার) পূর্বোক্ত হননকার্যের কর্তৃত্বাভাবও যে প্রসিদ্ধ, তাহা বলিতেছেন—] হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য (বৃদ্ধিশূন্য), অজ (জন্মরহিত) এবং অব্যয় (ক্ষয়শূন্য) বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বধ করেন বা কাহাকে অন্যদ্বারা বধ করান? ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ—বেদা-

বিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্, অব্যয়ং অপক্ষয়শূন্যং, অজমবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবম্ভূতস্য বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময্যপি প্রযোজকত্বাদ্ দোষদৃষ্টিং মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব পূর্বোক্ত (আত্মার) হত্যাকার্যে কর্তৃত্বাভাব সিদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণিত, তজ্জন্য বলিতেছেন—"বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদি। (আত্মাকে) নিত্য—বৃদ্ধিশূন্য, অব্যয়—অপক্ষয়শূন্য, অজ—বিনাশরহিত বলিয়া যে ব্যক্তি জানেন তিনি কাহাকে বা কিরূপে বধ করিবেন? যেহেতু এরূপ বধকার্যে সহায়তার অভাব। তদবস্থ জীব কিরূপে স্বয়ং প্রযোজক হইয়া অন্য ব্যক্তিদ্বারা কাহাকে কিরূপে বধ করাইবে? অর্থাৎ কাহাকেও কোনও প্রকারে বধ করাইতে পারিবে না। ইহা দ্বারা প্রযোজকত্বহেতু আমাতেও দোষ দৃষ্টি করিও না, ইহাই কথিত হইতেছে ॥ ২১ ॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—নরঃ (মনুষ্য) যথা (যেমন) জীর্ণানি (ছিন্ন) বাসাংসি (বস্ত্রসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন বস্ত্রসমূহ) গৃহ্ণাতি (ধারণ করে), তথা (তেমন) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (জরাগ্রস্ত) শরীরাণি (শরীরসমূহ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নব শরীরসমূহ) সংযাতি (পরিগ্রহ করে)॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—[আত্মা অবিনাশী হইলেও তাহার শরীরের নাশ হয়, ইহা পর্যালোচনা করিয়া শোক করিতেছি, এইরূপ বলিলে, তদুত্তরে

বলিতেছেন—] মনুষ্য যেমন জীর্ণ বস্ত্রসকল পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তেমন দেহী (জীবাত্মা) জীর্ণ দেহসকল ত্যাগ করিয়া অপর নূতন শরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বাত্মনোঽবিনাশিত্বেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ—বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনানাং দেহানাম্-বশ্যম্ভাবিত্বান্ন তজ্জীর্ণদেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, ওহে! আত্মার অবিনাশিত্ব থাকিলেও উহার শরীরের নাশ পর্যালোচনাপূর্বক শোক করিতেছি, তদুত্তরে বলিতেছেন—"বাসাংসি" ইত্যাদি। কর্মফলজনিত দেহসকলের পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী বলিয়া ঐ জীর্ণদেহবিনাশে শোকের কোনই কারণ নাই, ইহাই জ্ঞাতব্য ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—শস্ত্রাণি (অস্ত্রসকল) এনম্ (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছিন্ন করিতে পারে না), পাবকঃ (অগ্নি) এনং (আত্মাকে) ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না), আপঃ (জল) এনং (আত্মাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (আর্দ্র করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥২৩॥

মূল অনুবাদ—["কথিং হন্তি"—'কি প্রকারে বধ করে' ইত্যাদি শ্লোকে কথিত বাক্যদ্বারা বধসাধনের অভাব দেখাইয়া আত্মার অবিনাশিত্ব পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—] শস্ত্র (অস্ত্র) সকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নি ইহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ইহাকে ক্লেদযুক্ত (আর্দ্র) করিতে পারে না এবং বায়ু ইহাকে শুষ্ক করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—কথং হন্তি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্ব-মাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—'কি প্রকারে বধ করে?' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বধসাধনের অভাব দেখাইয়া আত্মার অবিনাশিত্ব পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—"নৈনম্" ইত্যাদি। জল [ইঁহাকে] ক্লেদযুক্ত করে না, অর্থাৎ সিক্ত করিয়া শিথিল করে না ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অচ্ছেদ্য), অয়ম্ (আত্মা) অদাহ্যঃ (দগ্ধ হইবার অযোগ্য), অয়ম্ (আত্মা) অক্লেদ্যঃ (অগলিতব্য), অশোষ্যঃ এব চ (এবং অশোষণীয়)! অয়ং (এই আত্মা) নিত্যঃ (নিত্য), সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থিরস্বভাব), অচলঃ (অচল), সনাতনঃ (চিরন্তন)। অয়ম্ (আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াতীত), অয়ম্ (এই আত্মা) অচিন্ত্যঃ (অচিন্তনীয়), অয়ম্ (আত্মা) অবিকার্য্যঃ (বিকাররহিত) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন)। তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইহাকে অর্থাৎ আত্মাকে) এবং (এইরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (তদ্ধেতু শোক প্রকাশ করা উচিত নহে) ॥ ২৪-২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত বিষয়ে কারণ "অচ্ছেদ্যঃ" ইত্যাদি দেড়টি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] ইনি ছেদনের অযোগ্য, ক্লেদ্য, দগ্ধ ও শুষ্ক হইবার অযোগ্য; কারণ, ইনি নিত্য, সর্বত্রগামী, স্থির, অচল, সনাতন এবং ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন। [উক্ত বাক্যের উপসংহার করিতেছেন—] সেই হেতু যথোক্তপ্রকারে আত্মাকে জানিয়া তোমার অনুশোচনা করা উচিত নহে ॥ ২৪-২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ

অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ, অমূর্ত্তত্বাদ্দাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী, সর্ব্বগতঃ সর্ব্বত্রগতঃ, স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ, অচলঃ পূর্ব্বরূপা-পরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ; কিঞ্চ, অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি॥ উপসংহরতি—তস্মাদেবমিত্যাদি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনা-শাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্॥ ২৪-২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—"অচ্ছেদ্যঃ" ইত্যাদি দেড়টি শ্লোকে তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন। নিরবয়বত্বহেতু বা জড়দেহভাবে এই আত্মা অচ্ছেদ্য ও অক্লেদ্য, অমূর্তত্বহেতু বা জড়শরীররহিত বলিয়া অদাহ্য, দ্রবত্বাভাবহেতু অশোষ্য, ইহাই অর্থ। এদিকে, ইহা ছেদাদিযোগ্যও নহে, কারণ, ইহা নিত্য—অবিনাশী, সর্বগত—সর্বত্রগত, স্থাণু—স্থিরস্বভাব রূপান্তরাপত্তি-শূন্য, অচল—পূর্বরূপ-পরিত্যাগকারী নহে। সনাতন—অনাদি। আরও, অব্যক্ত —চক্ষুরাদির বিষয় নহে। অচিন্ত্য—মনের ও চিন্তার অবিষয়। অবিকার্য অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয়সকলেরও অগোচর। 'উচ্যতে' ইহাদ্বারা নিত্যত্বহেতু কথিত বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হইতেছে। উক্ত বাক্যের উপসংহারে বলিতেছেন—"তস্মাদেবম্" ইত্যাদি। অতএব, এরূপে আত্মার জন্ম ও বিনাশাভাবে তজ্জন্য শোক করা উচিত নহে, ইহাই কথিত হইয়াছে॥ ২৪-২৫ ॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে বীরশ্রেষ্ঠ!) অথ চ (আর যদিও) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং (সতত উৎপন্ন) বা (অথবা) নিত্যং মৃতং (সতত বিনাশশীল) মন্যসে (মনে কর), তথাপি ত্বং (তুমি) এনং (ইহার জন্য) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিও না)॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আত্মার জন্য শোক করা কর্তব্য নহে—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে দেহের সহিত আত্মার জন্ম এবং দেহের নাশ হইলে আত্মারও নাশ হয়— ইহা অঙ্গীকার করিলেও শোক করা কর্তব্য নহে—ইহাই বলিতেছেন—] আর যদিও এই আত্মাকে দেহের সঙ্গে সঙ্গে জন্মিতেছে অথবা দেহের সঙ্গে সঙ্গে মরিতেছে মনে কর, তথাপি, হে মহাবাহো! তুমি ইহার জন্য শোক করিতে পার না ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গী-কৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ যদ্যপি এনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্ম-গামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অধুনা দেহের সঙ্গেই আত্মার জন্ম ও দেহ-বিনাশের সহিত আত্মার বিনাশ অঙ্গীকার করিলেও শোক করা কর্তব্য নহে, ইহাই বলিতেছেন—"অথ চৈনম্" ইত্যাদি। তাহা হইলে পুণ্যপাপ এবং উভয়ের ফলস্বরূপ জন্ম-মৃত্যুর আত্মার অ ুগামিত্বহেতু যদ্যপি এই আত্মাকে নিত্য অর্থাৎ সর্বদা সেই সেই দেহের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাত মনে কর এবং সেই সেই দেহের মৃত্যুতে আত্মাকে মৃত মনে কর, তথাপি তোমার শোক করা উচিত নয় ॥ ২৬ ॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) জাতস্য (জাত ব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তোমার) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করা উচিত নয়) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন শোক করিবে না, তাহাই বলিতেছেন—] যেহেতু জাত ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত। মৃত ব্যক্তির জন্মও অবধারিত, অতএব অবশ্যম্ভাবী জন্ম-মরণ-বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত হয় না॥২৭॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যত আহ—জাতস্য হীত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব, তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণ-লক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—কেন শোক করা উচিত নয়, তাহাই বলিতেছেন— "জাতস্য হি" ইত্যাদি। হি—যেহেতু, জাতব্যক্তির স্বীয় প্রারম্ভক কর্মক্ষয়ে মৃত্যু ধ্রুব অর্থাৎ নিশ্চিত, মৃত ব্যক্তিরও সেই দেহকৃত কর্মফলে জন্মও নিশ্চিত, অতএব এইরূপ অপরিহার্য অর্থে অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী জন্ম-মরণলক্ষণ বিষয়ে বিদ্বান্ হইয়া তোমার শোক করা উচিত নয় অর্থাৎ শোক করা তোমার যোগ্য নহে॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভরতবংশীয় অর্জ্জুন!) ভূতানি (প্রাণিগণের) অব্যক্তাদীনি (জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত), ব্যক্তমধ্যানি (জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মধ্যকাল-জ্ঞাত), অব্যক্তনিধনানি এব (আর মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালও অজ্ঞাত); তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিবেদনা [শোকের কারণ কি আছে?]॥২৮॥

মূল অনুবাদ—[আর, কর্মজন্য দেহাদি হয় ও নাশ পায়—এইরূপ দেহাদির স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া আত্মার যে জন্ম-মরণ, তাহা দেহরূপ উপাধিবশতঃ হয় বলিয়া শোক করা কর্তব্য নহে, ইহাই কহিতেছেন—] হে ভারত! ভূতগণ আদিতে অব্যক্ত, মধ্যাবস্থায় ব্যক্ত, আবার নিধনেও অব্যক্ত; অতএব শোকনিমিত্ত বিলাপে কাজ কি?॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যত আহ—অব্যক্তাদিনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তান্যব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি। অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিবেদনা কঃ শোক-নিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বেব শোকো ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, দেহাদির স্বভাব পর্যালোচনা পূর্বক আত্মার যে জন্ম-মরণ তাহা দেহরূপ উপাধিবশতঃ হয়, জানিয়া শোক করা কর্তব্য নহে, তাহাই বলিতেছেন—"অব্যক্তাদীনি" ইত্যাদি। অব্যক্ত—প্রধান। অব্যক্তাদি অর্থাৎ ঐ অব্যক্তা প্রকৃতিই যাহাদের উৎপত্তির আদি বা পূর্ব কারণ। ভূতসকল—শরীরসমূহ। কারণরূপে স্থিত বস্তুসকলেরই উৎপত্তির কথা আছে। আরও, ব্যক্ত—অভিব্যক্ত। ব্যক্তমধ্যানি—জন্ম ও মরণের মধ্যে স্থিতিরূপ লক্ষণ যাহাদিগের। [অব্যক্তনিধন]—অব্যক্তে নিধন—লয় যাহাদিগের অথবা তদ্রূপই স্বরূপ যাহাদিগের। তত্র—ঐ সকল বিষয়ে অনুশোচনা কেন? অর্থাৎ শোকনিমিত্ত বিলাপের হেতু কি? যেমন জাগরিত ব্যক্তির স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুর জন্য শোক হয় না, তদ্রূপ তোমারও শোক করা কর্তব্য নহে, ইহাই অর্থ ॥ ২৮ ॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—কশ্চিৎ (কেহ) এনম্ (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিত-ভাবে) পশ্যতি (দর্শন করেন), তথা এব (তদ্রূপ) অন্য (অপরে) এনম্

(এতদ্বিষয়ে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনকভাবে) বদতি (আলোচনা করেন), অন্যঃ চ (অন্য ব্যক্তি) এনম্ (ইঁহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিত হইয়া) শৃণোতি (শ্রবণ করেন), কশ্চিৎ চ (কেহও) শ্রুত্বা অপি (শুনিয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন বেদ (জানেন না) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—[এই সংসারে তবে কি নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও শোক করেন? আত্মবিষয়ে অজ্ঞানই ইহার কারণ—এই অভিপ্রায়ে আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—] কেহ এই আত্মাকে আশ্চর্যবৎ দেখিয়া থাকেন, এইরূপ অপর কেহ বিস্ময়ের সহিত বর্ণন করেন, আর অন্য ব্যক্তি আশ্চর্যবৎ শুনিয়া থাকেন, আবার কেহ ইহার বিষয় শুনিয়াও সম্যক্ জানিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দ-স্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি, অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ, কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীত-ভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চ শব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই সংসারে তবে কি নিমিত্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিরাও শোক করেন? আত্মবিষয়ে অজ্ঞানই ইহার কারণ, এই অভিপ্রায়ে আত্মার দুর্বিজ্ঞেয়ত্ব বলিতেছেন—“আশ্চর্যবৎ” ইত্যাদি। কেহ এই আত্মাকে শাস্ত্র ও আচার্যের উপদেশানুসারে দেখিতে যাইয়া আশ্চর্যবৎ দেখিয়া থাকেন অথবা সর্বগত নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাব আত্মার অলৌকিকত্বহেতু যেন ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় কার্যকারী দেখিয়া অসম্ভাবনা দ্বারা অভিভূতত্বহেতু বিস্ময়ের সহিত দেখিয়া থাকেন। এইরূপ অপর কেহ বিস্ময়ের সহিত

বর্ণন করেন, আর অন্য ব্যক্তি আশ্চর্যবৎ শুনিয়া থাকেন, আবার কেহ বিপরীত ভাবনাদ্বারা অভিভূত হইয়া ইঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও জানিতে পারেন না। 'চ' শব্দদ্বারা ইহাই দ্রষ্টব্য যে, এই আত্মার বিষয়ে বর্ণন করিয়া এবং দর্শন করিয়াও কেহ ইহাকে সম্যগ্‌ভাবে জানিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে অর্জ্জুন!) অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) অবধ্যঃ (অবধ্যরূপে বিরাজিত)। তস্মাৎ (এই জন্য) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল ভূতের নিমিত্ত) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিতে যোগ্য নহ) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত প্রকারে আত্মার অবধ্যত্ব সংক্ষেপে বলিয়া শোক করা যে অনুচিত তাহারই উপসংহার করিতেছেন—] হে ভারত ! সকলের দেহেই দেহী (আত্মা) নিত্য অবধ্য। অতএব কোন প্রাণীর জন্যই শোক করা উচিত নহে ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীত্যাদি স্পষ্টার্থঃ ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—উক্ত প্রকারে আত্মার অবধ্যত্ব সংক্ষেপে বলিয়া (আত্মার জন্য) শোক করা যে অনুচিত তাহারই উপসংহার করিতেছেন—"দেহী" ইত্যাদি। ইহাই স্পষ্ট অর্থ ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

অন্বয়ঃ—অপি (এমন কি) স্বধর্ম্মং চ (স্বধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা ক্ষাত্রধর্ম্ম) অবেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা করিয়াও) বিকম্পিতুং ন অর্হসি (তোমার বিচলিত

হওয়া উচিত নহে) । ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ধর্ম্ম্যাৎ (ন্যায্য) যুদ্ধাৎ (যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্য (অন্য) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল-সাধন) ন বিদ্যতে (আর নাই) ॥৩১॥

মূল অনুবাদ—[অর্জুন-কথিত "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি বাক্য যে অযৌক্তিক তাহাই বলিতেছেন—] তুমি স্বধর্ম ভাবিয়াও বিকম্পিত হইতে পার না। যেহেতু ধর্মযুদ্ধ হইতে ক্ষত্রিয়ের অন্য শ্রেয়ঃ সাধন নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—যথোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ—স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ—ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—অর্জুন যে বলিয়াছেন—"বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি, তাহাও যে অযৌক্তিক তাহাই বলিতেছেন—"স্বধর্মমপি" ইত্যাদি। আত্মার নাশাভাবহেতুই এই সকলের বধেও তোমার অতিশয় ভীত হওয়া উচিত নহে, অধিকন্তু 'তুমি স্বধর্ম চিন্তা করিয়াও বিকম্পিত হইতে পার না।' ইহাও এই সম্বন্ধে কথিত হইল। আরও তোমা কর্তৃক যে উক্ত হইয়াছে—"ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যাদি অর্থাৎ 'যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া আমি কোনও মঙ্গল দেখিতেছি না', তদুত্তরে বলিতেছেন—"ধর্ম্ম্যাৎ" ইত্যাদি। [ধর্ম্ম্য]—ধর্ম হইতে অবিচলিত—ন্যায্য, [অন্য]—যুদ্ধ ব্যতীত অন্য ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) সুখিনঃ (সৌভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া (অপ্রার্থিতভাবে) উপপন্নং (উপস্থিত) অপাবৃতং

স্বর্গদ্বারং চ (এবং উদ্‌ঘাটিত স্বর্গদ্বাররূপ) ঈদৃশ (এরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে)॥ ৩২ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও এই যে, মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা হইতেই উপস্থিত হওয়ায় তুমি বিকম্পিত হইতেছ কেন?—ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ! অনায়াসপ্রাপ্ত, উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ এই প্রকার ধর্মযুদ্ধ সৌভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই লাভ করে ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পস ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগ্যা ক্ষত্রিয়া এব লভন্তে যতোঽনিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবম্বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, এই মহৎ শ্রেয়ঃ আপনা হইতেই উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি বিকম্পিত হইতেছ কেন? ইহাই বলিতেছেন—"যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদি। যদ্‌চ্ছাবশতঃ—অপ্রার্থিতভাবে, উপপন্ন—উপস্থিত, ঈদৃশ যুদ্ধ সুখী—সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণই লাভ করেন। কারণ, ইহাই অবাধ স্বর্গদ্বারস্বরূপ। অথবা, ইহার অর্থ এই যে—যাঁহারা এই প্রকার যুদ্ধ লাভ করেন, তাঁহারাই সুখী! এই যুক্তিদ্বারা "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" অর্থাৎ 'হে মাধব! আমি স্বজন বধ করিয়াই কিরূপে সুখী হইব?' ইত্যাদি যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা নিরস্ত হইল ॥ ৩২ ॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অত (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই আরব্ধ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসঙ্গত) সংগ্রামং (যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তবে)

স্বধর্ম্মং (ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম) কীর্ত্তিং চ (ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ (পাপ) অবাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৩৩ ॥

মূল অনুবাদ—[অন্যথা আচরণের দোষ দেখাইতেছেন—] এখন যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম ও কীর্তি ত্যাগ করিয়া কেবল পাপই লাভ করিবে ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—বিপক্ষে অর্থাৎ অন্যথাচরণে দোষ দেখাইতেছেন—"অথ চেৎ" ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি চ (সকল লোকও) তে (তোমার) অব্যয়াং (চিরস্থায়িনী) অকীর্ত্তিম্ অপি (অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে)। চ (কিঞ্চ) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত ব্যক্তির) অকীর্ত্তিঃ (অখ্যাতি) মরণাৎ (মৃত্যু অপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥ ৩৪ ॥

মূল অনুবাদ—[অধিক কি ?—] আরও, প্রাণিগণ তোমার অক্ষয় অখ্যাতি ঘোষণা করিবে; মাননীয়গণের অকীর্তি মরণ হইতেও অধিকতর মনে হয় ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চাকীর্ত্তিমিত্যাদি। অব্যয়াং শাশ্বতীং সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য অকীর্ত্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "অকীর্তিম্" ইত্যাদি। অব্যয়া—শাশ্বতী, সম্ভাবিত—বহুলোকের সম্মানের পাত্র। (তাঁহার) অকীর্তি মরণ হইতেও অতিরিক্ত—অধিকতর হয় ॥ ৩৪ ॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (বিরত) মংস্যন্তে (মনে করিবে)। চ (কিঞ্চ) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা (প্রচুর সম্মানের পাত্র হইয়াছে) [তেষাং—তাহাদিগের নিকট] লাঘবং যাস্যসি (অশ্রদ্ধার পাত্র হইবে) ॥ ৩৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] মহারথগণ তোমাকে ভয়হেতু সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত বলিয়া ভাবিবেন, যাহাদিগের নিকট তুমি সম্মানিত আছ, তাহাদের নিকট লঘুতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ভয়াদ্" ইত্যাদি। যাহাদিগের নিকট তুমি বহুগুণন্বিত বলিয়া পূর্বে সম্মানিত হইতে, তাহারাই তোমাকে ভীত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, মনে করিবে। তাহা হইলে, পূর্বে বহুমান প্রাপ্ত হইয়া (অধুনা) লাঘব—লঘুতা, অখ্যাতি লাভ করিবে ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—তব (তোমার) অহিতাঃ (শত্রুগণ) তব (তোমার) সামর্থ্যং (সামর্থ্যের) নিন্দন্তঃ (নিন্দা করতঃ) বহূন্ (বহুবিধ) অবাচ্যবাদান্ চ (অকথ্য বাক্যসমূহও) বদিষ্যন্তি (কহিবে)। নু (ওহে!) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিম্ (কি হইতে পারে?) ॥ ৩৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আর দেখ] তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া অনেক অবাচ্য শব্দ বলিবে। তাহা হইতে অধিক দুঃখ আর কি আছে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অধিকন্তু, "অবাচ্যবাদাংশ্চ" ইত্যাদি। তোমার অহিত —শত্রুগণ, অবাচ্যবাদ—অকথ্য শব্দসমূহ বলিবে ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—হতঃ বা (যদি হত হও), স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) জিত্বা বা (কিংবা জয় করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থিত হও) ॥ ৩৭ ॥

মূল অনুবাদ—["ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—] তুমি যদি বা হত হও, তবে স্বর্গ পাইবে, অথবা জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। হে কৌন্তেয়! সেইজন্য যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—যদুক্তং "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" ইতি। তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্বকথিত "ন চৈতদ্বিদ্ম" ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—"হতো বা" ইত্যাদি। উভয়পক্ষেই (ধর্মযুদ্ধে হত বা জীবিত হইলে) তোমার লাভই হইবে, ইহাই তাৎপর্য ॥ ৩৭ ॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তাহা হইলে) সুখদুঃখে (সুখ ও দুঃখ), লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভ) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়) সমে (সমান) কৃত্বা (করিয়া অর্থাৎ তুল্যদৃষ্টিতে দেখিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধার্থ) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এই প্রকারে) পাপং (পাপ) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ॥ ৩৮ ॥

মূল অনুবাদ—["পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি যে উক্ত হইয়াছে, তদুত্তরে বলিতেছেন—] সুখ ও দুঃখ এবং (তাহার কারণ যে) লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় তাহাদিগকে সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে উদ্যোগী হও ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখদুঃখে ইত্যাদি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়জয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যম্। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—"পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" অর্থাৎ আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে, ইত্যাদি কথার উত্তরে বলিতেছেন—"সুখদুঃখে" ইত্যাদি। সুখদুঃখকে তুল্য জ্ঞান করিয়া এবং উহাদের কারণস্বরূপ যে লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয় উভয়কে সমান মনে করিয়া (যুদ্ধ কর)। হর্ষবিষাদরাহিত্যই ইহাদিগের সমত্বের কারণ, অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত 'যুজ্যস্ব'—উদ্যোগী হও অর্থাৎ সুখদুঃখাদির অভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক স্বধর্ম-বুদ্ধিতে যুদ্ধ করিলে পাপের ভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) সাংখ্যে (আত্মতত্ত্ববিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কহিলাম)। যোগে তু (পরমেশ্বরার্পণরূপ কর্ম্মযোগে) ইমাং (এই বুদ্ধি) শৃণু (শ্রবণ কর)—যয়া (যেই) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে) প্রহাস্যসি (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইবে) ॥ ৩৯ ॥

মূল অনুবাদ—[উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার সাধনভূত কর্মযোগের প্রস্তাব করিতেছেন—] হে পার্থ! সাংখ্যে অর্থাৎ সম্যগ্‌জ্ঞানবিষয়ে করণীয়া এই বুদ্ধি তোমাকে কথিতা হইল, এইরূপে কথিত হইলেও যদি তোমার সাংখ্যবুদ্ধিদ্বারা আত্মার সাক্ষাৎকার না হয়, তাহা হইলে কর্মযোগানুসারে তাহাই শ্রবণ কর, যে (বিশুদ্ধ) বুদ্ধিযোগ দ্বারা যুক্ত হইলে কর্মবন্ধন সম্যগ্‌রূপে ত্যাগ করিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি—এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং, তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যং, তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা; এবমভিহিতায়মপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বম-পরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হ্যন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু; যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্, তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—উপদিষ্ট জ্ঞানযোগের উপসংহার করিয়া তাহার সাধনভূত কর্মযোগের প্রস্তাব করিতেছেন—"এষা" ইত্যাদি। সম্যক্

খ্যাত—প্রকাশিত হয় বস্তুতত্ত্ব ইহার দ্বারা, এই অর্থে সংখ্যা—সম্যক্ জ্ঞান, তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বই সাংখ্য। তাহাতে করণীয়া এই বুদ্ধি তোমার নিকট কথিত হইল। এবম্বিধ সাংখ্যবুদ্ধি তোমার নিকট কথিত হইলেও যদি তোমার আত্মতত্ত্বরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের উদয় না হয়, তবে অন্তঃকরণ-শুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বের অপরোক্ষ দর্শনের নিমিত্ত কর্মযোগে এই বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। যেই বুদ্ধিসংযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরার্পিত কর্মযোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইলে সেই বুদ্ধিযোগকৃপায় লব্ধ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা কর্মজনিত বন্ধন প্রকৃষ্টরূপে 'হাস্যসি'—ত্যাগ করিবে ॥ ৩৯ ॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভের নাশ) ন অস্তি (নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (প্রত্যবায় নাই), অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের অর্থাৎ পরমেশ্বরারাধনরূপ কর্ম্মযোগের) স্বল্পম্ অপি (অত্যল্পমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (পরিত্রাণ করিয়া থাকে) ॥ ৪০ ॥

মূল অনুবাদ—[ওহে! কখনও কখনও বিঘ্নপ্রাচুর্য থাকিলে কৃষিকার্যের ন্যায় কর্মফল নষ্ট হয়, আর মন্ত্রাদির অঙ্গহানি হইলেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব কর্মযোগদ্বারা কিরূপে কর্মবন্ধন নষ্ট হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই যোগে প্রারম্ভের নিষ্ফলতা নাই এবং তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। এই (ঈশ্বরারাধনরূপ) ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠানও সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন

কর্ম্মবন্ধপ্রহাণং তত্রাহ—নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশ্যেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-কর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি উপক্রমমাত্রমপি মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গ-বৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! কখনও কখনও বিঘ্নের প্রাচুর্য থাকিলে কৃষি-কার্যের ন্যায় কর্মফল নষ্ট হইতে দেখা যায়, আর মন্ত্রাদির অঙ্গহানি হইলেও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব কর্মযোগে কি করিয়া কর্মবন্ধন নষ্ট হইবে? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—'নেহ' ইত্যাদি। ইহ—এই নিষ্কাম-কর্মযোগে, অভিকর্ম—প্রারম্ভের, নাশ—নিষ্ফলত্ব নাই। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বলিয়া বিঘ্ন ও বৈগুণ্যাদির অসম্ভবত্বহেতু ইহাতে প্রত্যবায়ও নাই। আরও, এই ধর্মের—ঈশ্বরারাধনার্থ (নিষ্কাম) কর্মযোগের স্বল্পও—উপক্রমমাত্রও, সংসাররূপ মহাভয় হইতে ত্রাণ করে—রক্ষা করে; কিন্তু কাম্যকর্মের ন্যায় কিছুমাত্র অঙ্গহানিদ্বারা ইহার নিষ্ফলতা হয় না। ইহাই অর্থ ॥ ৪০ ॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুনন্দন! (হে কুরুবংশধর অর্জ্জুন!) ইহ (এই ঈশ্বরারাধন-রূপ নিষ্কামকর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (ঐকান্তিকী), [কিন্তু] অব্যবসায়িনাং (কামিগণের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধি) অনন্তাঃ (সীমাশূন্যা) বহুশাখাঃ চ (এবং বহুশাখাযুক্তা) ॥ ৪১ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন রক্ষা করেন? এতদুত্তরে নিষ্কাম ও সকাম কর্মের বৈষম্য দেখাইয়া বলিতেছেন—] হে কুরুনন্দন! এই নিষ্কাম ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হইয়া

থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের (ঈশ্বরারাধন-বহির্মুখ কামিগণের) বুদ্ধিসকল অনন্ত ও বহুপ্রকার হয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্ব্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাৎ অনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফলগুণফলাত্বাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে, ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ দধ্নেন্দ্রিয়কামো জুহুয়াৎ" অতো মহদ্বৈষম্যমিতিভাবঃ ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিরূপে রক্ষা হয়? এতদুত্তরে সকাম ও নিষ্কাম উভয় কর্মের বৈষম্য দেখাইয়া বলিতেছেন—"ব্যবসায়াত্মিকা" ইত্যাদি। ইহ—ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ কর্মযোগে। ব্যবসায়াত্মিকা—'পরমেশ্বরে ভক্তিদ্বারাই নিশ্চয় আমি উদ্ধার লাভ করিব', এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা। একাই—একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে। অব্যবসায়িগণের—ঈশ্বরারাধন-বহির্মুখগণের—কামিগণের। কামসকলের আনন্ত্য বা অসীমত্বহেতু উহারা অনন্ত। তত্রাপি কর্মফলত্ব ও গুণফলত্বাদি প্রকারভেদবশতঃ বহু শাখাযুক্তা বুদ্ধি হয়। ঈশ্বরারাধনের নিমিত্ত কৃত নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও নষ্ট হয় না। যথাসাধ্য তদ্রূপ করিবে—ইহাই বিধি। কিন্তু বৈগুণ্য (ক্রটি) বিহিত হয় নাই, যেহেতু ঈশ্বরোদ্দেশ থাকিলে ক্রটির উপশম হয়। কিন্তু নিষ্কামকর্ম বা ভক্তির ন্যায় কাম্যকর্ম নহে। "স্বর্গকামী অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবে, ইন্দ্রিয়কামী ব্যক্তি দধিদ্বারা আহুতি দিবে।" অতএব এস্থলে মহাবৈষম্য, বুঝিতে হইবে ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি-বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যে অবিপশ্চিতঃ (যেই মূঢ়গণ), বেদবাদ-রতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত), অন্যৎ ন অস্তি (জগদ্ব্যতীত কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই) ইতি-বাদিনঃ (এইরূপ উক্তিকারী), কামাত্মানঃ (কামাকুলিতচিত্ত), স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপর), জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকর্ম্মফলপ্রদ) ভোগৈশ্ব্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াবাহুল্য-বিশিষ্টা) যাম্ ইমাং (যে-সকল) পুষ্পিতাং বাচং (আপাতকর্ণসুখকর বাক্য) প্রবদন্তি (প্রয়োগ করে) তয়া (তদ্দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমোহিতচিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিদিগের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে—ঈশ্বরে) ন বিধীয়তে (নিবিষ্ট হয় না) ॥ ৪২-৪৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, সকাম কর্মীরা কষ্টসাধ্য কাম্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কেন করে না? তাহাতে বলিতেছেন—] হে পার্থ! সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই—এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্বদা বেদের অর্থবাদে রত, কাম্যকর্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী, জন্ম-কর্ম-ফলপ্রদ ক্রিয়া-বাহুল্যদ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য-সুখলাভের সাধনীভূত আপাতঃমনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে বিষময়) , পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল বাক্য বলিয়া থাকে। যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্যসুখে একান্ত আসক্ত, সমাধি-অভাবে সেই অবিবেকী

মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না; যে-হেতু তাহাদের চিত্ত ঐ সকল পুষ্পিত বাক্যদ্বারা অপহৃত ॥ ৪২-৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি? তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত-বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং, তেষাং তয়া বাচাঽপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ বেদবাদরতা ইতি, বেদে যে বাদাঃ অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতিবদনশীলাঃ অতএব কামাত্মান্ ইতি—কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তীত্যনুষঙ্গঃ ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে প্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধির্ন বিধীয়তো (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ) সা নৈবোপপদ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২-৪৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে, কামী ব্যক্তিগণও কেন কষ্টদায়ক কামসকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করে না? তদুত্তরে বলিতেছেন —"যামিমাম্" ইত্যাদি। 'যামিমাং পুষ্পিতাং, পুষ্পিতা—পুষ্পিত-বিষলতার ন্যায় আপাতঃ রমণীয়া, প্রকৃষ্টা—পরমার্থফলপ্রদা, স্বর্গাদিফল-শ্রুতিরূপ বাক্য বলেন। তাহাদিগের—সেই বাক্যদ্বারা (ফলশ্রুতিদ্বারা)

অপহৃতচিত্তগণের, সমাধিতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না। এরূপে তৃতীয় শ্লোকের সহিত অন্বয়। কি কারণে? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু অপণ্ডিতগণ—মূঢ়গণ মূঢ়তার কারণ—"বেদবাদরতা" ইত্যাদি; অর্থাৎ বেদে যে অর্থবাদ—"চাতুর্মাস্যযাজীর অক্ষয়সুকৃতি হয়" এবং "আমরা সোমরস পান করিয়া অমর হইব।" ইত্যাদিতে রত—প্রীত যাহারা, অতএব, অতঃপর জীবের প্রাপ্য অন্য কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই—এরূপ কথনশীল। অতএব বলিতেছেন—"কামাত্মনঃ" ইত্যাদি কামাত্মগণ—কামে অস্থিরচিত্তগণ, [স্বর্গপর]—স্বর্গই পরমপুরুষার্থ যাহাদের [জন্মকর্ম-ফলপ্রদা]—জন্ম, কর্ম ও তৎফল প্রদান করে যাহা, তাহা। ভোগ ও ঐশ্বর্যের গতির প্রতি—প্রাপ্তির প্রতি। ক্রিয়াবিশেষবহুলা—যাহাতে সাধন-স্বরূপ ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য আছে, তাহাকে প্রকৃষ্টরূপে বলে, ইহা পূর্বের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতঃপর, "ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাম্" ইত্যাদি। [ভোগৈশ্বর্য-প্রসক্তদিগের]—ভোগ ও ঐশ্বর্যে প্রসক্ত—অভিনিবিষ্টদিগের। [তাহা দ্বারা] —পুষ্পিত বাক্য দ্বারা, [আকৃষ্টচিত্তদিগের] আকৃষ্টচিত্ত যাহাদের, সমাধি—চিত্তের একাগ্রতা, পরমেশ্বরসান্নিধ্য ইত্যাদি। তাহাতে (সমাধিতে) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বিহিতা হয় না (এ স্থলে কর্মকর্তৃবাচ্যের প্রয়োগ) সেই বুদ্ধি কিছুতেই উৎপন্ন হয় না, ইহাই ভাব ॥ ৪২-৪৪ ॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (বেদসকল) ত্রৈগুণবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক); [ত্বং—তুমি] নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত), নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য ধৈর্য্যশীল), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগক্ষেমরহিত) আত্মবান্ [চ] (এবং আত্মবান্ হইয়া) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (নিষ্কাম) ভব (হও) ॥ ৪৫ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি স্বর্গাদিলাভ পরমফলই নয়, তবে কেন বেদ

তাহার সাধনরূপ কর্মাদির বিধান করেন? ইহাতে বলিতেছেন—] হে অর্জুন! কর্মকাণ্ডাত্মক বেদ ত্রিগুণাত্মক, তুমি কিন্তু নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক দ্বন্দ্বরহিত অর্থাৎ সুখদুঃখ ও শীতোষ্ণাদি-রহিত হও এবং নির্যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে ও প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষায় যত্নশূন্য) এবং আত্মবান্ (অপ্রমত্ত) হইয়া নিস্ত্রৈগুণ্য (নিষ্কাম) হও ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—ননু যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মিকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়া তথাচ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখ-শীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি, তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবান্-প্রমত্তঃ ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনাস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আচ্ছা, যদি স্বর্গাদিই পরম ফল না হইবে, তবে বেদসকল স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ কর্মসমূহের কেন ব্যবস্থা প্রদান করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া" ইত্যাদি। [ত্রৈগুণবিষয় বেদসমূহ] —ত্রিগুণাত্মক, সকাম যে সকল অধিকারী তাহাদিগের বিষয়সম্বন্ধীয় কর্মফল-প্রতিপাদক বেদসকল। কিন্তু তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য—নিষ্কাম হও। তদুপায় বলিতেছেন—নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ সুখদুঃখ, শীতোষ্ণ প্রভৃতি যে দ্বন্দ্বভাবসমূহ তদ্রহিত হও অর্থাৎ উহাদিগকে সহ্য কর। কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—নিত্যসত্ত্বস্থ হইয়া অর্থাৎ ধৈর্য অবলম্বনপূর্বক। নির্যোগক্ষেম—অপ্রাপ্তবস্তুর স্বীকাররূপ যোগ এবং প্রাপ্তবস্তুর পরিপালন-রূপ যে ক্ষেম, তদ্‌রহিত। আত্মবান্—অপ্রমত্ত। দ্বন্দ্বাকুল ও যোগক্ষেম-ব্যাপৃত প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ত্রিগুণ অতিক্রম করা সম্ভব নহে ॥ ৪৫ ॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে যে) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়] সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) তাবান্ (সেই সমস্তই) [সিদ্ধ হয়]। [তদ্বৎ—তদ্রূপ] সর্ব্বেষু (সমস্ত) বেদেষু (বেদে) [যাবান্ অর্থঃ—যে প্রয়োজন লাভ হয়, তাবান্ অর্থঃ—সে সমুদয় প্রয়োজন] বিজানতঃ (ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্ত এক-শাখাবলম্বী) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের), [লাভ হয়] ॥ ৪৬ ॥

মূল অনুবাদ—[বেদোক্ত নানা ফল ত্যাগ করিয়া নিষ্কামভাবে ঈশ্বরারাধনা-বিষয়ক নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিও কুবুদ্ধি—এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] উদপানে (ক্ষুদ্রজলাশয়ে) যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্তই যেমন সর্বতোভাবে সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) সিদ্ধ হয় তদ্রূপ বেদতাৎপর্যবিদ্ ব্রাহ্মণের সমগ্র বেদে যে কার্য হয়, স্বীয় শাখা আশ্রয়ে আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ সেই কার্য হয় ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেব ইত্যাশঙ্কাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপী-কূপ-তড়াগাদি, তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যা-সম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি; এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রমুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥৪৬॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে, বেদকথিত বিবিধকর্মফল পরিত্যাগপূর্বক নিষ্কাম-

ভাবে ঈশ্বরারাধন-বিষয়িণী নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করা কুবুদ্ধিই বটে, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যাবান্" ইত্যাদি। উদক পান করা হয় যাহাতে, তাহাই উদপান, যেমন বাপী-কূপ-তড়াগাদি, সেই স্বল্পোদক উদপানে—একস্থলে সমগ্র প্রয়োজন-লাভের অভাববশতঃ সেই সেই ক্ষুদ্র কূপে বা জলাশয়ে গমন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্নান-পানাদিরূপ যে অর্থ—প্রয়োজন সাধিত হয়, সেই সমস্তই অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজনই সর্বতোভাবে মহাহ্রদে একস্থানেই সম্পন্ন হয়; তদ্রূপ সমগ্র বেদশাস্ত্রে সেই সেই কর্মফলরূপ যে প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সেই সমস্তই বিজ্ঞ—ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির লাভ হয়। যেহেতু, ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ অন্তর্ভূত আছে। শ্রুতিতে আছে—"অপর জীবগণ এই ব্রহ্মানন্দের অল্পাংশমাত্র লাভ করিয়া জীবন ধারণ করে।" অতএব এই (ব্যবসায়াত্মিকা) বুদ্ধিই সুবুদ্ধি, ইহাই অর্থ ॥ ৪৬ ॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—তব (তোমার) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) অধিকারঃ (অধিকার); কদাচন (কদাপি) ফলেষু (কর্ম্মফলে) [অধিকারঃ—অধিকার] মা (না হউক)। [ত্বং—তুমি] কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলের হেতু) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্ম্মণি (অকর্ম্মে) তে (তোমার) সঙ্গ (আসক্তি) মা অস্তু (না থাকুক) ॥৪৭॥

মূল অনুবাদ—[তবে, পরমেশ্বরের আরাধনাতেই সকল কর্মফল লাভ হয়—এই অভিসন্ধিতে সকলে প্রবৃত্ত হউক; কর্ম করিয়া কি হইবে? এই আশঙ্কাবারণার্থ বলিতেছেন—] স্বধর্মবিহিত কর্মে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্মফলে তোমার অধিকার নাই। তুমি কর্মফলের হেতু হইও না। তোমার যেন অকর্মে সঙ্গ অর্থাৎ আসক্তি না হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভি-

সন্ধায় প্রবর্ত্তেত; কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্কা তদ্ বারয়ন্নাহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যে বাধিকারস্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাঽস্তু। ননু কর্ম্মাণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যা-শঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মা ভূঃ কামিতস্যৈব স্বর্গাদের্নিযোজ্য-বিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে, পরমেশ্বরের আরাধনাতেই সকল কর্মফল লাভ হয়—এই অভিসন্ধিতেই সকলে প্রবৃত্ত হউক; কর্মদ্বারা কি হইবে? এইরূপ আশঙ্কা বারণপূর্বক বলিতেছেন—"কর্মণ্যেব" ইত্যাদি। 'তে'—তত্ত্বজ্ঞানার্থী তোমার কর্মেই অধিকার থাকুক, বন্ধনের কারণ সেই সকল কর্মফলে অধিকার—কামনা যেন না হয়। আচ্ছা, ভোজন করিলে যেমন তৃপ্তি হয়, কর্ম কৃত হইলে ত' তৎফল হইবেই, এই আশঙ্কায় মা শব্দদ্বারা নিষেধ করিতেছেন। কর্মফলহেতু হইও না অর্থাৎ কর্মফলই প্রবৃত্তির কারণ যাহার, তদ্রূপ হইও না। প্রার্থিত হইলেই স্বর্গাদির নিযোজ্য-বিশেষণত্বহেতু ফলদয়কত্ব, কিন্তু প্রার্থিত না হইলে ফলদায়ক হয় না, ইহাই ভাব। অতএব (স্বর্গ) ফল প্রতিবন্ধক হইবে, ইহাই বিচার্য। সেই ভয়ে অকর্মে অর্থাৎ কর্মের অকরণেও তোমার সঙ্গ অর্থাৎ নিষ্ঠা যেন না হয় ॥ ৪৭ ॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—হে ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ (বুদ্ধিযোগস্থ হইয়া) সঙ্গং (আসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান্) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কর্ম্ম ও জ্ঞানফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাব) ভূত্বা (হইয়া) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) কুরু (অনুষ্ঠান কর)। [যতঃ—যেহেতু] সমত্বং (সমত্বই) যোগঃ (চিত্তসমাধানরূপ যোগ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত) হয় ॥ ৪৮ ॥

মূল অনুবাদ—[তবে কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ (ফলকামনা) পরিত্যাগপূর্বক বুদ্ধিযোগস্থ হইয়া (স্বধর্মবিহিত) কর্ম আচরণ কর; কর্মফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, এবদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান তাহাকে 'যোগ' বলে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিং তর্হি যোগস্থঃ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্রস্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে। সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কি কর্তব্য? তদুত্তরে বলিতেছেন— "যোগস্থঃ" ইত্যাদি। [যোগস্থ]—যোগ—পরমেশ্বরৈকপরতা (পরমেশ্বরের ঐকান্তিক-আরাধনা), তাহাতে অবস্থিত হইয়া কর্মসমূহ অনুষ্ঠান কর। কিরূপে? সঙ্গ—কর্তৃত্বাভিনিবেশ ত্যাগপূর্বক অর্থাৎ কেবল পরমেশ্বরের আশ্রয়যুক্ত হইয়াই কর্ম কর। কর্মফলের ও জ্ঞানের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম হইয়া কেবল ঈশ্বরার্পণ দ্বারাই কর্ম কর, যেহেতু এবম্বিধ সমত্বকেই সাধুগণ 'যোগ' বলেন, কারণ উহাদ্বারাই চিত্তসমাধান হয় ॥ ৪৮ ॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—হে ধনঞ্জয়! হি (যেহেতু), বুদ্ধিযোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দূরেণ (অত্যন্ত) অবরম্ (অপকৃষ্ট)। [অতঃ—অতএব] বুদ্ধৌ (বুদ্ধিযোগে) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (গ্রহণ কর)। ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষীরা) কৃপণাঃ (কৃপণ অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ) ॥ ৪৯ ॥

মূল অনুবাদ—[কাম্যকর্ম অতি নিকৃষ্ট, ইহাই বলিতেছেন—] হে

ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে সকাম কর্ম অত্যন্ত নিকৃষ্ট; অতএব নিষ্কামকর্ম-যোগ-লক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর। যাহারা ফল-কামনায় কর্ম করে, তাহারা কৃপণ অর্থাৎ অতত্ত্বজ্ঞ দীন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধরঃ—কাম্যন্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—কাম্যকর্ম অতি নিকৃষ্ট। সেই জন্য বলিতেছেন—"দূরেণ" ইত্যাদি। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা কৃত কর্মযোগ বুদ্ধিযোগ বা বুদ্ধিসাধনরূপ যে যোগ, তদপেক্ষা সকাম অন্য সাধনভূত কাম্যকর্ম 'দূরেণ অবরম্'—অত্যন্ত অপকৃষ্ট। 'হি'—যেহেতু, কর্ম এইরূপে অপকৃষ্ট, সেহেতু বুদ্ধিতে—জ্ঞানে শরণ—আশ্রয়স্বরূপ কর্মযোগ অন্বেষণ কর বা অনুষ্ঠান কর। অথবা বুদ্ধির যিনি আশ্রয়, সেই ত্রাণকর্তা পরমেশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ কর, ইহাই তাৎপর্য। ফলাকাঙ্ক্ষিগণ—সকাম-নরগণ কৃপণ—দীন। অত্র শ্রুতি-বচন—"যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লো-কাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" অর্থাৎ হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া এই জগৎ হইতে প্রয়াণ করে, সে কৃপণ ॥ ৪৯ ॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি) সুকৃতদুষ্কৃতে (সুকৃত ও দুষ্কৃত) উভে (উভয়) ইহ (এই জন্মেই) জহাতি (পরিত্যাগ করে)। তস্মাৎ

(অতএব) যোগায় (নিষ্কাম কর্ম্মযোগের জন্য) যুজ্যস্ব (যত্ন কর)। যোগঃ (বুদ্ধিযোগই) কর্ম্মসু (কর্ম্মসমূহের মধ্যে) কৌশলম্ (কৌশল) ॥ ৫০ ॥

মূল অনুবাদ—[বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি কিন্তু শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন— বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি সুকৃত ও দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ-পুণ্য উভয়ই ত্যাগ করেন, অতএব, নিষ্কাম কর্মযোগের জন্য যত্ন কর। যেহেতু, বুদ্ধিযোগই কর্মের কৌশল ॥ ৫০ ॥

শ্রীধরঃ—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদি প্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বর-প্রসাদেন জহাতি ত্যজতি। তস্মাৎ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্ব-সম্পাদকচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

সুঃ অনুবাদ—বুদ্ধিযোগযুক্তই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন— "বুদ্ধিযুক্তঃ" ইত্যাদি। সুকৃত—স্বর্গাদিপ্রাপক (পুণ্য), দুষ্কৃত—নরকাদি-প্রাপক (পাপ) (ঐরূপ ব্যক্তি) উহাদের উভয়টিকে ইহ জন্মেই পরমেশ্বরের কৃপায় 'জহাতি'—পরিত্যাগ করেন। অতএব যোগের নিমিত্ত অর্থাৎ তদর্থে কর্মযোগে উদ্যোগী বা ক্রিয়াশীল হও। যেহেতু, কর্মসমূহ প্রতিবন্ধক হইলেও যে কৌশল অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনের দ্বারা উহাদিগের মোক্ষপরত্ব-সম্পাদক যে চাতুর্য, তাহাই যোগ ॥ ৫০ ॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু,) বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত জনগণ) কর্ম্মজং (কর্ম্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) [অতএব] মনীষিণঃ (জ্ঞানী) [ভূত্বা—হইয়া] জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধ হইতে বিনির্ম্মুক্ত

হইয়া) অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবরহিত) পদং (বিষ্ণুপদ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ৫১ ॥

মূল অনুবাদ—[কর্মসকলের মোক্ষসাধনত্ব কি প্রকারে হয়? তাহাই বলিতেছেন—] বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্মজাত ফলসমূহকে ত্যাগ করতঃ জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং সর্বোপদ্রবরহিত অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য অবস্থা লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ, কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

সুঃ অনুবাদ—কর্মসমূহের মোক্ষসাধনত্বের প্রকার বলিতেছেন—"কর্মজম্" ইত্যাদি। কর্মজাত ফল পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরারাধনের নিমিত্ত কর্মকারী মনীষী—জ্ঞানী হইয়া, 'জন্মরূপ বন্ধন হইতে নির্বিমুক্ত হইয়া অনাময়—সর্বোপদ্রবরহিত বিষ্ণুপাদপ্রাপ্তিরূপ মোক্ষপদ লাভ করেন ॥ ৫১ ॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং (দেহাত্মবোধরূপ গহন দূর্গ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে) তদা (তখন) [ত্বং—তুমি] শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্য) শ্রুতস্য চ (এবং শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥ ৫২ ॥

মূল অনুবাদ—[কবে আমি সেই পদ লাভ করিব? এই অপেক্ষায় "যদা তে" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়-দ্বারা বলিতেছেন—] যখন মোহরূপ গহনকে

(দুর্গকে) তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্বেদ লাভ করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রীধরঃ—কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, "কলিল গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। ততশ্চায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

সুঃ অনুবাদ—কবে আমি সেই পদ প্রাপ্ত হইব? এই অপেক্ষায় "যদা" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। মোহ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি। তাহাই কলিল—গহন। "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইহা অভিধানকোষবচন হইতে জ্ঞাতব্য। অতঃপর, অর্থ এই যে—এইভাবে পরমেশ্বরের আরাধনা কৃত হইলে যখন তদীয় কৃপায় তোমার বুদ্ধি দেহাভিমানরূপ মোহময় গহন—দুর্গ বিশেষভাবে অতিক্রম করিবে, তখন তুমি শ্রোতব্য ও শ্রুত অর্থ বা প্রয়োজন-সম্বন্ধে নির্বেদ—বৈরাগ্য 'গন্তাসি'—প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ তদুভয়ের অনুপাদেয়ত্ব উপলব্ধিপূর্বক পরিপ্রশ্ন করিবে ॥ ৫২ ॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (বেদের নানা অর্থবাদ দ্বারা অবিচলিতা হইয়া) সমাধৌ (পরমেশ্বরে) নিশ্চলা (অচঞ্চলা) স্থাস্যতি (থাকিবে) তদা (তখন) যোগং (বুদ্ধিযোগ বা তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥ ৫৩ ॥

মূল অনুবাদ—[নির্বেদের পর—] যখন তোমার বুদ্ধি বেদের

নানা প্রকার অর্থবাদদ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন উহা সমাধিতে অচলা ও স্থিরা হইয়া বিশুদ্ধ যোগ লাভ করিবে ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না ইতঃপূর্ব্বমবিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী স্থাস্যতি তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—তৎপর কি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"শ্রুতি" ইত্যাদি। [শ্রুতিবিপ্রতিপন্না]—শ্রুতিসমূহদ্বারা—ইতঃপূর্বে অবিক্ষিপ্তা হইয়া তোমার বুদ্ধি যখন সমাধিতে অবস্থান করিবে, অথবা সমাধি অর্থে পরমেশ্বর যেহেতু ইঁহাতেই চিত্ত সমাহিত হয়; তাঁহাতে নিশ্চলা—অন্য বিষয়ের দ্বারা অনাকৃষ্টা, অতএব অচলা। অভ্যাসপটুতাবশতঃ তাহাতেই (সমাধিতেই) স্থিরা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগ—যোগফল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কেশব! (হে কেশব!) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞ) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (লক্ষণ কি?), স্থিতধীঃ (স্থিতধী) কিং প্রভাষেত (কি ভাব প্রকাশ করেন?), কিম্ আসীত (কি প্রকারে অবস্থান করেন?) [এবং] কিং ব্রজেত (কি প্রকারে বিচরণ করেন?) ॥ ৫৪ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বশ্লোকে কথিত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ জানিতে ইচ্ছা

করিয়া] অর্জুন বলিতেছেন—হে কেশব! সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের কি লক্ষণ? স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ কি কথা প্রকাশ করিয়া বলেন? তিনি কি প্রকারে অবস্থান করেন এবং তিনি কি প্রকারে বিচরণ করেন? ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্বশ্লোকোক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞের লক্ষণ-জিজ্ঞাসু অর্জুন বলিলেন,—"স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা" ইত্যাদি। [স্থিতপ্রজ্ঞের]—স্বাভাবিক সমাধিতে স্থিত অতএব স্থিতা—নিশ্চলা প্রজ্ঞা—বুদ্ধি যাঁহার, তাঁহার ভাষা কি? ইহার দ্বারা কথিত বা প্রকাশিত হয়, অতএব ভাষা—লক্ষণ। তিনি কোন্ লক্ষণা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন? ইহাই অর্থ। আর, স্থিতধী কি এবং কিরূপে ভাষণ, আসন ও গমন করেন, ইহাই অর্থ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন—), পার্থ! (হে পার্থ!) [জীবঃ—জীব] যদা (যখন) সর্ব্বান্ (সমস্ত) মনোগতান্ (মনোগত) কামান্ (কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) তদা (তখন) [সঃ—তিনি] স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৫ ॥

মূল অনুবাদ—[এস্থলে যাহা সাধকদিগের জ্ঞানের সাধন, তাহাই সিদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ, এই হেতু সিদ্ধব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করিতে

করিতে অন্তরঙ্গ সাধনসমূহ এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বলিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের যাহা উত্তর তাহা "প্রজহাতি" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! যে সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় আনন্দস্বরূপ আত্মার স্বরূপদর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে 'স্থিতপ্রজ্ঞ' বলা হয় ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র চ যানি সাধনকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। শ্রীভগবান্ উবাচ—মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—এস্থলে যাহা সাধকদিগের জ্ঞানের সাধন তাহাই সিদ্ধব্যক্তির স্বাভাবিক লক্ষণ, এই হেতু, লক্ষ্য সিদ্ধব্যক্তির লক্ষণ বর্ণন করিতে করিতে অন্তরঙ্গসাধন-সমূহ এই অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বলিতেছেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তর "প্রজহাতি" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিলেন [মনোগত]—মনে অবস্থিত কামসমূহ যখন প্রকৃষ্টভাবে ত্যাগ করেন। ত্যাগের হেতু বলিতেছেন—"আত্মনি" ইত্যাদি। আত্মাতে নিজ মধ্যে পরমানন্দরূপ বিগ্রহে, 'আত্মনা'—নিজেই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মরাম হইয়া যখন ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ পরিত্যাগ করেন, তখন সেই লক্ষণদ্বারা মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৫ ॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়ঃ—দুঃখেষু (দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুভিতচিত্ত), সুখেষু (সুখে)

বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাহীন) [চ—এবং] বীতরাগভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত) [জীবঃ—জীব] স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) মুনিঃ (মুনি বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ৫৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আর] (শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক) ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি (স্বকৃতকার্যে) অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই 'স্থিতধী' মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দুঃখেম্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেম্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ, সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুবীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতি, স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "দুঃখেষু" ইত্যাদি। দুঃখরাশি উপস্থিত হইলেও [অনুদ্বিগ্নচিত্ত]—অনুদ্বিগ্ন, অক্ষুভিত চিত্ত যাঁহার। সুখে [বিগতস্পৃহ]—বিগতা স্পৃহা যাঁহার। তদ্বিষয়ে হেতু—[বীতরাগ ভয়ক্রোধ]—বীত, অপগত রাগভয়ক্রোধ যাহা হইতে। তাহাতে রাগ—প্রীতি। সেই মুনি স্থিতধী স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সমস্ত জড়বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (অনুকূল ও প্রতিকুল বিষয়) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না), ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ বা নিন্দা করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ) ॥ ৫৭ ॥

মূল অনুবাদ—[স্থিতপ্রজ্ঞ কি বলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য এবং জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ-দ্বেষ করেন না, তাঁহারই প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিতা ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধরঃ—কথং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্র-মিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনু-কূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—"কথং প্রভাষেত" ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"যঃ" ইত্যাদি। যিনি সর্বত্র অর্থাৎ পুত্রমিত্রাদিতেও অনভিস্নেহ—স্নেহশূন্য। অতএব বাধিত অনুবৃত্তিদ্বারা সেই শুভ—অনুকূল বিষয় লাভ করিয়া অভিনন্দন বা প্রশংসা করেন না, আবার অশুভ—প্রতিকূল বস্তু লাভ করিয়াও দ্বেষ করেন না—নিন্দা করেন না, কিন্তু কেবল উদাসীনভাবেই কথা বলেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা; ইহাই অর্থ ॥ ৫৭ ॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা চ (যখন) অয়ং (এই যোগী) কূর্ম্ম ইব (যেমন কচ্ছপ) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ প্রত্যাহৃত করে), [তদ্রূপ] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) সংহরতে (সম্যগ্রূপে প্রত্যাহার করেন) [তদা—তখন] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

মূল অনুবাদ—['কিমাসীত' প্রশ্নের উত্তর—] কূর্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছাপূর্বক স্বান্তরে (নিজ দেহে) গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি বিষয়সমূহ হইতে যখন স্বেচ্ছায় ইন্দ্রিয়সকলের প্রত্যাহার করেন, তখন তাঁহার প্রজ্ঞা স্থির ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥৫৮॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "যদা" ইত্যাদি। যখন এই যোগী ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দাদিসমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ সংহার করেন—অনায়াসে প্রত্যাহার করেন। সংহারে (প্রত্যাহারে) দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"কূর্মঃ" ইত্যাদি। কূর্ম যেরূপ অঙ্গ—হস্তপদাদি অঙ্গ স্বাভাবিকভাবে আকর্ষণ করে, সেরূপ ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং, রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিরাহারস্য (আহাররহিত) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ জীবের) বিষয়াঃ (বিষয় সকল) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয় বটে,) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (বিষয়রাগ ত্যাগ করে না)। রসঃ অপি (জড়ানুরাগও) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥ ৫৯ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না; কেননা জড়, আতুর, উপবাসপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও বিষয়ের প্রতি প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাতে বলিতেছেন—] তিনি ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় গ্রহণ করেন না, এরূপ জীবের নিকট ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু আসক্তি নিবৃত্ত হয় না, পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়বাসনা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া আপনিই নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীধরঃ—ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি জড়ানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানামাহরণং গ্রহণমাহারঃ, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽ-

ভিলাষস্তদ্বৰ্জ্জং অভিলাষশ্চ ন নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ, রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবৰ্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবৰ্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষা-ভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবৰ্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥৫৯॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! জড়, আতুর, উপবাস-পরায়ণদিগেরও বিষয়সমূহে অপ্রবৃত্তি সমান বলিয়া বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সকলের অপ্রবৃত্তিই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ হইতে পারে না। তদুদ্দেশে বলিতেছেন—"বিষয়া" ইত্যাদি। আহার—ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সকলের গ্রহণ। নিরাহার ব্যক্তির—ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা বিষয়-অগ্রহণকারীর। দেহীর—দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির। বিষয়সকল প্রায়ই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ বিষয়ের অনুভব নিবৃত্ত হয়; কিন্তু রস—রাগ অর্থাৎ অভিলাষ ব্যতীত। অভিলাষ কিন্তু নিবৃত্ত হয় না, ইহাই অর্থ। পর অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেখিয়া, ইঁহার—স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির রস—রাগও আপনা হইতেই নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নাশ পায়। অথবা ক্ষুধাসন্তপ্ত ব্যক্তির শব্দ-স্পর্শাদির অপেক্ষাভাবহেতু নিরাহার—উপবাস-নিরত ব্যক্তির বিষয়সমূহ প্রায়ই নিবৃত্ত হয়, কিন্তু রসব্যতীত নিবৃত্ত হয় অর্থাৎ রসাপেক্ষা নিবৃত্ত হয় না। অবশিষ্টাংশ সমান ॥ ৫৯ ॥

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—হে কৌন্তেয়! হি (যেহেতু) যততঃ (মোক্ষের নিমিত্ত যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য (বিবেকী ব্যক্তিরও) প্রমাথীনি (প্রক্ষোভকারী) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) মনঃ (মন) হরন্তি (আকুল করে) ॥ ৬০ ॥

মূল অনুবাদ—[ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব হয় না, অতএব সাধনাবস্থাতে সংযম-বিষয়ে মহাযত্ন করা কর্তব্য, ইহাই দুই শ্লোকে

বলিতেছেন—] "হে কৌন্তেয়! প্রক্ষোভক ইন্দ্রিয়সকল মোক্ষার্থ যত্নশীল বিবেকী পুরুষেরও মন বলপূর্ব্বক হরণ করে॥" ৬০॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়সংযম বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততোঽপীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকানীত্যর্থঃ॥৬০॥

সুঃ অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা সম্ভব হয় না, অতএব সাধকাবস্থায় তদ্বিষয়ে মহাযত্ন করা কর্তব্য—ইহাই "যততোঽপি" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। যত্নকারীর—মোক্ষের নিমিত্ত প্রযত্নশীল ব্যক্তির। বিপশ্চিতের—বিবেকী ব্যক্তিরও মনকে ইন্দ্রিয়সকল 'প্রসভং'—বলপূর্বক আকর্ষণ করে। যেহেতু, উহারা প্রমাথী প্রমথনশীল—প্রক্ষোভক, ইহাই অর্থ॥ ৬০॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

অন্বয়ঃ—যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ, মদাশ্রিত) [সন্—হইয়া] আসীত (অবস্থান করিবে)। হি (যেহেতু), যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) বশে (বশীভূত আছে), তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (নিশ্চলা)॥ ৬১॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এইরূপ, সেইজন্য] যুক্তবৈরাগ্যস্থিত ব্যক্তি সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি

সংযম্য মৎপরঃ সন্ন্যাসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনিন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ন্যাসীতেত্যুত্তরং ভবতি ॥ ৬১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"তানি" ইত্যাদি। যুক্ত—যোগী সেই সকল ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। যাঁহার বশে—বশবর্তী ইন্দ্রিয়গণ। ইহার দ্বারা, কিরূপে অবস্থান করিবেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—নিগৃহীতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৬১ ॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

অন্বয়ঃ—বিষয়ান্ (বিষয়সকল) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (ঐ সকল বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (সমুৎপন্ন হয়); কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥ ৬২ ॥

মূল অনুবাদ—[বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযমাভাবে যে দোষ ঘটে তাহা বলিয়া এস্থানে দুইটি শ্লোকদ্বারা মনঃসংযমের অভাবজনিত দোষ বলিতেছেন—] বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনা এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদ্রেক হয় ॥ ৬২ ॥

শ্রীধরঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

সুঃ অনুবাদ—বাহ্য ইন্দ্রিয়সমূহের সংযমাভাবে দোষ প্রদর্শন করিয়া

অধুনা "ধ্যায়তঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা মনঃসযমাভাবে দোষ বলিতেছেন। উৎকর্ষবুদ্ধিতে বিষয়-ধ্যানকারী পুরুষের সেই সমস্ত বিষয়ে সঙ্গ—আসক্তি হয়। আসক্তির দ্বারা সেই বিষয়সমূহে অধিক বাসনা জন্মে, কোন কিছু দ্বারা কাম প্রতিহত হইলে, তাহা হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয় ॥৬২॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎস্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (উপস্থিত হয়)। সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিলোপ) [ভবতি—হয়]। স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) [ততঃ—তৎপর] বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [পুমান্—মনুষ্য] প্রণশ্যতি (প্রণষ্ট বা মৃততুল্য হয়) ॥ ৬৩ ॥

মূল অনুবাদ—[আর] ক্রোধ হইতে সম্মোহ অর্থাৎ কার্যাকার্য-বিবেকশূন্যতা জন্মে, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের বিস্মৃতি ঘটে, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাশ হইলে (মানব) বিনষ্ট অর্থাৎ মৃততুল্য হয় ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ, ততো বুদ্ধেশ্চেতনয়া নাশঃ বৃক্ষাদিম্বিবাভিভবঃ ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥৬৩॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ক্রোধাদ্" ইত্যাদি। ক্রোধ হইতে সম্মোহ—কার্যাকার্য-বিবেকের অভাব, তারপর শাস্ত্র ও গুরুদেবের উপদিষ্ট বাক্যার্থের স্মরণে বিভ্রম—বিচলন বা ভ্রংশ হয়। তদনন্তর বুদ্ধি বা চেতনার নাশ, যেমন বৃক্ষাদিমধ্যে মোহভাব বর্তমান। অতঃপর (বুদ্ধিনাশ হইলে মানব) প্রণষ্ট—মৃততুল্য হয় ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়ঃ—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষ-বিবর্জিত) আত্মবশ্যৈঃ (আত্ম-বশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা) বিষয়ান্ (বিষয়সকল) চরন্ (ভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (কিন্তু, নিগৃহীতচিত্ত স্বতন্ত্র ব্যক্তি) প্রসাদম্ (চিত্তপ্রসাদ) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৬৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃই বিষয়ের অভিমুখী, তাহাদিগকে নিরোধ করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত দোষ পরিহার করা দুষ্কর, অতএব স্থিতপ্রজ্ঞ কি প্রকারে হওয়া যায়? এই আশঙ্কার উত্তর দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] রাগদ্বেষ ত্যাগপূর্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে বিষয়সমূহে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্মা অর্থাৎ নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্ব্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেত ভুঞ্জীত্যেতস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ান্ অধি-গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, ইন্দ্রিয়-সকল স্বভাবতঃ বিষয়প্রবণ, তাহাদিগকে নিরোধ করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত দোষ দুষ্পরিহার্য। অতএব স্থিতপ্রজ্ঞত্ব কি করিয়া হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। রাগদ্বেষরহিত—বিগতদর্প ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা বিষয়সমূহে বিচরণ করিয়া অর্থাৎ উহাদিগকে উপভোগ

করিয়াও প্রসাদ—শান্তি লাভ করেন। রাগদ্বেষরাহিত্য কিরূপ? তাহা বলিতেছেন,—"আত্মা" ইত্যাদি। আত্মার—মনের বশ্য (অধীন) ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা। বিধেয়াত্মা—বিধেয় অর্থাৎ বশবর্ত্তী আত্মা—মন যাঁহার তিনি। 'এই বাক্যদ্বারাই কিরূপে বিচরণ করিবেন, কিরূপে ভোগ করিবেন?' এই চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর এই যে—স্বাধীন অর্থাৎ আত্মাধীন ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয় সকল ভোগ করেন ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রসাদে [সতি] (চিত্তপ্রসাদ লাভ হইলে) অস্য (ইঁহার—নিগৃহীতচিত্ত ব্যক্তির) সর্ব্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (নাশ) উপজায়তে (হয়)। হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত পুরুষের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্রই) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥ ৬৫ ॥

মূল অনুবাদ—[চিত্তপ্রসাদ-লাভের পর কি হয়? তাহাই বলিতেছেন—] চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয় এবং প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্বতোভাবে শীঘ্রই স্থিরা হয় ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধরঃ—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখনাশস্ততশ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—চিত্তপ্রসাদ-লাভ হইলে কি হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন,—"প্রসাদে" ইত্যাদি। প্রসাদ (চিত্তপ্রসাদ) লাভ হইলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয়, তৎপর প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা হয়; ইহাই অর্থ ॥ ৬৫ ॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়ঃ—অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন অস্তি

(নাই) অযুক্তস্য চ (এবং অযুক্তের) ভাবনা (ভাবনা) ন [অস্তি] (নাই), অভাবয়তঃ চ (আত্মচিন্তারহিত ব্যক্তিরও) শান্তিঃ (শান্তি) ন [অস্তি] (নাই), অশান্তস্য (অশান্ত ব্যক্তির) সুখং (আত্মানন্দ) কুতঃ (কোথায়?) ॥ ৬৬ ॥

মূল অনুবাদ—[ইন্দ্রিয়নিগ্রহ স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞতা হয় না, ইহা ব্যতিরেকভাবে প্রতিপন্ন করিতেছেন—] অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মবিষয়িণী বুদ্ধি হয় না, অযুক্ত ব্যক্তির ভাবনা (আত্মচিন্তা) হয় না, আর আত্মধ্যানহীনের শান্তি হয় না। শান্তিহীন ব্যক্তির আত্মানন্দরূপ সুখ কোথায়? ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যমাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠাবার্ত্তাঃ? ইত্যত্রাহ—ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধিরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ যে স্থিতপ্রজ্ঞতা-সাধক, তাহা ব্যতিরেকভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্য বলিতেছেন—"নাস্তি" ইত্যাদি। অযুক্তের—অবশীকৃতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি হয় না অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশদ্বারা আত্মসম্বন্ধিনী বুদ্ধি—প্রজ্ঞাই উৎপন্ন হয় না। সেই বুদ্ধির আবার স্থিরত্বের প্রসঙ্গ কোথায়? ইহাই এস্থলে বলিতেছেন—"ন চ" ইত্যাদি। অযুক্ত বা অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির ভাবনা—ধ্যান নাই। ভাবনাদ্বারাই বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অযুক্ত ব্যক্তির সেই ভাবনা নাই। ভাবনাহীনের অর্থাৎ আত্মধ্যানশূন্য ব্যক্তির আত্মাতে চিত্তের নিবৃত্তিরূপ শান্তি লাভ হয় না। অশান্ত ব্যক্তির সুখ—মোক্ষানন্দ কোথায়? ইহাই অর্থ ॥ ৬৬ ॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) বায়ুঃ (বায়ু) অম্ভসি (সমুদ্রে) নাবম্ ইব (যেমন কর্ণধারহীন নৌকাকে) [হরতি—বিচলিত করে] [তদ্‌বৎ] চরতাম্ (স্বেচ্ছাচারী) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যে একটি ইন্দ্রিয়) মনঃ (মনকে) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেইটিই) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে) ॥ ৬৭ ॥

মূল অনুবাদ—[অযুক্ত ব্যক্তির শুদ্ধবুদ্ধি জন্মিতে পারে না কেন? তজ্জন্য বলিতেছেন—] বায়ু যেমন সমুদ্রে (কর্ণধারহীন) নৌকাকে বিচলিত করে, তেমন স্বেচ্ছাচারী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যে একটি ইন্দ্রিয়কে মন অনুগমন করে, সেই ইন্দ্রিয়টিই তাহার (অযুক্ত ব্যক্তির) প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধরঃ—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" ইত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদৈবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদৈবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমু বক্তব্যং বহনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" অর্থাৎ 'অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির বুদ্ধি নাই' বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াণাম্" ইত্যাদি। বিষয়সকলে স্বেচ্ছায় বিচরণশীল অবশীকৃত ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে যেকোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রতি যদি মন অনুগম করে অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ইন্দ্রিয়ের সহিত ধাবিত হয়, তবে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই উহার অর্থাৎ মনের বা ব্যক্তিবিশেষের প্রজ্ঞা হরণ করে অর্থাৎ

বিষয়দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে। ঐরূপ বহু (অসংযত) ইন্দ্রিয় যে প্রজ্ঞা হরণ করিবে তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? বায়ু যেরূপ প্রমাদগ্রস্ত বা দিগ্‌ভ্রান্ত কর্ণধারের নৌকাকে সমুদ্রে সর্বতোভাবে বিচলিত করে তদ্রূপ, ইহাই জ্ঞাতব্য ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে মহাবাহো! তস্মাৎ (সেই হেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব-প্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত হইয়াছে), তস্য (তাহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (প্রতিষ্ঠিতা) ॥ ৬৮ ॥

মূল অনুবাদ—[ইন্দ্রিয়সংযম যে স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধন ও লক্ষণ, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপসংহার করিতেছেন—] হে মহাবাহো! সেইহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে সর্বপ্রকারে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

শ্রীধরঃ—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপ-সংহরতি তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইন্দ্রিয়সংযম যে স্থিতপ্রজ্ঞতার উপায় ও লক্ষণ তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার উপসংহারে বলিতেছেন—"তস্মাদ্" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়সংযমের সাধনত্বাবশেষে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হয়, ইহাই অর্থ। লক্ষণত্বের উপসংহারে তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, ইহাই

জ্ঞাতব্য। মহাবাহো!—এইরূপ সম্বোধনের দ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, তুমি শত্রুনিগ্রহে সমর্থ, অতএব এবিষয়েও তোমার সামর্থ্য আছে ॥৬৮॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়ঃ—যা (যেই আত্মনিষ্ঠা) সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ জীবগণের পক্ষে) নিশা (নিশাস্বরূপ) তস্যাং (সেই আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) জাগর্ত্তি (জাগরিত থাকেন); যস্যাং (যেই বিষয়নিষ্ঠাতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) জাগ্রতি (জাগরিত থাকে) সা (তাহাই) পশ্যতঃ (আত্মতত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির নিকট) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) ॥ ৬৯ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদি-ব্যাপারশূন্য সম্যক্ নিগৃহীতেন্দ্রিয় এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, অতএব এইরূপ লক্ষণ অসম্ভব, ইহাই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] যে আত্মনিষ্ঠা সাধারণ প্রাণিগণের নিকট নিশাস্বরূপ, সংযমী ব্যক্তি তাহাতে প্রবুদ্ধ থাকেন; যে বিষয়নিষ্ঠাতে প্রাণিগণ জাগরিত থাকে, তাহাই আত্মতত্ত্বদর্শী মুনিগণের রাত্রিস্বরূপ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে তাঁহারা উদাসীন ॥ ৬৯ ॥

শ্রীধরঃ—ননু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্ব্বোষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব যা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যপারাভাবাৎ, তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদি-ব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা—দিবান্ধামুলুকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে, এবং ব্রহ্মাজ্ঞস্যোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্নতু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! ইহলোকে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় দর্শনাদিব্যাপারশূন্য সর্বতোভাবে নিগৃহীতেন্দ্রিয় কোনও ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব এই প্রকার লক্ষণ অসম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যা নিশা" ইত্যাদি। সর্বভূতগণের পক্ষে যাহা নিশা অর্থাৎ যে আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানঅন্ধকারাবৃত-বুদ্ধি জীবগণের নিশার ন্যায় সেই আত্মনিষ্ঠাতে দর্শনাদি কার্যের অভাববশতঃ সেই আত্মনিষ্ঠাতে সংযমী—জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি 'জাগর্তি'—জাগরিত হয়। কিন্তু যেই বিষয়নিষ্ঠাতে ভূতগণ জাগরিত (বিষয় নিষ্ঠায়) থাকেন—প্রবুদ্ধ হন, তাহা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশা অর্থাৎ উহাতে তাঁহার দর্শনাদি ব্যাপার নাই, ইহাই অর্থ। ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে। যেরূপ দিবান্ধ পেচকদিগের রাত্রিতেই দর্শনকার্য হয়, কিন্তু দিবসে হয় না, তদ্রূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মেই দৃষ্টি থাকে, কিন্তু বিষয়ে নহে। অতএব এই লক্ষণটি অসম্ভব নহে ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়ঃ—আপূর্য্যমাণম্ (নদনদীদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও) অচল-প্রতিষ্ঠং (অচলভাবে অবস্থিত) সমুদ্রম্ (সমুদ্র মধ্যে) যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (অন্য জলরাশি) [প্রবিশন্তি—প্রবেশ করে] তদ্বৎ (তেমন) সর্ব্বে কামাঃ (সমস্ত কাম্য বিষয়) যং (যেই মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন), কামকামী (ভোগকামনা-শীল ব্যক্তি তাহা) ন [আপ্নোতি] (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৭০ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, বিষয়সমূহে দৃষ্টি থাকে না বলিয়া কি করিয়া সেই যোগী ব্যক্তি বিষয়সমূহ ভোগ করিতে পারেন? তদুত্তরে

বলিতেছেন—] নানা নদনদীদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও অচলভাবে অবস্থিত সমুদ্রমধ্যে যেমন অন্য জলরাশি প্রবেশ করে, তদ্রূপ কাম্যবিষয়-সকল যেই যোগিপুরুষে প্রারব্ধবশতঃ প্রবেশ করে, তিনি শান্তি লাভ করেন। ভোগ-কামনাশীল ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হন না ॥ ৭০ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বিষয়েষু দৃষ্ট্যভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়া-মাহ—আপূর্য্যমাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতি-ক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনা-শীলঃ ॥ ৭০ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! বিষয়সমূহে দৃষ্টির অভাবে কিরূপে তিনি তাহা-দিগকে উপভোগ করেন? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—"আপূর্য-মাণম্" ইত্যাদি। [আপূর্যমাণ]—নানা নদনদীসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও অচল প্রতিষ্ঠ—অনতিক্রান্তমর্যাদ (বেলাতিক্রমহীন) সমুদ্রের অভিমুখে, আবার অন্য জলরাশি যেমন প্রবেশ করে, তদ্রূপ কামসকল—বিষয়সকল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ও ভোগ্যবস্তুর দ্বারা অবিক্রিয়ামাণ যেই মুনিতে প্রারব্ধ কর্মসমূহদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া প্রবেশ করে, সেই ব্যক্তি শান্তি—কৈবল্য লাভ করেন, কিন্তু ভোগকামনাশীল কামকামী তাহা লাভ করে না ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (নিস্পৃহ), নিরহঙ্কারঃ (নিরহঙ্কার) নির্ম্মমঃ (ও মমতাশূন্য হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনিই) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭১ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এইরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—] যে পুরুষ-সকল কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্ম্মম হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন ॥ ৭১ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগ সাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"বিহায়" ইত্যাদি। প্রাপ্ত কাম্যবস্তুসকল 'বিহায়'—ত্যাগ করিয়া—উপেক্ষা করিয়া এবং অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহে নিস্পৃহ হইয়া, যেহেতু নিরহঙ্কার অতএব বিষয়ভোগসাধনসমূহে নির্ম্মম হইয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া যে প্রারব্ধবশে বিষয়ে বিচরণ করে অর্থাৎ বিষয় ভোগ করে বা যে সে-স্থানে গমন করে, সে শান্তি লাভ করে ॥ ৭১ ॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগো
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার) এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [নরঃ—মানব] ন বিমুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হয় না)। অন্তকালে অপি (মৃত্যু সময়েও) অস্যাং (ইহাতে) স্থিত্বা (অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা জড়মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৭২ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত জ্ঞাননিষ্ঠার উৎকর্ষের স্তুতি করিতে করিতে উপসংহার করিতেছেন—] হে পার্থ! ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এইপ্রকার, ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া মানব সংসারে মুগ্ধ হয় না এবং মৃত্যুসময়ে ক্ষণকালও ইহাতে অবস্থিতি হইলে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ৭২ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতাখ্য শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিশাস্ত্রে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে বেদান্ত ও
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে 'সাংখ্যযোগ'
নামক দ্বিতীয়াধ্যায়।

শ্রীধরঃ—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তবন্নুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতিঃ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি ॥ ৭২ ॥

শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ।
উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—পূর্বোক্ত জ্ঞাননিষ্ঠাকে প্রশংসা করিতে করিতে উপসংহার করিতেছেন—"এষা" ইত্যাদি। ব্রাহ্মী—স্থিতি—ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এইটি—এবম্বিধা। পরমেশ্বরের আরাধনাদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ এই ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতি লাভ করিয়া বিমুগ্ধ হন না অর্থাৎ পুনরায় সংসারে মোহপ্রাপ্ত হন না। যেহেতু অন্তকালে—মৃত্যুসময়েও ইহাতে ক্ষণকালমাত্র অবস্থান করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ—ব্রহ্মে লয় 'ঋচ্ছতি'—প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে ইহাতে অবস্থান করিলে যে ব্রাহ্মী স্থিতি লাভ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ॥৭২॥

যিনি শোকরূপ পঙ্কে নিমগ্ন ভক্ত অর্জুনকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার আশ্রয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা-টীকা 'সুবোধিনী'তে
সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

কতিপয় তথ্য

মধুসূদন—"সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ। ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্ ॥ মধু ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম-শুভাশুভে। ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনম্ ॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। করোতি সূদনং যো হি স এবং মধুসূদনঃ ॥" বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্যতম মধুবনে শ্রীকৃষ্ণ মধু দৈত্যকে বিনাশ করেন ॥ ৪ ॥

কার্পণ্য—"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।" (বৃহদারণ্যক ৩।৮।১০)—যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মবস্তুকে না জানিয়াই এই জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তিনি কৃপণ। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবই কার্পণ্য ॥ ৭ ॥

মাত্রাস্পর্শ—'মাত্রা' বিষয়সকল ইহাদের দ্বারা পরিমিত হয়—এই ব্যুৎপত্তি হইতে 'মাত্রা' শব্দে ত্বক্‌প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিসমূহ জ্ঞাতব্য। স্পর্শ—ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা বিষয়গুলির অনুভব (ক্রিয়া)। সেই সকল স্পর্শই শৈত্য-উষ্ণতা, সুখ-দুঃখাদি বিরুদ্ধ ধর্মসমূহের বোধ করায় ॥ ১৪ ॥

সাংখ্য—"সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়া ইতি সংখ্যা সম্যক্

জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানম্ আত্মতত্ত্বং 'সাংখ্যম্'।" 'সংখ্যা' শব্দে সম্যক্ জ্ঞান, তাহাতে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বই সাংখ্য ॥ ৩৯ ॥

গীতাসূত্রাধ্যায়—"দ্বিতীয় অধ্যায়কে গীতাসূত্রাধ্যায় বলা যায়; যে-হেতু ইহাতে বিস্পষ্টরূপে কর্ম ও জ্ঞান এবং অস্পষ্টরূপে তদুদ্দিষ্ট ভক্তি উক্ত হইয়াছে। ১০ম শ্লোক পর্যন্ত প্রশ্নকর্তার স্বভাব-পরিচয়, ১১ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত আত্মনাত্মবিবেক, ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্যন্ত স্বধর্মরূপ কর্মান্তর্গত পাপ-পুণ্য-বিচার এবং ৩৯ শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত পূর্বোক্ত জ্ঞান ও কর্মের সংযোজকরূপ আত্মাযাথাত্ম্যসাধক নিষ্কামকর্মযোগ এবং সেই যোগস্থিত পুরুষের জীবন ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছে।"—(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

পরিপ্রশ্নমালা

১। হৃদয়দৌর্ব্বল্য কাহাকে বলে? হৃদ্-দৌর্বল্যগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অভিনয় করিয়া অর্জ্জুন কি কি যুক্তি প্রদান করিয়াছেন ও তাহাতে কি শিক্ষা নিহিত আছে? (গীঃ ২।৩।৮)

২। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন-গীতায় কাহাকে পণ্ডিত বলিয়াছেন? গীতার ৫।১৭ শ্লোকে যে পণ্ডিতের লক্ষণ আছে ও উদ্ধব-গীতায় (ভাঃ ১১।১৯)। ৪১) যে পণ্ডিতের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? (গীঃ ২।১১, ৫।১৭ ও ভা ১১।১৯।৪১ শ্রীধরস্বামি-টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব-সম্বন্ধে যুক্তিগুলি কি ? দেহ ও দেহীতে পার্থক্য কি? (গীঃ ২।২০।২৪)

৪। পরমেশ্বরের সেবারূপ ধর্ম্মের বিফলতা আছে কি? (গীঃ ২।৪০)

৫। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কাহাকে বলে? যাহারা বহু শাখাবলম্বী, তাহাদিগকে গীতা কি বলিয়াছেন? (গীঃ ২।৪১।৪৬)

৬। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ কি নির্গুণ? (গীঃ ২।৪৫)

৭। জীবের কর্ম্মফলে অধিকার নাই কেন? (গীঃ ২।৪৭।৫১)

৮। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নচতুষ্টয় কি ও শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রশ্নের কি উত্তর দিয়াছেন? (গীঃ ২।৫৪।৬৪)

৯। সংযমী ও বহির্ম্মুখগণের পরস্পর স্বভাবের পার্থক্য কি?

(গীঃ ২।৬৯)

১০। ব্রাহ্মী স্থিতি কাহাকে বলে? (গীঃ ২।৭১।৭২)

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্মযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্মসাধন ও তৎসাধ্য জ্ঞানের সগুণত্ব কথিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বের কথা শ্রবণ করিয়া অর্জুন তৃতীয় অধ্যায়ে প্রশ্ন করিতেছেন যে, 'ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইলে তাঁহাকে কর্মে প্ররোচিত করিবার কারণ কি?' তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, সাধন-বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহাদের সাংখ্য-জ্ঞানযোগে নিষ্ঠা, আর যাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাঁহারা ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিয়া অবশেষে ভক্তির দ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্যরূপ জ্ঞান লাভ হয় না। কেহই কর্ম না করিয়া ক্ষণকালও থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণসমূহের দ্বারা অবশ হইয়া তাহাকে কর্ম করিতে হয়। বাহিরে কর্মেন্দ্রিয়ের সংযম করিয়া মনে মনে যাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ স্মরণ করে, তাহারা মিথ্যাচারী। অতএব অনধিকারী ব্যক্তির কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম-সাধনই শ্রেষ্ঠ। সেই কর্ম একমাত্র বিষ্ণুর আরাধনার জন্য না হইলে বন্ধনের কারণ হয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর সেবার উদ্দেশ্যেই সকল চেষ্টা কর্তব্য। যদি নিষ্কাম কর্ম আচরণ করিতেও কোন ব্যক্তির শক্তি না হয়, তিনি সকাম হইয়াও ভগবদর্পিত কর্ম আচরণ করিবেন। যিনি পঞ্চমহাযজ্ঞাদিদ্বারা দেবতাদিগকে তাঁহাদের প্রদত্ত অন্নাদি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌর্যাপরাধে

অপরাধী হন। যাঁহারা যজ্ঞের অবশেষ গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পাপ হইতে মুক্ত হন। কাম্য কর্মাধিকারিগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি জগচ্চক্র-প্রবর্তকরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেন, সে-ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করে। জনকাদি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্মের দ্বারা সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আদর্শই অনুসরণ করিয়া থাকেন। অতএব লোকশিক্ষার্থও নিষ্কাম কর্ম করা আবশ্যক। অজ্ঞান কর্ম-সঙ্গীদিগের বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া বিদ্বান্‌দিগকে বিষ্ণুসেবাপর অখিল কর্মে নিযুক্ত করিবেন। অহঙ্কারবিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণই আপনাদিগকে কর্মের কর্তা মনে করে। কৃষ্ণে সর্বকর্ম অর্পণপূর্বক তাঁহারই অভীষ্ট কর্ম করিলে কর্ম হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদর্পিত নিষ্কাম-কর্মযোগ-বিচারে বিগুণ স্বধর্মও ভাল, তথাপি পরধর্ম ভাল নহে।

এই অধ্যায়ে অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, কে জীবকে পাপে প্ররোচিত করে? তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়, কামই জীবের অবিদ্যা ও নিত্য শত্রু; তাহা দুর্বারিত অগ্নির ন্যায় জীবচৈতন্যকে আবৃত করে। যিনি আত্মা, তিনিই জীব। জড়বদ্ধাবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া ভ্রান্তি হয়। জড় হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্ম। ইন্দ্রিয়-অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধির অতীত আত্মাকে অবগত হইয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামকে বিনাশ করিতে হইবে।

শিক্ষা—কপটাচারী কর্মসন্ন্যাসী না হইয়া একমাত্র বিষ্ণুর সেবার জন্য নিষ্কামভাবে অখিল-চেষ্টাদ্বারাই দুর্বার কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কামনাই সকল অনর্থের মূল। কৃষ্ণকামের সেবার দ্বারা তাহা অনায়াসে বিনষ্ট হয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—জনার্দ্দন! (হে জনার্দ্দন!) কেশব! (হে কেশব!) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিযোগ) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) তে (তোমার) মতা চেৎ (যদি অভিমত হয়), তৎ (তবে) কিং (কি নিমিত্ত) ঘোরে (হিংসাত্মক) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) মাং (আমাকে) নিয়োজয়সি (নিযুক্ত করিতেছ?) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[এ পর্যন্ত প্রথমতঃ দেহাত্ম বিবেকবুদ্ধিকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। তৎপর কর্মের সাধনত্বের কথাও বলা হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অপ্রধান কোন্‌টি প্রধান, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। পূর্বাধ্যায়ে বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও নিরহঙ্কারত্বাদি গুণ কথিত হওয়ায় এবং "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ !"—এই প্রশংসাসূচক বাক্যদ্বারা উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্মের মধ্যে বুদ্ধিযোগ কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া] অর্জুন কহিলেন—হে জনার্দন! হে কেশব! যদি কর্মযোগ অপেক্ষা বুদ্ধিযোগ তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে কেন এই ঘোর অর্থাৎ হিংসাত্মক কর্মে আমাকে নিযুক্ত করিতেছ? ॥ ১ ॥

অত্রোপায়ঃ কর্ম্মযোগঃ প্রাধান্যেনোপসংহৃতঃ।
হরিণা জ্ঞানযোগশ্চ তদ্‌গুণত্বেন কীর্ত্তিতঃ ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—শ্রীহরিকর্তৃক এই অধ্যায়ে কর্মযোগই প্রধানতঃ উপসংহৃত এবং জ্ঞানযোগও তদ্‌গুণরূপে কীর্তিত হইয়াছে।

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরং "এষা তেঽভিহিতা

সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু'' ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং, ন চ তয়োর্গুণপ্রধান ভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্ব-নিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ ''এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ!'' ইতি সপ্রশংসমুপ-সংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং ''তস্মাদ্ যুধ্যস্ব'' ইতি ''তস্মাদুত্তিষ্ঠ'' ইতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এ পর্যন্ত ''অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্'' ইত্যাদিদ্বারা প্রথমতঃ দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিকে মোক্ষের সাধন বলা হইয়াছে। তদনন্তর ''এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'' ইত্যাদিদ্বারা কর্মের সাধনত্বের কথাও উক্ত হইয়াছে। এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি অপ্রধান ও কোন্‌টি প্রধান, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান হয় নাই। পূর্বাধ্যায়ে বুদ্ধিযোগযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্কামত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব ও নিরহঙ্কারত্বাদি গুণ কথিত হওয়ায় এবং ''এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ!'' ইত্যাদি প্রশংসাসূচক বাক্যদ্বারা উপসংহার করায় বুদ্ধি ও কর্মের মধ্যে বুদ্ধি কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায় মনে করিয়া অর্জুন কহিলেন—''জ্যায়সী চেৎ'' ইত্যাদি। যদি তোমার মতে মোক্ষের অন্তরঙ্গতাহেতু কর্ম হইতে বুদ্ধি জ্যায়সী—অধিকতর শ্রেষ্ঠা হয়, তবে কি জন্য ''তস্মাদ্ যুধ্যস্ব''—'অতএব যুদ্ধ কর', ''তস্মাদুত্তিষ্ঠ''—'অতএব যুদ্ধের নিমিত্ত প্রস্তুত হও।' ইত্যাদি বারংবার বলিয়া ঘোরহিংসাত্মক কর্মে আমাকে প্রবৃত্ত বা নিযুক্ত করিতেছ? ॥ ১ ॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ব্যামিশ্রেণ ইব (যেন সন্দেহজনক) বাক্যেন (বাক্যদ্বারা) মে

(আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (বিমোহিতপ্রায় করিতেছ); [অতঃ—অতএব] যেন (যাহার দ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়, মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটি) নিশ্চিত্য বদ (তুমি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ কর) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ" ইত্যাদি দ্বারা কর্মেরও শ্রেষ্ঠত্বই উক্ত হইয়াছে এই আশঙ্কায় অর্জুন বলিতেছেন—] (কখনও কর্ম-প্রশংসা, কখনও জ্ঞান-প্রশংসা) এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যে আমার বুদ্ধিকে তুমি বিমোহিতপ্রায় করিতেছ। এই দুইটির মধ্যে আমি যাহাতে শ্রেয় লাভ করিতে পারি, সেই একটি তুমি নিশ্চয় করিয়া বল ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—ননু "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্যামিশ্রেণেতি ক্বচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা, ক্বচিজ্ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং; তেন মে বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব পরম-কারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীব শব্দেনোক্তম্। অত উভয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা ইদমেব শ্রেয়ঃ সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি, তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" —"ধর্মসম্মত যুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের অন্য মঙ্গল নাই" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কর্মেরও শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে, ইহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন— "ব্যামিশ্রেণ" ইত্যাদি। কখনও কর্মপ্রশংসা, কখনও জ্ঞানপ্রশংসা— এইরূপ ব্যামিশ্র অর্থাৎ যেন সন্দেহোৎপাদক বাক্য বলিতেছ, তদ্দ্বারা আমার বুদ্ধিকে উভয়দিকে দোলায়িত অর্থাৎ আন্দোলিত করিয়া যেন আমাকে মোহগ্রস্ত করিতেছ। তুমি পরমকরুণাময়, তুমি জীবকে কখনও

মুগ্ধ কর না। তথাপি ভ্রান্তিবশতঃ আমার নিকট এই প্রকার প্রতিভাত হইতেছে; ইহাই "ইব" শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। অতএব কর্ম ও বুদ্ধিযোগের মধ্যে যেটি শুভদায়ক, তাহা নিশ্চিত করিয়া বল। অথবা যে অনুষ্ঠানদ্বারা 'ইহাই মঙ্গলের উপায়' এই নিশ্চয়পূর্বক আমি শ্রেয়ঃ—মোক্ষ লাভ করিতে পারি, তাহার একটি উপায় নিশ্চিত করিয়া বল, ইহাই অর্থ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—অনঘ! (হে নিষ্পাপ!) অস্মিন্ লোকে (ইহ লোকে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া (মৎ কর্ত্তৃক) পুরা উক্তা (পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে)। সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগদ্বারা) যোগিনাং (এবং যোগি-গণের) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগদ্বারা) [নিষ্ঠা ভবতি—নিষ্ঠা হয়] ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—[ইহার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন—] হে অনঘ! ইহলোকে দুই প্রকার নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়; পূর্বে আমি ইহা বলিয়াছি। সাংখ্যবাদী বা জ্ঞানীদিগের জ্ঞানযোগদ্বারা এবং যোগিগণের কর্মযোগদ্বারা নিষ্ঠা হয় ॥৩॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ, তর্হি দ্বয়োর্ম্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছেত; ন তু ময়াতথোক্তম্; কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণ প্রধান-ভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধি-কারিভেদেনোক্তমিতি; অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধি-

কারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা, প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি, সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণান্তু অন্তঃকরণশুদ্ধি-দ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—এস্থলে পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"লোকেঽস্মিন্" ইত্যাদি। বাক্যার্থ এই—যদি আমি বলিতাম, মোক্ষসাধনে পরস্পর নিরপেক্ষ কর্ম ও জ্ঞানযোগরূপ দুইটি নিষ্ঠা আছে, তাহা হইলে "ঐ দুইটির মধ্যে কোনটি শুভ, তাহা বল" তোমার এরূপ প্রশ্ন সঙ্গত হইত; কিন্তু আমি ত' সেরূপ বলি নাই। ঐ দুইটি দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠাই উক্ত হইয়াছে; কারণ, গুণ ও প্রকৃতিস্বরূপ তদুভয়ের (ঐ দুইটির) স্বতন্ত্রতার অবসর নাই। একটি মাত্র নিষ্ঠারই অধিকারীভেদে প্রকার কথিত হইয়াছে। এই লোকে অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততাহেতু দ্বিবিধ লোকে—অধিকারী জনের মধ্যে দুইটি বিধা—প্রকার যাহাতে, সেইরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা—মোক্ষপরতা, পুরা—পূর্ব অধ্যায়ে সর্বজ্ঞ মৎকর্তৃক স্পষ্ট ভাবে উক্ত হইয়াছে। এখন তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) প্রকার দুইটি নির্দেশ করিতেছেন—সাংখ্যবাদিগণের—শুদ্ধান্তঃকরণ অথবা জ্ঞানভূমিকায় আরূঢ়গণের জ্ঞানের পরিপাকের (সিদ্ধির) জন্য জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদিদ্বারা নিষ্ঠা—ব্রহ্মপরতা "তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিদ্বারা কথিত হইয়াছে। সাংখ্যভূমিকায় আরোহণেচ্ছু জনগণের পক্ষে "ধর্ম্যাদ্ধি

যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিদ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তথায় আরোহণের নিমিত্ত কর্মযোগাধিকারী যোগিগণের পক্ষে তাহার উপায়-স্বরূপ কর্মযোগদ্বারা নিষ্ঠা কথিতা হইয়াছে। অতএব "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিযোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি দ্বারা তোমার চিত্তের শুদ্ধি ও অশুদ্ধিরূপ অবস্থাভেদেই দ্বিবিধা নিষ্ঠা কথিতা হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান ব্যতীত) নৈষ্কর্ম্ম্যং (নৈষ্কর্ম্ম্য) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না); সন্ন্যসনাৎ এব (কেবল সন্ন্যাস দ্বারা) সিদ্ধিং চ (সিদ্ধিও) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[অতএব সম্যক্ চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি-পর্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসকল কর্তব্য, নচেৎ চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—] পুরুষ কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না এবং কেবল সন্ন্যাস অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানশূন্য কর্মপরিত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—অতঃ সম্যক্ চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি, অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানন্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং—ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব, সম্যক্ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এবং জ্ঞানোৎপত্তি-পর্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত কর্মসকল করা কর্তব্য, অন্যথা চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞানোদয় হয় না। তদুদ্দেশে বলিতেছেন—"ন কর্মণাম্" ইত্যাদি। মানব কর্মসমূহের অনারম্ভ—অননুষ্ঠানদ্বারা নৈষ্কর্ম্য—জ্ঞান 'ন অশ্নুতে' লাভ করিতে পারে না। ওহে! "এবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" অর্থাৎ 'এইরূপেই পরিব্রাজকগণ (ব্রহ্ম) লোক লাভের নিমিত্ত প্রব্রজ্যা করেন', ইত্যাদি শ্রুতিবচনানুসারে সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষের অঙ্গ, এইরূপ শ্রুতিমর্মদ্বারা প্রশ্ন হইতে পারে—"সন্ন্যাসধর্ম হইতেই মোক্ষ লাভ হইবে, তবে কর্মসমূহের দ্বারা কি হইবে?" ইহা আশঙ্কাপূর্বক বলিতেছেন—"ন চ" ইত্যাদি। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানরহিত সন্ন্যাসকার্যদ্বারাই সিদ্ধি—মোক্ষ কেহ সমধিগত হয় না—লাভ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালমাত্রও) কশ্চিৎ (কেহ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেই পারে না)। সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণসমূহদ্বারা) অবশঃ (বাধ্য হইয়া) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[কর্মসকলের সন্ন্যাস বলিতে কর্মে অনাসক্তি বুঝিতে হইবে; কিন্তু স্বরূপতঃ কর্মের ত্যাগ নহে, যেহেতু তাহা অসম্ভব, ইহাই বলিতেছেন—] কোনও অবস্থায় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহ ক্ষণমাত্রকাল কর্মশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না; প্রকৃতিজাত গুণসমূহ সকলকেই বাধ্য করিয়া কর্মে প্রবর্তিত করাইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেম্বনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বা-দিত্যাহ—ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি

কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—কর্মফলের সন্ন্যাস বলিতে কর্মে অনাসক্তি বুঝিতে হইবে; কিন্তু স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ সম্ভব নহে। তাহাই বলিতেছেন—"ন হি কশ্চিৎ" ইত্যাদি। জাতু (কদাচিৎ)—কোনও অবস্থায়, ক্ষণমাত্রও; কেহও—জ্ঞানী বা অজ্ঞানী ব্যক্তি অকর্মকৃৎ—কর্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না—এ বিষয়ে হেতু এই যে, সকল ব্যক্তিই প্রকৃতিজ অর্থাৎ স্বভাবজাত রাগ-দ্বেষাদিগুণদ্বারা অবশ—অস্বতন্ত্র হইয়া কর্ম করে—কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥৫॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যে ব্যক্তি) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনে মনে) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে) স্মরন্ আস্তে (স্মরণপূর্ব্বক অবস্থান করে), সঃ বিমূঢ়াত্মা (সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) মিথ্যাচারঃ (কপটাচার বলিয়া) উচিত (কথিত হয়) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[এইজন্য অজ্ঞ কর্মত্যাগীকে নিন্দা করিতেছেন—] যে কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে মনে মনে বিষয়সকল স্মরণপূর্বক অবস্থান করে, সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি কপটাচারী বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব অজ্ঞ—কর্মত্যাগীকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—"কর্মেন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। বাক্-পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়সকল সংযত—নিগৃহীত করিয়া যে ব্যক্তি মনের দ্বারা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহ স্মরণ করিতে থাকে এবং চিত্তের অশুদ্ধতার দরুণ যাহার আত্মতত্ত্ববিষয়ে স্থিরতা নাই, সে ব্যক্তি মিথ্যাচার, কপটাচার বা দাম্ভিক বলিয়া কথিত হয়। ইহাই তাৎপর্য ॥ ৬ ॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা (মনদ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (নিয়ত বা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (কর্ম্মযোগ) আরভতে (অনুষ্ঠান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[কিন্তু উক্ত প্রকারের বিপরীত কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] হে অর্জুন! কিন্তু যে ব্যক্তি মনদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া ফলাভিলাষশূন্য হইয়া কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্মযোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনস্যা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি, অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—উক্তপ্রকার ব্যক্তির বিপরীত কর্মকর্তা যে শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। যে ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলকে মনের দ্বারা নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরসেবাপর করিয়া, অসক্ত—

ফলাভিলাষরহিত হইয়া কর্মেন্দ্রিয়সমূহদ্বারা কর্মরূপ যোগ-সাধন আরম্ভ করেন—অনুষ্ঠান করেন, তিনি 'বিশিষ্যতে'—বিশিষ্ট (শ্রেষ্ঠ) হন অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানবান্ হন ॥ ৭ ॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম্ম (নিত্যকর্ম্ম) কুরু (কর); হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (অকর্ম্ম হইতে) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ চ (এমন কি, অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মরহিত হইলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রাপি (দেহযাত্রাও) ন প্রসিধ্যেৎ (নির্ব্বাহ হইবে না) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু কি কর্তব্য, তাহাই বলিতেছেন—] তুমি শাস্ত্রবিহিত নিত্যকর্মের অনুষ্ঠান কর। যেহেতু, কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই ভাল। সর্বকর্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাই নির্বাহ হইবে না ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—"নিয়তম্" ইত্যাদি। যেহেতু এরূপ, সেহেতু নিয়ত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্যকর্ম কর, 'হি'—যেহেতু অকর্ম—সর্বকর্মের অনুষ্ঠান অপেক্ষা কর্ম করা 'জ্যায়ঃ'—শ্রেষ্ঠতর। অন্যথা কর্মরহিত—সর্বকর্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রানির্বাহও সম্ভব হইবে না ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র!) যজ্ঞার্থাৎ (বিষ্ণুর আরাধনার

নিমিত্ত) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্ম ব্যতীত) অয়ং লোকঃ (এই জীবলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মবদ্ধ); [অতঃ—অতএব] তদর্থং (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর) ॥৯॥

মূল অনুবাদ—[সাংখ্যবাদীরা বলেন—সকল কর্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম করা উচিত নহে। এই মত নিরাকরণ করিয়া বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুর আরাধনার্থ কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করিয়া এই মনুষ্যগণ বন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত কর্মের সম্যগ্ আচরণ কর ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তান্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ; তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লেকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণাঃ; অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—সাংখ্যবাদীরা বলেন—সকল কর্মই বন্ধনের হেতু, অতএব কর্ম করা উচিত নহে। এই মত নিরসনপূর্বক বলিতেছেন—"যজ্ঞার্থাৎ" ইত্যাদি। যজ্ঞ—বিষ্ণু। যেহেতু শ্রুতি বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।" [যজ্ঞার্থ]—সেই বিষ্ণুর আরাধনার নিমিত্তই কর্মসকল বিহিত হইয়াছে; নতুবা একমাত্র বিষ্ণু ব্যতীত এই মনুষ্যলোক কর্মবন্ধনযুক্ত অর্থাৎ কর্মদ্বারা আবদ্ধ হয়, কিন্তু ঈশ্বরারাধনামূলক কর্মদ্বারা বন্ধন হয় না। অতএব তদর্থে—বিষ্ণুর প্রীতির জন্য, মুক্তসঙ্গ—নিষ্কাম হইয়া সম্যগ্রূপে কর্ম আচরণ কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পুরা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ

(ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞাধিকারী) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর), এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক (অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[প্রজাপতির বাক্য হইতেও কর্ম্মিগণ অকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই "সহযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—] সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা সহযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রজাসমূহের সৃষ্টি করিয়া এই বলিয়াছিলেন—'তোমরা যজ্ঞদ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর। কারণ, এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ভোগ্যসকল প্রদান করিবে' ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞাঃ ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ; তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—প্রজাপতির বাক্য হইতেও কর্ম্মিগণ অকর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই "সহযজ্ঞা" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়ে বলিতেছেন— সহযজ্ঞগণ —যাঁহারা যজ্ঞপরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন। [সহযজ্ঞগণ]—যজ্ঞাধিকারী ব্রাহ্মণাদি প্রজা, পূর্ব্বে—সৃষ্টির আদিতে, সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন— "অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং" অর্থাৎ এই 'যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি লাভ কর', 'প্রসব' অর্থে—বৃদ্ধি। 'প্রসবিষ্যধ্বং' অর্থাৎ উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি

লাভ কর। এস্থলে কারণ এই,—এই যজ্ঞ 'বঃ'—তোমাদিগের 'ইষ্টকামধুক্'—অভিলষিত কামদোহনকারী অর্থাৎ অভীষ্টভোগপ্রদ হউক। এস্থলে যজ্ঞের কথা আবশ্যক-কর্ম্মোপলক্ষেই উক্ত হইয়াছে। কাম্যকর্ম্মের প্রশংসা এই প্রকরণে অসঙ্গত হইলেও সামান্যতঃ অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহা বলাতে দোষ নাই ॥ ১০ ॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) [যূয়ং—তোমরা] দেবান্ (দেবগণকে) ভাবয়ত (ঘৃতাহুতি দ্বারা পোষণ কর) তে দেবাঃ (সেই দেবগণও) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (পোষণ করুন); [এবং—এইরূপ] পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (পরিপোষণপূর্ব্বক) পরং শ্রেয়ঃ (পরমমঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[যজ্ঞ কি করিয়া অভীষ্ট কাম্যফল প্রদান করে, তাহাই বলিতেছেন—] এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে ঘৃতাহুতিদানে পোষণ কর এবং দেবগণও তোমাদিগকে বৃষ্ট্যাদিদ্বারা পোষণ করুন; এইরূপে পরস্পর পরিপোষণদ্বারা তোমরা পরমমঙ্গল লাভ কর ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনান্নোৎপত্তিদ্বারেণ। এবমন্যোঽন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যজ্ঞ কিরূপে ইষ্টফল প্রদান করে? তাহাই বলিতেছেন—"দেবান্" ইত্যাদি। ইহাদ্বারা—যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবতাগণকে প্রীত কর অর্থাৎ ঘৃতাহুতিদ্বারা তাঁহাদিগকে সম্বর্ধন কর, সেই দেবতাগণও বৃষ্টিফলে

অন্নাদি উৎপাদনের সুযোগ দিয়া 'বঃ'—তোমাদিগকে সম্বর্ধিত করুন। এরূপে পরস্পরের পোষণদ্বারা দেবগণ ও তোমরা পরস্পর শ্রেয়ঃ অর্থাৎ অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে ॥ ১১ ॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

অন্বয়ঃ—দেবাঃ (দেবগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে সম্বর্দ্ধিত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (বাঞ্ছিত ভোগ্যপদার্থসকল) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন)। হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুসকল) এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ (যে ব্যক্তি) ভুঙ্ক্তে (স্বয়ং ভোগ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেনঃ এব (চোরমাত্র) ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত কথাই স্পষ্ট করিয়া কর্ম না করিলে, কি দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন—] যজ্ঞে সম্বর্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে বাঞ্ছিত ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদের প্রদত্ত ভোগ্য বস্তুসকল তাঁদাদিগকে প্রদান না করিয়া যে ব্যক্তি স্বয়ং ভোগ করে, সে চোর ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে হি, অতো দৈবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে, স তু চৌর এব জ্ঞেয় ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই কথাই স্পষ্ট করতঃ কর্ম না করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—'ইষ্টান্'' ইত্যাদি। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা তুষ্ট হইয়া বৃষ্টিপ্রভৃতিদ্বারা 'বঃ' তোমাদিগকে ভোগ্যবস্তুসমূহ দান করিবেন। 'হি'—অতএব দেবপ্রদত্ত অন্নাদি এই সকল দেবতাকে পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক প্রদান না করিয়া যে ভোগ করে, তাহাকে চোর বলিয়াই জানিবে ॥ ১২ ॥

যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজী) সন্তঃ (সাধুগণ) সর্ব্ব-কিল্বিষৈঃ (সর্ব্ববিধ পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (পক্ষান্তরে, যাহারা), আত্মকারণাৎ (নিজের ভোজনের নিমিত্ত) পচন্তি (পাক করে), তে পাপাঃ (সেই দুরাচারগণ) অঘং (পাপই) ভুঞ্জতে (ভক্ষণ করে) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[অতএব যজ্ঞকারীরাই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে, ইহাই বলিতেছেন—] যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজনকারী সাধুগণ সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন; যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্ন পাক করে, সে-সকল দুরাচার পাপই ভোজন করে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—ইতশ্চ যজন্ত এব শ্রেষ্ঠা নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্ম্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥" ইতি যে তু আত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব যজ্ঞকারিগণই শ্রেষ্ঠ, অন্যে নহে—ইহাই বলিতেছেন—"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদির যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা পঞ্চসূনাদিকৃত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। স্মৃতিতে পঞ্চসূনাও এরূপ কথিত আছে—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥" অর্থাৎ গৃহস্থের পক্ষে মুষল, যাতা, চুল্লী, কুম্ভাধার ও মার্জনী—এই পাঁচটি জীব-বধস্থান বা পাপস্থান, ইহাদের ফলে গৃহস্থ স্বর্গ লাভ করিতে পারে না। অতএব যাহারা

নিজের ভোজনের জন্যই রন্ধন করে কিন্তু বৈশ্বদেবাদির নিমিত্ত করে না, সে সকল পাপী—দুরাচার ব্যক্তি কেবল পাপ ভক্ষণ করে ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি (প্রাণিগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি হয়), পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি (যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়), যজ্ঞঃ চ (এবং যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[সংসারচক্র-প্রবর্তনের কারণ বলিয়াও কর্ম করা কর্তব্য, ইহাই "অন্নাৎ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন]—প্রাণিগণ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়; বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—জগচ্চক্র প্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নন্ততঃ প্রজাঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—সংসারচক্রপ্রবর্তনের হেতু বলিয়াও কর্ম করা কর্তব্য—ইহাই "অন্নাৎ" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। শুক্রশোণিতরূপে পরিণত অন্ন হইতে প্রাণিগণ উদ্ভূত হয়। মেঘ হইতে বৃষ্টি এবং বৃষ্টি হইতে অন্নের সৃষ্টি হয়। সেই মেঘ যজ্ঞ হইতে উদ্ভূত হয়। আবার, সেই যজ্ঞ কর্ম হইতে জাত হয়। উহা কর্মসমুদ্ভব—কর্মদ্বারা অর্থাৎ যজমানাদির

ব্যাপারদ্বারা সম্যক্ সম্পন্ন হয়। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে, আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নন্ততঃ প্রজাঃ।" অর্থাৎ অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট পৌঁছে, সূর্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), অন্ন হইতে প্রজা (প্রাণী) উদ্ভূত হয় ॥১৪॥

কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্ম (কর্ম্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবম্ (পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন), তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আর—] কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্ম বা বেদ অক্ষর (পরব্রহ্ম) হইতে উদ্ভূত। অতএব সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—তথা কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি, "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞ প্রবৃত্তেরত্যন্ত-মভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে ইতি প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত মুচ্যতে ইতি, "উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "কর্ম" ইত্যাদি। সেই যজমানাদিবাপাররূপ কর্ম

ব্রহ্ম হইতে জাত বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ব্রহ্ম যে বেদ, তাহা হইতে প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে, আবার সেই বেদনামক ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে। এস্থলে শ্রুতি প্রমাণ এই—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ" অর্থাৎ "এই যে ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ—ইঁহারা এই মহাপুরুষের নিঃশ্বাসস্বরূপ।" যেহেতু, এরূপে অক্ষর (বেদ) হইতেই যজ্ঞের প্রবৃত্তি এবং যজ্ঞ অত্যন্ত অভিলষিত, সেহেতু 'সর্বব্যাপি অক্ষর পরব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।' উপায়স্বরূপ যজ্ঞের দ্বারা পরব্রহ্মকে লাভ করা যায় এবং তিনি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত এইরূপ কথিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ যেমন বলা হয়—"উদ্যমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" অর্থাৎ "লক্ষ্মী সর্বদা উদ্যমে বাস করেন।" অথবা যেহেতু কর্মই জগচ্চক্রের মূল, সে-হেতু সর্বগত—মন্ত্রার্থবাক্যদ্বারা সকল সিদ্ধার্থ-প্রতিপাদক ভূতার্তাখ্যানাদিতে নিহিত বা স্থিত, তাৎপর্যক্রমে বেদনামক ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, ইহা বুঝিতে হইবে; অতএব যজ্ঞাদি কর্ম করা উচিত, ইহাই অর্থ ॥ ১৫ ॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) এবং প্রবর্ত্তিতং (এইরূপ প্রবর্ত্তিত) চক্রং (চক্রকে) যঃ (যে ব্যক্তি) ইহ (এই জীবনে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন করে না), সঃ (সেই) অঘায়ুঃ (পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এই প্রকারে পরমেশ্বর-কর্তৃক জীবগণের পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন কর্মাদিচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে, সেইহেতু যে কর্ম করে না, তাহার জীবনই বৃথা, ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ! যে ব্যক্তি এইরূপে প্রবর্তিত কর্মচক্রের অনুবর্তন করে না, সেই পাপাত্মা ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষ বৃথাই জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততো ভূতানি ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য সঃ, যত ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বেবারমতি, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এইপ্রকারে পরমেশ্বর-কর্তৃকই ভূতগণের পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত কর্মাদিচক্র প্রবর্তিত হইয়াছে, সেহেতু ঐ কর্ম যে অনুষ্ঠান করে না, তাহার জীবনই বৃথা। ইহাই বলিতেছেন—"এবম্" ইত্যাদি। পরমেশ্বরের বাক্যস্বরূপ বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে জীবগণের কর্মে প্রবৃত্তি, তাহা হইতে কর্মসম্পাদন, অতঃপর (যাগাদি) কর্ম হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন (শস্য), অন্ন হইতে জীবগণের উৎপত্তি, পুনরায় (জীবগণের) পূর্ববৎ কর্ম-প্রবৃত্তি—এইরূপে প্রবর্তিত কর্মচক্র যে ব্যক্তি অনুবর্তন না করে—অনুষ্ঠান না করে, সে অঘায়ুঃ—অঘ অর্থাৎ পাপরূপ আয়ুঃ যাহার তদ্রূপ; যেহেতু সে [ইন্দ্রিয়ারাম]—ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়সমূহেই সম্যগ্ রত হয়, কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মে রত হয় না, অতএব সে মোঘ—ব্যর্থ জীবন ধারণ করে ॥ ১৬ ॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে মানব) আত্মরতিঃ (আত্মাতে প্রীতিবিশিষ্ট), আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টশ্চ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (থাকেন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কোন কার্য্য) ন বিদ্যতে (নাই) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা অজ্ঞানীর অন্তঃকরণ-শুদ্ধির জন্য কর্মযোগের কথা বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম অনুপযোগী ইহাই "যস্তু" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] পরন্তু যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কর্তব্য কর্ম থাকে না ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণ-শুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্ব্বৃতঃ অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাই এইরূপ "ন কর্মণামনারম্ভাৎ", ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অজ্ঞ ব্যক্তির অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্মযোগের কথা বলিয়া জ্ঞানীর পক্ষে যে কর্মের কোন আবশ্যকতা নাই, ইহাই "যস্তু" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন। [আত্মরতি]—আত্মাতেই (পরমাত্মাতেই) রতি—প্রীতি যাঁহার তিনি। অতঃপর [আত্মতৃপ্ত]—আত্মাতেই তৃপ্ত অর্থাৎ আত্মানন্দানুভবদ্বারা সুখী অতএব আত্মাতেই সন্তুষ্ট—ভোগাকাঙ্ক্ষারহিত যিনি তাঁহার কোন কর্তব্য কর্ম নাই ॥ ১৭ ॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (ইহলোকে) কৃতেন (কৃতকর্ম্ম দ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন এব (পুণ্য হয় না), ন চ অকৃতেন কশ্চন (কর্ম্মের অকরণ দ্বারাও কোন পাপ হয় না), সর্ব্বভূতেষু চ (সর্ব্বভূতেও) অস্য (ইহার) কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (মোক্ষ বা পরাভক্তি লাভের নিমিত্ত কোন আশ্রয়ণীয় বস্তু) ন [বিদ্যতে] (নাই) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে তাহার কারণ বলিতেছেন—] ইহলোকে কর্ম অনুষ্ঠান করিলে তাঁহার (আত্মরতিবিশিষ্ট ব্যক্তির) পুণ্য হয় না এবং কর্ম অনুষ্ঠান না করিলেও (নিরহঙ্কারত্বহেতু) কোন পাপ হয় না; আর সর্বভূতের মধ্যে মোক্ষের নিমিত্ত তাঁহাকে কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় না ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি শ্রুতে মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেবা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ, বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ; তথা চ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যৈ ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি, হ নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদ্দেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবা-প্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্ত্তৃত্বস্য সুচিতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহার কারণ বলিতেছেন—"নৈব" ইত্যাদি। কৃতকর্ম্মদ্বারা তাঁহার প্রয়োজন অর্থাৎ পুণ্য নাই, আর, কর্ম না করার দরুন তাঁহার কোন প্রত্যবায় (পাপ) নাই, যেহেতু তিনি নিরহঙ্কার বলিয়া বিধিনিষেধের অতীত। তথাপি "তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" অর্থাৎ 'যেহেতু এই দেবগণের ইহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ এই ব্রহ্মকে জানুক।' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে মোক্ষে দেবকৃত বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে, অতএব বিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত কর্ম্মের দ্বারা দেবগণের সেবা করা

উচিত—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিয়াছেন—ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্যন্ত সর্বভূতে তাহার কোন অর্থব্যপাশ্রয় নাই। আশ্রয়ই ব্যপাশ্রয়, অর্থে—মোক্ষবিষয়ে ব্যপাশ্রয় নাই অর্থাৎ আশ্রয়ণীয় (কোন প্রাণী) নাই, যেহেতু উহার বিঘ্নের অভাব শ্রুতি কর্তৃকই উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে শ্রুতিও বলেন—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যৈ ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি", অর্থাৎ 'দেবগণও তাঁহার অমঙ্গল করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু আত্মাই ইহাদের রক্ষাকর্তা।' 'হ ন' এই অব্যয় পদটি 'অপি' অর্থে ব্যবহৃত। দেবগণও সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের অভূতি—ব্রহ্মভাবের (ঈশ্বরারাধনের) প্রতিবন্ধক হইতে 'ন ঈশতে'—সমর্থ হয় না—ইহাই শ্রুতির অর্থ। দেবকৃত বিঘ্নসকল সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বেই ঘটিয়া থাকে। "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" এই শ্রুতি দ্বারা দেবগণের নিকট ব্রহ্ম-জ্ঞানেরই অপ্রিয়ত্ব-উক্তিদ্বারা তদ্বিষয়েই বিঘ্নকারকত্ব সূচিত হইয়াছে ॥১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (কর্ম্মফলে অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (বিহিত কর্ম্ম) সমাচর (সম্যক্ আচরণ কর), হি (যেহেতু), অসক্তঃ [সন] (অসক্ত হইয়া) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আচরন্ (সম্পন্ন করিলে) পুরুষঃ (পুরুষ) পরম্ (মোক্ষ, পরমভক্তি) আপ্নোতি (লাভ করেন) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু উক্ত আত্মরতি জ্ঞানীর পক্ষেই কর্মের উপ-যোগিতা নাই, অপরের পক্ষে কর্মের প্রয়োজনীয়তা আছে, সেই হেতু তুমি সেইরূপ জ্ঞানী নহ বলিয়া কর্ম কর, ইহাই বলিতেছেন—] অতএব অসক্ত অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া কর্তব্য কর্ম সর্বদা আচরণ কর। যেহেতু পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম আচরণ করিলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥১৯॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য তস্মাৎ ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্য-কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্ত শুদ্ধয়া প্রাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ জ্ঞানীর কর্মের অনুপযোগিতা, কিন্তু অন্যের নহে, সেইজন্য 'তুমি কর্ম কর' ইহাই বলিতেছেন—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। অসক্ত—ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কার্য—অবশ্যকর্তব্য বলিয়া বিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম সম্যক্ আচরণ কর। 'হি'—যেহেতু অসক্ত হইয়া কর্মানুষ্ঠান করিলে জীব চিত্তশুদ্ধিদ্বারা পরমমোক্ষ লাভ করে ॥১৯॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মগণ) কর্ম্মণা এব হি (কর্ম্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিম্ (সম্যগ্ জ্ঞান) আস্থিতাঃ (লাভ করিয়াছিলেন)। লোকংগ্রহম্ অপি (লোকসংগ্রহও) সংপশ্যন্ (সম্যগ্ আলোচনা করিয়া) [কর্ম্ম] কর্ত্তুম্ এব (করাই) অর্হসি (তোমার উচিত) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দেখাইতেছেন—] জনকাদি মহাত্মগণ কর্মদ্বারা সিদ্ধি (সম্যগ্ জ্ঞান) লাভ করিয়াছিলেন। অতএব লোকসকলকে স্বধর্মে প্রবৃত্ত রাখিবার সম্বন্ধে সম্যগ্ আলোচনা করিয়া তুমি কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্ জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্ জ্ঞানিন-মেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং "ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি, অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্য কর্ম্ম ত্যজন্

পতেদি''ত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তু মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এস্থলে সদাচারের প্রমাণ দিতেছেন—''কর্মণৈব'' ইত্যাদি। কর্মদ্বারাই (জনকাদি) শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সংসিদ্ধি—সম্যগ্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাই অর্থ। যদিও তুমি নিজেকে সম্যগ্ জ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তথাপি কর্ম অনুষ্ঠান করা মঙ্গলজনকই, ইহাই বলিতেছেন—''লোকসংগ্রহম্'' ইত্যাদি। [লোকসংগ্রহ]—লোকের সংগ্রহ—স্বধর্মে প্রবর্তন অর্থাৎ 'আমি কর্ম করিলে সকল লোকই কর্ম করিবে, অন্যথা পণ্ডিতের দৃষ্টান্তে মূর্খ নিজধর্ম—নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইবে।' এইরূপ বিচারপূর্বক লোকরক্ষাও অবশ্য প্রয়োজন মনে করিয়া কর্ম করাই তোমার উচিত, কিন্তু ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাই মর্ম ॥২০॥

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ জনঃ (সাধারণ ব্যক্তি) তৎ তৎ এব (সেই সেই কর্ম) [আচরতি—আচরণ করে]। সঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং (প্রমাণ বলিয়া) কুরুতে (স্বীকার করেন), লোকঃ (সাধারণ লোকও) তৎ (তাহাই) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কর্ম করিলে অজ্ঞগণও স্বধর্ম প্রতিপালন করে, তাহাই বলিতেছেন—] শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোকও তাহাই আচরণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, সাধারণ লোকও তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তদাহ—যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি, স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—(শ্রেষ্ঠ লোকের) কর্ম্মদ্বারা কিরূপে সাধারণ লোকও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন—"যদ্ যদ্" ইত্যাদি। ইতর—প্রাকৃত বা অজ্ঞজন, সেই সেই কর্ম আচরণ করে। তিনি—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কর্মশাস্ত্র অথবা কর্মনিবৃত্তিপর জ্ঞানশাস্ত্র, যাহাই প্রমাণ মনে করেন, অন্য লোকও তাহাই অনুসরণ করে ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) মে (আমার) কর্ত্তব্যং নাস্তি (কোন কর্ত্তব্য নাই); [যত—যেহেতু] ত্রিষু লোকেষু (ত্রিভুবনে) [মম—আমার] অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) [বা] অবাপ্তব্যং (পাইবার যোগ্য) কিঞ্চন (কিছুমাত্র বস্তু) ন [অস্তি] (নাই), [তথাপি] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্ত এব চ (আমি প্রবৃত্ত হইয়া আছি) ॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—['এ বিষয়ে আমিই দৃষ্টান্ত' ইহাই শ্রীভগবান্ তিনটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—] হে পার্থ! আমার কিছুমাত্র কর্তব্য নাই, যেহেতু তিন লোকে আমার অপ্রাপ্ত বা পাইবার যোগ্য কোন বস্তুই নাই; তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ—ত্রিভিঃ ন মে পার্থ। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্য প্রাপ্যং কিঞ্চন নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণ্যহং বর্ত্ত এব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—তদ্বিষয়ে 'আমিই দৃষ্টান্ত' ইহাই—"ন মে পার্থ!" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—হে পার্থ! আমার কোন কর্তব্য নাই! যেহেতু, ত্রিলোকেও আমার অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত কিছুই নাই, আর অবাপ্তব্য—প্রাপ্যও কিছু নাই। তথাপি আমি কর্মে প্রবৃত্ত অর্থাৎ কর্ম করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যদি অহং (আমি) জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ [সন্] (আলস্যশূন্য হইয়া) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করি), [তর্হি—তবে] হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বথা) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুকরণ করিবে) ॥ ২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[কর্ম অনুষ্ঠান না করিলে লোকের নাশ ঘটিয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন—] হে পার্থ! যদি আমি কখনও আলস্যশূন্য হইয়া কর্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মনুষ্যগণ আমারই পথ সর্বপ্রকারে অনুকরণ করিবে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি,—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তেঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থ ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—নিজে কর্ম না করিলে যে লোকের নাশ হয়, তাহা প্রদর্শন-পূর্বক ভগবান্ বলিতেছেন—"যদি হ্যহম্" ইত্যাদি। জাতু—কদাচিৎ, অতন্দ্রিত—অনলস হইয়া যদি আমি কর্মে প্রবৃত্ত না হই, অর্থাৎ কর্ম অনুষ্ঠান না করি, তবে মানবগণ আমারই বর্ত্ম—পথ 'অনুবর্তন্তে'—অনুসরণ করিবে, ইহাই অর্থ ॥ ২৩ ॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন কুর্য্যাম্ (না করি), [তর্হি—তবে] ইমে লোকাঃ (এই সকল লোকই) উৎসীদেয়ুঃ (বিনষ্ট হইবে), চ (এবং) [অহং—আমি] সঙ্করস্য (বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা (কর্ত্তা) স্যাম্ (হইব),

[এবম্ অহমেব—এরূপে আমিই] ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল প্রজা) উপহন্যাম্ (বিনষ্ট করিব) ॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাতে কি ঘটে, তাহাই বলিতেছেন—] যদি আমি কর্ম না করি, তবে নিশ্চয়ই সকল লোক উৎসন্ন (বিনষ্ট) হইয়া যাইবে, আর আমিই বর্ণসঙ্করের কর্তা এবং এই প্রজাসকলের বিনাশকারী হইব ॥২৪॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধৰ্ম্ম লোপেন নস্যেয়ুঃ ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কৰ্ত্তা স্যাং ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—"উৎসীদেয়ুঃ" ইত্যাদি। উৎসন্ন হইবে অর্থাৎ ধর্মলোপবশতঃ লোকসকল বিনষ্ট হইবে। অতঃপর যে বর্ণসঙ্কর হইবে তাহারও আমিই কর্তা বা প্রবর্তক হইয়া পড়িব। এইরূপে আমিই প্রজাগণকে উপহত অর্থাৎ পাপমলিন করিব ॥২৪॥

সক্তাঃ কৰ্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুৰ্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত (হে ভারত!) কৰ্ম্মণি সক্তাঃ (কৰ্ম্মে আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞগণ) যথা (যেরূপ) কৰ্ম্মাণি (কৰ্ম্ম) কুৰ্ব্বন্তি (করিয়া থাকে), বিদ্বান্ (জ্ঞানীও) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] লোকসংগ্রহং (লোকসংগ্রহ) চিকীর্ষুঃ (করিতে ইচ্ছুক হইয়া) তথা (সেইরূপ কার্য্য) কুর্য্যাৎ (করিবেন) ॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই নিমিত্ত আত্মজ্ঞ পুরুষও লোকশিক্ষার্থ জন-সমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—] হে ভারত! কর্মে আসক্ত অজ্ঞানিগণ যেমন কর্ম করে, সেইরূপ জ্ঞানিগণও কর্মে অনাসক্ত হইয়া লোকদিগকে স্বধর্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া কর্ম করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ ॥২৫॥

সুঃ অনুবাদ—সেই নিমিত্ত আত্মবিৎ পুরুষও লোকশিক্ষার্থ জনসমাজের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া কর্ম করিয়া থাকেন, ইহাই বলিতেছেন—"সক্তাঃ" ইত্যাদি। কর্মে সক্ত—অভিনিবিষ্ট হইয়া যেরূপ অজ্ঞজনগণ কর্মসকল করে, অনাসক্ত বিদ্বান্ বা জ্ঞানী পুরুষও লোকদিগের স্বধর্ম রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেইরূপ কর্ম করিবেন ॥ ২৫ ॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞানাং (অজ্ঞ) কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিগণের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিভেদ) ন জনয়েৎ (উৎপাদন করিবে না)। [অপিতু] বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) যুক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্—হইয়া] সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যগ্ অনুষ্ঠান করিয়া) [অজ্ঞান্—অজ্ঞগণকে] জোষয়েৎ (কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিবেন) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল কৃপা করিয়া অজ্ঞদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে—] অজ্ঞ কর্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। পরন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অবহিত হইয়া সকল কর্ম স্বয়ং আচরণপূর্বক অজ্ঞদিগকে কর্ম করাইবেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মসক্তানামকর্ত্তাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোঽব-

হিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, কৃপাপূর্বক (অজ্ঞদিগকে) তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—না, তাহা নহে, যথা—"ন বুদ্ধিভেদং" ইত্যাদি। অজ্ঞ অতএব কর্মসঙ্গীদিগের—কর্মাসক্তদিগের অকর্তৃ ভাবের আত্মোপদেশদ্বারা বুদ্ধির ভেদ—অন্যথাত্ব জন্মাইবে না অর্থাৎ কর্ম হইতে উহাদের বুদ্ধি-চাঞ্চল্য ঘটাইবে না। অপিতু, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে অর্থাৎ অজ্ঞদিগের দ্বারা সেবা করাইবে—কর্মে নিযুক্ত করিবে, ইহাই অর্থ। কিরূপে? (তদুত্তরে বলিতেছেন—) যুক্ত—অবহিত অর্থাৎ নিবিষ্ট হইয়া স্বয়ং আচরণ করিয়া অজ্ঞগণের বুদ্ধিকে বিচলিত করিলে কর্মসমূহে শ্রদ্ধা হ্রাস পাইবে, আবার জ্ঞানেরও উৎপত্তি হইবে না, অতএব উভয়তঃ তাহারা ভ্রষ্ট হইবে, ইহাই তাৎপর্য ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণসমূহদ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (সকল কর্ম্ম) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হয়), [কিন্তু] অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) 'অহং কর্ত্তা' (আমিই কর্ত্তা) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল জ্ঞানিগণেরও কর্ম করা কর্তব্য, তাহা হইলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিশেষত্ব কি? ইহা আশঙ্কা করিয়া উভয়ের পার্থক্য দেখাইতেছেন—"প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা—] প্রকৃতির গুণসমূহ দ্বারা কর্মসকল সম্পাদিত হয়; কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি 'আমিই কর্তা' এইরূপ মনে করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বিদূষাপি চেৎ কর্ম্মকর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো

বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্ প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ অহমিতি। অহংকারেণেন্দ্রিয়াদিম্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধির্যস্য সঃ ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! যদি জ্ঞানীরও কর্ম করিতে হয়, তবে অজ্ঞ ও বিজ্ঞের মধ্যে পার্থক্য কি? ইহা আশঙ্কা করিয়া "প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা—প্রকৃতির কার্যভূত ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা। [বদ্ধজীব] সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে, ক্রিয়মাণ কর্মসমূহের 'আমিই কর্তা'—'আমিই করি' ইহা মনে করে। তদ্বিষয়ে কারণ "অহম্" ইত্যাদি। [অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা] অহঙ্কার—ইন্দ্রিয়াদিতে আত্মবুদ্ধি বা আসক্তিহেতু বিমূঢ় আত্মা বুদ্ধি যাহার ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবীর অর্জ্জুন!) গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য) তত্ত্ববিৎ (যিনি তত্ত্বতঃ জ্ঞানেন তিনি), গুণাঃ (ইন্দ্রিয়গণই) গুণেষু (বিষয়সমূহে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে), ইতি (ইহা) মত্বা (মনে করিয়া) তু ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করে না) ॥২৮॥

মূল অনুবাদ—[কিন্তু জ্ঞানীরা সেইরূপ মনে করেন না, ইহাই বলিতেছেন—] হে মহাবাহো! গুণ ও কর্মের সহিত আত্মার পার্থক্য যিনি যথার্থতঃ জানেন, তিনি, গুণই (ইন্দ্রিয়গণই) গুণে (বিষয়ে) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা জানিয়া কর্তৃত্বাভিমান করেন না ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ—তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মেভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ। তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেতি স তু ন সজ্জতে

কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—বিদ্বান্ ব্যক্তি সেরূপ মনে করেন না, ইহাই বলিতেছেন—"তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি। 'আমি গুণাত্মক নহি', অর্থাৎ গুণসমূহ হইতে আমার ভেদ আছে, 'আমার কর্ম নাই' অর্থাৎ কর্মসকল হইতেও আত্মার ভেদ আছে, যে ব্যক্তি গুণকর্মবিভাগের তত্ত্ব জানে, সে কর্মে আসক্ত হয় না অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ করে না। তদ্বিষয়ে কারণ—"গুণাঃ" ইত্যাদি। 'গুণসমূহ—ইন্দ্রিয়সমূহ গুণসকলে—বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু আমি নহি' ইহা মনে করিয়া ॥ ২৮ ॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণসমূহদ্বারা) সম্যগ্রূপে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ) গুণকর্ম্মসু (ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ক কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়); কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি) তান্ (সেইসকল), অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দমতিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ— ["ন বুদ্ধিভেদং" বাক্যের উপসংহারে বলিতেছেন—] প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণসমূহ দ্বারা সম্যগ্রূপে মুগ্ধ ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়, সর্বজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই অজ্ঞ ও দুর্মতিগণকে বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—"ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বয়ং কর্ম্ম ইতি তানকৃতস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—"ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যাদির উপসংহারে বলিতেছেন—"প্রকৃতেঃ" ইত্যাদি। যে সকল প্রাকৃত গুণদ্বারা—সত্ত্বাদিগুণদ্বারা সংমূঢ় হইয়া গুণসমূহে ইন্দ্রিয়সকলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থ কর্মসমূহে যাহারা আসক্ত হয়, তাহারা 'আমরা কর্তা' এই বুদ্ধিযুক্ত, অল্পজ্ঞ ও মন্দমতি। তাহাদিগকে কৃৎস্নবিৎ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ব্যক্তি বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (অধ্যাত্মচিত্তদ্বারা অর্থাৎ 'অন্তর্যামীর অধীনে আমি কর্ম্ম করিতেছি' এরূপ বুদ্ধিতে) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (ও মমতাশূন্য হইয়া) বিগতজ্বরঃ ভূত্বা (শোকরহিত হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[অতএব উক্ত প্রকারে জ্ঞানী ব্যক্তিরও কর্ম করা কর্তব্য, তুমি কিন্তু এখনও তত্ত্ববিৎ হও নাই, অতএব তুমি কর্মই কর, ইহাই বলিতেছেন—] সমস্ত কর্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ 'আমি অন্তর্যামীর অধীন থাকিয়া কর্ম করিতেছি'—এইরূপ অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা নিষ্কাম, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসান্তর্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামোঽত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগত-জ্বরস্ত্যক্ত শোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে তত্ত্ববিদেরও কর্ম করা কর্তব্য, তুমি কিন্তু অদ্যপর্যন্ত তত্ত্ববিৎ নহ, অতএব 'তুমি কর্মই কর'। তাহাই

বলিতেছেন—“ময়ি” ইত্যাদি। সমস্ত কর্ম আমাতে সম্যক্ ন্যাস অর্থাৎ সমর্পণপূর্বক ‘অধ্যাত্মচিত্ত হইয়া’ অর্থাৎ ‘অন্তর্যামীর অধীন হইয়া আমি কর্ম করি’ এই বুদ্ধি রাখিয়া ‘নিরাশীঃ’—নিষ্কাম হইয়া, অতএব আমার প্রাপ্যফলের সাধক, আমার জন্যই এই কর্ম—এবম্বিধ মমতাশূন্য হইয়া ‘বিগতজ্বর’—শোকরহিত হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যে (যে সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাবান্) অনসূয়ন্তঃ (ও অসূয়াশূন্য হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতের) নিত্যং (সর্ব্বদা) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মবন্ধন হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) ॥ ৩১ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্তরূপ কর্মানুষ্ঠানের গুণ বলিতেছেন—] শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া যে মনুষ্যগণ আমার এই মতের নিত্য অনুবর্তন করে, তাহারাও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ৩১॥

শ্রীধরঃ—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—উক্তরূপ কর্মানুষ্ঠানে গুণ বলিতেছেন—“যে মে মতম্” ইত্যাদি। আমার বাক্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া এবং আমার প্রতি অসূয়া না করিয়া অর্থাৎ ‘ভগবান্ আমাকে দুঃখাত্মক কর্মে নিযুক্ত করিতেছেন’—এরূপ দোষদৃষ্টি না করিয়া যাঁহারা আমার এই মতের (ইচ্ছার) অনুবর্তন করেন তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে কর্ম করিয়া সম্যগ্ জ্ঞানীর ন্যায় কর্মবন্ধন মুক্ত হন ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—যে তু (পরন্তু, যাহারা) মম এতৎ মতম্ (আমার এই মত) অভ্যসূয়ন্তঃ (অসূয়াপরবশ হইয়া) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না), তান্ (সেই) অচেতসঃ (বিবেকশূন্য জনগণকে) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সর্ব্ববিধ জ্ঞানে বিমূঢ় ও) নষ্টান্ (বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ৩২ ॥

মূল অনুবাদ—[অন্যথাচরণে দোষ বলিতেছেন—] পরন্তু যাহারা আমার এই মত, অসূয়াপরবশ হইয়া অনুষ্ঠান করে না, সেই বিবেকশূন্য জনগণ এবং সর্বকর্ম ও ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানে বিমূঢ় ব্যক্তিগণকে নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতম্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তান্ চেতসা বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুবাদ—অন্যথাচরণে দোষ বলিতেছেন—"যে ত্বেতদ্" ইত্যাদি। কিন্তু যাহারা আমার মত—ঈশ্বরের নিমিত্ত কর্ম করা কর্তব্য, এই যে অনুশাসন, ইহাকে যাহারা অসূয়া করিয়া—দ্বেষ করিয়া তৎকার্য অনুষ্ঠান না করে, তাহাদিগকে হৃদয়হীন—বিবেকশূন্য, অতএব সর্বকর্মে ও ব্রহ্মবিষয়ে যে জ্ঞান তাহাতে মূঢ় ও বিনাশপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (স্বীয় প্রকৃতির) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য্য করে), ভূতানি (প্রাণিগণ)

প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতি বা নিসর্গের অনুসরণ করে), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥ ৩৩ ॥

মূল অনুবাদ—[তবে কেন সেই মহাফল লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্বক নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে না? ইহাতে বলিতেছেন—] জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পূর্বসংস্কারজাত স্বভাবানুসারে কর্ম করিয়া থাকেন; প্রাণিগণ প্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি আর করিতে পারে? ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—ননু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি। যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্ব্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কেন সেই মহাফল লাভ করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহপূর্বক নিষ্কাম হইয়া সকলেই স্বধর্ম অনুষ্ঠান করে না? ইহাতে বলিতেছেন—"সদৃশম্" ইত্যাদি। প্রকৃতি—পূর্বকর্মের সংস্কারজাত স্বভাব। নিজ স্বকীয়া প্রকৃতির স্বভাবের সদৃশ—অনুরূপই গুণদোষজ্ঞ ব্যক্তিও কার্য করে, অজ্ঞ যে তদনুরূপ কার্য করে, তাহাতে আর বক্তব্য কি? যেহেতু ভূতগণ—সকল প্রাণীই প্রকৃতির অনুগমন করে—অনুবর্তন করে। যদি প্রাণিগণের এরূপ স্বভাব হয়, তবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? অর্থাৎ প্রকৃতির প্রবলা শক্তিই ইহার কারণ ॥ ৩৩ ॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়স্য (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (সেই সেই

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) রাগ-দ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিরাগ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী)। [তথাপি] তয়োঃ (তাহাদের—রাগদ্বেষের) বশং ন আগচ্ছেৎ (বশবর্ত্তী হইবে না)। হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (এই মুমুক্ষু ব্যক্তির) পরিপন্থিনৌ (পরম শত্রু) ॥ ৩৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল—পুরুষের প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিরই অধীন হয়, তবে তজ্জন্য বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব বিষয়ে অনুরাগ বা বিরাগ অবশ্যম্ভাবী; তথাপি ঐ রাগ-দ্বেষের বশবর্ত্তী হইবে না, কারণ উহারা মুমুক্ষু ব্যক্তির একান্ত বিরোধী ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধ-শাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রিয়স্যেতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি-বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকং ইত্যুক্তং) অর্থে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাব্যুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষ প্রকতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, পুরুষের প্রবৃত্তি তাহার প্রকৃতিরই অধীন, তবে বিধিনিষেধমূলক শাস্ত্র ব্যর্থই হয়—এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'ইন্দ্রিয়স্য'' ইত্যাদি। ('ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য'—এই বীপ্সা বা ব্যাপনেচ্ছা

দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটির কথাই উক্ত হইয়াছে) অর্থে—স্ব স্ব বিষয়ে; অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—এই প্রকারে রাগদ্বেষ ব্যবস্থিত—অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতেই তদনুরূপা প্রবৃত্তি—জীবগণের প্রকৃতি তথাপি তদুভয়ের (রাগদ্বেষের) বশবর্ত্তী হইবে না, ইহাই শাস্ত্রের শাসন, 'হি' যেহেতু ঐ দুইটি ইহার—মুমুক্ষু-ব্যক্তির পক্ষে পরিপন্থী—প্রতিপক্ষ। তাৎপর্য এই যে—প্রকৃতি বিষয়স্মরণাদি দ্বারা রাগদ্বেষ উৎপাদন করিয়া অনবহিত (অসাবধান) পুরুষকে বলপূর্বক অতি গভীর স্রোতের ন্যায় অনর্থরাশিতে নিক্ষিপ্ত করে, শাস্ত্র কিন্তু উহার (অনর্থপাতের) পূর্বে বিষয়সকলে রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধক পরমেশ্বর-ভজনাদিতে তাহাকে প্রবৃত্ত করে, তাহার পর গভীর স্রোতে পতনের পূর্বে নৌকায় আশ্রিত জনের ন্যায় সে অনর্থে পতিত হয় না। অতএব এইরূপে পশ্বাদির মত স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, ইহাই কথিত হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্ম অপেক্ষা) বিগুণঃ (কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয় ধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (যুদ্ধাদি স্বধর্ম্মে) নিধনং (নিধনও) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদ) পরধর্ম্মঃ (পরধর্ম্ম) ভয়াবহ (ভয়ঙ্কর) ॥ ৩৫ ॥

মূল অনুবাদ—[পশু প্রভৃতির ন্যায় পূর্বোক্ত প্রকার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য—ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলিয়া যথাবিধি তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম, আর পরধর্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তাহার ধর্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাহাতে প্রবর্তিত হইতে ইচ্ছুক অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবান

বলিতেছেন—] উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থাকিয়া নিধনও ভাল, পরধর্ম ভয়ঙ্কর ॥৩৫॥

শ্রীধরঃ—তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদি প্রাপকত্বাৎ পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরক প্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্বোক্ত প্রকারে পশু প্রভৃতির ন্যায় স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বধর্মে প্রবর্তিত হওয়া কর্তব্য—ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে ক্ষাত্রধর্ম যুদ্ধাদি দুঃখকর বলিয়া যথাবিধি তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম, আর পরধর্ম অহিংসাদি সুখকর এবং তাহার ধর্মত্বে কোনরূপ বিশেষত্ব না থাকায় তাহাতে প্রবর্তিত হইতে ইচ্ছুক অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবান্ বলিতেছেন্—"শ্রেয়ান্" ইত্যাদি। কিঞ্চিদঙ্গহীন হইলেও স্বধর্ম স্বনুষ্ঠিত—সর্বাঙ্গীনভাবে কৃত পরধর্ম হইতে শ্রেয়ান্—প্রশস্যতর। এস্থলে কারণ বলিতেছেন—স্বধর্মে—যুদ্ধাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তির নিধন—মরণও স্বর্গাদিপ্রাপক বলিয়া শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পরধর্ম নিজের পক্ষে ভয়াবহ, যেহেতু উহা নিষিদ্ধ ও নরকপ্রাপক ॥ ৩৫ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) বার্ষ্ণেয়! (হে বৃষ্ণি-বংশজাত কৃষ্ণ!) অনিচ্ছন্ অপি (ইচ্ছা না করিলেও) কেন (কাহা-কর্ত্তৃক) প্রযুক্তঃ [সন্] (প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ (এই পুরুষ) বলাৎ

(বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (যেন নিয়োজিত হইয়া) পাপং চরতি (পাপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে?) ॥ ৩৬ ॥

মূল অনুবাদ—[রাগদ্বেষের বশীভূত হইও না, ইহা বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা অসম্ভব—ইহা মনে করিয়া] অর্জুন কহিলেন—হে বৃষ্ণি-বংশাবতার! অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহা-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বলপূর্বক নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায় এই পুরুষ পাপ আচরণ করে? ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইত্যুক্তং তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণের্বংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ, হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তু মনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষৎ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুন্ধত্যোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" অর্থাৎ 'তদুভয়ের বশীভূত হইবে না', ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে কিন্তু তাহা অসম্ভব, মনে করিয়া অর্জুন বলিলেন—"অথ" ইত্যাদি। বার্ষ্ণেয়—যিনি বৃষ্ণির বংশে অবতীর্ণ। হে বার্ষ্ণেয়! (হে কৃষ্ণ!) এবম্বিধ পুরুষ কাহা-কর্তৃক প্রযুক্ত—প্রেরিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে অনর্থরূপ পাপ আচরণ করে? কারণ, বিবেকবলে কাম-ক্রোধ-নিরোধকারী পুরুষেরও পাপে পুনঃ প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় বলিয়া তদুভয়ের মূলস্বরূপ অন্য কোন প্রবর্তক থাকিবে, এই সম্ভাবনায় উক্ত প্রশ্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রাজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) রজোগুণ-

সমুদ্ভবঃ (রজোগুণসম্ভূত) মহাশনঃ (দুঃস্পুরণীয়) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র) এষঃ কামঃ (এই কাম), এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধই) [হেতুঃ—কারণ], ইহ (এই মোক্ষপথে) এনং (ইহাকে) বৈরিণং বিদ্ধি (শত্রু বলিয়া জানিবে) ॥ ৩৭ ॥

মূল অনুবাদ—[অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত দুষ্পূরণীয় অত্যুগ্র এই কাম, এই ক্রোধই মোক্ষমার্গের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব; ননু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তঃ, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র? সত্যং, নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ এব কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে অতঃ পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়ত ইতি সূচিতম্, এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ—মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্র ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইহার (অর্জুনকৃত প্রশ্নের) উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"কাম এষ ক্রোধ এষঃ" ইত্যাদি. তুমি যে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই হেতুটি—এই কাম। ওহে! তুমি পূর্বে ক্রোধের কথাও বলিয়াছ। "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" এস্থলে, সত্যই ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু এই কামও ক্রোধই বটে, এই কামই কোন কিছুদ্বারা প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। অতএব পূর্বে পৃথক্রূপে কথিত হইলেও ক্রোধ কাম হইতেই জাত—এই অভিপ্রায়ে কামের সহিত ক্রোধের ঐক্য প্রদর্শনপূর্বক উক্ত হইতেছে যে, ইহা

রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত হয় এবং এইহেতু সত্ত্ববুদ্ধিদ্বারা রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কামও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহাই সূচিত হইয়াছে। এই কামকে ইহাতে—মোক্ষমার্গে বৈরী বলিয়া জানিবে, এই কামও বক্ষ্যমাণক্রমে হন্তব্য, যে-হেতু ইহাকে দাননীতিদ্বারা শান্ত করা অসম্ভব, এই কথাই বলিতেছেন—মহাশন—মহৎ ভোজন যাহার অর্থাৎ দুষ্পূর। সামনীতিদ্বারাও ইহার সহিত সন্ধি হইতে পারে না, যেহেতু ইহা মহাপাপ্মা—অত্যন্ত উগ্র ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—যথা (যেমন) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমদ্বারা) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে), যথা (যেমন) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন) আগন্তুক ময়লাদ্বারা) [আব্রিয়তে—আবৃত থাকে], যথা চ (এবং যেমন) উল্বেন (গর্ভবেষ্টনচর্ম্মদ্বারা) গর্ভঃ (গর্ভ) আবৃতঃ (আবৃত থাকে), তথা (তেমন) তেন (সেই কামদ্বারা) ইদম্ (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥ ৩৮ ॥

মূল অনুবাদ—[কামের শত্রুভাবটি দেখাইতেছেন—] যেমন ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লাদ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ কামদ্বারা এই জ্ঞান আবৃত হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—কামের অনিষ্টকারিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—"ধূমেন" ইত্যাদি। যেমন সহজাত (প্রাকৃত) ধূমদ্বারা বহ্নি আবৃত—আচ্ছাদিত হয়, যেমন দর্পণ আগন্তুক মল বা ধূলিরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হয়

এবং যেমন উল্বদ্বারা—গর্ভবেষ্টনচর্মদ্বারা গর্ভ (গর্ভস্থ জীব) সর্বতোভাবে নিরুদ্ধ—আবৃত থাকে, তেমন ত্রিবিধ প্রকারে কামদ্বারা এই (বহির্মুখ) জগৎ আচ্ছন্ন আছে ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণের) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) কামরূপেণ চ (এবং কামরূপ) অনলেন (অনলদ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞান) আবৃত (আবৃত হয়) ॥ ৩৯ ॥

মূল অনুবাদ—[কামের বৈরিত্ব পরিস্ফুট করিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীর চিরশত্রু দুষ্পূরণীয় অনলসদৃশ কামদ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আবৃত ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরের, পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানু-সন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণঃ শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্বশ্লোকে যাহাকে "ইদম্" শব্দদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা প্রদর্শনপূর্বক কামের বৈরিত্ব প্রস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—"আবৃতম্" ইত্যাদি। এই বিবেকজ্ঞান ইহার দ্বারা আবৃত। অজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ভোগকালে কাম অতিশয় সুখের হেতু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে উহা শত্রু বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জ্ঞানীর নিকট কিন্তু তৎকালেও

অনর্থবোধ থাকার দরুণ দুঃখের কারণ বলিয়াই মনে হয়। এই জন্যই 'নিত্যবৈরিণা' এরূপ উক্ত হইয়াছে। আরও বিষয় সকলের দ্বারা পরিপূর্ণ হইলেও যাহা দুষ্পূর—অপূর্যমাণই থাকে। [কাম] শোক ও সন্তাপের হেতু বলিয়া অগ্নিসদৃশ; ইহার দ্বারা সকলের প্রতিই কামের বৈরিতা কথিত হইল ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ন্ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ), মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (অধিষ্ঠান বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ দর্শনাদি-ব্যাপার দ্বারা) জ্ঞানম্ (বিবেকজ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছন্ন রাখিয়া) দেহিনং (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমোহিত করে) ॥৪০॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করিবার উপায় "ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে এই কামের অধিষ্ঠান বলা হয়। এই কাম দর্শনাদি-ব্যাপারের আশ্রয়ভূত ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা এই বিবেকজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে নানা প্রকারে বিমোহিত করে ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে; এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এক্ষণে সেই কামের অধিষ্ঠানের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করিবার উপায় "ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। বিষয় সমূহের দর্শন-শ্রবণাদিদ্বারা এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় (চেষ্টা) দ্বারা কামের উদয় হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে কামের অধিষ্ঠান বলে। দর্শনাদি-ব্যাপারযুক্ত আশ্রয়স্বরূপ এই সকল ইন্দ্রয়াদিদ্বারা কাম বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহী জীবকে বিমুগ্ধ করে ॥ ৪০ ॥

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (অগ্রেই) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞান-নাশনম্ (আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানের বিনাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (বিনষ্ট কর) ॥ ৪১ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু কাম এই প্রকার, সেই হেতু বলিতেছেন—] হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি প্রথমতঃ মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বশীভূত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নাশক পাপরূপ এই কামকে সংহার কর ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্ব-মেবেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু কাম এই প্রকার, সেহেতু বলিতেছেন—"তস্মাদ্" ইত্যাদি। অতএব মোহপ্রাপ্তির পূর্বেই ইন্দ্রিয়সমূহ, মনঃ ও বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া 'পাপ্মা' পাপরূপ এই কামকে 'হি'—সম্যগ্‌রূপে 'প্রজহি'—বিনাশ কর, অথবা ইহাকে 'প্রজহি'—পরিত্যাগ কর। [জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশন]—(জ্ঞান) আত্মবিষয়কজ্ঞান, বিজ্ঞান—শাস্ত্রীয়জ্ঞান, তদুভয়ের নাশক, অথবা [জ্ঞান] শাস্ত্রাচার্য উপদেশজনিত জ্ঞান, নিদিধ্যাসনজনিত বিজ্ঞান। শ্রুতিতে উক্ত আছে—'তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত। অর্থাৎ 'ধীর ব্যক্তি তাঁহাকেই জানিয়া প্রজ্ঞা লাভ করিবেন' ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলা হয়), ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়সকল হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু (মন অপেক্ষাও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। যঃ তু (আর যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) স [এব] আত্মা (তিনিই আত্মা) ॥ ৪২ ॥

মূল অনুবাদ—[যে স্থানে চিত্তপ্রণিধান করিলে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে পারা যায়, সেই আত্মার স্বরূপ দেহাদি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখাইতেছেন—] স্থূল দেহাদি হইতে শ্রোত্রাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। যাহা বুদ্ধি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তাহাই সেই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ; অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বম-প্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য; যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা, তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি, দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

সুঃ অনুবাদ—যাহাতে চিত্তপ্রণিধানদ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য দেহাদি হইতে আত্মস্বরূপকে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—"ইন্দ্রিয়াণি" ইত্যাদি। সূক্ষ্মত্ব ও প্রকাশকত্বহেতু ইন্দ্রিয়-সকলকে দেহাদিগ্রহণযোগ্য হইতে পর—শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্ব গুণও প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সকল

হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রবর্তকহেতু সঙ্কল্পাত্মক মন শ্রেষ্ঠ। সঙ্কল্পের পূর্বনিশ্চয়-কারিণী বলিয়া মন হইতে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠা। কিন্তু যিনি বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি সাক্ষিস্বরূপে সর্বান্তর্যামী, তিনিই আত্মা। (কাম) তাহাকে বিমোহিত করে অর্থাৎ দেহি জীবকে মুগ্ধ করে। দেহি-শব্দোক্ত আত্মাই সেই বস্তু, ইহা বিচিন্ত্যনীয় ॥ ৪২ ॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (মনকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুরধিগম্য) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ॥৪৩॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে উপসংহার করিতেছেন—] হে মহাবাহো! এইরূপে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মাকে (পরমাত্মাকে) জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া কামরূপ দুরধিগম্য শত্রুকে বিনাশ কর ॥৪৩॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতাখ্য শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্রে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীধরঃ—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব-বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যা-কামাদিবিক্রিয়াঃ, আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং

বুদ্ধ্বা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত টীকায়াং সুবোধিন্যাং
কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—উপসংহারে বলিতেছেন—"এবম্" ইত্যাদি। 'বুদ্ধিরই বিষয়াদিজাত কামাদি বিকার; আত্মা নির্বিকার ও উহার সাক্ষী মাত্র' এরূপজ্ঞানে বুদ্ধি হইতে আত্মাকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া আত্মদ্বারা—এরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিদ্বারা আত্মা—মনকে 'সংস্তভ্য' নিশ্চল করিয়া কামরূপী শত্রুকে 'জহি'—বধ কর। উহা দুরাসদ—দুঃখের সহিত প্রাপ্তিযোগ্য অর্থাৎ দুর্বিজ্ঞেয়গতি ॥ ৪৩ ॥

পণ্ডিতগণ স্বধর্মে অবস্থিত হইয়া ভক্তির সহিত যাঁহার আরাধনা করিয়া মোক্ষ লাভ করিয়াছেন, সর্বকর্মদ্বারা সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিবে।

ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে
'কর্মযোগ' নামক তৃতীয় অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

কিল্বিষ—পাপ; পঞ্চসূনা পাপ যথা—"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যপস্করম্। কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্ ॥" গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচটি বধস্থান—উনুন, শিল-নোড়া, ঝাঁটা, ঢেঁকির গড়, কলসীপীড়ি। "কণ্ডনী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি ॥"

বুদ্ধি ও কর্মযোগ—দ্বিতীয় অধ্যায়ের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া অর্জুনের মনে এই সংশয় হইল যে, যদি কর্ম উপায়মাত্র হইয়া উপেয়স্বরূপ আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধি উৎপাদন করে, তবে একবারেই সেই বুদ্ধি অবলম্বন করাই ভাল। এই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে এই অধ্যায়ে জড়দেহ-প্রাপ্ত জীবের পক্ষে কর্মের অপরিহার্যতা, যুক্তকর্মের আবশ্যকতা, আত্মরতি-সাধকতা, স্বধর্মাকারতা, অকর্ম-বিকর্মোৎপাদক প্রবল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামকতা ও প্রাকৃত-কামজয়ের একমাত্র উপায়তা প্রদর্শনপূর্বক, ভগবদর্পিতরূপে কর্মযোগেরই সাধন কর্তব্য, ইহা স্থির হইল। অপক্কাবস্থায় কর্ম-সন্ন্যাস ও শমদমাদির পৃথক্ চেষ্টার নিষ্ফলতার বিচারও হইয়াছে।

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

পরিপ্রশ্নমালা

১। কর্মযোগ অপেক্ষা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ হইলে জীবকে কর্মযোগে প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্য কি? (গীঃ ৩।৩-৩১)

২। জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের যথাক্রমে অধিকারী কাহারা? (গীঃ ৩।৩)

৩। কেবল কর্মত্যাগের দ্বারাই কি সিদ্ধিলাভ হয়? (গী) ৩।৪)

৪। জীবের পক্ষে কর্ম অপরিহার্য কেন? (গীঃ ৩।৫-৮)

৫। কপটাচারী কে? (গীঃ ৩।৬)

৬। কিরূপ কর্মের দ্বারা বন্ধন-মোচন হয়? (গীঃ ৩।৯)

৭। পরস্বাপহরণকারী—চোর কে? (গীঃ ৩।১২)

৮। কাহারা পাপ ভোজন করে? (গীঃ ৩।১৩)

৯। কর্ম সংসারচক্র-প্রবর্তনের কারণ কিরূপ? (গীঃ ৩।১৪)

১০। যজ্ঞাদি কর্ম করণীয় কেন? (গীঃ ৩।১৫)

১১। লোকশিক্ষক কিরূপ কর্ম করিয়া আদর্শ প্রদর্শন করিবেন? (গীঃ ৩।৯, ২১, ২৬, ২৭)

১২। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্মাচরণের মধ্যে বিশেষত্ব কি? (গীঃ ৩।২৭)

১৩। সাধন পথে শত্রু কি? (গীঃ ৩।৩৭)

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

জ্ঞানযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাবের রহস্য, লীলার নিত্যত্ব এবং কর্ম ও জ্ঞানযোগের মূল উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

নিষ্কাম-কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ ভগবান্ হইতে পরম্পরায় জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ সূর্যকে, সূর্য মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ বলিয়াছিলেন। ক্রমে রাজর্ষিগণ এই যোগের কথা অবগত হন। তাহা গুপ্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাই পুনরায় অর্জুনকে বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বেচ্ছায় তাঁহার স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই জগতে নিজ সচ্চিদানন্দতনু প্রকট করেন। যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই ভগবান্ সাধুদিগের রক্ষা, দুষ্টগণের বিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে কৃপাপূর্বক অবতীর্ণ হন। তাঁহার এই জন্মলীলা জগতে প্রকাশিত ও তাঁহার কর্মাবলী সকলই অতিমর্ত্য। ইহা যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি পুনর্জন্ম হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা লাভ করেন। ইতর বিষয়ে রাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় করেন, তাঁহারাই সম্বন্ধজ্ঞান ও ভগবৎপ্রেম লাভ করিয়া ধন্য হন। যিনি যেরূপভাবে যতটা শরণাগত হন, কৃষ্ণও তাঁহাকে সেইরূপ ভাবেই ততটা কৃপা করেন। কর্মের ফলাকাঙ্ক্ষীগণ শীঘ্র শীঘ্র ফললাভের জন্য অন্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারি বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবান্ ইহার কর্তা হইয়াও অকর্তা। জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই ইহার কারণ। কর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। যাঁহার কর্ম কামসঙ্কল্পশূন্য, তিনিই জ্ঞানাগ্নির দ্বারা দগ্ধকর্মা পণ্ডিত।

যিনি ফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল শরীরযাত্রা নির্বাহের জন্য কর্ম করেন, তিনি পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত থাকেন। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল—এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মভাবময় হয়, তখনই যথার্থ যজ্ঞ হয়। এইরূপ যজ্ঞকারী ব্যক্তিই যোগী। দ্রব্যময় যজ্ঞ—চান্দ্রায়ণ, চাতুর্মাস্য প্রভৃতি, তপোযজ্ঞ—অষ্টাঙ্গযোগাদি, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ এই চারি প্রকার যজ্ঞের কথা উক্ত হইয়াছে। সমস্ত কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত অভিগমন করিলে তত্ত্বদর্শী গুরুদেব সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করেন। অত্যন্ত পাপীও জ্ঞানপোতে আরোহণ করিয়া দুঃখসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও সেইরূপ কর্মকে দগ্ধ করে। গুরুবাক্যে শ্রদ্ধাবান্, হরিসেবায় তৎপর ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন। অজ্ঞ অশ্রদ্দধান সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। অতএব সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অস্ত্রের দ্বারা সংশয়কে ছেদন করিয়া ভগবানের অভিপ্রেত কর্মের জন্য উত্থিত হওয়াই বিনীত শিষ্যের কর্তব্য।

শিক্ষা—ভগবানের আবির্ভাব, তিরোভাব ও তাঁহার যাবতীয় লীলা ভগবদিচ্ছায় প্রকাশিত হন, তাহা সকলই অতিমর্ত্য। তাঁহার দেহদেহীতে ভেদ নাই, তাহা পূর্ণ সচ্চিদানন্দবস্তু। অবতারবাদ ও আম্নায়-স্বীকারের দ্বারাই মঙ্গল লাভ হয়। জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই তাহার বদ্ধদশার কারণ। সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্যই সম্বন্ধ-জ্ঞান-লাভ। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা তত্ত্বদর্শিগণের নিকট জ্ঞান লাভ হয়। শ্রদ্ধাবানই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) অহম্ (আমি) ইমং (এই) অব্যয়ং যোগং (অব্যয় যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান্ (পুরাকালে বলিয়াছিলাম)। বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (স্বীয় পুত্র মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে পূর্ব দুইটি অধ্যায়দ্বারা নিষ্কাম কর্মযোগরূপ উপায়দ্বারা লব্ধ জ্ঞানযোগই মোক্ষের সাধন ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "তাহাই ব্রহ্মার্পণাদি" শ্লোকোক্ত যে ব্রহ্মভাবনা তাহা দ্বারা সেই জ্ঞানযোগের গুণবিধান এবং 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তৎ ও ত্বং পদার্থের বিচারদ্বারা বিস্তারিত বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ইহা যেরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত তাহার উল্লেখদ্বারা ইহার প্রশংসা করিয়া "ইমং" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে] শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি এই অব্যয়-যোগ পুরাকালে সূর্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছেন এবং মনুও নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুর নিকট ইহা বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

আবির্ভাবতিরোভাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—শ্রীহরি স্বয়ং আবির্ভাব-তিরোভাবের রহস্য প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ও 'তৎ-ত্বং'-জ্ঞান নির্ণয়ার্থ কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীধরঃ—এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়ক-জ্ঞানযোগো

মোক্ষসাধনত্বেনোক্তঃ, তমেব ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানেন-তত্ত্বংপদার্থ-বিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ, ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে দুই অধ্যায় পর্যন্ত কর্মযোগোপায়যুক্ত জ্ঞানযোগ মোক্ষের সাধনরূপে কথিত হইয়াছে। তাহাই ব্রহ্মার্পণাদি গুণবিধানদ্বারা ও তত্ত্ববস্তুর বিচারাদির দ্বারা প্রসঙ্গতঃ অবতারণপূর্বক প্রথমে সেই তত্ত্বজ্ঞান যে পরম্পরাপ্রাপ্ত ইহা বলিয়া প্রশংসা করতঃ "ইমম্" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিয়াছেন। অব্যয়ফলত্বহেতু এই অব্যয় যোগ পুরাকালে আমি বিবস্বান্‌কে—আদিত্যকে কহিয়াছিলাম, তিনিও স্বীয় পুত্র শ্রাদ্ধদেবনামক মনুকে বলিয়াছেন, সেই মনু আবার স্বীয়পুত্র ইক্ষ্বাকুকে তাহা বলিয়াছেন ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এইরূপে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) ইমং (এই জ্ঞানযোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)। পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) ইহ (ইহলোকে) স যোগঃ (সেই জ্ঞানযোগ) মহতা কালেন (কালবশে) নষ্টঃ (বিনষ্ট হইয়াছে) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—হে পরন্তপ! নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ অবগত হইয়াছিলেন। ইহলোকে কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়াছে॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি অন্যেঽপি

রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ, শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—"এবম্" ইত্যাদি। এইরূপে রাজগণ ও প্রসিদ্ধ ঋষিগণ নিমিপ্রমুখ অন্য রাজর্ষিগণও ইক্ষ্বাকুপ্রমুখ স্বীয় পিতৃ-পিতামহাদি-কর্ত্তৃক প্রোক্ত এই যোগ 'বিদুঃ' অবগত হইয়াছিলেন। অধুনাতন ব্যক্তিগণের সেই তত্ত্ব-বিষয়ে অজ্ঞানের কারণ বলিতেছেন—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! সেই যোগ কালবশে ইহলোকে নষ্ট—বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ॥ ২ ॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—[ত্বং—তুমি] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ (ভক্ত ও সখা); ইতি [হেতোঃ] (এইজন্য) অয়ং স এব (এই সেই) পুরাতনঃ (পুরাতন) যোগঃ (যোগ) অদ্য (অদ্য) ময়া (মৎকর্ত্তৃক) তে (তোমার নিকট) প্রোক্তঃ (কথিত হইল)। হি (কারণ), এতৎ (ইহা) উত্তমম্ (উত্তম) রহস্যম্ (রহস্য) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—তুমি আমার ভক্ত ও সখা; এজন্য আমি সেই পুরাতন জ্ঞানযোগ অদ্য তোমাকে উপদেশ করিতেছি; কারণ ইহা উত্তম রহস্য ॥৩॥

শ্রীধরঃ—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, হি যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—"স এবায়ম্" ইত্যাদি। সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও সেই যোগ অদ্য আমি তোমাকে পুনরায় বলিতেছি। যেহেতু, তুমি আমার ভক্ত ও সখা। ইহা উত্তম রহস্য বলিয়া অন্য কাহারও নিকট আমি ইহা বলি নাই ॥ ৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জুন বলিলেন—) ভবতঃ (তোমার) জন্ম (জন্ম) অপরং (অর্ব্বাচীন, পরবর্ত্তী), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম (জন্ম) পরং (পূর্ব্বতন, পূর্ব্ববর্ত্তী), [তস্মাৎ—অতএব] ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) [ইমং যোগং—এই যোগ] প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই যে কথা,) এতৎ (ইহা) [অহং—আমি] কথং (কিরূপে) বিজানীয়াং (বুঝিতে পারি?) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[শ্রীভগবানের পক্ষে সূর্যদেবের প্রতি যোগ-উপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া] অর্জুন বলিতেছেন—আপনার জন্ম পরবর্তী, কিন্তু সূর্যদেবের জন্ম পূর্ববর্তী; অতএব, আপনি তাঁহাকে যোগ উপদেশ করিয়াছিলেন—ইহা কি করিয়া সম্ভবপর বলিয়া জানিতে পারি? ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম; তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—সূর্যের প্রতি ভগবানের যোগোপদেশ অসম্ভব মনে করিয়া অর্জুন বলিলেন—"অপরম্" ইত্যাদি। তোমার জন্ম 'অপর'—নূতন, পরবর্তী। সূর্যের জন্ম 'পর'—প্রাচীন, পূর্ববতী; অতএব, তুমি আধুনিক, আর সূর্যদেব প্রাচীন। তুমি সেই বিবস্বান্‌কে প্রথমে ইহা বলিয়াছিলে, ইহা আমি কিরূপে জ্ঞাত হইব—জানিতে সমর্থ হইব? ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) [হে] পরন্তপ অর্জ্জুন! মে তব চ (আমার ও তোমার) বহূনি (বহু) জন্মানি (জন্ম) ব্যতীতানি (বিগত হইয়াছে); অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্তই) বেদ (অবগত আছি), ত্বং (তুমি কিন্তু) [তানি—সে সকল] ন বেত্থ (জান না) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপ অর্জুন কর্তৃক কথিত হইয়া "অন্য যুগে আমি উপদেশ করিয়াছিলাম" উত্তরে এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে। আমি সেই সকল জানি, তুমি কিন্তু তাহা জান না ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জ্জুনং রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তান্যহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ জিজ্ঞাসাকারী অর্জুনের প্রতি "অন্যরূপে আমি তোমাকে উপদেশ করিয়াছিলাম" এই কথা বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"বহূনি" ইত্যাদি। আমার ও তোমার বহু জন্ম বিগত হইয়াছে, সেই সকল জন্মের কথা আমি 'বেদ'—জানি, যেহেতু আমার জ্ঞানশক্তি সদাই অলুপ্ত থাকে। তুমি কিন্তু 'ন বেত্থ'—জান না, যেহেতু তুমি অবিদ্যায় আবৃত আছ ॥ ৫ ॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—[অহং—আমি] অজঃ (জন্মরহিত) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) [সন্ অপি—হইয়াও], ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বভূতেশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ শুদ্ধা প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (স্বীকারপূর্ব্বক) আত্মমায়য়া (আত্মমায়া বা যোগমায়ার আশ্রয়ে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, তুমি অনাদি, তোমার আবার জন্ম কি? আর তুমি অবিনাশী, অতএব তোমার পুনঃ পুনঃ জন্মের কথা যে "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি বাক্যে বলিলে, তাহাই বা কিরূপ? এই কারণে পাপপুণ্যবিহীন যে ঈশ্বর তুমি, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করিয়া হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] আমি জন্মশূন্য, অবিনাশী ও সর্বভূতেশ্বর হইয়াও নিজ প্রকৃতির আশ্রয়ে আত্মমায়াদ্বারা আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—ননু অনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম? যেন "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যুচ্যতে? ঈশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া স্বাত্মমায়য়া সম্ভবামি। সম্যগপ্রচ্যুত-জ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তম্—স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! তুমি অনাদি, তোমার আবার জন্ম কিরূপে সম্ভব? তুমি অবিনাশী, তোমার পুনর্জন্মের কথা যে "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি বাক্যে বলিলে, তাহাই বা কিরূপ? তুমি পুণ্যপাপ-বিহীন ঈশ্বর, তোমার জীবের ন্যায় জন্মই বা কি করিয়া হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"অজোঽপি" ইত্যাদি। যাহা বলিতেছ, সত্য। তথাপি অজ হইয়াও—জন্মশূন্য হইয়াও, অব্যয়াত্মা হইয়াও—কর্ম্মপরতন্ত্রতারহিত হইয়াও 'আত্মমায়য়া'—স্বরূপশক্তি দ্বারা সম্ভূত হই—সম্যক্ অবিকল জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি শক্তিদ্বারাই অবতীর্ণ হই। ওহে! তথাপি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্য তোমার জন্ম কিরূপে সম্ভব? এতদর্থে বলিতেছেন—স্বীয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া—স্বীকার করিয়া বিশুদ্ধ অত্যুজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির আশ্রয়ে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হই, ইহাই অর্থ ॥ ৬ ॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানিঃ (গ্লানি) অধর্ম্মস্য চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (প্রাদুর্ভাব) ভবতি (হয়), তদা (তখন) আত্মানং সৃজামি (আমি আবির্ভূত হই) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[কখন জন্মগ্রহণ করি, তাহাই বলিতেছেন—] হে ভারত! যখন যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ ধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—কখন আবির্ভূত হও? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—"যদা যদা" ইত্যাদি। [যখন] ধর্মের গ্লানি—হানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান—আধিক্য হয় ॥ ৭ ॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (রক্ষণার্থ), দুষ্কৃতাং (দুষ্টগণের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য) [অহং—আমি] যুগে যুগে (প্রতি যুগে) সম্ভবামি (অবতীর্ণ হইয়া থাকি) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন আবির্ভূত হন, তাহাই বলিতেছেন—] সাধুদিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্মকারীদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিমর্থমিতপেক্ষায়ামাহ—পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্ম-বর্ত্তিনাং রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্; যথাহুঃ,—"লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে; তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ ॥" ইতি ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—কি নিমিত্ত আবির্ভূত হন? তদুত্তরে বলিতেছেন—"পরিত্রাণায়" ইত্যাদি। সাধুদিগের—স্বধর্মাচরণকারিগণের রক্ষণের নিমিত্ত এবং যাহারা দুষ্ট কর্ম করে, সেই দুষ্কৃতগণের বধের নিমিত্ত। এইভাবে ধর্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত—সাধুরক্ষণ ও দুষ্টবধদ্বারা ধর্মকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যুগে যুগে—সেই সেই সময়ে সম্ভূত হই, ইহাই অর্থ। দুষ্টনিগ্রহ করি বলিয়া আমার নিষ্ঠুরতা আশঙ্কা করিও না। যথা, উক্ত হইয়াছে—যেরূপ শিশুপুত্রের লালন ও তাড়নে মাতার দয়াহীনতা প্রকাশ পায় না, সেরূপ গুণদোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেরও নির্দয়তা নাই ॥ ৮ ॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এইরূপ—স্বেচ্ছাকৃত) দিব্যং (অপ্রাকৃত) জন্ম কর্ম্ম চ (জন্ম ও কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ববিচারক্রমে) বেত্তি (অবগত হন), সঃ (তিনি) দেহং (দেহ) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ মরণান্তে) পুনঃ (পুনর্ব্বার) জন্ম (জন্ম) ন এতি (লাভ করেন না), [কিন্তু] মাম্ এব (আমাকেই) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৯ ॥

মূল অনুবাদ—[এবম্বিধ ঈশ্বরের জন্ম ও কর্ম জানিলে কি ফল তাহা বলিতেছেন—] হে অর্জুন! যে ব্যক্তি আমার এই দিব্য জন্ম ও কর্ম যথার্থতঃ জানেন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন না, পরন্তু আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—জন্মেতি। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—"জন্ম" ইত্যাদি। ঈশ্বরের এবম্বিধ জন্মকর্মসমূহের জ্ঞানে ফল বলিতেছেন—'জন্ম' ইত্যাদি। স্বেচ্ছাকৃত মদীয় জন্ম ও ধর্মপালনরূপ আমার কর্ম, উহা দিব্য—অলৌকিক অর্থাৎ বস্তুতঃ অপরের প্রতি অনুগ্রহনিমিত্তই, ইহা যিনি জানেন, তিনি দেহাভিমান ত্যাগ করিয়া পুনর্জন্ম—সংসার 'ন এতি'—লাভ করেন না, কিন্তু আমাকেই লাভ করেন ॥ ৯ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্‌ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (রাগ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক)

মন্ময়াঃ (আমাকেই সর্ব্বত্র দর্শনকারী) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে সম্যক্ আশ্রয়কারী) জ্ঞান-তপসা (সম্বন্ধজ্ঞান ও তদ্ভ্যাসরূপ তপোদ্বারা) পূতাঃ (শুদ্ধ) [সন্তঃ—হইয়া] বহবঃ (অনেকেই) মদ্ভাবম্ (আমার প্রেম) আগতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[ঈশ্বরের জন্ম কর্ম জানিলে কিরূপে ঈশ্বর-লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—] আসক্তি, ভয় ও ক্রোধশূন্য হইয়া আমাতে একাগ্রচিত্ত এবং আমার শরণাপন্ন অনেক মহাত্মা জ্ঞানে ও তপস্যায় পবিত্র হইয়া আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানেন ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলভ্যং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ) তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাঽজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণী"ত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বংপদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বর প্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—জন্মকর্ম-জ্ঞান হইলেই কিরূপে তোমার প্রাপ্তি ঘটে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"বীতরাগ" ইত্যাদি। 'আমি শুদ্ধসত্ত্বাবতার-সমূহদ্বারা ধর্ম পালন করি'। এইরূপে আমার পরমকারুণিকত্ব অবগত হইয়া [বীতরাগভয়ক্রোধ]—বীত—বিগত রাগ-ভয়-ক্রোধ যাঁহাদিগের নিকট হইতে তাঁহারা, চিত্তবিক্ষেপের অভাবহেতু মন্ময়—মদেকচিত্ত হইয়া

আমাকেই আশ্রয় করতঃ আমার কৃপায় লভ্য যে আত্মজ্ঞান ও তপস্যা, তাহার পরিপাকের নিমিত্ত স্বধর্ম (দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাব) সেই জ্ঞান-তপের দ্বারা পূত—শুদ্ধ—নিরস্ত হইয়াছে অজ্ঞান ও তৎকার্যরূপ মালিন্য যাহা হইতে তাদৃশ হইয়া মদ্ভাব—মৎসাযুজ্য-লাভকারী বহু ব্যক্তি ছিলেন, কেবল অধুনা যে এই মদ্ভক্তিমার্গ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নহে, ইহাই তাৎপর্য। তাহাই "তান্যহং বেদ সর্বাণি" ইত্যাদি দ্বারা—বিদ্যাবিদ্যোপাধিদ্বারা 'তত্ত্বং' পদার্থ যে ঈশ্বর ও জীব, তাহা প্রদর্শনপূর্বক ঈশ্বরের অবিদ্যার অভাব, নিত্য শুদ্ধজীবের ঈশ্বর-প্রসাদলব্ধজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তির পর শুদ্ধ ও স্বতঃ চিদংশদ্বারা তদৈক্য উক্ত হইয়াছে, ইহা দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যে (যাহারা) যথা (যেভাবে) মাং (আমার প্রতি) প্রপদ্যন্তে (প্রপত্তি স্বীকার করে), অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথৈব (সেই ভাবেই) ভজামি (ভজন করি)। পার্থ! (হে পার্থ!) মনুষ্যাঃ (মানবগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনমার্গ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহা হইলে তোমারও কি বৈষম্যদৃষ্টি আছে? যেহেতু এইরূপে তুমি তোমার শরণাগতকে আত্মজ্ঞান দিয়া থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দাও না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] যাঁহারা যেরূপে আমাকে ভজন করে, আমি তাঁহাদিগকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করি। হে পার্থ! মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—ননু তর্হি কিং ত্বয্যপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তিতানহং তথৈব

তদপেক্ষিত-ফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্নামি; ন তু যে সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্ত ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! তবে কি তোমারও বৈষম্য-দৃষ্টি আছে? যেহেতু, এইরূপে তুমি তোমার শরণাগতকেই আত্মজ্ঞান দিয়া থাক, অন্য সকাম ব্যক্তিগণকে দাও না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"যে" ইত্যাদি। যথা—যে-প্রকারে—সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে যাহারা আমাকে ভজন করে, তাহাদিগকে আমি তৎপ্রার্থিত ফল প্রদান করিয়া ভজন করি—অনুগ্রহ করি; ইহাও মনে করিও না যে, যাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া সকামভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণকে ভজন করে, আমি তাহাদিগকে উপেক্ষা করি। যেহেতু, সর্বশঃ—সর্বপ্রকারে ইন্দ্রাদিদেব-সেবকগণও আমারই বর্ত্ম—ভজনপথ অনুবর্তন করে, কারণ ইন্দ্রাদিরূপেও আমিই সেব্য ॥ ১১ ॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহে) সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (ফলাকাঙ্ক্ষিগণ) ইহ (এই নশ্বর) মানুষে লোকে (মর্ত্ত্যলোকে) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদি দেবগণকে) যজন্তে (ভজনা করিয়া থাকে) হি (যেহেতু) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রই) কর্ম্মজা (কর্ম্মজনিত) সিদ্ধিঃ (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহা হইলে মুক্তির নিমিত্ত সকলেই কেন তোমাকে ভজনা করে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] কর্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ প্রায়ই এই মনুষ্যলোকে অন্য দেবতাসকলের পূজা করে; কেন না, কর্মজাত ফল শীঘ্র লব্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত

আহ—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোক ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেব, হি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজ ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্‌-জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে মোক্ষের নিমিত্তই সকলে কেন তোমাকে ভজন করে না? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কাঙ্ক্ষন্তঃ" ইত্যাদি। ইহ—এই মনুষ্যলোকে [মানবগণ] প্রায়ই কর্মের সিদ্ধি—কর্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করে, কিন্তু সাক্ষাৎ আমার উপাসনা করে না; 'হি' যেহেতু কর্মজা সিদ্ধি—কর্মজনিত ফল শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু (শুদ্ধ) জ্ঞানের দুষ্প্রাপ্যত্ববশতঃ কৈবল্যরূপ জ্ঞানফল শীঘ্র ঘটে না ॥১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—ময়া (মৎকর্ত্তৃকই) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণকর্ম্ম বিধান-পূর্ব্বক) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (বর্ণচতুষ্টয়) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে)। তস্য (সেই বর্ণধর্ম্মের) কর্ত্তারম্ অপি (কর্ত্তা হইলেও) অব্যয়ম্ (অব্যয়, সনাতন) মাং (আমাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, কেহ সকামভাবে, কেহ বা নিষ্কামভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহাতে কর্মের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে; এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি সেই তোমাতে বৈষম্য নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] আমা-কর্তৃক গুণ ও কর্মের বিভাগানুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট অর্থাৎ প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহার কর্তা হইয়াও অব্যয় আমাকে অকর্তা বলিয়াই জানিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্ত্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্ম্ম-বৈচিত্র্যং তৎকর্ত্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্ব্বতস্তব কথং

বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি; সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি; রজস্তমপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্ম্মাণি; তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কর্ত্তারমপি ফলতোঽকর্ত্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, কেহ সকামভাবে, কেহ বা নিষ্কামভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়—ইহাতে কর্ম্মের বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে; তাহাও আবার ব্রাহ্মণাদি কর্মকর্তার উত্তম-মধ্যমাদি গুণবশতঃ বিচিত্র হয়, এই বৈচিত্র্যের কারক যে তুমি, সেই তোমাতে যে বৈষম্য নাই—ইহা কেমন করিয়া বলিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—"চাতুর্বর্ণ্যং" ইত্যাদি। চারিবর্ণই—চাতুর্বর্ণ্য। চতুর্বর্ণ (স্বার্থেঃ) ষ্যঞ্ প্রত্যয়—চাতুর্বর্ণ্য। অর্থ এই যে—ব্রাহ্মণগণ সত্ত্বপ্রধান, শমদমাদি তাঁহাদের কর্ম। ক্ষত্রিয়গণ সত্ত্বরজঃপ্রধান, শৌর্য ও যুদ্ধাদি তাহাদের কর্ম। বৈশ্যগণ রজস্তমঃপ্রধান, কৃষিবাণিজ্যাদি তাহাদের কর্ম। আর শূদ্রগণ তমঃপ্রধান, ত্রৈবর্ণিক (ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণস্থিত) ব্যক্তিগণের শুশ্রূষাদিই তাহাদিগের কর্ম। এইরূপে গুণ ও কর্মসমূহের বিভাগানুসারে মৎকর্তৃকই চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, সত্য। তথাপি, বস্তুতঃ উহার (বর্ণবিভাগের) কর্তা হইলেও আমাকে অকর্তা বলিয়া জানিবে, কারণ আমাকে অব্যয় আসক্তিশূন্যতাহেতু শ্রমশূন্য জানিবে ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত

করিতে পারে না), কর্ম্মফলে (কর্ম্মফলেও) মে (আমার) স্পৃহা (স্পৃহা) ন [অস্তি] (নাই) ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (অব্যয়তত্ত্বরূপে জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই অকর্ত্তৃত্বকেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—] বিশ্বসৃষ্টিরূপ কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না, যেহেতু আমার কর্মফলে স্পৃহা নাই। এই প্রকারে যিনি আমাকে জানেন তিনিও কর্মদ্বারা আবদ্ধ হন না ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি, নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্ম্মফলে স্পৃহা-রাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্ব-নিষ্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই অকর্তৃত্ব স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করিতেছেন—'ন মাম্', ইত্যাদি। কর্মসকল—বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্যেও আমাতে লিপ্ত—আসক্ত করে না, আমি নিরহঙ্কার, লব্ধকাম এবং কর্মফলে আমার স্পৃপা নাই, সেইজন্যই (কর্ম) আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে? কারণ, কর্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এরূপভাবে যে আমাকে জানে, সেও কর্মসমূহদ্বারা আবদ্ধ হয় না; আমার নির্লেপের কারণ ও নিরহঙ্কারত্ব এবং নিস্পৃহত্বাদি যে অবগত আছে, তাহারও অহঙ্কারাদির হ্রাস হয় ॥ ১৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুমুক্ষুগণও) এবং

(এই তত্ত্ব) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) কর্ম্ম (মদর্পিত কর্ম্ম) কৃতম্ (করিয়াছেন)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনকর্ত্তৃক) পূর্ব্বতরং (পূর্ব্বং পূর্ব্ব যুগে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) কুরু (অবলম্বন কর) ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—["যে যথা, মাম্" ইত্যাদি ৪টি শ্লোকদ্বারা ঈশ্বরের দৃষ্টিবৈষম্য পরিহার করিয়া এক্ষণে বিস্তারিতভাবে পূর্বোক্ত কর্মযোগ বলিবার জন্য প্রাচীন প্রথা স্মরণ করাইতেছেন—] এইরূপে (নিষ্কাম কর্মে বন্ধন হয় না) ইহা জানিয়া প্রাচীন মুমুক্ষুগণও চিত্তশুদ্ধ্যর্থ কর্ম করিয়াছেন। সেইহেতু তুমিও প্রাচীনগণের পূর্বযুগে আচরিত কর্মই প্রথমতঃ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—"যে যথা মাম্" ইত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিত্যেন কৃতং কর্ম্ম বন্ধকং ন' ভবতীত্যেবংজ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষ্বপি কৃতং তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—"যে যথা মাম্" ইত্যাদি ৪টি শ্লোকদ্বারা প্রসঙ্গক্রমে আপাততঃ ঈশ্বরের বৈষম্য পরিহার করিয়া এক্ষণে বিস্তারিতভাবে পূর্বোক্ত কর্মযোগ বলিবার জন্য প্রাচীন কথা স্মরণ করাইতেছেন—'এবম্' ইত্যাদি। 'অহঙ্কারাদিরহিত হইয়া কর্ম করিলে তাহাতে বন্ধন হয় না', এরূপ অবগত হইয়া জনকাদি পূর্ববর্তী মুমুক্ষুগণ সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব পূর্ব যুগান্তর-সমূহেও কর্ম করিয়াছেন, অতএব তুমিও প্রথমে কর্মই অনুষ্ঠান কর ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি?) কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্মই বা কি?) ইতি

(এই তত্ত্বনিরূপণে) কবয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হন), [অতঃ—অতএব] যৎ (যে বিষয়) জ্ঞাত্বা (অবগত হইলে) অশুভাৎ (অশুভ, অনর্থ হইতে) মোক্ষ্যসে (মোক্ষলাভ করিতে পার), তৎকর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমার নিকট) প্রবক্ষ্যামি (উপদেশ করিতেছি) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই কর্মানুষ্ঠানও তত্ত্বজ্ঞানীদিগের সহিত বিচার করিয়া করা কর্তব্য, কেবল লোকপরম্পরাগত বলিয়া করা উচিত নহে, তাহাই বলিতেছেন—] কোন্‌টি কর্ম, কোন্‌টি অকর্ম—এ বিষয়ে বিবেকিগণও বিমোহিত। অতএব যাহা জানিয়া তুমি অশুভ সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারিবে, সেই কর্ম আমি তোমাকে বলিতেছি ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোকপরম্পরা-মাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মকরণং, কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণং, ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, যতো যজ্জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই কর্মও তত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত বিচার করিয়া করা কর্তব্য, কেবল লোকপরম্পরাগত বলিয়া করা কর্তব্য নহে, তাহাই বলিতেছেন—'কিং কর্ম' ইত্যাদি। কোন্‌টি কর্ম? অর্থাৎ কীদৃশ কর্ম কর্তব্য? কোন্‌টি অকর্ম? অর্থাৎ কীদৃশ কর্ম অকর্তব্য? এতদ্বিষয়ে জ্ঞানিগণও মোহিত হন। সেইজন্য যাহা জানিলে অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান করিলে অমঙ্গল—সংসার হইতে 'মোক্ষ্যসে' মুক্ত হইবে, সেই কর্ম ও অকর্মের বিষয় তোমাকে আমি উত্তমরূপে বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যতত্ত্ব) বিকর্ম্মণঃ চ (বিকর্ম্মেরও) বোদ্ধবাম্‌ (জ্ঞাতব্যতত্ত্ব) অকর্ম্মণঃ চ (অকর্ম্মেরও)

বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যবিষয়) [অস্তি—আছে]; হি (যেহেতু) কৰ্ম্মণঃ (কৰ্ম্মের) গতিঃ (যথার্থতত্ত্ব) গহনা (অতিশয় দুর্ব্বিজ্ঞেয়) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, ইহা ত' লোকপ্রসিদ্ধই যে দেহব্যাপার-স্বরূপই কর্ম, আর দেহব্যাপারশূন্যতাই অকর্ম, তবে কেন বলিতেছ যে 'জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে বিমোহিত?'' ইহাতে বলিতেছেন—] কর্মের অর্থাৎ বিহিত কর্মের তত্ত্ব জানা আবশ্যক, বিকর্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্মের তত্ত্বও জানা প্রয়োজন এবং অকর্ম অর্থাৎ কর্মত্যাগের তত্ত্বও জ্ঞাতব্য, যেহেতু, কর্মের স্বরূপ অতি দুর্বিজ্ঞেয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—ননু লোকপ্রসিদ্ধমেব কৰ্ম্ম দেহাদি-ব্যাপারাত্মকং, অকৰ্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপাত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ—কৰ্ম্মণি ইতি। কৰ্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকৰ্ম্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকৰ্ম্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কৰ্ম্মণো গতির্গহনা, কৰ্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কৰ্ম্মাকৰ্ম্মবিকৰ্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, ইহা ত' লোকপ্রসিদ্ধ যে, দেহব্যাপারস্বরূপই কর্ম আর দেহব্যাপারশূন্যতাই অকর্ম, তবে কেন বলিতেছ যে, ''জ্ঞানীরাও ঐ বিষয়ে মোহিত?'' ইহাতে বলিতেছেন—'কর্মণঃ' ইত্যাদি। কর্মের বিহিতব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক; কিন্তু, কেবল লোকপ্রসিদ্ধ কর্মের নহে। অকর্মের—অবিহিতব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক, বিকর্মের—নিষিদ্ধব্যাপারেরও তত্ত্ব জানা আবশ্যক, যেহেতু কর্মের গতি দুর্বিজ্ঞেয়া, কর্ম—ইহা উপলক্ষণার্থ। কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম সকলের তত্ত্ব দুর্বিজ্ঞেয়, ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্যেদকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) কৰ্ম্মণি (কৰ্ম্মে) অকৰ্ম্ম (অকৰ্ম্ম), অকৰ্ম্মণি চ

(এবং অকর্ম্মে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) পশ্যেৎ (দর্শন করেন) সঃ (তিনিই) মনুষ্যেষু (মনুষ্যদিগের মধ্যে) বুদ্ধিমান্ (বুদ্ধিমান), সঃ (তিনিই) যুক্তঃ (যুক্ত) [চ—ও] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সম্পূর্ণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই কর্মসকলের তত্ত্ব যে দুর্বিজ্ঞেয় তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—] যিনি পরমেশ্বরারাধনারূপ কর্মকে অকর্ম অর্থাৎ বন্ধহেতু নয় এবং বিহিত কর্মের অননুষ্ঠানই কর্ম—এইরূপ দেখেন, তিনি মনুষ্যগণ-মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী ও সর্বকর্মের অনুষ্ঠাতা। অথবা যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির কর্মে আত্মার স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্যভাব দর্শন করেন এবং দুঃখভয়ে কর্মত্যাগরূপ অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই যুক্ত (যোগী) এবং সর্বকর্মকারী ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তদেব কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ, তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অকর্ম্মণি চ বিহিতকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ; মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, তং প্রস্তৌতি—স যুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদক-স্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ। তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎ প্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ, কৃতো বেদিতব্যঃ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা, কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব

যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ,—তদুক্তং, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা; য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্তাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই কর্মসকলের তত্ত্ব যে দুর্বিজ্ঞেয়, তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন—'কর্মণি' ইত্যাদি। পরমেশ্বরের আরাধনারূপ কর্মে—কর্মবিষয়ে অকর্ম—'ইহা কর্ম নহে' এরূপ যিনি জ্ঞান করেন, তাঁহার সেই কর্মজ্ঞানের হেতু হওয়ায় এবং বন্ধনের অভাববশতঃ অকর্মে—বিহিত কার্যের অকরণে, যিনি কর্ম দর্শন করেন অর্থাৎ যিনি উহাকে প্রত্যবায়োৎপাদক ও বন্ধনের কারণ জানিয়া কর্ম করেন, তিনি কর্মী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ এবং নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধি আছে বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ। ঐ কর্মকর্তাকে প্রশংসা করিতেছেন—তিনি যুক্ত—যোগী, কারণ সেই কর্মদ্বারা জ্ঞানযোগ প্রাপ্তি ঘটে। আর, তিনিই কৃৎস্ন—কর্মকর্তা; কেননা, সর্বতোভাবে সংপ্লুতোদকস্থানীয় সেই কর্মে সর্বকর্মফলের অন্তর্ভুক্তি আছে। এরূপে আরুরুক্ষুর কর্মযোগাধিকারাবস্থায় 'ন কর্মণামনারম্ভাৎ' ইত্যাদি দ্বারা উক্ত কর্মযোগই স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। তদ্বিস্তাররূপে এই প্রকরণের পুনরুক্তি কিছু দোষ নহে। ইহা দ্বারাই যোগারূঢ়াবস্থায় "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদি দ্বারা যে কর্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে, তদর্থেও প্রকরণ বিস্তার হইয়াছে, ইহাই জ্ঞাতব্য। যখন আরুরুক্ষু ব্যক্তির পক্ষেও কর্ম বন্ধনস্বরূপ হয় না, তখন আরূঢ় ব্যক্তির কিরূপে উহা বন্ধন হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোক সঙ্গত হয়। অথবা, কর্মে—দেহেন্দ্রিয়াদি-

ব্যাপারে বর্তমান থাকিলেও আত্মারও দেহাদিব্যতিরিক্ত অনুভবহেতু অকর্ম—স্বাভাবিক নৈষ্কর্ম্যই যিনি দর্শন করেন এবং জ্ঞানরহিত অকর্মে—দুঃখজনক-জ্ঞানে, কর্মত্যাগে, যিনি কর্ম দর্শন করেন; কারণ, প্রযত্নসাধ্য বলিয়া কর্মত্যাগ মিথ্যাচারমাত্র, তাহাই—"কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদি দ্বারা উক্ত হইয়াছে; যিনি এবম্ভূত (অকর্মে কর্ম ও কর্মে অকর্ম-দর্শনকারী) ব্যক্তি, তিনি সর্বমনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্—পণ্ডিত, তদ্বিষয়ে কারণ এই যে, তিনি [কৃৎস্নকর্মকৃৎ] কৃৎস্ন—সমস্ত, যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত আহারাদি কর্ম করিয়াও যুক্তই থাকেন অর্থাৎ নিজকে 'অকর্তা' জ্ঞানে সমাধিস্থ থাকেন। এই জন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে স্বভাববশতঃ কৃত্য কলঞ্জাদি (তাম্রকূটাদি) পানও দোষের নিমিত্ত হয় না। অজ্ঞব্যক্তি বিষয়ে রাগবশতঃ কার্য করে বলিয়া তাহাতে দোষের উদয় হয়, বিকর্মের তত্ত্বও নিরূপিত হইয়াছে, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮ ॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কাম-সঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (কাম-সংকল্পশূন্য) বুধাঃ (সুধীগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্মা) তং (সেই ব্যক্তিকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলেন) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—["কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" এই পূর্ব শ্লোকের, শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা সে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই পাঁচটি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] যাহার সকল কর্মই কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত, সেই জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্মা ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিদ্গণ পণ্ডিত বলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি

সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি—কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুর্যতস্তৈ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং, আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—''কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ'' এই পুর্ব শ্লোকের শ্রুতির অর্থ ও অর্থাপত্তিদ্বারা যে অর্থদ্বয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই পাঁচটি শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—''যস্য'' ইত্যাদি। [সমারম্ভ সকল] সম্যগ্ আরব্ধ হয় ইহারা, অতএব সমারম্ভ অর্থাৎ কর্মসকল। [কাম] কামনা করা হয় ইহাকে অর্থাৎ ফল। যাঁহার কর্মসকল [কামসঙ্কল্পবর্জিত]—ফলসঙ্কল্পদ্বারা বর্জিত তাঁহাকে পণ্ডিত বলা হয়। সেস্থলে কারণ এই যে, সেই সকল সমারম্ভদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে [জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাকে]—উদিত-জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ—অকর্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে কর্মসমূহ যাঁহার তাহাকে [বুধগণ পণ্ডিত বলেন।] যোগারূঢ়বস্থায় কাম অর্থাৎ ফলপ্রাপ্তিবিষয়ক কামনা, সেই ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত 'ইহা কর্তব্য' এই জ্ঞানে কর্তব্যবিষয়ক সঙ্কল্প, তদুভয়দ্বারা বর্জিত। শেষাংশ স্পষ্ট ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

অন্বয়ঃ—[যঃ—যিনি] কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্ম ও ফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত) [অতএব] নিরাশ্রয়ঃ [সন্] (যোগক্ষেমের আশ্রয় শূন্য হইয়া) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (সমস্তকর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিৎ এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও বলিতেছেন—] যিনি কর্মে ও তাহার ফলে

আসক্তি ত্যাগ করিয়া নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্রয় অর্থাৎ যোগক্ষেমার্থচেষ্টারহিত, তিনি সর্বতোভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগ-ক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ এবম্ভূতো যঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "ত্যক্ত্বা" ইত্যাদি। [কর্মফলাসঙ্গ] কর্মে ও তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া [নিত্যতৃপ্ত]—নিত্য নিজানন্দে তৃপ্ত, অতএব [নিরাশ্রয়]—যোগক্ষেমের নিমিত্ত আশ্রয়ণীয় বস্তুরহিত, যিনি এবম্ভূত তিনি স্বাভাবিক— বিহিতকর্মে সর্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না। তাঁহার কর্ম অকর্মত্ব লাভ করে, ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

অন্বয়ঃ—[সঃ—তিনি] নিরাশীঃ (নিষ্কাম), ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (সমস্তপরিগ্রহশূন্য), কেবলং (কেবল) শারীরং (শরীরযাত্রার নিমিত্ত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) কিল্বিষং (পাপ অথবা বন্ধন) ন আপ্নোতি (লাভ করেন না) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] তিনি কেবলমাত্র শরীররক্ষার্থে কর্ম করিয়াও কামনাশূন্য, সংযতচিত্ত ও সংযতশরীর হইয়া এবং সকলপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া বন্ধন বা দোষপ্রাপ্ত হন না ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শরীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন

প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদিকর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥২১॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "নিরাশীঃ" ইত্যাদি। [নিরাশীঃ]—যাহা হইতে আশিস্‌সকল—কামনাসকল নির্গত (বিগত) হইয়াছে, [যতচিত্তাত্মা] যত—সংযত চিত্ত ও আত্মা—শরীর যাঁহার, [ত্যক্তসর্বপরিগ্রহ]—যৎকর্তৃক সমস্ত পরিগ্রহ ত্যক্ত হইয়াছে তিনি; শারীর—শরীরযাত্রা নিষ্পাদ্য; (তাদৃশ ব্যক্তি) কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিত কর্ম করিয়াও কিল্বিষ—বন্ধন প্রাপ্ত হন না। যোগারূঢ় ব্যক্তি কেবল শরীরযাত্রা নির্বাহের উপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদি কার্য করিয়াও কিল্বিষ—বিহিত কর্মের অকরণনিমিত্ত দোষ লাভ করেন না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (বিনা প্রার্থনায় লব্ধদ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অবশীভূত), বিমৎসরঃ (মৎসরতারহিত) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (কার্য্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমবুদ্ধিবিশিষ্ট) [জনঃ—ব্যক্তি] [কর্ম্ম—কর্ম্ম] কৃত্বা অপি (অনুষ্ঠান করিলেও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনপ্রাপ্ত হন না) ॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও বলিতেছেন যে,] যিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না, মাৎসর্যকে দূর করেন এবং কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন, তিনি যে কর্মই করুন তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল

ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, বলিতেছেন—"যদৃচ্ছালাভ" ইত্যাদি [যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট] অপ্রার্থিতভাবে উপস্থিত লাভ—[যদৃচ্ছালাভ, তদ্দ্বারা সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত] দ্বন্দ্বসকল—শীতোষ্ণাদির অতীত অর্থাৎ তাহাদিগকে অতিক্রমকারী—তাহাদিগের সহনশীল। বিমৎসর—নির্বৈর, যদৃচ্ছালব্ধ বস্তুরও সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সম—হর্ষ-বিষাদরহিত। যিনি এরূপ তিনি পূর্ব ও পরবর্তিনী অবস্থাদ্বয়ের (আরুরুক্ষু ও আরূঢ়) যথাযথভাবে বিহিত বা স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—গতসঙ্গস্য (নিঃসঙ্গ), মুক্তস্য (মুক্ত), জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত পুরুষের) যজ্ঞায় (পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থ) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আচরতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমুদয়) কর্ম্ম (কর্ম্ম) প্রবিলীয়তে (প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত পুরুষ যজ্ঞের জন্য যে কর্ম আচরণ করেন, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সংস্কারজনিত ফলের হেতু হয় না ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে, আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থং ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "গত" ইত্যাদি। গতসঙ্গ ব্যক্তির—নিষ্কাম পুরুষের, [মুক্তের]—রাগদ্বেষাদি হইতে মুক্তজনের, [জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত]—জ্ঞানে অবস্থিত চিত্ত যাঁহার, যজ্ঞের নিমিত্ত—পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য, কর্ম-আচরণকারীর সমগ্র বাসনা সহিত কর্ম প্রলীন হয়—অকর্মভাব লাভ করে, আরূঢ়যোগীর পক্ষে যজ্ঞের নিমিত্ত—যজ্ঞরক্ষণের জন্য [কর্মাচারীর]—লোকের স্বধর্ম-শিক্ষা-দানের জন্য কর্ম-আচরণকারীর, ইহাই অর্থ ॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ ব্রহ্ম), হবিঃ ব্রহ্ম (ঘৃতাদিও ব্রহ্ম), ব্রহ্মণা (যজ্ঞকর্ত্তা হোতৃকর্ত্তৃক) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) হুতং (হোমও) ব্রহ্ম (ব্রহ্ম), তেন (সেই ব্যক্তিকর্ত্তৃক) ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা (কর্ম্মাত্মক ব্রহ্মে চিত্তের একাগ্রতা যাঁহার তৎকর্ত্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য) ॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[সেইরূপে পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম তাহা জ্ঞানের হেতু বলিয়া তাহাতে বন্ধন হয় না, অতএব তাহা অকর্ম হইল। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব নাই—এই বোধে কর্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁহার নিত্য দেহরক্ষার্থ কর্মসকলও অকর্মই হয়, ইহাই "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে আরূঢ় অবস্থায় কর্মে ও তাঁহার অঙ্গে ব্রহ্মই সতত অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকলপ্রকার কর্মই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন—] অর্পণ (স্রুব প্রভৃতি) ব্রহ্ম, ঘৃত ব্রহ্ম, হোতা ব্রহ্ম, তৎকর্তৃক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হোমও ব্রহ্ম অর্থাৎ এই সকলে যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। এবম্বিধ ব্রহ্মাত্মক কর্মে যাঁহার চিত্ত একাগ্রতাবিশিষ্ট তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞান হেতুত্বেন

বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব; আরূঢ়াবস্থায়ান্ত অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ—ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেইরূপে পরমেশ্বরের আরাধনারূপ যে কর্ম, তাহা জ্ঞান জন্মাইবার কারণ বলিয়া তাহাতে বন্ধন হয় না, অতএব তাহা অকর্মই হইল। জ্ঞানারূঢ় অবস্থায় আত্মার কর্তৃত্ব নাই—এই বোধে কর্তৃত্বাভিমান বাধিত হওয়ায় তাঁহার দেহরক্ষার্থ স্বাভাবিক নিত্যকর্মসকলও অকর্মই হয়, ইহাই "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এক্ষণে (আরূঢ়াবস্থায়) কর্মে ও তাহার অঙ্গে ব্রহ্মই অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা দেখিতে পাইয়া তাঁহার সকল প্রকার কর্মই বিলীন হইয়া যায়, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছেন—"ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি। অর্পিত হয় ইহার দ্বারা, অতএব অর্পণ, যথা—স্রুবাদি, তাহাও ব্রহ্মই, অর্প্যমাণ হবিঃ—ঘৃতাদিও ব্রহ্মই, ব্রহ্মই অগ্নি, তাহাতে ব্রহ্মরূপ হোতৃকর্তৃ হুত হইতেছে, অর্থাৎ হোম ও অগ্নি, কর্তা ও ক্রিয়া সকলই ব্রহ্ম। এরূপে কর্মাত্মাক ব্রহ্মে যাঁহার চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধি, তৎকর্তৃক গন্তব্য—প্রাপ্য, কিন্তু অন্যফল প্রাপ্য নহে, ইহাই অর্থ ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে (অন্য) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং

(দৈবযজ্ঞই) পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন); অপরে [যোগিনঃ] (অন্য জ্ঞানযোগীরা) ব্রহ্মাগ্নৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞরূপ উপায় দ্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্ম্মের বিলয় সাধন করেন) ॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[এই প্রকারে যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান, সকলপ্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেইহেতু সকল যজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভে উপায়স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা "দৈবম্" ইত্যাদি ৮টি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] অপর কর্মযোগিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজারূপ দৈবযজ্ঞই অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু অপর কতিপয় জ্ঞানযোগী—ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মসকলের আহুতি প্রদান করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায় প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারি-ভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ,—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং। তং দৈবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদ্যুক্ত-প্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই প্রকারে যজ্ঞরূপে সম্পাদিত সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞান সকলপ্রকার যজ্ঞাদি উপায়েই লভ্য, সেই হেতু সকল যজ্ঞ হইতে ব্রহ্মজ্ঞান শ্রেষ্ঠ, ইহাই বিশেষভাবে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অধিকারিভেদে জ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ বহু যজ্ঞের কথা "দৈবম্" ইত্যাদি ৮টি শ্লোকদ্বারা

বলিতেছেন। [দৈব]—ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতা পূজিত হন যাহাতে। 'এব'-কারে (শব্দে) ইন্দ্রাদিতে ব্রহ্মবুদ্ধিশূন্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে এইরূপ অপর—কর্ম্মযোগিগণ দৈবযজ্ঞের প্রকৃষ্ট উপাসনা করেন—শ্রদ্ধার সহিত উহা অনুষ্ঠান করেন। অন্য কেহ কেহ—জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে কেবল যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারা "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি কথিত প্রকারে যজ্ঞে আহুতি দান করেন অর্থাৎ যজ্ঞাদি সমস্ত কর্ম প্রকৃষ্টরূপে লুপ্ত করেন। ইহাই সেই জ্ঞানযজ্ঞ ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যে (অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে) জুহ্বতি (হোম করেন); অন্যে (অপর কেহ কেহ—স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহিসকল) ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে) শব্দাদীন (শব্দাদি) বিষয়ান্ (বিষয়সকলকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করিয়া থাকেন) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সকল আহুতি প্রদান করেন। অপরে (গৃহস্থগণ) শব্দাদি বিষয়সকল ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযম-রূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযম-প্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগ-সময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—"শ্রোত্রাদীনি" ইত্যাদি। অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিগণ সেই সেই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আহুতি

দান করেন—প্রলীন করেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে নিরোধ করিয়া সংযমপ্রধান হইয়া অবস্থান করেন। অপরে—গৃহস্থগণ ইন্দ্রিয়গণরূপ অগ্নিসমূহে শব্দাদি আহুতি দান করেন অর্থাৎ বিষয়ভোগসময়েও অন্যসক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক অগ্নিরূপে চিন্তিত ইন্দ্রিয়সকলে ঘৃতরূপে ভাবিত শব্দাদি বিষয়সমূহ আহুতিরূপে নিক্ষেপ করেন, ইহাই অর্থ ॥২৬॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—অপরে (অন্য কেহ কেহ—ধ্যানযোগিগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানপ্রদীপ্ত) আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ (পরমাত্মধ্যানরূপ যোগাগ্নিতে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (ইন্দ্রিয়কর্ম্ম) প্রাণকর্ম্মাণি চ (এবং প্রাণকর্ম্ম) জুহ্বতি (হোম করেন) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—অপর ধ্যাননিষ্ঠগণ ধ্যেয় বিষয় সম্যগ্ জানিয়া আত্মাতে চিত্তসংযমরূপ যোগাগ্নিতে সকল ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আহুতি দেন ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি—প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোনয়নং, ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিত-পীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধনয়নং, "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়।" ইত্যেবংরূপাণি জুহ্বতি; আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং স এব যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "সর্বাণি" ইত্যাদি। অপরে—ধ্যাননিষ্ঠগণ, [ইন্দ্রিয়কর্মসকল]—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের—শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম—শ্রবণদর্শনাদি এবং বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্মেন্দ্রিয়সমূহের বচন-উপাদানাদি কর্মসকল, [প্রাণ-কর্মসকল]—দশ প্রাণের কর্মসকল, যথা—প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোগমন, ব্যানের আকুঞ্চন-প্রসারণাদি (শ্বাস-প্রশ্বাসাদি), সমানের ভক্ষিত ও পীত পদার্থের সমুন্নয়ন, উদানের উর্দ্ধনয়ন। "উদ্‌গারে নাগ নামক বায়ু প্রসিদ্ধ, উন্মীলনে কূর্ম কথিত, ক্ষুৎকর বায়ুকে কৃকর বলিয়া জানিবে, বিজৃম্ভণে (হাইতোলাকালে) বায়ু দেবদত্ত নামে কথিত। সর্বব্যাপী ধনঞ্জয়নামক বায়ু মৃত-ব্যক্তিকেও পরিত্যাগ করে না।" এবম্বিধ প্রাণবায়ুসকলকে আহুতি দান করে। [আত্মসংযমযোগাগ্নিতে]—আত্মাতে সংযম—ধ্যানে একাগ্রতা, তাহাই যোগ তদ্রূপ অগ্নি তাহাতে, [জ্ঞানদীপিত]—জ্ঞানদ্বারা ধ্যেয়বিষয়দ্বারা দীপিত প্রজ্বলিত হইলে তাহাতে ধ্যেয় বস্তুকে সম্যক্ অবগত হইয়া তাহাতে মনঃ সংযত করিয়া সকল কর্ম উপরত করেন, ইহাই অর্থ ॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞশীল), [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞাঃ (তপোরূপ যজ্ঞশীল); [কেচিৎ—কেহ কেহ?] যোগযজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞকারী) তথা (এবং) অপরে (অন্য কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [এতে—এই চতুর্ব্বিধ] যতয়ঃ (যতিগণ) সংশিতব্রতাঃ (তীক্ষ্ণব্রত) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—কোন কোন ব্যক্তি দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞশীল, কেহ কেহ তপোরূপ যজ্ঞশীল, কেহ বা যোগরূপ যজ্ঞকারী, কেহ বা বেদাভ্যাসরূপ যজ্ঞপরায়ণ; কেহ বা জ্ঞানযজ্ঞানুষ্ঠাতা—ইহারা সকলে তীক্ষ্ণব্রত যতি ॥২৮॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তব এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, যদ্বা—বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি, দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণ কৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "দ্রব্যযজ্ঞাঃ" ইত্যাদি। দ্রব্যদানই যজ্ঞ যাহাদের, তাহারা দ্রব্যযজ্ঞ; কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপঃই যজ্ঞ যাঁহাদের, তাঁহারা তপোযজ্ঞ; চিত্তনিরোধলক্ষণ-সমাধিরূপ যে যোগ, তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের তাঁহারা যোগযজ্ঞ; স্বাধ্যায়—বেদ-শ্রবণমননাদিদ্বারা যে বেদার্থজ্ঞান তাহাই যজ্ঞ যাঁহাদের, তাঁহারা (স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞ), অথবা বেদপাঠযজ্ঞ ও বেদার্থজ্ঞানযজ্ঞ দুইপ্রকার। যতিগণ—প্রযত্নশীলগণ। [সংশিতব্রত] সম্যক্ শিত—নিশিত তীক্ষ্ণীকৃত ব্রত যাহাদের, তাহারা ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—তথা (তদ্রূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) অপানে (অপান বায়ুতে) [পূরকেণ—পূরককালে] প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহ্বতি (হোম করে), প্রাণাপানগতীঃ (প্রাণাপানের গতি) [কুম্ভকেন—কুম্ভকদ্বারা] রুদ্ধা (রোধ করিয়া) অপানং (অপানবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণে) জুহ্বতি (হোম করেন), [অনেন—এরূপে] প্রাণায়ামপরায়াণাঃ (প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন) অপরে (আর কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া) প্রাণেষু (প্রাণে) প্রাণান্ (প্রাণসকলকে) জুহ্বতি (আহুতিদান করেন) ॥২৯॥

মূল অনুবাদ—[আরও] কেহ কেহ [পূরকদ্বারা] অপান বায়ূতে

প্রাণের হোম করেন অর্থাৎ প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন [কুম্ভকদ্বারা] প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া [রেচককালে] প্রাণে অপানের হোম করেন; এইরূপে উহারা প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া থাকেন। কেহ কেহ আহার সঙ্কোচ অভ্যাস করিয়া প্রাণসকলকে প্রাণেই হোম করেন অর্থাৎ স্বয়ংই জীর্ণ ইন্দ্রিয়গুলিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তিসকল আহুতি দেন ॥২৯॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেম্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়-বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা ''অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে'' ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্ত্যমানয়োর্হংসঃ সোঽহ-মিত্যনূলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বম্পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, ''সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহমহং স ইতি চিন্তয়েৎ ॥'' ইতি 'প্রাণাপানগতী রুদ্ধা' ইত্যনেন শ্লোকেন; প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে, তস্যায়মর্থঃ—''দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জ্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥'' ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীতার্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে ''যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টিনাং স্থিরতা চ তথা তথা'' ইতি ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও ''অপানে'' ইত্যাদি। [যোগী] অপানে—

অধোবৃত্তিতে, প্রাণকে ঊর্ধ্ববৃত্তিকে পূরকদ্বারা হোম করেন। পূরককালে প্রাণকে অপানের সহিত একীভূত করেন, আবার কুম্ভকদ্বারা প্রাণ ও অপানের ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধ করিয়া রেচককালে প্রাণে অপানকে হোম করেন। এইরূপে অপর ব্যক্তিগণ পূরক-কুম্ভক-রেচক দ্বারা প্রাণায়ামপরায়ণ হন, ইহাই অর্থ। আরও ''অপরে'' ইত্যাদি। অন্য কেহ কেহ [নিয়তাহার]—আহার সঙ্কোচন অভ্যাস করিতে করিতে স্বয়ংই জীর্ণ হইতেছে এমন ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলয়কে আহুতি কল্পনা করেন, ইহাই অর্থ। অথবা ''অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে'' ইহাদ্বারা পূরক ও রেচককালে ''হংসঃ সোঽহম্'' অর্থাৎ 'আমি সেই' ও 'তিনিই আমি' এইরূপ অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে অভিব্যক্ত হইতেছেন এমন অজপা-মন্ত্রদ্বারা 'তত্ত্বং' পদার্থের ঐক্য পরস্পর ব্যতীহারদ্বারা ভাবনা করেন। যোগশাস্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—''প্রাণ সকারদ্বারা বাহিরে যায়, পুনরায় হকারদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করে। 'আমিই তিনি' ও 'তিনিই আমি' এরূপ চিন্তা করিবে।'' এইরূপে ''প্রাণাপানগতী রুদ্ধা'' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা প্রাণায়ামযজ্ঞ অপর ব্যক্তির কথা উক্ত হইয়াছে। তাহার এই অর্থ—'দেহের দুইভাগ অন্নদ্বারা ও একভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে। চতুর্থভাগ বায়ুর সঞ্চরণের নিমিত্ত রাখিয়া দিবে'—ইত্যাদি বচনানুসারে [নিয়তাহার]—নিয়ত হইয়াছে আহার (গ্রহণ) যাঁহাদের, তাঁহারা কুম্ভকদ্বারা প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করতঃ প্রাণসংযমনপরায়ণ হইয়া প্রাণসকলকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকলকে প্রাণে আহুতি দেন। কুম্ভকদ্বারা সমস্ত প্রাণবায়ু একীভূত হয়। (যোগী) তাহাতেই অর্থাৎ লীয়মান ইন্দ্রিয়সমূহে হোম করিয়া থাকেন। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—''নিরন্তর অভ্যাসবশতঃ যেই পরিমাণে মনের স্থিরতা সাধিত হয়, সেই পরিমাণে বায়ু, বাক্, কায় ও দৃষ্টির স্থিরতা লাভ হয়'' ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—এতে সর্ব্বে অপি (ইহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞতত্ত্ববিৎ), যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ), যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করতঃ) সনাতনং (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকেই) যান্তি (লাভ করেন) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে উক্ত দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞবিদ্গণের ফল বলিতেছেন—] ইঁহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ। ইঁহারা যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ হইয়া যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করতঃ অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন। ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে, যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিতং ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এক্ষণে সেই উক্ত দ্বাদশপ্রকার যজ্ঞবিদ্গণের ফল বলিতেছেন—"সর্বেঽপ্যেতে" ইত্যাদি। যজ্ঞসমূহ 'বিন্দন্তি' লাভ করেন, অতএব যজ্ঞবিদ্গণ—যজ্ঞজ্ঞগণ। অথবা [যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষা]—যজ্ঞদ্বারা ক্ষয়িত—নাশপ্রাপ্ত হইয়াছে কল্মষ যাঁহাদিগ-কর্ত্তৃক তাঁহারা; [যজ্ঞশিষ্টামৃতভুক্] যাঁহারা যজ্ঞ করিয়া অবশেষে অমৃতরূপ অনিষিদ্ধ অন্ন ভক্ষণ করেন। এইরূপ আচরণকারিগণ ব্রহ্মজ্ঞানদ্বার-মধ্য দিয়া সনাতন—নিত্য তত্ত্বকে লাভ করেন। ॥ ৩০ ॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুসত্তম! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠান-

বিহীন ব্যক্তির) অয়ং (ইহ) লোকঃ (লোক) ন [অস্তি] (নাই); অন্যঃ [লোক] (অপর স্বর্গলোক) কুতঃ (কিরূপে লাভ হইবে?) ॥ ৩১ ॥

মূল অনুবাদ—[যজ্ঞ না করিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—] হে কুরুসত্তম অর্জুন! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোকই সম্ভব হয় না, তখন পরলোক কিরূপে সম্ভব হইবে? ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্য-লোকঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যজ্ঞ না করিলে যে দোষ হয়, তাহা বলিতেছেন—"নায়ম্" ইত্যাদি। অযজ্ঞের—যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারীর অল্পসুখদায়ক এই মনুষ্যলোকই নাই, বহু সুখদায়ক পরলোক কিরূপে লাভ হইবে? অতএব, সর্বপ্রকারে যজ্ঞসকল কর্তব্য, ইহাই অর্থ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদমুখে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততাঃ (বর্ণিত হইয়াছে); [ত্বং—তুমি] তান্ সর্ব্বান্ (তৎসমস্ত) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজনিত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে), এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে) ॥ ৩২ ॥

মূল অনুবাদ—[জ্ঞানের প্রশংসার নিমিত্ত যে যজ্ঞসকলের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন—] এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদে বিহিত হইয়াছে। ইহাদের সকলকেই কর্মজ (বাক্য, মনঃ, কায় ও কর্ম হইতে জাত) বলিয়া জানিবে। এইরূপে কর্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধ ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুবাদ—জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা করিবার নিমিত্ত "এবং বহুবিধাঃ" ইত্যাদিদ্বারা পূর্বোক্ত যজ্ঞসকলের উপসংহার করিতেছেন। ব্রহ্মের—বেদের মুখে বিতত অর্থাৎ বেদকর্তৃক সাক্ষাৎ বিহিত। তথাপি সেই সমুদয়কে বাক্-মনঃ-কায়-কর্ম হইতে জাত ও আত্মস্বরূপস্পর্শরহিত বলিয়া 'বিদ্ধি'—অবগত হও; যেহেতু আত্মা কর্মের অগোচর অর্থাৎ কর্মাধীন নহে। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার হইতে বিশেষভাবে মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্‌জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ পার্থ! (হে পরন্তপ! পার্থ!) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যময়) যজ্ঞাৎ (কর্ম্মযজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)! [যতঃ—যেহেতু] অখিলং (ফলসহিত) সর্ব্ব কর্ম্ম (সমুদয় কর্ম্ম) জ্ঞানে (জ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে) ॥ ৩৩ ॥

মূল অনুবাদ—[কর্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ তাহাই বলিতেছেন—] হে পরন্তপ ! হে পার্থ ! দ্রব্যময় যজ্ঞ (কর্মযজ্ঞ) অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু, ফলসহিত সমুদয় কর্মই জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—কর্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াৎ অনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ; যদ্যপি জ্ঞান-

যজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ—সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভব-তীত্যর্থঃ—"সর্ব্বং তদভি সমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—কর্মযজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"শ্রেয়ান্" ইত্যাদি। দ্রব্যময়—অনাত্মব্যাপারের হেতুরূপ দৈবাদি যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ 'শ্রেয়ান্'—শ্রেষ্ঠ; যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞের মনোব্যাপারাধীনত্ব আছে, তথাপি তাহা আত্মস্বরূপসম্বন্ধি জ্ঞানের ফলে অভিব্যক্তি লাভ করে, অতএব তাহা কেবল অনাত্মব্যাপারের হেতুরূপ নহে, ইহাই—দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে বিশেষত্ব। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এই—সমস্ত কর্ম অখিল—ফলসহিত জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় অর্থাৎ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। শ্রুতি বলেন—"প্রজাগণ যাহা কিছু সৎ কার্য করেন, তাহা সম বা ব্রহ্মজ্ঞানাভিমুখী হয়" ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রণিপাতেন (তত্ত্ববিদ্ গুরুদেবের নিকট প্রণতি), পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্ন), সেবয়া (ও শুশ্রূষাদ্বারা) তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) বিদ্ধি (অবগত হও), তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ দিবেন) ॥ ৩৪ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত প্রকার আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন—] তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুদিগকে প্রণিপাতপূর্বক ও অকৃত্রিমভাবে সেবা করতঃ সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা তোমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ, জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ ততঃ পরিপ্রশ্নেন "কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে" ইতি মনঃ পরিপ্রশ্নেন সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অপরোক্ষানুভব-সম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—এবম্ভূত আত্মজ্ঞানের সাধন বলিতেছেন—"তদ্" ইত্যাদি। তাহা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান 'বিদ্ধি' জান অর্থাৎ প্রাপ্ত হও। কি উপায়ে তাহা বলিতেছেন—জ্ঞানিগণের নিকট প্রণিপাত—দণ্ডবৎ নমস্কার দ্বারা, অতঃপর পরিপ্রশ্নদ্বারা, যথা—কেন আমার সংসারবন্ধন হইল? কিরূপে ইহা দূর হইবে? এরূপ আন্তরিক পরিপ্রশ্নদ্বারা এবং সেবাদ্বারা—গুরুশুশ্রূষাদ্বারা। জ্ঞানিগণ—শাস্ত্রজ্ঞগণ, তত্ত্বদর্শিগণ, অপরোক্ষানুভবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ 'তে'—তোমাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যৎ (যে তত্ত্বজ্ঞান) জ্ঞাত্বা (লাভ করিলে) পুনঃ (পুনরায়) এবং (এরূপ) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে না); যেন (যদ্দ্বারা) অশেষাণি (নিখিল) ভূতানি (ভূতগণকে) আত্মনি (স্বীয় আত্মাতে) অথ (পরে) ময়ি (আমাতে—পরমাত্মাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে) ॥ ৩৫ ॥

মূল অনুবাদ—[জ্ঞানের ফল বলিতেছেন—] হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান লাভ করিলে আর বন্ধুবান্ধবাদির জন্য মোহে অভিভূত হইতে হইবে না এবং যদ্দ্বারা ভূতসমূহকে অভিন্নভাবে স্বীয় আত্মাতে ও পরে অভিন্নরূপে আমাতে দর্শন করিবে ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানফলমাহ—যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যে-বাভেদেন দ্রক্ষ্যসি; অথো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—"যজ্জ্ঞাত্বা" ইত্যাদি সাড়ে তিনটি শ্লোকদ্বারা জ্ঞানফল বলিতেছেন—সেই জ্ঞান জানিলে—লাভ করিলে পুনর্বার বন্ধুবধাদিনিমিত্ত মোহ প্রাপ্ত হইবে না; তদ্বিষয়ে কারণ এই—যেই জ্ঞান লাভ করিলে স্বীয় অবিদ্যাজনিত পিতৃপুত্রাদি অশেষ জীবগণকে অভেদরূপে আত্মাতেই দর্শন করিবে; অথো—অনন্তর, আত্মাকে আমাতে—পরমাত্মাতে অভেদরূপে দর্শন করিবে, ইহাই অর্থ ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—চেৎ (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অধিকতর পাপী) অসি (হও), [তথাপি] সর্ব্বং (সমস্ত) বৃজিনং (পাপরূপ সমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন (জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা) সন্তরিষ্যসি (অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে) ॥ ৩৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] যদি তুমি সকল পাপী অপেক্ষা অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সেই পাপসমুদ্র হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "অপিচেৎ" ইত্যাদি। সকল পাপকারিগণ হইতে যদিও তুমি অত্যন্ত পাপকারী হও, তথাপি সমস্ত পাপরূপ সমুদ্র জ্ঞানপ্লব —জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা সম্যগ্‌ভাবে—অনায়াসে উত্তীর্ণ হইবে ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যথা (যেরূপ) সমিদ্ধঃ (প্রজ্বলিত) অগ্নিঃ (অগ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহ) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানাগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্মকে) ভস্মসাৎ (ভস্মসাৎ) কুরুতে (করিয়া থাকে) ॥ ৩৭ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বশ্লোকে যে বলা হইয়াছে তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভেলাদ্বারা পাপসমুদ্র পার হওয়া যায়, তাহাতে পাপের নাশ হয় না—এইরূপ ভ্রান্তির নিরসন কবিবার জন্য এক্ষণে দৃষ্টান্তের সাহায্যে বলিতেছেন—] হে অর্জুন! যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশি ভস্ম করে, সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্মই ভস্মীভূত করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং, ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞান স্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্ম-ফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—[জ্ঞানদ্বারা]—সমুদ্ররূপে কল্পিত পাপের অতিক্রম হয়, কিন্তু তাহার নাশ হয় না—এইরূপ ভ্রম দৃষ্টান্তদ্বারা বারণপূর্বক বলিতেছেন—"যথৈধাংসি" ইত্যাদি যেরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিঃ 'এধঃ'—কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্নি প্রারব্ধকর্মফল ব্যতীত সমুদয় কর্ম ভস্মীভূত করে, ইহাই অর্থ ॥ ৩৭ ॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের তুল্য) পবিত্রং (শুদ্ধিকর) ন হি বিদ্যতে (আর কিছু নাই)। তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) কালেন (কালক্রমে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) আত্মনি (স্বীয় অন্তঃকরণে) স্বয়ং (আপনিই) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥ ৩৮ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার হেতু বলিতেছেন—] ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র (চিত্তশুদ্ধিকর) আর কিছুই নাই। কর্মযোগে সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যথাসময়ে স্বীয় অন্তঃকরণে আপনিই তাহা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতুমাহ—নহীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপো-যোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব কিংনাভ্যস্যন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে, ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—"নহি" ইত্যাদি। ইহাতে—তপোযোগাদিমধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র—শুদ্ধিকর বস্তু নাই। তাহা হইলে সকল লোকই কেন আত্মজ্ঞানেরই অভ্যাস করেন না? তদুত্তরে "তৎ স্বয়ং" ইত্যাদি দেড়টি শ্লোকে বলিতেছেন। দীর্ঘকালে কর্মযোগদ্বারা সংসিদ্ধ—যোগ্যতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহা—আত্মবিষয়ে স্বয়ং অনায়াসে লাভ করেন। কিন্তু কর্মযোগ ব্যতীত নহে, ইহা জ্ঞাতব্য ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতেন্দ্রিয়) শ্রদ্ধাবান্

(শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধা (লাভকারী) অচিরেণ (অতিশীঘ্র) পরাং শান্তিম্ (পরা শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ৩৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করেন এবং তদ্দ্বারা অচিরেই মোক্ষরূপ পরা শান্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্য-বুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ, শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "শ্রদ্ধাবান্" ইত্যাদি। শ্রদ্ধাবান্—গুরূপদিষ্ট বিষয়ে আস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত, তৎপর—তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি সেই জ্ঞান লাভ করেন, অন্যে নহে। অতএব শ্রদ্ধাদিসম্পত্তিদ্বারা জ্ঞান লাভের পূর্বে আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কর্মযোগই অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানলাভের পর কর্মযোগের কোনও আবশ্যকতা নাই, তজ্জন্য বলিতেছেন—জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (অজ্ঞ), অশ্রদ্দধান (অশ্রদ্দধান) সংশয়াত্মা চ (ও সংশয়াত্মা) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াত্মা ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন [অস্তি] (নাই), ন চ পরঃ (পরলোকও নাই), ন চ সুখম্ অস্তি (বৈষয়িক সুখও নাই) ॥ ৪০ ॥

মূল অনুবাদ—[জ্ঞানের অধিকারীর কথা বলিয়া এক্ষণে তাহাদের বিপরীত অনধিকারীর বিষয় বলিতেছেন—] অজ্ঞ (গুরূপদেশানভিজ্ঞ), শ্রদ্ধাশূন্য ও সংশয়াত্মার বিনাশ হয়। সংশয়াত্মার ইহলোক নাই, পরলোক নাই, এমন কি বৈষয়িক সুখও নাই ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং, 'মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি' সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থাদ্ ভ্রশ্যতি এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুবাদ—জ্ঞানাধিকারীর কথা বলিয়া তদ্বিপরীত অনধিকারীর কথা বলিতেছেন—"অজ্ঞশ্চ" ইত্যাদি। অজ্ঞ—গুরুদেবের উপদিষ্ট অর্থে অনভিজ্ঞ, কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞান লাভ হইলেও তাহাতে অশ্রদ্দধান অর্থাৎ শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইলেও 'আমার ইহা সিদ্ধ হইবে কিনা'? এরূপ সংশয়াক্রান্তচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়—স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এই তিন জনের মধ্যে সংশয়াত্মা সর্বথা বিনষ্ট হয়, কারণ, উহার ইহলোক নাই, যেহেতু সে ধনার্জন ও বিবাহাদি করিতে পারে না। আবার তাহার পরলোকও নাই; কারণ, সে ধর্মকর্ম কিছুই সম্পন্ন করিতে পারিল না। আর সে সুখও লাভ করিতে পারে না, যেহেতু সংশয়বশতঃ ভোগও অসম্ভব ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং　জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যিনি যোগদ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন) জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ (এবং

আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহার সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়াছে) আত্মবন্তং (এরূপ আত্মবান্—অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

মূল অনুবাদ—[দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব ও পর ভূমিকাভেদে কর্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা উপসংহার করিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! যিনি নিষ্কাম কর্মযোগদ্বারা সমস্ত কর্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করেন, জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করেন, এরূপ আত্মবান্ অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে কোন কর্মই বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্ত্তা সংচ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুবাদ—দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে পূর্ব ও পর ভূমিকাভেদে কর্ম ও জ্ঞানরূপ যে দ্বিবিধ ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই "যোগ" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকদ্বারা উপসংহার করিতেছেন। [যোগসংন্যস্তকর্মাকে]—পরমেশ্বরারাধনরূপ যোগদ্বারা তাঁহাতে (পরমেশ্বরে) সংন্যস্ত—সমর্পিত হইয়াছে কর্মসকল যৎকর্তৃক, সেই পুরুষকে কর্মসমূহ স্ব-স্ব ফলদ্বারা আসক্ত করে না। অতএব [জ্ঞানসংস্থিন্নসংশয়]—আত্মবোধরূপ জ্ঞানদ্বারা সম্যক্ ছিন্ন হইয়াছে দেহাদিতে অহংবুদ্ধিরূপ সংশয় যাঁহার, সেই আত্মবান্—প্রমাদহীন ব্যক্তিকে লোকসংগ্রহার্থক ও স্বাভাবিক কর্মসমূহ বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো
নাম চতুর্থোধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—ভারত! (হে ভারত!) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আমার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানসম্ভূত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত) এনং (এই) সংশয়ং (সংশয়কে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানঅসি দ্বারা) ছিত্ত্বা (ছিন্ন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ) আতিষ্ঠ (অবলম্বন কর), উত্তিষ্ঠ [চ] (এবং যুদ্ধে উদ্যোগী হও) ॥৪২॥

মূল অনুবাদ—[সেই হেতু বলিতেছেন—] হে ভারত! আত্মজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা হৃদয়স্থিত অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে ছেদন কর এবং নিষ্কাম কর্মযোগ আশ্রয়পূর্বক যুদ্ধ কর ॥ ৪২ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদ বা
ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে
'জ্ঞানযোগ' নামক চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীধরঃ—তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত ইতি ক্ষত্রিয়ত্বেন, যুদ্ধস্য ধর্ম্মাত্মত্বং দর্শিতম্ ॥ ৪২ ॥

পুমবস্থাদিভেদেন কর্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংহিদম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়ং সুবোধিন্যাং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—"তস্মাদজ্ঞান" ইত্যাদি। যেহেতু এরূপ, সেহেতু নিজের অজ্ঞান হইতে সম্ভূত হৃদয়স্থিত শোকাদিজনিত এই সংশয়কে দেহাত্ম-বিবেকজ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদনপূর্বক কর্মযোগ 'আতিষ্ঠ'—আশ্রয় কর। তাহাতে প্রথমে প্রস্তাবিত যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থান কর। 'হে ভারত!' ইহাদ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব-নির্দেশ হয় বলিয়া যুদ্ধের ধর্মসঙ্গতত্ব দর্শিত হইল ॥ ৪২ ॥

যিনি জীবের অধিকারাদিভেদে কর্ম ও জ্ঞানময়ী দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন, সংশয়চ্ছেদনকারী সেই শ্রীকৃষ্ণকে আমি বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামীকৃতটীকা সুবোধিনীতে
'জ্ঞানযোগ' নাম চতুর্থ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

মনু—(১) স্বায়ম্ভুব, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুষ, (৭) বৈবস্বত, (৮) সাবর্ণি, (৯) দক্ষ-সাবর্ণি, (১০) ব্রহ্ম-সাবর্ণি, (১১) ধর্ম-সারর্ণি, (১২) রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), (১৩) রৌচ্য (দেবসাবর্ণি), (১৪) ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দশ মনু। ইঁহাদিগের মধ্যে ছয়জন মনু অতীত হইয়াছেন। 'বৈবস্বত' নামক সপ্তম মনু এখন বর্তমান। এই বৈবস্বত মনু 'সূর্যের পুত্র'। প্রত্যেক মনুর ভোগকাল একাত্তর মহাযুগ। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণবর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিন গুণ—ত্রেতা এবং চতুর্গুণ—সত্য। সুতরাং সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৪৩২০০০ সৌরবর্ষ। এই মহাযুগকে দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর; চতুর্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিবস ॥ ১ ॥

ইক্ষ্বাকু—বৈবস্বত মনুর পুত্র, শ্রদ্ধার গর্ভসম্ভূত। ইনি 'সূর্যবংশীয় প্রথম রাজা' বলিয়া প্রথিত। 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে ইনি মনুর নাসিকা হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ১ ॥

অবতার—প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রাকৃত বৈভবে অবতরণকে 'অবতার' বলে। শ্রীমদ্ভাগবতে বাইশটি অবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন কারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,—(১) নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি—ইঁহারা ঐশ্বর্যের প্রকাশক অবতার; (২) নারদ, ব্যাস ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্মসমূহের প্রকাশক অবতার; (৩) রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী ও বামন—ইঁহারা 'শ্রী' অর্থাৎ সৌন্দর্যপ্রধান অবতার; (৪) দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞানপ্রদর্শক অবতার; (৫) নারায়ণ, নর ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য ও মাধুর্যের মহানিধি এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভূত আছে। অবতারী কৃষ্ণের অসংখ্যপ্রকার অবতার হইলেও তাহা প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত (১) পুরুষাবতার, (২) গুণাবতার, (৩) লীলাবতার, (৪) মন্বন্তরাবতার, (৫) যুগাবতার ও (৬) শক্ত্যাবেশাবতার।

অবতারসমূহের সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ—শতপথ ব্রাহ্মণ (১।৮।১।২-১০) মৎস্যাবতার; তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১।২৩।১) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (৭।৪।৩।৫) কূর্ম্মাবতার; তৈত্তিরীয় সংহিতা (৭।১।৫।১), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (১।১।৩।৫) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১৪।১।২।১১) বরাহাবতার; ঋক্‌সংহিতা (১।২২।১৭) ও শতপথ ব্রাহ্মণ (১।২।৫।১-৭) বামনাবতার; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রামভার্গবেয়; ছান্দোগ্য (৩।১৭) দেবকীপুত্র ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১০।১।৬) বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ।

চতুর্ব্বেদশিখায়াম্—বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নোঽনিরুদ্ধোঽহং মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহো নৃসিংহো বামনো রামো রামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ কল্কিরহং শতধাহং সহস্রধাহং ইতোঽহমনন্তোঽহং নৈবৈতে জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব্ব এষ হ্যেতে পূর্ণা অজরা অমৃতা পরমাঃ পরানন্দা ইতি। তস্য হ বা এতস্য পরমস্য ত্রীণি রূপাণি কৃষ্ণো রামঃ কপিল ইতি, তস্য হ বা এতানি সর্ব্বাণি পূর্ণানিসর্ব্বাণ্যমিতানি সর্ব্বাণ্যসংমিতান্যথাবরাঃ সর্ব্বঃ এবাপূর্ণাঃ সর্ব্ব এব বদ্ধ্যন্তে চাথ মুচ্যন্তে চ কেচনেতি।

ঋগ্বেদের মন্ত্রে ত্রিবিক্রম অবতারের কথা কথিত হইয়াছে—"ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়মস্য পাংশুলে।" ত্রীণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্য অতো ধর্ম্মাণি ধার্য্যন্ ॥ ৭-৮ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। ভগবান্ অজ হইলে তাঁহার জন্মলীলা সম্ভব কিরূপে? (গীঃ ৪।৬)
২। ভগবানের জন্মলীলা কি মায়িক? (গীঃ ৪।৭)
৩। যুগাবতারের হেতু কি? (গীঃ ৪।৭-৮)
৪। ভগবানের জন্মে অপ্রাকৃত-বুদ্ধিকারীর গতি কি? (গীঃ ৪।৯)
৫। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য কি? (গীঃ ৪।১১-১২)
৬। দেবতান্তর-ভজনকারী ব্যক্তি ও ভগবানের ভক্তের মধ্যে তারতম্য কি? (গীঃ ৪।১২)
৭। কিভাবে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি হইয়াছে? (গীঃ ৪।১৩)
৮। ভগবান্ কি চাতুর্বর্ণ্যের কর্তা? (গীঃ ৪।১৩)
৯। পণ্ডিত কে? (গীঃ ৪।১৯)
১০। নিষ্কাম কর্মী কি পাপে লিপ্ত হন? (গীঃ ৪।২১)
১১। কি ভাবে যথার্থ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় এবং কিরূপ কর্মের দ্বারাই বা ব্রহ্মগতি হয়? (গীঃ ৪।২৪)
১২। কর্মযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ কেন? (গীঃ ৪।৩৩)
১৩। তত্ত্বদর্শীর নিকট জ্ঞানলাভের পদ্ধতি কি? (গীঃ ৪।৩৪)
১৪। পাপসমুদ্র হইতে সহজে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি? (গীঃ ৪।৩৬)
১৫। জ্ঞানলাভের অধিকারী কে? (গীঃ ৪।৩৯)
১৬। অজ্ঞ, অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মার গতি কি? (গীঃ ৪।৪০)

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে অর্জুনের কর্ম-সন্ন্যাস ও যোগ-সম্বন্ধে সংশয় ছেদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ জিতেন্দ্রিয় যতির মুক্তির কথা বলিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কর্মত্যাগের প্রশংসা করিয়া আবার কর্মযোগের প্রশংসা করিলে অর্জুন কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি কর্তব্য, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, কর্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্মে আসক্তি-ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলা যায়। যিনি কর্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও দ্বেষরহিত, তিনিই নিত্যসন্ন্যাসী। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ পৃথক্ নহে। যোগযুক্ত জ্ঞানী অনাসক্তভাবে সমস্ত কর্ম করেন। আর সকাম কর্মী ফলাসক্তিদ্বারা কর্মবদ্ধ হন। জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীবের স্বাভাবিক স্বরূপ-জ্ঞান অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হওয়ায় জীব আপনাকে কর্মকর্তা বলিয়া অভিমান করে। পরমেশ্বরে নিষ্ঠাপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপুনরাবৃত্তিরূপ মোক্ষ লাভ করেন। সমদর্শিগণই—'পণ্ডিত'। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ—'স্থিরবুদ্ধি' এবং প্রিয় ও অপ্রিয়লাভে অনুদ্বিগ্ন। জড়-শরীর-ত্যাগপর্যন্ত যথাযোগ্য বিষয়-স্বীকার ও নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা কাম-ক্রোধাদির বেগ সহ্য করিয়া যিনি আত্মসমাধিযুক্ত হন, তিনি প্রকৃত সুখী। তিনি অন্তর্জগতের সুখ, ক্রীড়া ও জ্যোতিযুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-নির্বাণ লাভ করেন। প্রকৃতির অতীত সদ্‌বস্তু ব্রহ্মে অবস্থানহেতু জড়-দুঃখরূপ ক্লেশের নির্বাণকে 'ব্রহ্ম-নির্বাণ' বলে। কর্মযোগিগণ সকল যজ্ঞ ও তপস্যার পালক সর্বলোক-মহেশ্বর ও সর্বভূতের সুহৃৎ বিষ্ণুকে অবগত হইয়া শান্তি লাভ করেন।

শিক্ষা—কর্মাসক্তিত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস। যোগযুক্ত পুরুষ অনাসক্ত-ভাবে বিষ্ণুসেবাপর কর্ম করেন। বিষ্ণুকে অবগত হইলেই পরা শান্তিলাভ হয়।

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) [ত্বং—তুমি] কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস, উপদেশ করিয়া) পুনঃ (পুনরায়) যোগঞ্চ (কর্ম্মযোগ) শংসসি (কহিতেছ); এতয়োঃ (এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলপ্রদ) তৎ (সেই) একং (একটি) সুনিশ্চিতং (সুনিশ্চয় করিয়া) মে (আমাকে) ব্রূহি (বল) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত কর্মের অনুষ্ঠান কর, ইহা ভগবৎ-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে; ইহাতে পূর্বাপরের বিরোধ রহিয়াছে, এইরূপ মনে করিয়া] অর্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্বে কর্মসন্ন্যাসের কথা বলিয়াছ, পুনরায় কর্মযোগের কথাও বলিয়াছ, এই উভয়ের মধ্যে যাহা সুনিশ্চিত শ্রেয়ঃ, সেই একটি আমাকে বল ॥ ১ ॥

নিবার্য্য সংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—অর্জুনের কর্মসন্ন্যাস ও যোগসম্বন্ধে সংশয় দূর করিয়া শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যতির মুক্তির কথা বলিয়াছেন।

শ্রীধরঃ—অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তম্, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সন্ন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসন্ন্যাসং কথয়সি; জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি; ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈব সম্ভবতো

বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োর্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মন যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—অজ্ঞানসম্ভূত সংশয় জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্মের অনুষ্ঠান করে, ইহা ভগবৎ-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, ইহাতে পূর্বাপর বিরোধ রহিয়াছে এইরূপ মনে করিয়া অর্জুন কহিলেন—"সন্ন্যাসম্" ইত্যাদি। [হে কৃষ্ণ!] 'যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ' ইত্যাদি এবং "সর্বং কর্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিদ্বারা জ্ঞানিগণের পক্ষে কর্ম-সন্ন্যাসের কথা বলিতেছ, "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ।" ইত্যাদিদ্বারা পুনরায় যোগের কথাও বলিতেছ। অথচ বিরুদ্ধস্বরূপহেতু একই সময় একই ব্যক্তির পক্ষে কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ সম্ভব হইতে পারে না। অতএব এতদুভয়ের মধ্যে যদি একটিই অনুষ্ঠেয় হয়, তবে যেটি আমার পক্ষে সুনিশ্চিত মঙ্গলজনক সেটি আমাকে বল ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ কহিলেন—) সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়ই) নিঃশ্রেয়সকরৌ (পরম মঙ্গলপ্রদ)। তু (পরন্তু) তয়োঃ (তদুভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কর্ম্মযোগঃ (কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (অধিকতর প্রশংসনীয়) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—কর্মত্যাগ এবং কর্মযোগ উভয়ই জ্ঞানোৎপত্তির হেতুরূপে মোক্ষজনক; তথাপি কিন্তু কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ—ন হি

বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদি-নিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্ম্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—"সন্ন্যাসঃ" ইত্যাদি। আমার মনোগত ভাব এই যে—আমি বেদান্তবেদ্য আত্মবিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি কর্মযোগ উপদেশ করি না, যেহেতু পূর্বকথিত সন্ন্যাসের কথার সহিত ইহার বিরোধ হয়। কিন্তু তুমি দেহাত্মাভিমানী; তোমার বন্ধুবধাদিনিমিত্ত শোক ও মোহাদিজনিত এই সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; অতএব তোমাকে বলিতেছি—তুমি দেহাত্মবিবেকজ্ঞানরূপ অসিদ্বারা ইহা ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ কর্মযোগ অবলম্বন কর। কর্মযোগদ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে, সেই জ্ঞানের পরিপাকের (পরিপূর্ণতার) নিমিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গরূপে পূর্বেই সন্ন্যাসের কথা বলা হইয়াছে; এরূপ হইলে অঙ্গ ও অঙ্গীর সন্দেহের অভাবে সন্ন্যাস ও কর্মযোগ—এই দুইটিই ভূমিকাভেদে সংগৃহীত হইয়া মঙ্গল সাধন করে, তথাপি তদুভয়ের মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ জানিবে ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষও

করেন না), ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (নিত্য সন্ন্যাসী বলিয়া) জ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য)। হি (যেহেতু), নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বরহিত ব্যক্তি) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) সুখং (অনায়াসে) প্রমুচ্যতে (প্রমুক্ত হন) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন শ্রেষ্ঠ? ইহা আশঙ্কা করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবযুক্ত কর্মযোগীর প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—] হে মহাবাহো! যিনি দ্বেষ করেন না ও আকাঙ্ক্ষা করেন না, তাঁহাকে নিত্য অর্থাৎ কর্মকালেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কেন না রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য ব্যক্তি বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ॥৩॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়া-সেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—কেন শ্রেষ্ঠ? ইহাই আশঙ্কা করিয়া সন্ন্যাসীর ভাবযুক্ত কর্মযোগীর প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহারই শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতেছেন—"জ্ঞেয়ঃ" ইত্যাদি। রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া পরমেশ্বরের নিমিত্ত যিনি কর্মসকল অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিত্য কর্মানুষ্ঠান করিলেও তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। তদ্বিষয়ে কারণ, নির্দ্বন্দ্ব—রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্য শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি জ্ঞান-দ্বারা সুখে—অনায়াসেই [বন্ধন] সংসার হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—বালাঃ (বালকবৎ অজ্ঞগণ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্য ও কর্ম্ম-যোগকে) পৃথক্ (পৃথক্) প্রবদন্তি (বলে), হে (কিন্তু) পণ্ডিতাঃ (বিজ্ঞগণ)

ন (বলেন না)। একম্ অপি (একটিও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যগ্‌রূপে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি) উভয়োঃ (তদুভয়ের) ফলং (ফল) বিন্দতে (লাভ করেন) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এই সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ এবং অবস্থাভেদে তাহাদের ক্রমসমুচ্চয় নির্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব ইহাদের বিকল্প অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ, এই প্রকার প্রশ্ন-কার্যটি অজ্ঞানীরই উচিত, বিবেকীর উচিত নয়—ইহাই বলিতেছেন—] অজ্ঞ ব্যক্তিরাই জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ পৃথক্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। (কেননা) উভয়ের মধ্যে একটিকে সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় বা অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবমঙ্গ প্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়োঽতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং, তদ্বিন্দতীতি সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্‌ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এই সন্ন্যাস ও কর্মযোগ উভয়ই অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধ ও অবস্থাভেদে তাহাদের ক্রমসমুচ্চয় নির্দিষ্ট আছে, অতএব ইহাদের বিকল্প (ভেদ) অঙ্গীকার করিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ—এই প্রকার প্রশ্ন-কার্য অজ্ঞানীরই উচিত, বিবেকীর উচিত নয়—ইহাই জানাইবার জন্য বলিতেছেন—"সাংখ্যযোগৌ" ইত্যাদি। জ্ঞাননিষ্ঠবাচক সাংখ্যশব্দে

কর্ম্মযোগের অঙ্গস্বরূপ দ্বারা সন্ন্যাস লক্ষিত হইতেছে। সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ একফলদায়ক অথচ—পৃথক্—স্বতন্ত্র, ইহা বালকগণের—অজ্ঞগণেরই উক্তি, কিন্তু পণ্ডিতগণের নহে। তদ্বিষয়ে হেতু এই যে, তদুভয়ের একটিকেও সম্যগ্ আস্থিত—আশ্রয়কারী ব্যক্তি উভয়ের ফল লাভ করেন। আরও, তিনি কর্ম্মযোগ সম্যগ্ অনুষ্ঠান করতঃ শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা উভয়ের ফল যে কৈবল্য তাহা লাভ করেন, সম্যগ্‌রূপে সন্ন্যাসকে আশ্রয় করিয়াও পূর্বে অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগের ও পরম্পরাক্রমে জ্ঞানদ্বারা উভয়ের যে ফল তাহার লাভ হয়, অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস উভয়ের ফল যে কৈবল্য, তাহা লাভ করেন, এই দুইটি ফল পৃথক্ নহে ॥ ৪ ॥

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—সাংখ্যৈঃ (সাংখ্যগণ, সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যেই) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (লাভ করেন), যোগৈঃ অপি (কর্ম্মযোগিগণও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ করেন)। যঃ (যিনি) সাংখ্যং যোগং চ (সাংখ্য ও যোগকে) একং (অভিন্ন) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ (তিনিই) পশ্যতি (সম্যগ্‌দর্শী) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন—] সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ যে মোক্ষপদ লাভ করেন, কর্ম্মযোগিগণও সেই স্থানই জ্ঞানদ্বারা লাভ করেন। যিনি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে অভিন্ন দেখেন, তিনি সম্যক্‌দর্শী ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। (যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ে দ্রষ্টব্যঃ) তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইহাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—"যৎ সাংখ্যৈঃ" ইত্যাদি। সাংখ্যগণ-কর্তৃক—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ-কর্তৃক যে স্থান—মোক্ষনামক পদ প্রকৃষ্টভাবে সাক্ষাৎ লব্ধ হয়। ('যোগৈঃ' এস্থলে 'অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো' দ্রষ্টব্য) অতএব কর্মযোগিগণও জ্ঞানদ্বারে তাহাই 'গম্যতে' লাভ করে, ইহাই অর্থ। অতএব সাংখ্য ও যোগকে একফলদায়ক বলিয়া যে ব্যক্তি একরূপ দর্শন করে, সেই সম্যগ্ দর্শন করে ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (কর্ম্মযোগ ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) আপ্তুং (পাইতে) দুঃখং (কষ্টকর) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত) মুনিঃ (মুনি) ন চিরেণ (অচিরেই) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) অধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারেন) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যদিও কর্মযোগীর সর্বশেষে সন্ন্যাসদ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা লাভ হয়, তথাপি প্রথমতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—] হে মহাবাহো! কর্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস দুঃখপ্রাপ্তিরই হেতু হয়; কিন্তু কর্মযোগযুক্ত মুনি (সন্ন্যাসী হইয়া) অচিরেই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসং কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সন্নাসস্ত্বিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং

বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ—"প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশূনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি কর্মযোগীরও সর্বশেষে সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠালাভ হয়, তবে প্রথমতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত, এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে বলিতেছেন—'সন্ন্যাসস্তু' ইত্যাদি। 'অযোগদ্বারা' —কর্মযোগ ব্যতীত (অন্য কর্মদ্বারা) সন্ন্যাস লাভ করা দুঃখজনক অর্থাৎ দুঃখবশতঃ অলভ্য, কারণ চিত্তশুদ্ধির অভাবে জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব। কিন্তু যোগযুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধচিত্ততাহেতু মুনি—সন্ন্যাসী হইয়া অচিরে ব্রহ্ম লাভ করেন—অপরোক্ষতত্ত্ব অবগত হন। অতএব চিত্তশুদ্ধির পূর্বে সন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ—এই পূর্বোক্ত বাক্য প্রমাণীকৃত হইল। বার্তিককারগণ বলিয়াছেন, যথা—"অনবহিত, অস্থিরচিত্ত, খল ও কলহোৎসুক ইত্যাদি প্রকার দৈবকর্তৃক সম্যগ্দূষিতচিত্ত সন্ন্যাসী দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যোগযুক্তঃ (যিনি কর্ম্মযোগে যুক্ত), বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত), বিজিতাত্মা (সংযতদেহ), জিতেন্দ্রিয়ঃ (জিতেন্দ্রিয়) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা [চ] (এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই যাঁহার আত্মা—ঈদৃশ ব্যক্তি) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (তাহাতে লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[কর্মযোগাদিক্রমে ব্রহ্মলাভ হইলেও তৎপরে আচরিত কর্মযোগদ্বারা বন্ধন হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—] যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, বিজিতদেহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্বভূতের আত্মস্বরূপ যাঁহার আত্মা, তাদৃশ ব্যক্তি লোকশিক্ষার্থ কর্ম বা স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য, স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥৭॥

সুঃ অনুবাদ—কর্মযোগাদিক্রমে ব্রহ্মলাভ হইলেও তৎপরে আচরিত কর্মযোগদ্বারা বন্ধন হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"যোগযুক্তঃ" ইত্যাদি। [যোগযুক্ত]—যোগদ্বারা যুক্ত। অতএব [বিশুদ্ধাত্মা]—বিশুদ্ধ আত্মা—চিত্ত যাঁহার, অতএব [বিজিতাত্মা]—বিজিত আত্মা—শরীর যৎকর্ত্তৃক, অতএব [জিতেন্দ্রিয়]—বিজিত হইয়াছে ইন্দ্রিয়সকল যৎকর্ত্তৃক, অতঃপর [সর্বভূতাত্মভূতাত্মা]—সর্বজীবের আত্মস্বরূপ আত্মা যাঁহার তিনি লোকসংগ্রহার্থ বা স্বাভাবিক কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না ॥৭॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃন্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) পশ্যন্ (দর্শন), শৃন্বন্ (শ্রবণ), স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ), অশ্নন্ (আহার), গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (শয়ন), শ্বসন্ (নিঃশ্বাসগ্রহণ), প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন্ (ত্যাগ), গৃহ্ণন্ (গ্রহণ), উন্মিষন্ (উন্মেষ), নিমিষন্ অপি (ও নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণই) ইন্দিয়ার্থেষু (স্ব-স্ব বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত আছে), ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (ধারণা করিয়া) কিঞ্চিৎ (কিছুই) নৈব করোমি (আমি করি না) ইতি (এরূপ) মন্যতে (মনে করেন) ॥ ৮-৯ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বে বলা হইয়াছে—কর্ম করিলেও লিপ্ত হয় না, ইহা

বিরুদ্ধ নয় কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কর্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু বিরুদ্ধ নয়, ইহাই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] যুক্ত অর্থাৎ কর্মযোগদ্বারা সমাহিত ব্যক্তি ক্রমে তত্ত্ববিৎ অর্থাৎ আত্মদর্শী হইয়া পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম—দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ ও ভোজন, বুদ্ধির কর্ম—নিদ্রা, প্রাণের কর্ম—শ্বাস-প্রশ্বাস ও চক্ষুর উন্মীলন, নিমীলন, (পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের কর্ম—) গমন, কথোপকথন, মলমূত্রত্যাগ ও গ্রহণ করিয়াও ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে প্রবর্তিত হইতেছে—এইরূপ ধারণা করিয়া "আমি কিছুই করি না" এইরূপ মনে করেন, সুতরাং অভিমান থাকে না বলিয়া ব্রহ্মবিৎ কর্মে লিপ্ত হন না ॥ ৮-৯ ॥

শ্রীধরঃ—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবান্নেত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যতে। তত্র দর্শনশ্রবণ-স্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ,—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ুপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাদ্যয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮-৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—'কর্ম করিলেও লিপ্ত হন না,—ইহা বিরুদ্ধ নয় কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কর্তৃত্বাভিমানের অভাবহেতু বিরুদ্ধ নয়, ইহাই দুই শ্লোক বলিতেছেন,—"নৈব" ইত্যাদি। [যুক্ত] কর্মযোগযুক্ত ব্যক্তি ক্রমশঃ তত্ত্ববিৎ হইয়া দর্শন-শ্রবণাদি কার্য করিয়াও 'ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে ইন্দ্রিয়সকল অবস্থান করে,' এরূপ ধারণা করিয়া—বুদ্ধিদ্বারা নিশ্চয় করিয়া 'আমি কিছুই করি না'—এরূপ 'মন্যতে'—মনে করেন। তন্মধ্যে দর্শন-

শ্রবণ-স্পর্শন-ঘ্রাণ-ভক্ষণাদি চক্ষুরাদিগ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ব্যাপারসমূহ—পাদদ্বয়ের গতি, বুদ্ধির অবসাদ, প্রাণের শ্বাস, বাগিন্দ্রিয়ের প্রলাপ বা কথন, পায়ু ও উপস্থের বিসর্জনকার্যে হস্তদ্বয়ের গ্রহণ, কূর্মাখ্য প্রাণের উন্মেষণ ও নিমেষণ ইত্যাদি জ্ঞান। অভিমানশূন্যতাহেতু ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি এসকল কর্ম করিয়াও লিপ্ত হন না। যথা পারমর্ষ-সূত্রে—'তদধিগমে উত্তর-পূর্বাদ্যয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ' ইতি ॥ ৮-৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (ফলকামনা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্ব্বক) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসকল) করোতি (অনুষ্ঠান করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলে) পদ্মপত্রম্ ইব (পদ্মপত্রের ন্যায়) পাপেন [কর্ম্ম করিয়াও] (পাপে) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥১০॥

মূল অনুবাদ—[তাহা হইলে যাহার "আমি করি" এইরূপ অভিমান আছে, তাহার কর্মে লিপ্ত হওয়া দুর্নিবার, তাহার আবার চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকিলে সন্ন্যাসও হইতে পারে না, এই হেতু তাহার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—] যিনি কর্মসমূহ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া এবং তৎফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্ঠান করেন—জল যেমন পদ্মপত্রকে লিপ্ত করে না—সেইরূপ পাপও তাঁহাকে লিপ্ত করে না ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ, তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মাণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে যাহার "আমি করি" এইরূপ অভিমান আছে, তাহার কর্মে লিপ্ত হওয়া দুর্নিবার, তাহার আবার চিত্ত অবিশুদ্ধ থাকিলে সন্ন্যাসও হইতে পারে না, এই হেতু তাহার মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়। এতদুত্তরে বলিতেছেন—"ব্রহ্মাণি" ইত্যাদি। [কর্মকে] ব্রহ্মে স্থাপন করিয়া—পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া, তাহার ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে কর্মসমূহ করে, সে ব্যক্তি পাপ দ্বারা—বন্ধনের কারণ বলিয়া পুণ্য-পাপাত্মক পাপিষ্ঠ কর্মদ্বারা লিপ্ত হয় না। পদ্মপত্র যেরূপ জলে থাকিয়াও সেই জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগপূর্ব্বক) কায়েন (কায়), মনসা (মন), বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) কেবলৈঃ (আসক্তিরহিত) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারাও) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া কায়, মনঃ, বুদ্ধি ও কেবলমাত্র (কর্মাভিনিবেশরহিত) ইন্দ্রিয়সহায়ে কর্ম করেন ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—বন্ধুকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি—কায়নেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্মযোগিনঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—[অনাসক্তের] বন্ধকত্বাভাব বলিয়া সদাচারেও মোক্ষের হেতুতা প্রদর্শন করিতেছেন "কায়েন" ইত্যাদি। শরীরদ্বারা স্নানাদি, মনের

দ্বারা ধ্যানাদি, বুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবল—কর্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণ কর্ম [সঙ্গ]—ফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যুক্তঃ (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগপূর্ব্বক) নৈষ্ঠিকীং (ঐকান্তিকী) শান্তিং (শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ) আপ্নোতি (লাভ করেন), [কিন্তু] অযুক্তঃ (অযুক্ত—সকাম ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনাবশতঃ) ফলে (ফলে) সক্তঃ (আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (অতিশয় বন্ধনপ্রাপ্ত হন) ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[এ কেমন ব্যবস্থা যে, একই কর্মদ্বারা কেহ মুক্ত, আর কেহ বা বদ্ধ হইতেছে? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—] পরমেশ্বরে একনিষ্ঠ ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগপূর্বক কর্ম করিয়াও আত্যন্তিক শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। অযুক্ত (বহির্মুখ) ব্যক্তি কামনাবশতঃ কর্মফলে আসক্ত থাকায় অত্যন্ত বন্ধন প্রাপ্ত হন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা? অত আহ—যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অযুক্তস্তু বহির্ম্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে, এ কেমন ব্যবস্থা হয় যে, একই কর্মদ্বারা কেহ মুক্ত আর কেহ বা বদ্ধ হইতেছে? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"যুক্তঃ" ইত্যাদি [নিষ্কামকর্মযোগী] যুক্ত—সকল সম্পাদন করিয়া [নৈষ্ঠিকী]—আত্যন্তিকী শান্তি মোক্ষ লাভ করেন, কিন্তু অযুক্ত—বহির্মুখ

ব্যক্তি কামকারদ্বারা—কামজাত প্রবৃত্তিবশতঃ ফলে [সক্ত]—আসক্ত হইয়া নিতান্ত বন্ধন-প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্নকারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—বশী (জিতেন্দ্রিয়) দেহী (দেহী জীব) মনসা (বিবেকযুক্ত মনদ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমুদয় কর্ম্ম) সংন্যস্য (ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে (নবদ্বারবিশিষ্ট) পুরে (পুরবৎ দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (স্বয়ং কোন কার্য্য না করিয়া) [এবং] ন কারয়ন্ (অন্যকেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করাইয়া) সুখং (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[চিত্তশুদ্ধিশূন্য ব্যক্তির কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম-যোগই যে কর্তব্য তাহা এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির কর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ—ইহাই বলিতেছেন—] সংযতচিত্ত ব্যক্তি বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সর্বপ্রকার বিক্ষেপকর কর্ম পরিত্যাগ করিয়া, জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া প্রসন্নচিত্তে নবদ্বারবিশিষ্ট দেহপুরে স্বয়ং অহঙ্কারশূন্য হইয়া দেহী দেহদ্বারা কোন কর্ম করেন না এবং অন্যকেও করান না—এইরূপে সুখে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্; ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্ব্ব-কর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে, ক্বাস্তে? ইত্যত আহ—নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি অধোগতে দ্বে পায়ুপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে; অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্, মমকারা-ভাবাচ্চ ন কারয়ন্নিতি অশুদ্ধচিত্তাদ্‌ব্যাবৃত্তিরুক্তা; অশদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যাস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ, ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—চিত্তশুদ্ধিশূন্য ব্যক্তির কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগই যে কর্তব্য তাহা এই পর্যন্ত বলা হইয়াছে, এক্ষণে শুদ্ধচিত্তব্যক্তির কর্মত্যাগই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"সর্বকর্মাণি" ইত্যাদি। বশী—জিতচিত্ত ব্যক্তি বিবেকযুক্ত মনদ্বারা সর্বপ্রকার বিক্ষেপকর কর্ম সম্যক্ ন্যাসপূর্বক যেরূপ সুখ-লাভ হয়, সেরূপ করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। কোথায় অবস্থান করেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—নবদ্বারে—নেত্রদ্বয়, নাসারন্ধ্রদ্বয়, কর্ণদ্বয় ও মুখ—শিরঃস্থ এই সাতটি, আর পায়ু ও উপস্থরূপ অধোদেশস্থ দুইটি—এই নয়টি দ্বার আছে যাহাতে, এরূপ পুরে (গৃহে) অর্থাৎ গৃহের ন্যায় অহঙ্কারশূন্য দেহে দেহী (জীব) অবস্থান করেন, অহঙ্কারাভাববশতঃই স্বয়ং সেই দেহদ্বারা কর্ম করেন না, মমত্ব-ভাবের অভাবহেতু অপরকেও কর্ম করান না, এস্থলে অশুদ্ধচিত্ত হইতে পার্থক্য কথিত হইয়াছে; অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কর্ম-সন্ন্যাস করিয়াও পুনঃ কর্ম করে ও করায়, কিন্তু [বশী ব্যক্তি] সেরূপ নহেন অতএব সুখে অবস্থান করেন, ইহাই অর্থ ॥ ১৩ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (জীবগণের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) ন [সৃজতি] (উৎপাদন করেন না), কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না), কর্ম্মফলসংযোগং (কর্ম্মফল-সংযোগও) ন [সৃজতি] (সৃষ্টি করেন না,) তু (পরন্তু) স্বভাবঃ (স্বভাব—অবিদ্যাই) প্রবর্ত্ততে (কর্ত্তৃত্বাদি-রূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল "এই পরমেশ্বরই যাহাকে এই লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন তাহা দ্বারা সাধুকর্ম, আর যাহাকে এই লোক হইতে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম করান"—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত শুভাশুভফলপ্রদ কর্মে

প্রেরিত পুরুষের স্বাধীনতা নাই, অতএব কি করিয়া পুরুষ কর্ম ত্যাগ করিবে? ইহাতে যদি আবার বল যে, ঈশ্বরই জ্ঞানমার্গে নিযুক্ত করিয়া তাহার শুভাশুভ কর্মফল ত্যাগ করান; তবে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহা হইলে প্রযোজক-কর্তৃত্বহেতু ঈশ্বরের বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতা দোষনিবন্ধন পুণ্য ও পাপসম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য বলিতেছেন—] প্রভু (পরমেশ্বর) লোকের কর্তৃত্ব, কর্ম, বা কর্মফলসম্বন্ধ কিছুই সৃষ্টি করেন না। কিন্তু (জীবের) স্বভাব (অনাদি অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে) প্রবর্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—ননু "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ, ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ?—এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজকর্ত্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্ত্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্ত্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ, প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙক্তে, ন তু স্বয়মেব কর্ত্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল "এই পরমেশ্বরই যাহাকে এই লোক হইতে উন্নত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা সাধুকর্ম, আর যাহাকে এই লোক হইতে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা দ্বারা অসাধু কর্ম করান"—এইরূপ শ্রুতি থাকায় পরমেশ্বর-কর্তৃক নিযুক্ত শুভাশুভ ফলপ্রদ কর্মে প্রেরিত পুরুষের স্বাধীনতা নাই, অতএব কি করিয়া পুরুষ কর্ম ত্যাগ করিবে? ইহাতে যদি আবার বল যে, ঈশ্বরই জ্ঞানমার্গে নিযুক্ত করিয়া

তাহার শুভাশুভ কর্মফল ত্যাগ করান, ইত্যাদি। যদি এরূপ হয়, তবে বৈষম্যদৃষ্টি ও নিষ্ঠুরতাদোষনিবন্ধন প্রেরণকর্তা বলিয়া ঈশ্বরেরও পুণ্য ও পাপসম্বন্ধ সংঘটিত হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কার নিরাস জন্য দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—"ন কর্তৃত্বম্" ইত্যাদি। প্রভু—ঈশ্বর [লোকের]—জীব-লোকের কর্তৃত্বাদি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু জীবের স্বভাব অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদি-রূপে প্রবৃত্ত হয়। জীবের অনাদি অবিদ্যা ও কামের অধীনতাহেতু প্রবৃত্তিস্বভাবযুক্ত লোককেই ঈশ্বর কর্মে নিযুক্ত করেন, কিন্তু ঈশ্বর নিজে জীবের কর্তৃত্বাদি উৎপাদন করেন না ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—বিভুঃ (পূর্ণকাম পরমেশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং সুকৃতং চ (পাপ ও পুণ্য—কোনটিই) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না); অজ্ঞানেন (অজ্ঞানদ্বারা) জ্ঞানং (জীবের জ্ঞান) আবৃতং (আবৃত), তেন (তজ্জন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মোহপ্রাপ্ত হয়) ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—বিভু অর্থাৎ পূর্ণকাম ঈশ্বর কাহারও পাপ বা সুকৃতি গ্রহণ করেন না অর্থাৎ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি দান করেন না ও তজ্জন্য দোষভাগীও হন না। অজ্ঞানদ্বারা (জীবের) জ্ঞান আবৃত, সেই নিমিত্ত জন্তুসকল মুগ্ধ হয় অর্থাৎ পরমেশ্বরের বৈষম্য দেখে ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থ; যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্যাৎ; ন ত্বেতদস্তি, আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। ননু ভক্তাননুগৃহ্নতোঽভক্তান্ নিগৃহ্নতশ্চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ—অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ

এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং; তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু বলিতেছেন—"নাদত্তে" ইত্যাদি। প্রযোজক হইলেও ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না—পাপপুণ্যের জন্য ভাগী হন না। এ বিষয়ে হেতু এই যে, ঈশ্বর বিভু—পরিপূর্ণ ও লব্ধকাম। যদি তিনি স্বার্থ-কামনায় কর্ম করাইতেন তবে তিনি ঐরূপ হইতেন, কিন্তু তিনি এরূপ নহেন, যেহেতু আপ্তকাম ঈশ্বরেরই অচিন্ত্য নিজমায়াদ্বারা সেই সেই পূর্বকর্মানুসারে প্রবর্তকত্ব আছে। ওহে, ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহকারী ঈশ্বরের বৈষম্য-উপলব্ধিহেতু কিরূপে আপ্তকামত্ব থাকে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"অজ্ঞানেন" ইত্যাদি। 'ঈশ্বরের নিগ্রহ ও দণ্ডরূপ অনুগ্রহই', এরূপ বিষয়ে যে অজ্ঞতা তদ্দ্বারা "পরমেশ্বর সর্বত্র সমদর্শী" এরূপ জ্ঞান আবৃত আছে, সেই কারণে জন্তুগণ—জীবগণ মোহপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ভগবানের বৈষম্য আছে, মনে করে ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের) জ্ঞানেন যেষাং (যাঁহাদিগের) তৎ (সেই—বৈষম্যোপলম্ভক) অজ্ঞানং (অজ্ঞান) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে), তেষাং (তাঁহাদিগের) জ্ঞানং (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (তমোনাশকারী সূর্য্যের ন্যায়) তৎপরং (পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥১৬॥

মূল অনুবাদ—[জ্ঞানিগণ মোহপ্রাপ্ত হন না, তাহাই বলিতেছেন—] কিন্তু যাহাদের আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানদ্বারা সেই বৈষম্যজনক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদের সেই জ্ঞান সূর্যের ন্যায় অজ্ঞানতমো বিনাশপূর্বক পূর্ণ পরমেশ্বর স্বরূপকে প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—জ্ঞানিগণ মোহপ্রাপ্ত হন না, তাহাই বলিতেছেন—"জ্ঞানেন" ইত্যাদি। আত্মার ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের সেই অর্থাৎ বৈষম্য বা জড়ভেদ-উৎপাদক অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের 'তজ্‌জ্ঞানে'—সেই জ্ঞান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া সেই পরম—পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপের জ্ঞান প্রকাশিত করে, আদিত্য যেমন সমুদয় অন্ধকার বিনাশ করিয়া সমস্ত বস্তুকে প্রকাশিত কবে, তেমন ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—[যাঁহাদের] তদ্বুদ্ধয়ঃ (তাঁহাতেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি), তদাত্মনঃ (তাঁহাতেই যাঁহাদের মন), তন্নিষ্ঠাঃ (যাঁহারা তাঁহাতেই নিষ্ঠাযুক্ত), তৎপরায়ণাঃ (যাঁহাদের তিনিই একমাত্র আশ্রয়), জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ [এবং] (জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বা অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে) [তাঁহারা] অপুনরাবৃত্তিং (মুক্তি) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[এইভাবে ঈশ্বরের উপাসনাকারিগণের কি ফল লাভ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—] তাঁহাতেই (পরমেশ্বরেই) যাঁহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই যাঁহাদের মন, তাঁহাতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয় এবং জ্ঞানদ্বারা যাঁহাদের পাপ বিধৌত হইয়াছে, সেই ব্যক্তিগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—এবংভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নের বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং, তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাং, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা

তাৎপর্য্যং যেষাম্, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্; ততশ্চ তৎপ্রসাদ-লব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধুতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে ঈশ্বরোপাসনাকারিগণের কি ফললাভ হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছেন—"তদ্" ইত্যাদি। [তদ্‌বুদ্ধিগণ]—তাঁহাতেই (ঈশ্বরেই) নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি যাঁহাদের [তদাত্মগণ]—তাঁহাতেই আত্মা, আত্মা—প্রযত্ন যাঁহাদের, [তন্নিষ্ঠগণ]—তাঁহাতেই নিষ্ঠা—তৎপরতা যাঁহাদের, [তৎপরায়ণগণ]—তিনি পরম অয়ন বা আশ্রয় যাঁহাদের [জ্ঞান-নির্ধূতকল্মষগণ]—তাঁহার কৃপালব্ধ জ্ঞানদ্বারা নির্ধূত—নিরস্ত হইয়াছে কল্মষ যাঁহাদের, তাঁহারা অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে) [ও] শ্বপাকে (চণ্ডালে), গবি (গো), হস্তিনি (হস্তী) শুনি চ (ও কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন, সেই জ্ঞানিগণ কিরূপ? এই মর্মে বলিতেছেন—] বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ও কুকুরভোজী চণ্ডালে; গো, হস্তী এবং কুকুরে পণ্ডিতেরা অর্থাৎ জ্ঞানিগণ সমদর্শী ॥১৮॥

শ্রীধরঃ—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্য-পেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শূনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং, গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন সেই জ্ঞানিগণ কিরূপ? এই উদ্দেশে বলিতেছেন—"বিদ্যা" ইত্যাদি। [সমদর্শিগণ]—বিষম বস্তুসমূহে সম—ব্রহ্মকেই যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহারা পণ্ডিত অর্থাৎ জ্ঞানী—সমদর্শন যথা—বিদ্যা ও বিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ এবং যে শ্ব (কুক্কুর) ভোজী চণ্ডালে, এস্থলে পরস্পর কর্ম্মের বৈষম্য। গো, হস্তী ও কুক্কুরে জাতিগত ভেদ দর্শিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমতায়) স্থিতম্ (অবস্থিত), ইহ এব (ইহলোকে থাকিয়াই) তৈঃ (তাঁহাদিগকর্ত্তৃক) সর্গঃ (সংসার) জিতঃ (জিত হইয়াছে) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং (সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন) নির্দ্দোষং চ (ও নির্দ্দোষ); তস্মাৎ (অতএব) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিত আছেন) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[বিষমে সমদর্শন করা নিষিদ্ধ, অতএব তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কি করিয়া পণ্ডিত হইলেন? গৌতমসূত্রে কথিত আছে—সমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষমপ্রকার পূজা, আর বিষমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সমপ্রকার পূজা অনুষ্ঠান করিলে পূজক পূজাজনিত পাপে ইহলোকে এবং পরলোকে হীনতায় লিপ্ত হন। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] যাঁহাদের মন সমত্বে অবস্থিত জীবিতাবস্থাতেই তাঁহারা সংসার জয় করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দোষ, সেই হেতু সমদর্শিগণ ব্রহ্মভাবে অবস্থিত থাকেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—ননু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ, যথাহ গৌতমঃ,—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি; অস্যার্থঃ—সমায় পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে

প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি তত্রাহ— ইহৈবেতি। ইহৈব জীববদ্ভিরের তৈঃ সৃজ্যতেইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মন সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ, তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মাভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মাভাবপ্রাপ্তে পূর্বমেব 'পূজাতঃ' ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—ওহে! বিষমে সম দর্শন করা নিষিদ্ধ, অতএব তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারা কি করিয়া পণ্ডিত হইলেন? গৌতমসূত্রে কথিত আছে—'সমাসমাভ্যাং... পূজাতঃ' ইহার অর্থ—সমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষমপ্রকার পূজা, আর বিষমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত সমপ্রকার পূজা অনুষ্ঠান করিলে পূজক ঐ পূজাজনিত পাপে ইহলোকে ও পরলোকে হীনতা লাভ করে। এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—''ইহৈব'' ইত্যাদি। ইহলোকেই অর্থাৎ জীবিতকালেই তাঁহাদিগ-কর্তৃক সর্গ—যাহা সৃষ্ঠ হয় অর্থাৎ সংসার জিত হয়। তাঁহাদের আর সংসারক্লেশ থাকে না। কাঁহাদিগের? না—যাঁহাদের মন সাম্যে—সমত্বে স্থিত। তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—যেহেতু ব্রহ্ম সম ও নির্দোষ, সে-হেতু সেই সমদর্শিগণ ব্রহ্মেই অবস্থান করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব লাভ করেন। ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির পূর্বেই অসমদর্শীর গৌতমকথিত দোষ উপস্থিত হয়, যেহেতু ''পূজাতঃ'' শব্দদ্বারা পূজকাবস্থা কথিত হইয়াছে॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মবিৎ হইয়া) ব্রহ্মণি [এব] (ব্রহ্মেই) [যঃ] (যিনি-স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (স্থিরবুদ্ধি) অসংমূঢ়ঃ (মোহহীন) [সঃ—তিনি] প্রিয়ং প্রাপ্য (ইষ্টবস্তু লাভ করিয়া) ন প্রহৃষ্যেৎ (অতিশয় আহ্লাদযুক্ত

হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অনিষ্টকর বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ (উদ্বিগ্ন হন না) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[ব্রহ্মলাভ হইলে কি কি লক্ষণ দৃষ্ট হয়, তাহা বলিতেছেন—] ব্রহ্মে অবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহহীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি প্রিয়বস্তু-লাভে প্রহৃষ্ট বা অপ্রিয়লাভে বিষণ্ণ হন না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ, স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ? যতোঽসংমূঢ়ঃ নিবৃত্তমোহঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—ব্রহ্মপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছেন—"ন প্রহৃষ্যেৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মবিৎ হইয়া যিনি ব্রহ্মেই অবস্থিত, তিনি প্রিয়বস্তুর প্রাপ্তিতে "ন প্রহৃষ্যেৎ" প্রহৃষ্ট—হর্ষবান্ হন না, অপ্রিয় বস্তুর লাভেও উদ্বিগ্ন হন না অর্থাৎ বিষণ্ণ হন না। যেহেতু তিনি স্থিরবুদ্ধি—স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধিবিশিষ্ট কিরূপে? না,—যেহেতু তিনি অসংমূঢ়—নিবৃত্তমোহ ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যবিষয়সকলে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ সুখম্ (যে সুখ), বিন্দতি (তাহা লাভ করেন)। ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা (যোগদ্বারা ব্রহ্মে যুক্তচিত্ত হইয়া) সঃ (তিনি) অক্ষয়ং (অক্ষয়) সুখম্ (সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[মোহনিবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা কেমন করিয়া লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে উপশমাত্মক যে সাত্ত্বিকসুখ, তাহা লাভ করেন। তৎপরে তিনি ব্রহ্মে সমাধিযোগদ্বারা অক্ষয় সুখ লাভ করেন ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ, বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েম্বসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মান্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং, তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—মোহনিবৃত্তিদ্বারা বুদ্ধির স্থিরতা কেমন করিয়া লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—"বাহ্য" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা স্পৃষ্ট হয় অতএব 'স্পর্শ'-শব্দে বিষয় জানিতে হইবে। [বাহ্যস্পর্শসকলে]—বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়সমূহে অসক্তাত্মা—অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি আত্মায়—অন্তঃকরণে, সুখ—উপশমাত্মক যে সাত্ত্বিক সুখ, তাহা লাভ করেন, তিনি উপশমসুখ লাভ করিয়া ব্রহ্মে সমাধিযোগে যুক্ত—তদৈক্যপ্রাপ্ত আত্মা যাঁহার তাদৃশ [ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা] হইয়া অক্ষয় সুখ 'অশ্নুতে'—লাভ করেন ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে ভোগাঃ (যে সকল সুখ) সংস্পর্শজাঃ (বিষয়সম্বন্ধজনিত) তে হি (তাহার) দুঃখযোনয়ঃ এব (দুঃখেরই হেতুমাত্র) আদ্যন্তবন্তঃ (এবং উৎপত্তি ও নাশ বিশিষ্ট); বুধঃ (বিবেকী ব্যক্তি) তেষু (ঐ সকলে) ন রমতে (প্রীতি অনুভব করেন না) ॥২২॥

মূল অনুবাদ—[প্রিয়বিষয়সকলের ভোগনিবৃত্তিকেই যদি মোক্ষ বলি তাহা হইলে তাহা মোক্ষ কি করিয়া হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! বিষয়জাত যে সুখ তাহা দুঃখেরই হেতু। কেননা তাহা আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ অনিত্য। অতএব পণ্ডিতগণ তাহাতে তৃপ্ত হন না ॥২২॥

শ্রীধরঃ—ননু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা

যে ভোগাঃ সুখানি, তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ। অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—প্রিয়বিষয় (সুখ সকলের ভোগ) নিবৃত্তির ফলে মোক্ষ কি করিয়া হইতে পারে? এতদুত্তরে বলিতেছেন?—"যে হি" ইত্যাদি। সম্যক্ স্পৃষ্ট হয় বলিয়া বিষয়সমূহ সংস্পর্শ বলিয়া অভিহিত। [সংস্পর্শজ]—বিষয় হইতে জাত যে ভোগসমূহ—সুখসকল। তাহারা বর্তমানকালেও স্পর্ধা, অসূয়া প্রভৃতিদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া দুঃখেরই যোনি বা কারণস্বরূপ। উহারা আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ আগমাপায়ী, অতএব [বুধ]—বিবেকী তাহাদিগেতে আনন্দ লাভ করেন না ॥ ২২ ॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহত্যাগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ইহ (এই লোকে অবস্থানকালে) কামক্রোধোদ্ভবং (কামক্রোধাদিজাত) বেগং (বেগ) সোঢুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন), সঃ (তিনি) যুক্তঃ (সমাহিত), সঃ নরঃ (সেই মনুষ্যই) সুখী (সুখী) ॥২৩॥

মূল অনুবাদ—[সেই হেতু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। কাম ও ক্রোধের বেগ তাহার প্রবল শত্রু হইয়া থাকে, অতএব এই উভয়কে যিনি সহ্য করেন, তিনি মোক্ষের অধিকারী, ইহাই বলিতেছেন—] যিনি শরীরত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত কাম ও ক্রোধ হইতে উৎপন্ন বেগ সহ্য করিতে সমর্থ, তিনিই যোগযুক্ত এবং তিনিই যথার্থ সুখী ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব

তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি, তদপি ন ক্ষণমাত্রম্ কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ, স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি, নান্যঃ। যদ্বা, মরণাদুর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ, সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" ইতি ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই হেতু মোক্ষই পরম পুরুষার্থ এবং কাম ও ক্রোধ তাহার প্রবল শত্রু হইয়া থাকে, অতএব এই উভয়কে যিনি সহ্য করেন, তিনি মোক্ষের অধিকারী, ইহাই বলিতেছেন—"শক্নোতীহৈব" ইত্যাদি। [কামক্রোধোদ্ভব]—কাম ও ক্রোধ হইতে মনোনেত্রাদিক্ষোভের লক্ষণরূপ যে বেগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে তৎক্ষণাৎই অর্থাৎ উদিত হওয়া মাত্রই যে মানব সহ্য বা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয়, তাহাও ক্ষণমাত্র কালের জন্য নহে, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণ বা দেহপাতের পূর্বপর্যন্ত, এবম্ভূত যুক্ত—সমাহিত ব্যক্তি সুখী হন, অপরে নহে। অথবা মৃত্যুর পর যুবতী স্ত্রীগণ-কর্তৃক আলিঙ্গ্যমান হইয়াও, পুত্রাদিকর্তৃক দহ্যমান হইয়াও যেমন মৃত ব্যক্তি কামক্রোধবেগ বোধ করে না, তদ্রূপ মৃত্যুর পূর্বেও জীবিত থাকিয়াই যিনি ঐ সকলের বেগ সহ্য করেন তিনিই যুক্ত অর্থাৎ সুখী। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, যথা—"প্রাণ গত হইলে দেহ যেরূপ সুখদুঃখ জানে না, প্রাণযুক্ত হইয়াও যিনি তদ্রূপ থাকেন, তিনি কৈবল্যধামে বাস করেন" ॥ ২৩ ॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ অন্তঃসুখঃ (যাঁহার আত্মাতেই সুখ), অন্তরারামঃ (আত্মাতেই প্রীতি) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মাতেই

দৃষ্টিবিশিষ্ট) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মলয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[কেবলমাত্র কাম ও ক্রোধের বেগ সম্বরণদ্বারাই মোক্ষলাভ হয় না, আরও কিছুর প্রয়োজন—] যিনি আত্মাতেই সুখী, আত্মাতেই প্রীত এবং আত্মাতেই যাঁহার দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপি তু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—কেবলমাত্র কাম ও ক্রোধের বেগসম্বরণদ্বারাই মোক্ষলাভ হয়—এমন নহে, আরও কিছু আবশ্যক। তজ্জন্য বলিতেছেন—'যোঽন্ত' ইত্যাদি। যিনি [অন্তঃসুখ]—অন্তঃকরণে—আত্মাতেই যাঁহার সুখ কিন্তু বিষয়সকলে নহে, [অন্তরারাম]—আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া বা আনন্দ, কিন্তু বাহ্য বিষয়ে নহে। [অন্তর্জ্যোতিঃ]—অন্তঃস্থলে জ্যোতি—দৃষ্টি যাঁহার, কিন্তু গীতনৃত্যাদিতে নহে, তিনি এইরূপে ব্রহ্মে ভূত—স্থিত হইয়া ব্রহ্মে নির্বাণ—লয় অধিগত হন—প্রাপ্ত হন ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ), ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়বিহীন), যতাত্মানঃ (সংযতচিত্ত), সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বভূতের হিতে রত) ঋষয়ঃ (মুনিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষ) লভন্তে (প্রাপ্ত হন)॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আর কি?] ক্ষীণপাপ, ছিন্নসংশয়, সংযতচিত্ত, সর্ব-ভূতহিতে রত ও কৃপালু ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্ন দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আর কি? "লভন্তে" ইত্যাদি। ঋষিগণ—সম্যগ্‌দর্শিগণ [ক্ষীণকল্মষ]—ক্ষীণ হইয়াছে কল্মষ বা পাপ যাঁহাদের, [ছিন্নদ্বৈধ]—ছিন্ন হইয়াছে দ্বৈধ—সংশয় যাহাদের, [যতাত্মা]—সংযত আত্মা—চিত্ত যাঁহাদের, [সর্বভূতহিতে রত]—সর্বভূতের হিতে রত অর্থাৎ কৃপালু যাঁহারা, তাঁহারা ব্রহ্মনির্বাণ—মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—কামক্রোধবিযুক্তানাং (কামক্রোধশূন্য), যতচেতসাং (সংযতচিত্ত), বিদিতাত্মনাং (আত্মতত্ত্বাভিজ্ঞগণের) যতীনাং (যতিগণের) অভিতঃ (জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায়ই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মলয়) বর্ত্ততে (লাভ হইয়া থাকে) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আর কি?] কাম ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিগণ কি জীবিতাবস্থায়, কি দেহান্তে উভয়তঃই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্ত এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবিতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও, "কাম" ইত্যাদি। [কামক্রোধবিযুক্ত] কাম-ক্রোধরহিত যতিগণের—সন্ন্যাসীদিগের, [যতচেতোগণের]—সংযত-

চিত্তগণের, [বিদিতাত্মগণের]—আত্মতত্ত্বজ্ঞদিগের, অভিতঃ—উভয়প্রকারে অর্থাৎ কি জীবিত, কি মৃতাবস্থায়, দেহান্তেই যে ব্রহ্মে লয় হয়, তাহা নহে; এমন কি জীবিতকালেও হয়, ইহাই অর্থ ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সকলকে) বহিঃ (মন হইতে বাহিরে), চক্ষুঃ চ এব (চক্ষুকেও) ভ্রুবো (ভ্রুদ্বয়ের) অন্তরে (মধ্যবর্ত্তী) কৃত্বা (করিয়া), নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (নাসারন্ধ্রদ্বয়ে বিচরণশীল (প্রাণাপানৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে) সমৌ (সমান) কৃত্বা (করিয়া) যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সংযমকারী) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ), বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ যাঁহার দূরীভূত হইয়াছে) যঃ মুনিঃ (এমন যে মুনি) সঃ (তিনি) সদা (সর্ব্বদা জীবিতাবস্থায়ই) মুক্তঃ এব (মুক্ত) ॥ ২৭-২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[এই অধ্যায়ে "স যোগী ব্রহ্মনির্বাণম" ইত্যাদি দ্বারা যোগিব্যক্তি মোক্ষপ্রাপ্ত হন, বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই যোগের কথা সংক্ষেপে এই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] যিনি রূপরস প্রভৃতি বাহ্য বিষয়সমূহকে মন হইতে বাহিরে রাখিয়া চক্ষুর্দ্বয়কে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিবিষ্ট করতঃ প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ্ব ও অধোগতি নিরোধদ্বারা সমান করিয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সংযমকারী, মোক্ষপরায়ণ এবং ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ দূর করিতে পারিয়াছেন, সেই মুনি জীবিত থাকিয়াও নির্মুক্ত ॥২৭-২৮॥

শ্রীধরঃ—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা

রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ব্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষ-পরিহারার্থ-মর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসি-কয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিরোধন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি যথা বাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যতেতি অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য, এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—"স যোগী ব্রহ্মনির্বাণম্" ইত্যাদিদ্বারা যোগী ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হন, বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই যোগের কথা সংক্ষেপে এই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—"স্পর্শান্" ইত্যাদি। বহিঃস্থিত হইয়াই রূপ-রসাদি স্পর্শ বা বিষয়সকল চিন্তিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করে, তাহাদিগকে তচ্চিন্তা-ত্যাগদ্বারা বহির্ভাগে বর্জন করতঃ ভ্রূযুগলের অন্তরে—ভ্রূমধ্যে চক্ষুর দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক, কারণ নেত্রদ্বয়ের অত্যন্ত নিমীলন হইলে নিদ্রাবশতঃ মন লয়প্রাপ্ত হয় এবং অত্যন্ত উন্মীলিত থাকিলেও বহির্দিকে প্রসৃত হয়, অতএব তদুভয় দোষ পরিহারের নিমিত্ত অর্ধনিমীলন দ্বারা ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করতঃ, ইহাই অর্থ। উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে নাসিকাদ্বয়ের অভ্যন্তরে বিচরণশীল প্রাণাপানের ঊর্ধ্ব ও অধোগতি রোধদ্বারা তাহাদিগকে সমান করিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া। অথবা এই প্রাণবায়ু যাহাতে বহির্গত না হয় এবং যাহাতে অপান অন্তরে প্রবেশ না করে কিন্তু উভয়েই যাহাতে নাসামধ্যে গমনাগমন করে, যেরূপ মন্দগতি উচ্ছ্বাস নিশ্বাসদ্বারা সম করতঃ। "যত" ইত্যাদি। এই

উপায়দ্বারা [যতেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি]—যত, সংযত ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি যাঁহার তাদৃশ, [মোক্ষপরায়ণ]—মোক্ষই পরম আশ্রয় বা প্রাপ্যবস্তু যাঁহার, অতএব [বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ]—বিগত হইয়াছে ইচ্ছা, ভয়, ক্রোধ যাঁহা হইতে এরূপ যে মুনি, তিনি জীবিত হইয়াও সর্বদা মুক্তই থাকেন, ইহাই অর্থ ॥ ২৭-২৮ ॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগো
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমুদয়ের) ভোক্তারং (ভোক্তা), সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্ব লোকের মহান্ ঈশ্বর), সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবের) সুহৃদং (উপকারক মিত্র) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) [মানবঃ—মনুষ্য] শান্তিম্ (মোক্ষ) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্বলোক-মহেশ্বর, সর্বভূতের সুহৃৎ অর্থাৎ অন্তর্যামী আমাকে জানিয়া আমার প্রসাদে মানব শান্তিপ্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ? ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিনং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাঙ্খ্যয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
কর্ম্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়াদির সংযমদ্বারা কি করিয়া মুক্তিলাভ হইতে পারে? বস্তুতঃ কেবল তাহার দ্বারাই মুক্তি হয় না, কিন্তু জ্ঞানদ্বারাই তাহা হয়, ইহাই বলিতেছেন,—"ভোক্তারম্" ইত্যাদি। যজ্ঞ ও তপস্যার সময়ে মদ্ভক্তগণ-কর্তৃক সমর্পিত দ্রব্যসকলের যদৃচ্ছভাবে ভোগকর্তা অথবা [সর্বলোকমহেশ্বর]—সর্বলোকের মহান্ ঈশ্বর; সর্বভূতের সুহৃৎ—নিরপেক্ষ উপকারক অন্তর্যামিরূপে আমাকে জানিলে মৎকৃপায় মানব শান্তি—মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৯ ॥

যিনি বিকল্পরূপ আশঙ্কা নাশ করেন, যৎকর্তৃক ক্রমাবলম্বনে সাংখ্যযোগের সমুচ্চয় বা সংগ্রহ উক্ত হইয়াছে, সেই গুরুবরকে আমি নমস্কার করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' নাম্নী
টীকায় 'কর্মসন্ন্যাসযোগ' নামক পঞ্চম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

নবদ্বার—কর্ণদ্বয়, চক্ষুদ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—দেহস্থ এই নয় দ্বার ॥ ১৩ ॥

নির্বাণ—জড়নির্বাণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) একজন্মগত জড়নির্ব্বাণবাদ, (২) বহুজন্মগত জড়নির্বাণবাদ। বৌদ্ধ ও জৈনমত দ্বিতীয় শ্রেণীগত। উভয় মতেই বহু জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। বৌদ্ধমতে অনেক জন্মে দয়া ও বৈরাগ্য অভ্যাস করতঃ শাক্যসিংহ প্রথমে 'বোধিসত্ত্ব' ও অবশেষে 'বুধ' হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে নম্রতা, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, চিন্তা, বৈরাগ্য ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে করিতে জীব পরিনির্বাণ লাভ করে। পরিনির্বাণে আর অস্তিত্ব থাকে না। সামান্য নির্বাণে দয়াস্বরূপ হইয়া অবস্থিতি। জৈনগণ বলেন,—"অন্য সমস্ত সদ্‌গুণ দয়া ও বৈরাগ্যানুগত হইয়া অভ্যস্ত হইলে জীবের ক্রমগতি অনুসারে নারদত্ব, মহাদেবত্ব, বাসুদেবত্ব, পরবাসুদেবত্ব, চক্রবর্তিত্ব ও অবশেষে নির্বাণগত ভগবত্ত্ব লাভ হয়।" উভয় মতেই জড় জগৎ নিত্য। কর্ম অনাদি, কিন্তু অন্তবিশিষ্ট। অস্তিত্বই ক্লেশ; পরিনির্বাণই সুখ। জৈমিনি-প্রকাশিত বৈদিক কর্মতত্ত্ব জীবের অমঙ্গল। পরিনির্বাণপ্রাপ্তির বিধিই মঙ্গলজনক। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ কর্মবাদীর প্রভু বটে কিন্তু নির্বাণবাদীর সেবক। শপেনহুয়ার (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান (Hartmaun) ইহারা প্রথম শ্রেণীর জড়নির্বাণবাদী। শপেনহুয়ারের মতে অস্তিত্ব-বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীন ত্যাগ ও দৈন্য, শরীরক্লেশ স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্বাণ লাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্বাণ সহজেই সম্ভব। হার বেন্‌সান্ নামক এক ব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন। প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্বাণবাদী। যাঁহারা নির্বাণান্তে অস্তিত্বের

লোপ মানিয়া আর কোন প্রকার আনন্দ মাত্র স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগকে জড়নির্বাণবাদী বলিয়া উক্তি করিলাম। জড় নির্বাণবাদ নিতান্ত অকর্মণ্য, যেহেতু তাহাতে জীবের সত্তা যে কি তাহা অনিশ্চিত থাকে। যদি জীব জড়োদ্ভূত হয়, তবে ঐ মত জড়ানন্দবাদীদিগের মহান্তর্ভূত হইয়া পড়ে, তাহা নাস্তিকতা মাত্র ॥ ২৪ ॥

('তত্ত্ববিবেক'—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

পরিপ্রশ্নমালা

১। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি কর্তব্য? (গীঃ ৫।২)

২। কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? (গীঃ ৫।২)

৩। নিত্য সন্ন্যাসী কে? (গীঃ ৫।৩)

৪। সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ কি পৃথক্ পৃথক্ পদ্ধতি? (গীঃ ৫।৪-৫)

৫। অনাসক্ত কর্মযোগীর স্বরূপ কিরূপ? (গীঃ ৫।৭-১৩)

৬। জীবের কর্মকর্তা বলিয়া অভিমানের কারণ কি? (গীঃ ৫।১৫)

৭। পরমেশ্বর কি জীবের পাপ ও পুণ্যের ভাগী? (গীঃ ৫।১৫)

৮। পণ্ডিত কে? (গীঃ ৫।১৮)

৯। ব্রহ্মে অবস্থিত কাহারা? (গীঃ ৫।১৯)

১০। ব্রহ্মবিৎ পুরুষের লক্ষণ কি? (গীঃ ৫।২০-২১)

১১। সুখী মনুষ্য কে? (গীঃ ৫।২৩)

১২। কাহারা ব্রহ্মনির্বাণের অধিকারী? (গীঃ ৫।২৫)

১৩। ব্রহ্মনির্বাণ কাহাকে বলে? (গীঃ ৫।২৬)

১৪। কর্মযোগিগণ কাহাকে জানিলে শান্তি লাভ করিতে পারেন? (গীঃ ৫।২৯)

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ

কথাসার

শুদ্ধচিত্তে অধোক্ষজ-তত্ত্বের ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি হয় না; এইজন্য এই অধ্যায়ে ধ্যানযোগের কথা বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সন্ন্যাসী ও যোগীর লক্ষণ-বর্ণনমুখে বলিতেছেন যে, যিনি কর্মফল-ত্যাগপূর্বক কর্তব্যকর্মসমূহের আচরণ করেন, তিনি—'সন্ন্যাসী' ও 'যোগী'। সন্ন্যাস ও যোগ একতাৎপর্যপর। কামসঙ্কল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও যোগী-পদবাচ্য হয় না। যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ়গণের যথাক্রমে কর্ম ও অবিক্ষেপক কর্মই উপরতি-সাধক। ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্মসমূহে অনাসক্ত-ব্যক্তি—'যোগারূঢ়'। মনই অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু। যোগারূঢ় ব্যক্তির মন সমাধিযুক্ত। একান্তে মনকে বিষ্ণুপাদপদ্মে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিতে হয়। যুক্ত আহার ও যুক্ত বিহারশীল ব্যক্তিরই যোগ সম্ভব। বায়ুশূন্য গৃহে অবস্থিত অচঞ্চল দীপের ন্যায় যোগীর চিত্ত নিশ্চল। যোগফল-লাভ-সম্বন্ধে অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। মনকে ধ্যান, ধারণা ও সমাধিদ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্ম-সমাধি লাভ করিতে হইবে। স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির মনকে যত্নপূর্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে। যোগযুক্তাত্মা ব্যক্তি পরমাত্মাকে সর্বভূতে ও সর্বভূতকে পরমাত্মায় দর্শন করেন। ক্রিয়া-ব্যবহারে তিনি সর্বত্র সদমর্শী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর। উহা কিরূপে নিগৃহীত হইতে পারে?" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, একমাত্র আত্মানন্দস্বাদাভ্যাস ও

বিষয়-বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। তখন অর্জুন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যে সকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়, তাহাদের কি গতি হয়? শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—কল্যাণকামী ব্যক্তির কোন দুর্গতি হয় না। অষ্টাঙ্গ-যোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা স্বর্গাদি লোকসমূহে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণের গৃহে অথবা ধনী বণিকাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং কেহবা জ্ঞানী যোগীদিগের গৃহে জন্ম লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা জ্ঞানী, যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ হন। পূর্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম কর্ম্মমার্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফললাভ করেন। অনেক জন্ম পর্যন্ত যোগাভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সমস্তকষায়-শূন্য হইয়া যোগী পরমা গতি লাভ করেন। সকাম কর্ম্মগত তপস্বী অপেক্ষা কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। সকাম জ্ঞানী অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। যত প্রকার যোগী আছে, সর্বাপেক্ষা ভক্তিযোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভজনা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তই—সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শিক্ষা—কামসঙ্কল্প-পরিত্যাগী ব্যক্তিই যোগী। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভজনাকারী ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—), যঃ (যিনি) কর্ম্মফল (কর্ম্মফলের) অনাশ্রিতঃ (অপেক্ষা না রাখিয়া) কার্য্য (অবশ্য কর্ত্তব্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) করোতি (সম্পাদন করেন), সঃ (তিনিই) সন্ন্যাসী চ (সন্ন্যাসী) যোগী চ (এবং তিনিই যোগী); ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিদ্বারা সম্পাদ্য ইষ্ট কর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অথবা পূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বের পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে সংক্ষেপে কথিত ধ্যানযোগের বিস্তার করিবার জন্য ষষ্ঠ অধ্যায় আরম্ভ করিতেছেন। পঞ্চমাধ্যায়ের ১৩শ শ্লোকে "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইত্যাদিদ্বারা সন্ন্যাসপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠাই তাৎপর্য—ইহা বুঝান যাইতেছে এবং কর্ম দুঃখজনক বলিয়া সহসা লোকে কর্মত্যাগ করিতে পারে, ইহা বারণার্থ সন্ন্যাস হইতেও কর্মযোগ—ইহা জানাইবার জন্য] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন —যিনি কর্মফলের অপেক্ষা না রাখিয়া কর্তব্য কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও তিনিই যোগী; কিন্তু নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তি সন্ন্যাসী নহেন ॥ ১ ॥

চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং সন্ন্যাসমাত্রতঃ।
মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—শুদ্ধচিত্তে ধ্যান ব্যতীত কেবল সন্ন্যাসদ্বারা মুক্তি হয় না। এই জন্য এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগ বিস্তার করিতেছেন।

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভস্তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" ইত্যারভ্য সন্ন্যাস-পূর্ব্বিকায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা

সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি —অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নি-সাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাবে সংক্ষেপে কথিত যোগের বিস্তারপূর্বক বর্ণন করিতে ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরম্ভ। পঞ্চম অধ্যায়ে "সমস্ত কর্ম মনে মনে ত্যাগ করিয়া" ইত্যাদি বাক্য আরম্ভ করিয়া সন্ন্যাসের সহিত জ্ঞানে নিষ্ঠার বিষয় তাৎপর্যক্রমে বলিয়াছেন। আবার কর্ম দুঃখস্বরূপ হওয়ায় সহসা সন্ন্যাসের প্রস্তাব উপস্থিত হয়। তাহা বারণ করিতে 'অনাশ্রিত' ইত্যাদি দুই শ্লোকদ্বারা সন্ন্যাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠরূপে কর্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। কর্মের ফল অপেক্ষা না করিয়াই নিশ্চয়ই কর্তব্যরূপে শাস্ত্রবিহিত কর্ম যিনি করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। কিন্তু যিনি অগ্নিতে সম্পাদনীয় যজ্ঞাদি কর্মত্যাগী বা বিনা অগ্নিতে করণীয় সাধারণের হিতকর জলাশয়াদি দানরূপ কর্মত্যাগী, তিনি প্রকৃত ত্যাগী বা যোগী নহেন ॥ ১ ॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) [পণ্ডিতগণ] যং (যাহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস বলিয়া) প্রাহুঃ (কহিয়া থাকেন) তং (তাহাই) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে)। অসংন্যস্তসংকল্পঃ (অপরিত্যক্তসংকল্প) কশ্চন (কোনও ব্যক্তি) যোগী (যোগী) ন হি ভবতি (হইতে পারেন না) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[কি প্রকারে তিনি সন্ন্যাসী? এই অপেক্ষায় কর্মযোগের ভিতরই সন্ন্যাস রহিয়াছে, ইহা প্রতিপাদন করিয়া বলিতেছেন—] হে পাণ্ডব! পণ্ডিতগণ যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন, তাহাই যোগ বলিয়া

জানিবে; কেননা, যিনি ফল কামনা করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের কেহই যোগী নহেন ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ"সন্ন্যাস এবেত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতয় ইতি। কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি—শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ—ন হীতি। ন সন্ন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন, স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসামান্যাৎ সন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিরূপে জিজ্ঞাসার উত্তরে কর্মযোগেরই সন্ন্যাসভাব প্রমাণিত করিয়া বলিতেছেন,—"যম্" ইত্যাদি। পণ্ডিতেরা যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়া শ্রেষ্ঠরূপে বলিয়া থাকেন, যেহেতু শ্রুতিতে আছে—"সন্ন্যাস এব অত্যরেচয়ৎ" কেবল ফলত্যাগহেতু তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে; কিরূপে? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ইতি-শব্দদ্বারা কথিত হেতুযোগেও আছে, ইহা বলিলেন "নহি" ইতি। কর্মনিষ্ঠই হউন বা জ্ঞাননিষ্ঠই হউন, তিনি যদি ফলের কামনা ত্যাগ না করিয়া থাকেন, তবে কখনও যোগী হন না। অতএব ফলের বাসনা-ত্যাগবিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় ত্যাগহেতু তিনি সন্ন্যাসী এবং ফলের বাসনা-ত্যাগহেতু চিত্তের বিক্ষেপ না হওয়ায় তিনিই যোগী হইয়া থাকেন ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যোগম্ (জ্ঞানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরূঢ় হইতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (সাধকের পক্ষে) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণম্ উচ্যতে (কারণরূপে কথিত

হয়)। [যিনি] যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ়) তস্য এব (তাঁহার পক্ষে) শমঃ (কর্ম্মসন্ন্যাসই) কারণম্ উচ্যতে (পরম সাধন বলিয়া কথিত হয়) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—[যাবজ্জীবনই কি তবে কর্মযোগ করিতে হইবে? এই আশঙ্কায় কর্মের সীমা বলিতেছেন—] জ্ঞানযোগপ্রাপ্তীচ্ছু মুনির কর্ম জ্ঞানলাভের কারণ উক্ত হইয়াছে। তিনিই আবার জ্ঞানযোগারূঢ় হইলে, তাঁহার পক্ষে কর্মত্যাগ জ্ঞানপরিপাকের কারণ বলিয়া কথিত আছে ॥৩॥

শ্রীধরঃ—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ—আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপককর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কি যাবজ্জীবন কর্মযোগই অবলম্বনীয়? ইহা আশঙ্কা করিয়া সেই কর্মের সীমা বলিতেছেন—"আরুরুক্ষোঃ" ইত্যাদি। যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণের—জ্ঞানযোগপ্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাদৃশ পুরুষের কর্ম চিত্তের শুদ্ধিকারক হওয়ায়, জ্ঞানযোগে আরোহণবিষয়ে উহা কারণ বলিয়া কথিত হয়। আবার যিনি আরূঢ় হইয়াছেন, অর্থাৎ জ্ঞানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে চিত্তবিক্ষেপজনক কর্ম হইতে বিরতিরূপ শম বা সমাধি জ্ঞানের পক্কতাবিষয়ে কারণ বলা হয় ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—[মানবঃ—মানব] যদা হি (যখনই) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে) [এবং] ন কর্ম্মসু অনুযজ্জতে (তৎসাধ্যকর্ম্মসমূহে আসক্ত হয় না), সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী (এইরূপে সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পত্যাগী হয়,)

তথা (তখন), সঃ—[তিনি] যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ় নামে) উচ্যতে (অভিহিত হন) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই যোগারূঢ় ব্যক্তি কিরূপ, যাঁহার শমতাই কারণ বলা হইল? ইহাতে বলিতেছেন—] ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে এবং তৎসাধন কর্ম্মসমূহে যখন তিনি আসক্তই নহেন, তখন তিনি সর্বসঙ্কল্পবর্জিত যোগারূঢ় বলিয়া অভিহিত হন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়-ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা মানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি; অত্র হেতুঃ;—আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—সেই জ্ঞানযোগে সিদ্ধ পুরুষ কীদৃশ, যাঁহার পক্ষে শমই সাধন? তাহাতে বলিলেন—"যদা" ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ্য শব্দাদি বিষয়গুলিতে এবং তাহার উপায়স্বরূপ কর্মগুলিতে যখন তিনি আসক্তি না করেন; সেই বিষয়ে কারণ এই যে, আসক্তির প্রধান কারণ সমস্ত ভোগবিষয়ক ও কর্মবিষয়ক বাসনা পরিত্যাগ করিতে যখন তাঁহার স্বভাব দৃঢ় হয়, তখন তিনি যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—আত্মনা (বিবেকযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (সংসার হইতে উদ্ধার করিবে), আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (কখনও অধঃপাতিত করিবে না)। আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু, উপকারক), আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (শত্রু, অপকারক) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু বিষয়াসক্তির ত্যাগেই মোক্ষ, আর বিষয়ের আসক্তিতেই বন্ধন—এরূপ পর্যালোচনা করিয়া বিষয়ে অনুরাগ ত্যাগ করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] বিবেকযুক্ত মনোদ্বারা আত্মাকে সংসার হইতে উদ্ধার করিবে, কিন্তু আপনাকে অধোনয়ন করিবে না। কেন না, আত্মাই আপনার বন্ধু, আর আত্মাই আপনার শত্রু ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিস্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেক-যুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ, ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ। হি যত আত্মৈব মনসঃ সঙ্গাদ্যুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগে মোক্ষ ও তাহাতে আসক্তিক্রমে বন্ধন আলোচনা করিয়া তাহাতে অনুরাগাদি স্বভাব ত্যাগ করিবে। ইহাই বলিলেন—"উদ্ধরেৎ" ইত্যাদি। বিচারবুদ্ধিদ্বারা মনকে সংসার হইতে উদ্ধার—অনাসক্ত করিবে, কিন্তু অবসন্ন—অধঃপাতিত করিবে না। কারণ, আসক্তিহীন মনই নিজের বন্ধু—উপকারক, আবার আসক্তিযুক্ত মনই অপকারক ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যেন (যৎকর্ত্তৃক) আত্মনা এব (আত্মদ্বারাই) আত্মা (আত্মা—মন) জিতঃ (বশীকৃত হইয়াছে), তস্য (তাঁহার) আত্মা (আত্মা) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (বন্ধু), অনাত্মনঃ তু (কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) শত্রুত্বে (অপকারকরণে) শত্রুবৎ এব (শত্রুর ন্যায়ই) বর্ত্তেত (প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[কি প্রকার ব্যক্তির আত্মা বন্ধু, আর কি প্রকার ব্যক্তির আত্মা শত্রু, এই উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—] যে (বিজ্ঞানময়) আত্মকর্তৃক

আত্মা বশীভূত হইয়াছেন, সেই জীবের আত্মা বন্ধু। আর অজিত আত্মার আত্মা (মন) শত্রুর ন্যায় অপকারী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্য-পেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ, অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিরূপ পুরুষের পক্ষে মন উপকারক এবং কিরূপ পুরুষের বা অপকারক? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন—"বন্ধুঃ" ইত্যাদি। যিনি বিবেকদ্বারা কার্যকারণের মিলনরূপ মনকে বশীভূত করিয়াছেন, সেই প্রকার পুরুষের পক্ষে মনই তাঁহার বন্ধু। যিনি মনকে জয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার মনই নিজের শত্রুর ন্যায় অপকারকার্যে নিযুক্ত থাকে ॥ ৬ ॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদিরহিত প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিরই) পরম্ (কেবল) আত্মা (আত্মা) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীতোষ্ণ, সুখদুঃখাদি) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (পরমাত্মাতে সমাধিস্থ) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[আত্মাই জিতাত্মজনের বন্ধু, ইহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] যাঁহার দেহমন প্রভৃতি জিত এবং চিত্ত প্রশান্ত, তাঁহারই আত্মা শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ এবং মানাপমানে আত্মনিষ্ঠ অর্থাৎ পরমাত্মায় সমাহিত থাকেন, অন্যের নহে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি; জিতাত্মন ইতি। জিত

আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য; যদ্বা, তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—যিনি চিত্ত জয় করিয়াছেন, তাঁহার আপনাতে বন্ধুত্ব স্পষ্ট করিতেছেন—"জিতাত্মন" ইত্যাদি। যিনি মনকে জয় করিয়াছেন, অতএব প্রশান্ত—রাগদ্বেষহীন, তাঁহারই মন কেবল শীতোষ্ণাদি-সত্ত্বেও সমাহিত—পরমাত্মনিষ্ঠ হয়, অন্যের হয় না। অথবা তাঁহারই হৃদয়ে পরমাত্মা সমাহিত—স্থিত হন ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাঁহার চিত্ত পরিতৃপ্ত), কূটস্থঃ (নির্ব্বিকার), বিজিতেন্দ্রিয়ঃ (যিনি বিজিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ (এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ) [সঃ—তিনিই] যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী (যোগী বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৮॥

মূল অনুবাদ—[যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন—] উপদেশলব্ধ জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার আত্মা তৃপ্ত অতএব যিনি কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার, বিজিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, পাষাণ ও কাঞ্চনে যাঁহার সমদৃষ্টি, সেই যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চোক্তমুপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধি-শূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—যোগারূঢ়ের লক্ষণ ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণপূর্বক উপসংহার করিতেছেন—"জ্ঞান" ইত্যাদি। উপদেশপ্রাপ্ত জ্ঞান ও অপরোক্ষ অনুভূতিরূপ বিজ্ঞান, এই উভয়দ্বারা সন্তুষ্ট, অতএব যাঁহার চিত্ত আকাঙ্ক্ষাহীন, অতএব তিনি নির্বিকার হওয়ায় ইন্দ্রিয়গুলি জয় করিতে পারিয়াছেন। তাঁহার নিকট মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমান আদরের পাত্র হইয়াছে। তিনি কোনটি অবজ্ঞাযোগ্য এবং অন্যটি আদরযোগ্য বিচার করেন না। তাঁহাকেই যোগারূঢ় বলা হয় ॥ ৮ ॥

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থ-দ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষপাত্র ও বন্ধুজনগণের), সাধুষু (সাধুসকলের) পাপেষু (এবং পাপিগণের প্রতি) সমবুদ্ধিঃ, অপি (সমবুদ্ধিশালী ব্যক্তিও) বিশিষ্যতে (প্রশংসনীয়) ॥ ৯ ॥

মূল অনুবাদ—[সুহৃন্মিত্রাদিতে যিনি সমবুদ্ধিযুক্ত, তিনি তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] সুহৃৎ, মিত্র, উদাসীন, মধ্যস্থ, বিদ্বেষভাজন, বন্ধু, সাধু ও পাপী—এই সকলে যাঁহার সমবুদ্ধি তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধু সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপাঃ দুরাচারাঃ এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্ট ॥৯॥

সুঃ অনুবাদ—সুহৃৎ প্রভৃতিতে তুল্যাদরযুক্ত পুরুষ তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"সুহৃৎ" ইত্যাদি। যিনি স্বভাবতঃ মঙ্গল কামনা করেন, তিনি সুহৃৎ। স্নেহবশতঃ যিনি উপকার করেন, তিনি মিত্র। অরি—

ঘাতক, বিবাদকারী উভয় পক্ষের যিনি অনাদর করেন, তিনি উদাসীন এবং বিবাদকারী পক্ষদ্বয়ের যিনি হিতকামনা করেন, তিনি মধ্যস্থ। শত্রুতার যোগ্য জীব দ্বেষ্য, যাঁহার সহিত সম্বন্ধ আছে, তিনি বন্ধু। সাধু—সদাচার পুরুষ, পাপ—দুরাচার পুরুষ। এই সমস্তগুলিতে আসক্তি বা বিরক্তির ভাবশূন্য সমান দৃষ্টি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—যোগী (যোগী) একাকী (একাকী) সততং (সতত) রহসি স্থিতঃ (নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত হইয়া), নিরাশীঃ (আকাঙ্ক্ষাশূন্য) [ও] অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহরহিত হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জীত (সমাহিত বা একাগ্র করিবেন) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বোক্ত প্রকারে যোগারূঢ়ের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে তাঁহার যোগ অঙ্গসহ "যোগী" ইত্যাদি হইতে "স যোগী পরমো মতঃ" ৩২ শ্লোক পর্যন্ত বলিতেছেন—] যোগী ব্যক্তি একাকী নিরন্তর নির্জনে থাকিয়া সংযত অন্তঃকরণ ও সংযত দেহে আকাঙ্ক্ষা ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে—যোগীত্যাদিনা "স যোগী পরমো মতঃ" (৩২) ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততঃ নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ. অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ বলিয়া এক্ষণে সমস্ত অঙ্গের সহিত যোগের বিষয় বলিতেছেন—"যোগী" ইত্যাদি হইতে 'সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত' এই পর্যন্ত শ্লোকগুলিদ্বারা। যোগী—

যোগারূঢ় পুরুষ, সর্বদা একাকী গোপনে নিঃসঙ্গভাবে থাকিয়া মনকে সমাধিযুক্ত (একাগ্র) করিবেন। তিনি চিত্ত ও দেহকে ভোগ্যবিষয় হইতে সংযত করিবেন। তাঁহার কোনপ্রকার আকাঙ্ক্ষা বা বিষয়গ্রহণের বাসনা থাকিবে না এবং তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না ॥ ১০ ॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতি উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (এবং অতি নিম্ন না হয়, এরূপ) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশোপরিস্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির আসনের উপর বস্ত্রাচ্ছাদন করতঃ) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনং (আসন স্থিরভাবে) প্রতিষ্ঠাপা (স্থাপন পূর্ব্বক) তত্র (তাহাতে) উপবিশ্য (উপবেশন করতঃ) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত করতঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগাভ্যাস করিবেন) ॥ ১১-১২ ॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে দুইটি শ্লোকদ্বারা আসনের নিয়ম বলিতেছেন—] শুদ্ধস্থানে, অতি উচ্চ ও অতি নীচ নয়, এইভাবে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রচর্মাদির আসন ও তদুপরি বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া স্থির আসন স্থাপন-পূর্বক সেই আসনে উপবেশন করতঃ মনকে একাগ্র করিয়া সংযতচিত্ত ও জিতেন্দ্রিয় যোগী চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২ ॥

শ্রীধরঃ—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতিদ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং? স্থিরমচঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং চেলং বস্ত্রং, অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চেলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য, কুশানামুপরি

চৰ্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপ-রহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মন্যে মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ॥ ১১-১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আসনের নিয়ম দেখাইয়া বলিতেছেন—"শুচৌ" প্রভৃতি দুই শ্লোক। শুদ্ধ স্থানে নিজের আসন রাখিয়া। কিরূপ আসন? নিশ্চল, অধিক উচ্চও নহে, নিতান্ত নিম্নও নহে, চেল—বস্ত্র, অজিন—ব্যাঘ্রাদির চর্ম এই দুইটি কুশের উপর রাখিয়া, অর্থাৎ কুশাসনের উপর চর্ম, তাহার উপরে বস্ত্রের আচ্ছাদন দিয়া সেই আসনে বসিয়া মনকে বিক্ষেপশূন্য করতঃ যোগ অভ্যাস করিবেন। তাঁহার মনের ও ইন্দ্রিয়ের কার্যগুলি নিয়মিত হইবে আত্মশুদ্ধি—মনের বিশুদ্ধি—মনের উপশমের জন্য ॥ ১১-১২ ॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩ ॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা) সমম্ (সরল) [ও] অচলং (স্থির) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া), স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসাগ্রভাগে) সংপ্রেক্ষ্য (দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্ত চিত্ত), বিগতভীঃ (নির্ভীক), ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত হইয়া), মনঃ সংযম্য (চিত্ত-সংযমনপূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যোগযুক্ত থাকিবে) ॥ ১৩-১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[চিত্তের একাগ্রতা-লাভের অনুকূলদেহাদির অবস্থান, দুই শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—] শরীরের মধ্যভাগ, মস্তক ও গ্রীবা সরল

ও অচলভাবে রাখিয়া স্বীয় নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া প্রশান্তচিত্ত, বিগতভয়, ব্রহ্মচর্যব্রতে অবস্থিতিপূর্বক মনঃ-সংযমানন্তর আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও আমাকেই পরমপুরুষার্থজ্ঞানে যুক্ত হইয়া থাকিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

শ্রীধরঃ—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি—প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য, বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ, এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩-১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—চিত্তের একাগ্রতা বিষয়ে উপযোগী দেহাদির অবস্থান দেখাইয়া বলিতেছেন—"সমং" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কায়-শব্দে দেহের মধ্যভাগকে নির্দেশ করিয়াছেন। [কায়শিরোগ্রীব] কায়, মস্তক ও গ্রীবা—মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্যন্ত সর্বশরীর। সম—না বাঁকাইয়া। (এইরূপে সংস্থাপন করিয়া) স্থির—দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া। নিজের নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্বক অর্থাৎ চক্ষু অর্ধনিমীলিত করিয়া, ইতস্ততঃ দিক্‌গুলিতে চক্ষু না পাতিত করিয়া উপবেশন করিবে। ইহা পরের শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে। "প্রশান্ত" ইত্যাদি—[প্রশান্তাত্মা]—যাঁহার চিত্ত বেগশূন্য হইয়াছে, [বিগতভীঃ]—যাঁহার ভয় চলিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য আচারে অবস্থানপূর্বক মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া [মচ্চিত্ত]—আমাতেই যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে। মৎপর—যিনি আমাকেই পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। এইরূপ আমার সহিত যোগ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট থাকিবে ॥ ১৩-১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জন্ (সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগী) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণপ্রাপক) মৎসংস্থাং (মদ্রূপে অবস্থিত) শান্তিম্ (পরমশান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—[যোগাভ্যাসের ফল বলিতেছেন—] এই প্রকারে সর্বদা মনকে সমাহিত করিয়া নিরুদ্ধচিত্ত যোগী পরমনির্বাণরূপ আমার স্বরূপে অবস্থিতিপ্রদ যে শান্তি তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যোগাভ্যাস ফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রপ্নোতি; কথম্ভূতাং? নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং, মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিম্ ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—যোগাভ্যাসের ফল বলিলেন—"যুঞ্জন্নেবম্" ইত্যাদি। উক্তপ্রকারে সর্বদা মনকে সমাধিস্থ করিয়া যাঁহার চিত্ত নিয়ত নিরুদ্ধ হইয়াছে, তিনিই জন্মমরণরূপ সংসার হইতে নিবৃত্তি লাভ করেন। সেই শান্তি কীদৃশী, যে শান্তিতে মোক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য বিষয় হয়? মৎসংস্থা—আমার ন্যায় অবস্থিতি, আমার সারূপ্য ॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অত্যশ্নতঃ ন (অতিভোজনপরায়ণের যোগ হয় না), একান্তম্ অনশ্নতঃ (আবার, একান্ত অনাহারীরও) ন চ (যোগ হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য ন চ (অতিশয় নিদ্রাপরায়ণেরও নহে) জাগ্রতঃ এব (অতি জাগরণশীলেরও) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যোগাভ্যাসকারীর আহারাদির নিয়ম এক্ষণে দুইটি শ্লোক দ্বারা বলিতেছেন—] হে অর্জুন! অতি ভোজনপরায়ণের যোগ হয় না; আবার একান্ত অনাহারীরও যোগ হয় না। অতিনিদ্রালু ও অতিশয় জাগরণশীল ব্যক্তিরও যোগ হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্তমধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—যোগের অভ্যাসে যাঁহার নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহার আহারাদির নিয়ম বলিতেছেন—"নাত্যশ্নতঃ" ইত্যাদি। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, অথবা একবারে অত্যন্ত অল্পভোজন করেন, তাঁহাদের সমাধি হয় না। সেইরূপ অধিক নিদ্রাশীল ও সর্বদা জাগরণশীল পুরুষের যোগ হয়ই না ॥ ১৬ ॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—যুক্তাহারবিহারস্য (যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন), কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে), যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন) [তাঁহারই] যোগঃ (যোগ) দুঃখহা (দুঃখনিবারক) ভবতি (হয়) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহা হইলে কি প্রকার ব্যক্তির যোগ হয়? তাহাই বলিতেছেন—] যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন, কর্মসমূহে যাঁহার নিয়মিত চেষ্টা থাকে, যিনি পরিমিতভাবে নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহারই যোগ দুঃখনিবারক হয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি।

যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কিরূপ পুরুষের যোগ হয়, তাহাতে বলিতেছেন —"যুক্তাহার" ইত্যাদি [যুক্তাহার-বিহার]—যাহার ভোজন ও গমন নিয়মিত হইয়াছে, [যুক্তচেষ্ট]—কার্যগুলিতে যাঁহার চেষ্টা সংযতা [যুক্তস্বপ্নাববোধ] যিনি নিদ্রা ও জাগরণকে অধীন করিয়াছেন, তাঁহারই সর্বদুঃখনাশক যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষরূপে সংযত হইয়া) চিত্তং (চিত্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলভাবে অবস্থান করে); তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বভোগ হইতে) নিস্পৃহঃ (কামনাপরিত্যাগী ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি (যুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[কখন পুরুষ যোগসিদ্ধ হয়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] যখন চিত্ত বিশেষরূপে সংযত হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থান করে, তখন ঐহিক ও পারত্রিক সর্বভোগ হইতে কামনা-পরিত্যাগী ব্যক্তি 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ, চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ, সর্ব্বকামেভ্যঃ ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিস্পৃহঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—কখন পুরুষ যোগসিদ্ধ হন? এই প্রশ্নে বলিলেন—"যদা" ইত্যাদি। যখন কাহারও চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই নিশ্চলভাব ধারণ করে, আরও যিনি ইহলোকের ও পরলোকের যাবতীয় ভোগ হইতে নিস্পৃহ—তৃষ্ণাশূন্য হন, তখন তাঁহাকে যুক্ত—প্রাপ্তযোগ বা যোগসিদ্ধ বলা হয় ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—নিবাতস্থঃ (বায়ুশূন্য প্রদেশে অবস্থিত) দীপঃ (দীপ) যথা (যেরূপ) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য (নিরুদ্ধচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা (তাহাই) উপমা (তুলনা) স্মৃতা (জানিবে) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আত্মার সহিত একীভূত অবস্থাপ্রাপ্ত চিত্তের উপমা বলিতেছেন—] যেমন বায়ুশূন্য প্রদেশে অবস্থিত দীপ বিচলিত হয় না, তেমন আত্মবিষয়ে যোগাভ্যাসকারী নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর তাহাই উপমা জানিবে ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনো যতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশকতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বভতিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আত্মার সহিত একাকারভাবে অবস্থিত চিত্তের উপমা বলিলেন—"যথা" ইত্যাদি। বায়ুশূন্য স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, তাহাই উহার দৃষ্টান্ত। কাহার? আত্মবিষয়ে যোগ-অভ্যাসশীল

যোগীর। [যতচিত্ত]—যাহার চিত্ত সংযত। যাঁহার চিত্ত কম্পহীন ও প্রকাশকভাবে অচঞ্চল, তাঁহার চিত্ত দীপশিখার ন্যায় অবস্থান করে ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসদ্বারা) নিরুদ্ধং (নিরুদ্ধ) চিত্তং (চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়), যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (বিশুদ্ধচিত্তদ্বারা) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দর্শন করতঃ) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টি লাভ করা যায়) [তং যোগ-সংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—["যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদি শ্লোকে কর্মই যোগশব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে, অবার "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদি শ্লোকে সমাধিই যোগশব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক্ষণে মুখ্যযোগ কোন্‌টিকে বুঝিব? এই অপেক্ষায় সমাধিই যোগশব্দের স্বরূপতঃ ও ফলতঃ মুখ্য অর্থ—ইহাই সাড়ে তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—] যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত উপশম প্রাপ্ত হয় এবং যে অবস্থায় বিশুদ্ধ চিত্তদ্বারা আত্মাকে দর্শন করতঃ আত্মাতেই তুষ্টি লাভ করা যায়, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগ শব্দেনোক্তম্, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ, তত্র মুখ্যো যোগঃ কঃ? ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—"যত্রেতি" সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণে নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য ফলেন তমেব লক্ষয়তি যত্র চ

যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি, ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—'হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস বলিয়াছেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে' ইত্যাদি বাক্যে যোগ-শব্দে কর্মকেই বলা হইল; আবার 'অতিভোজীর যোগ হয় না' ইত্যাদি বাক্যে যোগ-শব্দে সমাধি কথিত হইল। এই উভয়ের মধ্যে প্রধান যোগ কি? এই প্রশ্নোত্তর স্বরূপে ও ফলবিষয়ে সমাধিকেই লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই মুখ্য যোগ বলিতেছেন— "যত্র" ইত্যাদি সাড়ে তিন শ্লোক। যে অবস্থাবিশেষে যোগের অভ্যাসদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত শান্তভাব ধারণ করে, ইহাকে যোগের স্বরূপ লক্ষণ বলিলেন। পাতঞ্জল সূত্রেও আছে—"চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ।" ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফল দ্বারা তাহাকে (যোগনিরুদ্ধ চিত্ত শান্ত হয়, ইত্যাদিকেই) লক্ষ্য করিতেছেন এবং যে অবস্থা-বিশেষে শুদ্ধমনদ্বারা জীব আত্মার দর্শন করেন, দেহাদিকে নহে। তাহা দেখিতে দেখিতে আত্মাতেই তুষ্ট থাকেন, বিষয়াদিতে নহে। 'যত্র' ইত্যাদিতে যদ্ শব্দগুলির 'তাহাকে যোগ নামে জানিবে' এই চতুর্থ শ্লোকের সহিত সম্বন্ধ জানিবে ॥ ২০ ॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) যৎ তৎ (নিরতিশয়) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়), অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়াতীত) আত্যন্তিকং (নিত্য) সুখং (সুখ) বেত্তি (অনুভব করেন), [যত্র—যে অবস্থায়] স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[যোগী আত্মাতে কেন তুষ্ট থাকেন? তাহার হেতু বলিতেছেন—] যে অবস্থায় যোগী নিরতিশয়, কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, ইন্দ্রিয়াতীত নিত্য সুখ অনুভব করেন, যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥২১॥

শ্রীধরঃ—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থা-বিশেষে যৎ তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—আত্মাতেই সন্তোষের কারণ বলিতেছেন—"সুখম্" ইত্যাদি [যত্র]—যে অবস্থাবিশেষে কোনও নিরতিশয় নিত্যসুখ জানিতে পারেন। যদি বল, তখন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অভাবে কিরূপে সুখ হয়? তাহাতে বলিতেছেন—অতীন্দ্রিয়—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইতে অতীত, কেবল আত্মার সহিত ঐক্যপ্রাপ্ত বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়। অতএব যে অবস্থায় থাকিয়া যোগী আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিতই হন না ॥ ২১ ॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—যং (যেই আত্মসুখস্বরূপকে) লব্ধ্বা (লাভ করিলে) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তদপেক্ষা অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ (এবং যাহাতে) স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (গুরুতর দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ—তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে] ॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—[যোগের অচঞ্চলত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—] যে

আত্মসুখস্বরূপকে লাভ করিয়া অন্য লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না এবং যাহাতে অবস্থিত হইয়া (জীব) গুরুতর দুঃখেও বিচলিত হন না, তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—-অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখস্বরূপং লব্ধা ততোঽধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে, তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনা-নিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—যোগের অচলতাই প্রমাণ করিতেছেন—"যম" ইত্যাদি দ্বারা। যে আত্মানন্দরূপ লাভ পাইয়া অপর লাভকে তদপেক্ষা অধিক মনে করেন না, কারণ তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখস্বরূপ এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া কঠোর শীত ও উষ্ণাদির ক্লেশেও অভিভূত হন না। এই অনিষ্ট-নিবৃত্তিরূপ ফলদ্বারাও যোগের লক্ষণ বলা হইল, তাহা দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—তং (সেইরূপ অবস্থাবিশেষকে) দুঃখসংযোগবিয়োগং (সুখদুঃখ-সম্পর্কশূন্য) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে), অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (নির্ব্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা) সঙ্কল্পপ্রভবান্ (সঙ্কল্পজাত) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনাকে) অশেষতঃ (নিঃশেষে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনের দ্বারাই) সমন্ততঃ (সর্ব্বতোবিক্ষিপ্ত) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্য (নিয়ন্ত্রিত করিয়া) নিশ্চয়েন (শাস্ত্র ও আচার্য্যো-পদেশ জাত নিশ্চয়দ্বারা) যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করিবে) ॥২৩-২৪॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু যোগ এইরূপ মহাফলদাতা সেই নিমিত্ত সার্ধ শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] সেইরূপ অবস্থাবিশেষকে সুখ-দুঃখসম্পর্কশূন্য 'যোগ' বলিয়া জানিবে, নির্বেদশূন্য চিত্তদ্বারা সঙ্কল্পজাত সমস্ত কামনাকে নিঃশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া মনের দ্বারাই সর্বতো বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শাস্ত্র ও আচার্যোপদেশজাত নিশ্চয়দ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪ ॥

শ্রীধরঃ—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তমিত্যর্দ্ধেন। দুঃখ-সংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিত বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দাবাচ্যং জানীয়াৎ, 'পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ'। যদ্বা, দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দ-স্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতে, চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ, সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-প্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩-২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ অবস্থার বিষয় বলিতেছেন—"তম্" ইত্যাদি অর্ধশ্লোক। দুঃখের সংস্পর্শরাহিত্যকে যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখশব্দদ্বারা দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখকেও গ্রহণ করা হইতেছে। দুঃখের সংযোগে—সংস্পর্শমাত্রেই তাহার নাশ যে অবস্থাবিশেষে হইয়া থাকে, তাহাই 'যোগ'

শব্দদ্বারা কথিত হয়, জানিবে। পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোজনই যোগ। অথবা বীর পুরুষে 'কাতর' শব্দের সংযোগের ন্যায় দুঃখের সংযোগ দ্বারা বিয়োগকেই বিরুদ্ধ লক্ষণদ্বারা 'যোগ' বলা হয়। তাহার উপায়স্বরূপ হওয়ায় কর্মে যোগশব্দ কেবল ঔপচারিক। যোগ এইরূপ মহাফলদাতা হওয়ায় সেই যোগ যত্নের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে। তাহাই বলিলেন "সঃ" ইত্যাদি সার্ধশ্লোক। শাস্ত্রাচার্যের উপদেশজনিত স্থিরসঙ্কল্পদ্বারা সেই যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। যদি শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তথাপি নির্বেদশূন্যচিত্তে অভ্যাস করিতে হইবে। ক্লেশকর বিবেচনায় যত্নবিষয়ে শিথিলতাই নির্বেদ। আরও "সঙ্কল্প" ইত্যাদি। অভিলাষ হইতে যাহাদের উৎপত্তি, যোগের প্রতিকূল সেই সমস্ত ভোগগুলি বাসনার সহিত ত্যাগ করিয়া এবং বিষয়ের দোষ-দর্শনকারী মনদ্বারা সর্বদিকে বিস্তারশীল ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষরূপে সংযত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে। এস্থলে পূর্বের সহিত অন্বয় ॥ ২৩-২৪ ॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্‌বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীভূত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সংস্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (বিরতি অভ্যাস করিবে); কিঞ্চিৎ অপি (অন্য কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না)॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[কিন্তু যদি প্রাক্তন সংস্কারবশে মন বিচলিত হয়, তবে ধারণাদ্বারা মন স্থির করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] ধারণাবশীভূতা বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতে সংস্থিত করিয়া ধীরে ধীরে বিরতি অভ্যাস করিবে। অন্য কিছুমাত্র বিষয় চিন্তা করিবে না ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া

স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ, তত্তু শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি পূর্বজন্মের কর্মসংস্কারবশে মন বিচলিত হয়, তাহা হইলে ধারণাদ্বারা নিশ্চল করিবে। ইহা বলিতেছেন—"শনৈঃ শনৈঃ" ইত্যাদি। ধৃতিগৃহীতা—ধারণা-কর্তৃক বশীকৃতা বুদ্ধিদ্বারা মনকে আত্মাতেই সম্যক্‌রূপে নিশ্চল করিয়া শান্ত হইবে। তাহাও ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে, সহসা নহে। বিরতির স্বরূপ বলিতেছেন—"কিছুই চিন্তা করিবে না" নিশ্চলমনে স্বয়ংপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ হইয়া আত্মধ্যান হইতেও নিবৃত্ত হইবে না ॥ ২৫ ॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—চঞ্চলম্ (চঞ্চল) [ও] অস্থিরং (অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ের প্রতি) নিশ্চলতি (ধাবিত হইবে), ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (ইহাকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (স্থিরভাবে রাখিতে হইবে) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আবার রজোগুণবশতঃ যদি মন চঞ্চল হয়, তবে পুনর্বার তাহাকে প্রত্যাহারদ্বারা বশীভূত করিবে, ইহাই বলিতেছেন—] চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে ইহাকে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাতেই স্থিরভাবে রাখিতে হইবে ॥২৬॥

শ্রীধরঃ—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং

ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ হইলেও যদি রজোগুণবশতঃ মন চঞ্চল হয় তাহা হইলে পুনর্বার প্রত্যাহারদ্বারা উহাকে বশীভূত করিবে। ইহাই বলিতেছেন—"যতো যত" ইত্যাদি। স্বভাবতঃ চঞ্চল, স্থির করিলেও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি নির্গত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে সমাকর্ষণ করিয়া উহাকে আত্মাতেই নিশ্চল করিবে ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—শান্তরজসং (রজোগুণহীন) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (নিষ্পাপ) [ও] ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকে) উত্তমং সুখম্ (সমাধিজন্য উত্তম সুখ) উপৈতি (স্বয়ংই আশ্রয় করে) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে প্রত্যাহারাদিদ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে যিনি বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার রজোগুণ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে সমাধিসুখ লাভ হয়, ইহাই বলিতেছেন—] যেহেতু, রজোগুণহীন, প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত এই যোগীকে সমাধিজনিত উত্তম সুখ স্বয়ংই আশ্রয় করে ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তেতি। (এবমুক্তপ্রকারেণ); শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে প্রত্যাহার প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ মনকে

বশীভূত করিলে রজোগুণের বিনাশে যোগসুখ লাভ করেন; ইহা বলিতেছেন—“প্রশান্ত” ইত্যাদি। এই প্রকারে যাঁহার পক্ষে রজোগুণ দূরীভূত হইয়াছে, অতএব যাঁহার মন নিশ্চল হইয়াছে, এরূপ পাপহীন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীর নিকট উত্তম সমাধিজনিত সুখ স্বয়ংই আগমন করে ॥ ২৭ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (বশীভূত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ) অত্যন্তং সুখম্ (পরমসুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন বা জীবন্মুক্ত হন) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[সমাধিলাভের পর যোগী কৃতার্থতা লাভ করে, ইহা বলিতেছেন—] এইরূপে সর্বদা মনকে বশীভূত করিয়া সকল পাপ পরিশূন্য যোগী অনায়াসে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্বরূপ সর্বোত্তম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যা-নিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তদনন্তর কৃতার্থ হন, ইহা বলিতেছেন—“যুঞ্জন্” ইত্যাদি। এই প্রকারে সর্বদা মনকে বশ করিয়া বিশেষভাবে সর্বপ্রকারে যাঁহার কল্মষ (পাপ) ধ্বংস পাইয়াছে, সেই যোগী অনায়াসে অবিদ্যানাশক ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ সর্বোত্তম সুখ ভোগ করেন—জীবন্মুক্ত হন ॥২৮॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিতচিত্ত) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শী) [স যোগী—সেই যোগী] আত্মানং (আত্মাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বভূতকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—[ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বর্ণন করিতেছেন—] যোগে সমাহিতচিত্ত, সর্বত্র ব্রহ্মদর্শী যোগী আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ তথা স স্বমাত্মনমবিদ্যাকৃতদেহাদি পরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেরষ্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারই দেখাইতেছেন "সর্বভূতস্থম্" ইত্যাদি যোগ অভ্যাস করিতে করিতে তদ্দ্বারা তিনি চিত্ত সমাহিত করিয়া সর্বস্থানে সম—ব্রহ্মই দর্শন করেন। তাঁহার সমদর্শন হইলে অবিদ্যাজনিত দেহাদিসীমাশূন্য আত্মাকে ব্রহ্মাদি স্থাবরপর্যন্ত সমস্ত ভূতে দেখিতে পান, এবং সেই ভূতগুলিকে আত্মাতে ভেদশূন্যভাবেই দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) পশ্যতি (দর্শন করেন), সর্ব্বং চ (এবং সর্ব্বভূতকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দেখিতে পান), অহং (আমি) তস্য (তাঁহার নিকট) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (পরোক্ষ হন না) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্তরূপ আত্মজ্ঞানে সর্বভূতের আত্মস্বরূপ যে আমার (ভগবানের) উপাসনাই কারণ, ইহা বলিতেছেন—] যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সর্বভূতকে আমাতে দর্শন করেন, আমি তাঁহার নিকট অগোচর হই না। তিনিও আমার অগোচর হন না ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্মতয়ামদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি, তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি, স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি—প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্ণামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ আত্মজ্ঞানেও সর্বভূতের আত্মস্বরূপ আমার উপাসনাই প্রধান কারণ। ইহা বলিতেছেন—"যো মাং" ইত্যাদি। পরমেশ্বর আমাকে যিনি ভূতমাত্রে দেখেন এবং সমস্ত প্রাণিমাত্রকে আমাতে দেখেন, তাঁহার পক্ষে আমি অদৃশ্য হই না। তিনিও আমার পক্ষে অদৃশ্য হন না। আমি প্রত্যক্ষ হইয়া কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকনপূর্বক অনুগ্রহ করিয়া থাকি ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (দ্বৈতবুদ্ধিরহিত হইয়া, শ্যামসুন্দরমূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন), সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্ব্বথা (সর্ব্বাবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতেই) বর্ত্ততে (অবস্থিতি করেন) ॥ ৩১ ॥

মূল অনুবাদ—[এই প্রকার ব্যক্তি বিধির দাস নহে, ইহাই বলিতেছেন—] যে ব্যক্তি সর্বভূতে অবস্থিত আমাকে দ্বৈতবুদ্ধি-রহিত

হইয়া শ্যামসুন্দর মূর্তিগত একত্ববুদ্ধি আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, সেই যোগী সর্বাবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও আমাতেই অবস্থিতি করেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে—মুচ্যতে, ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই প্রকার পুরুষ কদাপি বিধির অধীন হন না, ইহাই বলিতেছেন—"সর্বভূতস্থিতং" ইত্যাদি। সকল ভূতে অবস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে আশ্রয় করিয়া যিনি ভজন করেন, সেই যোগী জ্ঞানবান্ হইয়া সর্বপ্রকারে কর্মত্যাগপূর্বক বর্তমান থাকিলেও আমাতেই থাকেন, মুক্ত হন, কদাপি ভ্রষ্ট হন না ॥ ৩১ ॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ (হে অর্জ্জুন) যঃ (যিনি) আত্মৌপম্যেন (স্বসাদৃশ্যদ্বারা) সর্ব্বত্র (সর্ব্বজীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (আপনার সহিত সমান) পশ্যতি (দেখেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরমঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মতঃ (আমার অভিমত) ॥ ৩২ ॥

মূল অনুবাদ—[তথাপি আমার ভজনকারী যোগীদিগের মধ্যে সর্বভূতে দয়াশীলগণই শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] হে অর্জুন! যিনি নিজের অনুরূপে সর্বজীবে সুখ অথবা দুঃখকে আপনার সহিত সমানভাবে দেখেন, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পা শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন 'যথা মম সুখং

প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপী'তি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যে বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখং, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ আমার ভজনকারী যোগিগণের মধ্যে সর্বভূতে দয়ালু পুরুষই শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—"আত্মৌপম্যেন" ইত্যাদি। নিজের সাদৃশ্যে—"যেরূপ আমার পক্ষে সুখ প্রিয় ও দুঃখ অপ্রিয়, সেইরূপ অন্যের প্রতিও"; এইরূপ—সর্বত্র সমানভাবে দৃষ্টি করিয়া যিনি সকলের সুখই বাঞ্ছা করেন, কাহারও দুঃখ আকাঙ্ক্ষা করেন না, সেই যোগী শ্রেষ্ঠ। ইহা আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জুন বলিলেন—) মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) ত্বয়া (তুমি) সাম্যেন (লয় ও বিক্ষেপাভাববশতঃ) অয়ং (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (বলিয়াছ), [মনসঃ—মনের] চঞ্চলত্বাৎ (চাঞ্চল্যবশতঃ) অহং (আমি) এতস্য (ইহার) স্থিরাং (দীর্ঘকালব্যাপিনী) স্থিতিং (স্থিতি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না) ॥ ৩৩ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্ত যোগ অসম্ভব ভাবিয়া] অর্জুন বলিলেন—হে মধুসূদন! তুমি লয় ও বিক্ষেপশূন্য এই যে যোগ বলিয়াছ, মন চঞ্চল বলিয়া ইহার দীর্ঘকালব্যাপিনী স্থিতি আমি দেখিতেছি না ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি, সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—উক্তপ্রকার যোগের অসম্ভাবনা চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন—"যোঽয়ং" ইত্যাদি। সাম্যদ্বারা—মনের লয় ও বিক্ষেপদ্বারা বিহীন, কেবল আত্মার আকারে অবস্থানের স্বরূপ যে যোগ তুমি বলিয়াছ, এই যোগের স্থিরা—দীর্ঘকালব্যাপিনী, স্থিতি—নিশ্চলাবস্থা দেখিতেছি না। কারণ, মন চঞ্চল ॥ ৩৩ ॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) মনঃ (মন) চঞ্চলং হি (স্বভাবতঃ চঞ্চল), প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকর) বলবৎ (অজেয়) [ও] দৃঢ়ং (দৃঢ়)। অহং (আমি) বায়োঃ ইব (বায়ুর ন্যায়) তস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিগ্রহ) সুদুষ্করং (অত্যন্ত কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥ ৩৪ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ! যেহেতু মন স্বভাবতঃ চঞ্চল ও প্রমাথি অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকারক, বলবান্ ও দৃঢ়, সেই হেতু আমি বায়ুর নিরোধের ন্যায় তাহার নিরোধ দুষ্কর মনে করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরঃ—এতৎস্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বি-চারেণাপি জেতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যম্, তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—উহাই স্পষ্ট করিতেছেন—"চঞ্চলং" ইত্যাদি। চঞ্চল—স্বভাবতঃই অস্থির; আরও প্রমাথি—দেহও ইন্দ্রিয়ের উদ্বেগজনক, অধিকন্তু বলবৎ (প্রবল)—বিচারদ্বারাও জয় করা যায় না। আরও দৃঢ়—

বিষয়বাসনার সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় দুর্ভেদ্য। অতএব যেরূপ আকাশে সর্বক্ষণ প্রবাহিত বায়ুকে কলস প্রভৃতিতে আবদ্ধ করা অসম্ভব, সেইরূপ আমি সেই মনকে সংযত করাও অতীব দুষ্কর—সর্বপ্রকারে কষ্টসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) মহাবাহো! (হে মহাবীর অর্জ্জুন!), মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুর্ব্বিনীত) [ও] চলম্ (চঞ্চল) [ইতি—ইহাতে] অসংশয়ম্ (সন্দেহ নাই)। তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (পরমাত্মসেবায় অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা) [তং—তাহা] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥ ৩৫ ॥

মূল অনুবাদ—[অর্জুনের কথিত মনের চঞ্চলতাদি স্বীকার করিয়াই তাহার নিগ্রহের উপায়] শ্রীভগবান বলিলেন—হে মহাবাহো অর্জুন! মন দুর্বিনীত ও চঞ্চল, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু হে কুন্তীনন্দন! পরমাত্মসেবার অভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা তাহা নিগৃহীত হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব, তথাপি তু বিষয়চিন্তনপূর্ব্বকম্ অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়য়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে; অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকার-তয়া স্থিতিঃ। যাঽসংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥" ইতি ॥ ৩৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব কথিত চাঞ্চল্যাদি স্বীকার করিয়াই শ্রীভগবান্ মনঃসংযমের উপায় বলিতেছেন—"অসংশয়ম্" ইত্যাদি। অস্থিরস্বভাব হওয়ায় মনকে নিয়মিত করা অসাধ্য বলিয়া যাহা বলিতেছ, তাহা সত্যই। কিন্তু তথাপি বিষয়ের চিন্তা না করিয়া অভ্যাসদ্বারা—পরমাত্মার আকারে বিশ্বাসরূপ ব্যাপার এবং বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাদ্বারা মনকে নিগ্রহ করা যায়। অভ্যাসহেতু মনের লয়ে বাধা এবং বৈরাগ্যদ্বারা মনের সঞ্চলনে বিঘ্ন হওয়ায় মনের বৃত্তি নিবৃত্ত হইলে তাহা পরমাত্মার আকারে পরিণত হইয়া থাকে। অতএব যোগশাস্ত্রে কথিত আছে—"বৃত্তিশূন্য মনের যে ব্রহ্মের আকারে অবস্থান, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা হয়" ॥৩৫॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে) যোগঃ (যোগ) দুষ্প্রাপঃ (দুর্ল্লভ), ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (বিশ্বাস)। তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত) [ও] যততা (যত্নশীল ব্যক্তি) উপায়তঃ (উক্ত উপায়দ্বারাও) [যোগঃ—যোগ] অবাপ্তুং শক্যঃ (লাভ করিতে সমর্থ হন) ॥ ৩৬ ॥

মূল অনুবাদ—[এই সমাধির কথাই যে ঠিক তাহাই বলিতেছেন—] অসংযতচিত্ত-ব্যক্তির যোগ দুষ্প্রাপ্য, ইহা আমার বিশ্বাস; কিন্তু বশীভূতচিত্ত, যত্নশীল ব্যক্তি উক্ত উপায়দ্বারা যোগ লাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরঃ—এতবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণ-ভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য, তেন যোগো দুষ্পাপ্যঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ; অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য; তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥৩৬॥

সুঃ অনুবাদ—এই পর্যন্ত এই বিষয় স্থির, ইহা বলিতেছেন—"অসংযত" ইত্যাদি। উক্তপ্রকার অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যিনি চিত্তকে সংযত করিতে পারেন নাই, তাদৃশ পুরুষের পক্ষে এই যোগ-প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ—পাইতেই পারেন না। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের বলে যাঁহার চিত্ত বশীভূত, সেই পুরুষ পুনর্বার এই উপায়েই যত্ন করিয়া যোগ পাইতে সমর্থ ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি? ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) শ্রদ্ধয়া উপেত (প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রবৃত্ত) অযতিঃ (পরে অযত্নবান্ হওয়ায়) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি) যোগ-সংসিদ্ধিম্ (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (লাভ না করিয়া) কাং গতিং (কীদৃশী গতি) গচ্ছতি (লাভ করেন?) ॥ ৩৭ ॥

মূল অনুবাদ—[অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যদি কেহ সম্যগ্ জ্ঞান না লাভ করিতে পারেন, তবে কি ফল পান? তাহাই] অর্জুন বলিতেছেন—প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রবৃত্ত, পরে অযত্নবান্ হওয়ায় যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি যোগসিদ্ধি লাভ না করিয়া কীদৃশী গতি লাভ করেন? ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরঃ—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জ্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচারতয়া, ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ, তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য

মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্যশৈথিল্যাদযোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি? ॥ ৩৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে যদি কোনপ্রকার সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ কাহারও না হয়, তবে তিনি কি ফল পাইবেন? এই বাক্য জিজ্ঞাসা করিয়া অর্জুন বলিলেন—"অযতিঃ" ইত্যাদি। প্রথমে যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যোগে নিযুক্ত হইয়াছিলেন—কপট করিয়া নহে; কিন্তু তাহার পরে তিনি সম্যক্ যত্ন করিতে পারিলেন না, অভ্যাস শিথিল হইয়া গেল, অতএব তাঁহার চিত্ত যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়প্রবণ হওয়ায় তিনি মন্দবৈরাগ্য হইলেন, এইরূপে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের শিথিলতায় যোগের সম্যক্ ফল—জ্ঞান না পাইয়া তিনি কি গতি প্রাপ্ত হন? ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম ও যোগফল হইতে ভ্রষ্ট), [অতএব] অপ্রতিষ্ঠঃ (আশ্রয়বিহীন ব্যক্তি), ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে) বিমূঢ়ঃ (বিমূঢ় হইয়া) ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায়) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (বিনষ্ট হয় না কি?) ॥ ৩৮ ॥

মূল অনুবাদ—[প্রশ্নের অভিপ্রায় বিবৃত করিতেছেন—] হে মহাবাহো! কর্ম ও যোগফল হইতে ভ্রষ্ট; অতএব আশ্রয়বিহীন ব্যক্তি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে বিমূঢ় হইয়া ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় বিনষ্ট হয় না কি? ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরঃ—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরে-ঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি, যোগা-নিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি; এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিং

বা নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টম-ভ্রান্তরমপ্রাপ্ত সন্মধ্য এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—প্রশ্নের তাৎপর্য প্রকাশ করিতেছেন—"কচ্চিৎ" ইত্যাদি। কর্মগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হওয়ায় এবং তাহার অনুষ্ঠান না করায় তিনিও কর্মফল স্বর্গাদি পান না। আবার যোগও পূর্ণ না হওয়ায় মুক্তি লাভ করেন না। এইরূপে উভয় ফল হইতে চ্যুত হইয়া প্রতিষ্ঠা (স্থিতি, মর্যাদা) না পাইয়া, নিরাশ্রয় হন। অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্তির পথে অকৃতকার্য হইয়া তিনি কি বিনাশপ্রাপ্ত হন না অথবা বিনাশপ্রাপ্ত হন? নাশবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিলেন,—যেমন ছিন্ন মেঘখণ্ড পূর্বমেঘমণ্ডল হইতে চ্যুত হইয়া অন্যমেঘ-মণ্ডল না পাইয়া মধ্যপথে লয় পায়, সেইরূপই কি বিনষ্ট হন? ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—[হে] কৃষ্ণ! [ত্বং—তুমি] মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (সমর্থ)। ত্বদন্যঃ (তুমি ব্যতীত অন্য কেহ) অস্য সংশয়স্য (এই সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদনকারী বলিয়া) ন হি উপপদ্যতে (যোগ্য বোধ হয় না) ॥ ৩৯ ॥

মূল অনুবাদ—[তুমি সর্বজ্ঞ বলিয়া আমার এই সন্দেহ নিবৃত্ত করিতে পার, তোমা ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় নাশ করিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—] হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় সম্পূর্ণপরূপে ছেদন করিতে সমর্থ। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয়ের ছেদনকারী বলিয়া যোগ্য বোধ হয় না ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধরঃ—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ, ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহনিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ—এতদিতি। এতৎ মে ইতি এতৎ এনং চ্ছেত্তা নিবর্ত্তকঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—তুমি সর্বজ্ঞ,—তোমারই দ্বারা আমার এই সন্দেহ নিরসনযোগ্য, তোমা ব্যতীত এই সন্দেহ দূর করিবার যোগ্য অন্য কেহ নাই,—ইহা বলিতেছেন—“এতৎ” ইত্যাদি। এই সন্দেহের ছেত্তা—নিরাসক। অন্যগুলি স্পষ্ট ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন—) পার্থ! (হে পার্থ!) ন এব ইহ (না ইহলোক), ন অমুত্র (ন পরলোক) তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ) বিদ্যতে (আছে)। হি (যেহেতু) হে তাত! (হে বৎস!) কল্যাণকৃৎ (শুভ-কার্য্যানুষ্ঠানকারী) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তিই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (প্রাপ্ত হন না) ॥ ৪০ ॥

মূল অনুবাদ—[সার্ধ চারিটি শ্লোকে উক্ত প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাহার বিনাশ নাই। যেহেতু হে বৎস! শুভকার্যানুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৪০ ॥

শ্রীধরঃ—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্, অমুত্র পরলোকে নাশো নরক-প্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি, অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ উত্তর দিলেন—“পার্থ” ইত্যাদি সাড়ে চারি শ্লোকে। তাঁহার পক্ষে এই পার্থিব জীবনে উভয় হইতে ভ্রংশ হওয়ায় পাতিত্য ও পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হইতেই পারে না, যেহেতু কোনও শুভকারী পুরুষ দুর্দশা প্রাপ্ত হন না; ইনি শ্রদ্ধাপূর্বক যোগে প্রবৃত্ত

হইয়াছেন, সুতরাং শুভকারী। 'তাত' শব্দ প্রয়োগ করায় লৌকিক-রীতিক্রমে আদরপূর্বক সম্বোধন করিতেছেন ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকারিগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) [তত্র—তথায়] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বর্ষকাল) উষিত্বা (বাসপূর্ব্বক) শুচীনাং (সদাচারপরায়ণ) শ্রীমতাং (ধনিগণের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ॥ ৪১ ॥

মূল অনুবাদ—[তবে কি প্রাপ্ত হন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকারিগণের লোকসমূহ লাভ করিয়া তথায় বহুবর্ষকাল বাস করিয়া সদাচারপরায়ণ ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয়। শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে তিনি কি প্রাপ্ত হন? এই অপেক্ষার উত্তরে বলিলেন—"প্রাপ্য" ইত্যাদি। পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যজ্ঞসম্পাদক পুরুষ-দিগের যোগ্য স্থানসমূহ পাইয়া তথায় বহুসংবৎসর বাসের সুখ অনুভবের পর সদাচারপরায়ণ ধনীর গৃহে সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি জন্মপ্রাপ্ত হন ॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়ঃ—অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (গৃহে বা বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন); যৎ (যেহেতু) ঈদৃশং

জন্ম (এইরূপ জন্ম), এতৎ হি (ইহাতো) লোকে (জগতে) দুর্ল্লভতরম্ (অতি দুর্ল্লভ) ॥ ৪২ ॥

মূল অনুবাদ—[অল্পকাল অভ্যাসের পর যোগভ্রষ্টগণের গতির কথা বলিয়া দীর্ঘকাল অভ্যস্ত যোগভ্রষ্টদিগের গতি কি হয়, তাহাই বলিতেছেন—] অথবা জ্ঞানী যোগনিষ্ঠগণের গৃহে বা বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম জগতে দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধরঃ—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে। এতজ্জন্ম স্তৌতি ঈদৃশং জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্ল্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

সুঃ অনুবাদ—যিনি অল্পকাল মাত্র যোগের অভ্যাস করিয়া ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বিশিষ্ট প্রাপ্যফলের কথা বলিয়া বহুকাল ধরিয়া অভ্যস্ত যোগের ভ্রংশে অন্য পক্ষের কথা বলিতেছেন—"অথবা" ইত্যাদি। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যোগে নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানিগণের বংশেই জন্মপ্রাপ্ত হন, কিন্তু পূর্বকথিত অনারূঢ়যোগপুরুষের বংশে নহে। এইরূপ জন্মের প্রশংসা করিলেন। এই প্রকার যে জন্ম তাহা মোক্ষের জনক বলিয়া পৃথিবীতে অধিকতর দুর্লভ ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়ঃ—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) তত্র (দুইপ্রকার জন্মেই) পৌর্ব্বদৈহিকং (পূর্ব্বদেহজাত) তং (সেই ব্রহ্মবিষয়ক) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিযোগ) লভতে (লাভ করেন); ততঃ চ (তাহার পর) ভূয়ঃ (অধিকতরভাবে) সংসিদ্ধৌ (সংসিদ্ধি বা মোক্ষলাভের জন্য) যততে (চেষ্টা করেন) ॥ ৪৩ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর কি হয়? তাহাই সার্ধশ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] হে কুরুনন্দন! দুই প্রকার জন্মেই পূর্বদেহজাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিযোগ লাভ করেন। তাহার পর অধিকতরভাবে মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি, পূর্ব্বদেহভবং পৌর্ব্বদৈহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহার পর কি হয়? অতএব "তত্র" ইত্যাদি দেড় শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—তিনি সেই দুইপ্রকার জন্মেই পূর্বদেহে জাত সেই ব্রহ্মবিষয়ক-বুদ্ধির সহিত সংযোগ লাভ করেন। তদনন্তর পুনরায় মোক্ষবিষয়ে অধিকতর প্রয়াস করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) তেন (সেই) পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (পূর্ব্বদেহসম্ভূত অভ্যাসই) অবশঃ অপি (কোনও অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও) সঃ হ্রিয়তে (তাহাকে বিষয়বাসনা হইতে দূরে লইয়া যায়)। জিজ্ঞাসুঃ অপি (তিনি যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (বেদোক্তকর্ম্মফল) অতি-বর্ত্ততে (অতিক্রম করেন অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন) ॥৪৪॥

মূল অনুবাদ—[তাহার হেতু বলিতেছেন—] যেহেতু সেই পূর্বাভ্যাসই, কোনও অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে বিষয়-বাসনা হইতে দূরে লইয়া যায়। তিনি যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলেও বেদোক্ত কর্মফল অতিক্রম করেন অর্থাৎ তদপেক্ষা অধিক ফল লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র হেতু—পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহ-কৃতাভ্যাসেনা-

বশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে, বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি—জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলম্; ন তু প্রাপ্তযোগঃ, এবম্ভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে, বেদোক্ত-কর্ম্ম-ফলান্যতিক্রমতি, তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে কারণ বলিতেছেন—"পূর্ব" ইত্যাদি। সেই পূর্ব-দেহের অনুষ্ঠিত অভ্যাসহেতু অবশভাবেই—কোনও বিঘ্নহেতু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বিষয় হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ করা হয়। অতএব এইরূপে তিনি পূর্বের অভ্যাসবলে যত্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে মুক্ত হন। এই ভাবই, কৈমুত্য ন্যায়দ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—"জিজ্ঞাসুঃ" ইত্যাদি সার্ধশ্লোকদ্বারা। যিনি যোগে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাঁহার কথা কি? কেবলমাত্র যিনি যোগের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক—এইরূপ যোগে কেবলমাত্র প্রবিষ্টব্যক্তিও—পাপের বশে যোগভ্রষ্ট হইলেও শব্দব্রহ্ম—বেদকে অতিক্রম করেন—বেদে কথিত কর্মফলগুলি অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাইয়া মুক্তি লাভ করেন ॥ ৪৪ ॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—প্রযত্নাৎ (যত্নসহকারে) যতমানঃ (যোগবিষয়ে প্রযত্নশীল) যোগী তু (যোগী) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (নিষ্পাপ) [এবং] অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহুজন্মার্জ্জিত যোগদ্বারা জ্ঞানী হইয়া) ততঃ (অনন্তর) পরাং গতিং (পরমগতি বা মুক্তি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ৪৫ ॥

মূল অনুবাদ—কিন্তু অধিক যত্নবান্ যোগী নিষ্পাপ ও অনেক জন্মার্জিত যোগদ্বারা সিদ্ধ হইয়া তদপেক্ষা পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধরঃ—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি, তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধূতপাপঃ, সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্ জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥৪৫॥

সুঃ অনুবাদ—যখন এইরূপ অল্পযত্নশীল যোগী শ্রেষ্ঠ ফল পান, তখন যে যোগী উত্তরোত্তর অধিকরূপে যোগবিষয়ে যত্ন করেন, তিনি যোগদ্বারা পাপসমূহ দূরীভূত করিয়া অনেক জন্মের সঞ্চিত যোগের বলে সম্যগ্ জ্ঞানী হইয়া তাহা অপেক্ষাও যে শ্রেষ্ঠ গতি—ফল লাভ করেন, তাহা আর কি বলিব? ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—যোগী (যোগী) তপস্বিভ্যঃ (তপোনৈষ্ঠিকগণের অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানিভ্যঃ অপি (শাস্ত্রজ্ঞগণের) কর্ম্মিভ্যঃ চ (এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ)। [ইতি—ইহাই] মতঃ (আমার অভিমত)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ত্বং (তুমি) যোগী ভব (যোগী হও) ॥ ৪৬ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু এইরূপ, সেই হেতু] যোগী তপোনিষ্ঠগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত! অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও ॥৪৬॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি, জ্ঞানিভ্যঃ, শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি, যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ; তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু বিষয়টি এইরূপ, সেহেতু, বলিতেছেন—

"তপস্বিভ্যোঽপি" ইত্যাদি। যাঁহারা কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে নিষ্ঠাবান্, তাঁহাদের অপেক্ষা, যাঁহারা শাস্ত্রবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা এবং যাঁহারা যজ্ঞাদি ও কূপ দেবালয়াদি নির্ম্মাণরূপ কর্ম্মনিপুণ, তাঁহাদের অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ; ইহাই আমার অভিমত। অতএব তুমি যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (আমাতে শ্রদ্ধযুক্ত হইয়া) মদ্গতেন (আমাতে আসক্ত) অন্তরাত্মনা (অন্তঃকরণদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজন করেন), সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং (সকলপ্রকার) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণ হইতেও) যুক্ততমঃ (শ্রেষ্ঠ), [ইতি—ইহাই] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥ ৪৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যম ও নিয়মাদিপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—] যিনি আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মদ্গতচিত্তে আমাকে ভজন করেন, তিনি সকল প্রকার যোগিগণের মধ্যে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার মত ॥ ৪৭ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে 'ধ্যানযোগ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীধরঃ—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগীনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

আত্মযোগমবোচদ্ যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—যোগীদিগের—যম-নিয়মাদিতে নিপুণ পুরুষগণের মধ্যে আমার ভক্ত শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন—"যোগিনাম্" ইত্যাদি। মদ্গত—আমাতে আসক্ত মনদ্বারা যিনি পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত। অতএব আমার ভক্ত হও ॥ ৪৭ ॥

ভক্তিযোগের মুকুটমণিস্বরূপ যিনি আত্মযোগ বলিয়াছেন, সেই ভক্তগণের পরমনিধি পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা 'সুবোধিনী' নাম্নী
টীকায় 'ধ্যানযোগ' নাম ষষ্ঠ অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

আসন—যোগশাস্ত্রোক্ত বিবিধ অঙ্গ সন্নিবেশকে 'আসন' বলে। 'আসন' বহুপ্রকার। কেহ কেহ চৌরাশি লক্ষ পর্যন্ত আসনের সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন। কেহ চৌরাশিটি আসনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ দুই-চারিটি 'আসনকে' শ্রেষ্ঠতম বলিয়াছেন। কেহবা 'পদ্মাসন', 'স্বস্তিকাসন', 'ভদ্রাসন', 'বজ্রাসন' ও 'বীরাসন' এই পঞ্চপ্রকার আসনের কথা বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ 'সিদ্ধাসন' ও 'পদ্মাসনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বিভিন্ন আসনের বিভিন্ন প্রকার বিধি শাস্ত্রে উক্ত আছে।

যথা—(১) পদ্মাসনের বিধি—"ঊর্ব্বোরুপরি বিন্যস্য সম্যক্ তলে উভে। অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াৎ হস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্তথা। পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্।" (২) স্বস্তিকাসনের বিধি—"জানূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে।" (৩) ভদ্রাসনের বিধি—"সীমন্যাঃ পার্শ্বয়োর্নস্যেদ্‌গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্। বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণি পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ সারকল্পিতম্।" (৪) বজ্রাসনের নিয়ম—"ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্যেৎ কৃত্বা প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী। করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।" (৫) বীরাসনের বিধি—"একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্। ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্।" (তন্ত্রসার) ॥ ১১-১২ ॥

পরিপ্রশ্নমালা

১। সন্ন্যাস ও যোগের পার্থক্য কি? (গীঃ ৬।২)

২। কিরূপে যোগী হওয়া যায়? (গীঃ ৬।২)

৩। যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ কি? (গীঃ ৬।৭)

৪। 'যুক্ত' কাহাকে বলে? (গীঃ ৬।৮)

৫। যোগারূঢ় ব্যক্তি কি প্রণালীতে মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন? (গীঃ ৬।১০)

৬। যোগাভ্যাসের নিয়ম কি? (গীঃ ৬।১১-১৪)

৭। কাহার পক্ষে 'যোগ' সম্ভব হয়? (গীঃ ৬।১৭)

৮। অতি চঞ্চল 'মন'কে নিগ্রহ করিবার উপায় কি? (গীঃ ৬।৩৫-৩৬)

৯। যোগভ্রষ্টের গতি কি? (গীঃ ৬।৪১-৪৫)

১০। তপস্বী, কর্মী, জ্ঞানী ও যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? (গীঃ ৬।৪৬)

১১। সর্বশ্রেষ্ঠ 'যোগী' কে? (গীঃ ৬।৪৭)

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

বিজ্ঞানযোগ

কথাসার

অনুভূতির বিষয় আত্মতত্ত্বই সংযোগ নামে অভিহিত হইয়া এখন ভজনযোগ্য ঐশ্বররূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণে আসক্তচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যেরূপ নিশ্চিতভাবে ও সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ করিয়া বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান', যাহা জানিলে অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকে না। সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্প লোক তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে জানিতে পারেন। ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ—এই পাঁচটি স্থূল প্রকৃতি; আর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার সূক্ষ্ম প্রকৃতি। এই আটটি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহাই 'তটস্থা জীবশক্তি'। ভগবানই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল। তিনি পুরুষোত্তম। সমস্ত বিশ্বই তাঁহাতে অবস্থান করে। তিনি সকল বস্তুর প্রাণ, তাঁহার শক্তির দ্বারাই প্রকৃতি পরিচালিতা। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবসমূহ তাঁহারই প্রকৃতির গুণকার্য। তিনি সেই সকল গুণ হইতে স্বতন্ত্র। গুণময়ী মায়া তাঁহারই শক্তি। একমাত্র তাঁহাতে শরণাগতির দ্বারাই সেই মায়া অতিক্রম করা যায়। মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা হৃতজ্ঞান ও আসুর-ভাবাশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রপন্ন হয় না। আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার সুকৃতী পুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন; তন্মধ্যে জ্ঞানী শুদ্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

প্রত্যেক বস্তুতে যাঁহার বাসুদেব-সম্বন্ধ অনুভূত হয়, সেইরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। কামী ব্যক্তিগণ দেবতান্তরের উপাসনা করে এবং অন্তর্যামী স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের শ্রদ্ধানুযায়ী দেবতান্তরে অচলা শ্রদ্ধা বিধান ও তদ্দ্বারা কাম পূরণ করাইয়া থাকেন। ঐ সকল দেবতান্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল অনিত্য; কিন্তু ভগবানের ভক্তগণ নিত্যফল লাভ করেন। যোগমায়াদ্বারা আবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ মূঢ় লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন। মহৎসেবারূপ সুকৃতির দ্বারা ভগবানের নিত্যস্বরূপের উপলব্ধি হয়। যাঁহারা অধিভূততত্ত্ব, অধিদৈবতত্ত্ব ও অধিযজ্ঞতত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণের অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন।

শিক্ষা—শরণাগতি ব্যতীত জীব দৈবী মায়ার কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। দেবতান্তরের আরাধনার দ্বারা নিত্য চরম-মঙ্গল লাভ হয় না। অতএব একমাত্র ‘শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে’ কেবলাভক্তিই জীবের সাধ্যসার।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—) পার্থ! (হে পার্থ!) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (আসক্তচিত্ত) [ও] মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাপন্ন হইয়া) যোগং (ভক্তিযোগ) যুঞ্জন্ (অবলম্বনপূর্ব্বক) যথা (যেরূপভাবে) অসংশয়ং (নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া) মাং (আমাকে) সমগ্রং (সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যাদিসহ) জ্ঞাস্যসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বাধ্যায়ের শেষ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ "মদ্গতচিত্তে যে আমাকে ভজন করে, সেই যোগিশ্রেষ্ঠ" ইহা বলিয়াছেন; অতএব সেই তুমি কিরূপ, যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় নিজের স্বরূপ নিরূপণ করিবার জন্য] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পার্থ! আমাতে আসক্তচিত্ত ও আমার শরণাপন্ন হইয়া ভক্তিযোগ অবলম্বনপূর্বক অর্থাৎ তাহা অভ্যাস করিতে করিতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে মৎসম্বন্ধীয় সমগ্র জ্ঞান যেরূপভাবে লাভ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সংযোগং সমুদাহৃতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—অনুভূতির বিষয় আত্মতত্ত্বই সংযোগ নামে অভিহিত হইল। এক্ষণে ভজনযোগ্য ঐশ্বররূপ কথিত হইতেছে।

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মতঃ" ইত্যুক্তম্, তত্র কীদৃশস্ত্বম্, যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যা? ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বরূপং নিরূপয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ, মদাশ্রয়ঃ অহমেবাশ্রয়ো যস্য

অনন্যশরণঃ সন যোগং যুঞ্জন্নভ্যসন্নসংশয়ং যথা ভবত্যেবং মাং সমগ্রং বিভূতিবলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদিদং ময়া বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে 'আমাতে একাগ্রচিত্ত দ্বারা যিনি আমাকে ভজন করেন, তিনিই অধিকতম যুক্ত (যোগিশ্রেষ্ঠ) বলিয়া অভিহিত' ইহা বলা হইল। তাহাতে 'তুমি কীদৃশ যে, তোমাতে ভক্তি করিতে হইবে?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরে নিজের স্বরূপ নিরূপণ করিতে যাইয়া ভগবান্ বলিতেছেন—"ময়ি" ইত্যাদি। যাঁহার মন পরমেশ্বর আমাতে [আসক্ত]—অভিনিবিষ্ট, [মদাশ্রয়]—আমিই যাঁহার আশ্রয়, অন্য কেহ যাঁহার আশ্রয়যোগ্য নাই, তাদৃশ তুমি, যোগ অভ্যাস করিতে করিতে নিঃসন্দেহরূপে যেরূপ আমাকে সমস্ত বিভূতি, বল ও ঐশ্বর্য্যাদির সহিত জানিতে পারিবে, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (অনুভবের সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ [তব] (এই শ্রেয়ঃপথে অবস্থিত তোমার) ভূয়ঃ (পুনরায়) অন্যৎ (অন্য) জ্ঞাতব্যং (জাতব্য বিষয়) ন অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকিবে না) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা করিতেছেন—] আমি তোমাকে বিজ্ঞানসহিত এই জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর, যাহা অবগত হইলে শ্রেয়ঃপথে অবস্থিত তোমার আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং বিজ্ঞান মনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাফল্যেন বক্ষ্যামি, যজ্জ্ঞাত্বা ইহ

শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্টং ন ভবতি, তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—যে জ্ঞান বলিবেন, তাহার প্রশংসা করিতেছেন—"জ্ঞানম্" ইত্যাদি। জ্ঞান—শাস্ত্রে কথিত জ্ঞান, বিজ্ঞান—ঐ জ্ঞানের অনুভূতি; ইহার (অনুভূতির) সহিত আমার সম্বন্ধে জ্ঞান অশেষভাবে সমগ্রভাবে বলিব। তাহা জানিলে এই কল্যাণ পথে অবস্থিত পুরুষগণের আর অপর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না, তিনি ঐ জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হন ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ [পুণ্যবশতঃ] (কোন ব্যক্তি) সিদ্ধয়ে (আত্মজ্ঞান লাভার্থ) যততি (যত্ন করেন) যততাং (বহু যত্নকারী) সিদ্ধানাং অপি (সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (প্রাক্তন পুণ্যবশতঃ কেহ) মাং (আমার ভগবৎ স্বরূপকে) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) বেত্তি (অবগত হন) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—[কিন্তু আমাতে ভক্তিব্যতীত আমার জ্ঞান লাভ করা দুর্লভ, ইহাই বলিতেছেন—] সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ আত্মজ্ঞানলাভার্থ যত্ন করেন। বহু যত্নপরায়ণ সিদ্ধদিগের মধ্যেও কেহ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্ল্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি অসঙ্খ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মনুষ্যব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্মজ্ঞানায় প্রযততে; প্রযত্নং কুর্ব্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রাক্তন-পুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি; তাদৃশানাঞ্চাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং

পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তদেবমতিদুর্ল্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি তুভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—আমার ভক্তি ব্যতীত আমার বিষয়ে জ্ঞান দুর্লভ, ইহা বলিতেছেন—“মনুষ্যাণাম্” ইত্যাদি। মনুষ্য ব্যতিরিক্ত অসংখ্য প্রাণিগণের মধ্যে এই পৃথিবীতে কল্যাণ বিষয়ে প্রবৃত্তিই কাহারও নাই। সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যেও প্রচুর পুণ্যের বলে কেহ সিদ্ধি অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে প্রকৃষ্টরূপে যত্ন করেন। এতাদৃশ যত্নশীল সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বজন্মের পুণ্যের ফলে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারেন। ঐরূপ আত্মজ্ঞানে সিদ্ধ সহস্র সহস্র পুরুষের মধ্যে আবার কেহ বা পরমাত্মা আমাকে আমার কৃপায় যথার্থরূপে জানিতে পারেন। অতএব এইরূপ আত্মজ্ঞান অতি দুর্লভ হইলেও সেই মদ্বিষয়ক জ্ঞান তোমাকে বলিব ॥৩॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—ভূমিঃ (ক্ষিতি), আপঃ (জল), অনলঃ (অগ্নি), বায়ুঃ (মরুৎ), খং (আকাশ), মনঃ (মন), বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), অহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কার) ইতি (এই কয়টি) ইয়ং [অর্থাৎ] (এইটি) মে (আমার) অষ্টধা ভিন্না (অষ্টপ্রকারে বিভক্তা) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি বা মায়া) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[এইপ্রকারে শ্রোতা অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া প্রকৃতিকে দ্বার করিয়া সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বদ্বারা প্রতিজ্ঞাত ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করিতে ইচ্ছা করিয়া পরা ও অপরা-ভেদে সেই প্রকৃতিদ্বয়ের বিষয় দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই কয়টি অষ্টপ্রকারে বিভক্তা আমার প্রকৃতি বা মায়া ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বেনেশ্বরতত্ত্বং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপরভেদেন প্রকৃতি-

দ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। ভূম্যাদীনি পঞ্চ ভূতসূক্ষ্মাণি, [ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চগন্ধাদিতন্মাত্রাণি উচ্যন্তে] মনঃশব্দেন তৎকারণভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণং মহত্তত্ত্বম্ অহঙ্কারশব্দেন তৎকারণমবিদ্যা—ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না; যদ্বা, ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারস্তেনৈব তৎকার্য্যাণীন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে, বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং, মনঃশব্দেন তু মনসৈবোন্নেয়মব্যক্তস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ মে প্রকৃতির্মায়াখ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা; চতুর্ব্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নেত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইমামেব প্রকৃতিং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি,—"মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥" ইতি ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে শ্রোতাকে শ্রবণোন্মুখ করিয়া এক্ষণে প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্বফলে অঙ্গীকৃত ঈশ্বরতত্ত্বের নিরূপণার্থ 'পর' ও 'অপর' ভেদে দুইটি প্রকৃতির কথা বলিতেছেন—"ভূমিঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। ভূমি প্রভৃতি পাঁচটি সূক্ষ্মভূত (ভূমি প্রভৃতি শব্দদ্বারা গন্ধাদি পঞ্চ তন্মাত্রকেও বলা হইল), মনঃশব্দদ্বারা তাহার কারণস্বরূপ অহঙ্কার, বুদ্ধিশব্দে তাহার জনক মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারশব্দে তাহার মূল অবিদ্যা,—প্রকৃতি এই আটপ্রকারে পৃথক্। অথবা ভূমি প্রভৃতি শব্দদ্বারা পঞ্চমহাভূতকে সূক্ষ্মের সহিত একসঙ্গে গ্রহণ করা হইয়াছে। অহঙ্কারশব্দেই অহঙ্কার ও তাহার বিকার ইন্দ্রিয়গুলিকেও গ্রহণ করা হইল বুদ্ধি—মহত্তত্ত্ব মনঃশব্দদ্বারা মনেই অনুমিত অব্যক্তরূপ প্রধান, এইপ্রকারে আমার মায়ানাম্নী প্রকৃতি অষ্ট প্রকারে ভিন্না—বিভক্তা। যদিও চতুর্বিংশতি প্রকারে বিভক্ত, তাহা ঐ অষ্ট বিভাগের অন্তর্ভূত হওয়ায় অষ্টপ্রকারে বিভক্ত বলা হইল। পরে কথিত ক্ষেত্রাধ্যায়ে এই প্রকৃতিকেই চতুর্বিংশতি

তত্ত্বরূপে বিস্তারিত করিবেন—(১৩।৫) "পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।" ॥৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ইয়ং তু (কিন্তু, ইহা) অপরা (নিকৃষ্টা প্রকৃতি), ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠা) অন্যাং (অন্য একটি) জীবভূতাং (জীবস্বরূপা) মে (মদীয়া) প্রকৃতিং (প্রকৃতি বা শক্তি) বিদ্ধি (অবগত হও)। [হে] মহাবাহো! (মহাবীর অর্জ্জুন!) যয়া (যৎকর্ত্তৃক) ইদং জগৎ (এই জীব-জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[অপরা প্রকৃতির কথা বলিয়া এক্ষণে পরা প্রকৃতির কথা বলিতেছেন—] হে মহাবাহো! এই যে অষ্টপ্রকার প্রকৃতির কথা বলা হইল, ইহা কিন্তু নিকৃষ্টা। ইহা হইতে পরা—শ্রেষ্ঠা অন্য একটি জীবস্বরূপা মদীয়া প্রকৃতি আছে, জানিবে। যৎকর্ত্তৃক এই জীবজগৎ ধৃত বা রক্ষিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতিরুক্তা, ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ ইতঃ সকাশাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যা জীবভূতাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ, যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মদ্বারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই নিকৃষ্টা প্রকৃতির বিষয় উপসংহার করিয়া শ্রেষ্ঠা প্রকৃতির বিষয়ে বলিতেছেন—"অপরেয়ম্" ইত্যাদি। যে আট প্রকার প্রকৃতির বিষয় কথিত হইল তাহা জড় ও পরাধীন হওয়ায় নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা অপর একটি আমার জীবস্বরূপ প্রকৃতিকে জানিও; শ্রেষ্ঠত্ব

বিষয়ে হেতু এই যে, সেই চেতনা ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা প্রকৃতি নিজকর্ম্মদ্বারা এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিতেছে ॥ ৫ ॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) এতদ্‌যোনীনি (এই দ্বিবিধা প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা অবগত হও)! অহং (আমি) কৃৎস্নস্য (সমগ্র) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) তথা (ও) প্রলয়ঃ (সংহারের কারণ) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্তপ্রকার দুইটির প্রকৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টি প্রভৃতিতে নিজের কারণত্ব বলিতেছেন—] চিৎ ও জড় সমস্ত জগৎ এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত এরূপ জানিবে। ভগবৎস্বরূপ আমিই সমগ্র জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের হেতু ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—অনয়োঃ প্রকৃতিত্বং দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি-কারণত্বমাহ —এতদিতি। এতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপে প্রকৃতি যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব; তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু মদংশভূতা ভোক্তৃত্বেন দেহেষু প্রবিশ্য স্ব-কর্ম্মণা তানি ধারয়তি; তে চ মদীয়ে প্রকৃতি মত্তঃ সম্ভূতে; অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরমকারণমহমিত্যর্থঃ, তথা প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই উভয়ের প্রকৃতিত্ব দেখাইয়া তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে নিজের কারণত্ব বলিতেছেন—"এতৎ" ইত্যাদি। এই উভয়—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় যাহাদের কারণস্বরূপ, সেই স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতগুলিকে এই প্রকৃ জাত জানিবে। তাহাতে জড়া প্রকৃতি দেহরূপে

পরিণত হয়। কিন্তু আমার অংশ চেতনা ভোক্তৃরূপে দেহসকলে প্রবেশ করিয়া আপন কর্ম্মদ্বারা সেইগুলিকে ধারণ করে। ঐ উভয়ই আমারই প্রকৃতি—আমা হইতেই উৎপন্ন। অতএব আমিই প্রকৃতির সহিত সমগ্র জগতের পরম কারণ। প্রভব—যাহা হইতে প্রকৃষ্টরূপে জন্মে। আরও যাহা উত্তমরূপে লয় করে, তাহা প্রলয় অর্থাৎ সংহারকর্তাও আমিই ॥৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন!) মত্তঃ (আমা অপেক্ষা) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (আর) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই); সূত্রে মণিগণা ইব (সূত্রে মণিগণের ন্যায়) ময়ি (আমাতে) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় জগৎ) প্রোতম্ (গ্রথিত আছে) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যে হেতু এইরূপ সেই হেতু] হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। সূত্রে মণিগণের ন্যায় এই সমুদয় জগৎ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত আছে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—যস্মাদেবং তস্মান্মত্ত ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টি সংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুর-প্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি। ময়ি সর্ব্বমিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিত-মিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু এইরূপ, সেহেতু বলিতেছেন—"মত্তঃ" ইত্যাদি। আমা অপেক্ষা পরতর—শ্রেষ্ঠ, জগতের সৃষ্টি-সংহারের স্বতন্ত্র কারণ কিছুই নাই। স্থিতির কারণও আমি, তজ্জন্য বলিতেছেন—"ময়ি" ইত্যাদি। আমাতেই এই সমগ্র জগৎ প্রোত—গ্রথিত (আশ্রিত) আছে। এস্থলে দৃষ্টান্তটি সরল ॥ ৭ ॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) অহম্ (আমি) অপ্সুরসঃ (জলের রস) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রসূর্য্যের) প্রভা (জ্যোতি), সর্ব্ববেদেষু (সমস্ত বেদের) প্রণবঃ (প্রণব) [এবং] নৃষু (নরগণের) পৌরুষম্ (পুরুষকাররূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[জগৎ স্থিতির হেতুত্ব এই পাঁচটি শ্লোকে বিস্তারিতভাবে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! আমি জলের রস, চন্দ্রসূর্যের প্রভা, সর্ববেদের সার প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষরূপে আছি ॥৮॥

শ্রীধরঃ—জগৎস্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি, রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সুরসোঽহং রসতন্মাত্রস্বরূপয়া বিভূতা আশ্রয়ত্বেনাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। তথা শশিসূর্য্যয়োঃ প্রভাস্মি, চন্দ্রে সূর্য্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়ত্বেন স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ। অন্যত্রাপ্যেবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তন্মূলভূতঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্র রূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি, উদ্যমে হি পুরুষাস্তিষ্ঠন্তি ॥৮॥

সুঃ অনুবাদ—জগতের স্থিতির কারণতা স্পষ্ট করিতেছেন—"রসোহহম্" ইত্যাদি পঞ্চশ্লোক দ্বারা। জলের মধ্যে 'আমিই রস'—আমিই রসতন্মাত্ররূপ বিভূতিক্রমে রসের আশ্রয় ভাবে জলেই আছি। সেইরূপ চন্দ্র ও সূর্যে প্রকাশরূপ বিভূতিক্রমে তাহাদের আশ্রয়রূপে আমিই বর্তমান আছি। অন্য বিষয়গুলিতেও এইরূপ দেখিবে! সমগ্র বৈখরীরূপ বেদে আমিই তাহার মূলস্বরূপ প্রণব—ওঙ্কার। আকাশে আমিই শব্দতন্মাত্র। পুরুষসমূহে আমিই উদ্যম। উদ্যমেই পুরুষগণ বর্তমান থাকেন ॥ ৮ ॥

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—[অহং—আমি] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীর) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ) বিভাবসৌ চ (এবং অগ্নির) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করিতেছি)। সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বভূতের) জীবনং (জীবন), তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের মধ্যে) তপঃ (তপোরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥ ৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও,] আমি পৃথিবীর পবিত্র গন্ধ, অগ্নির তেজঃ, সর্বভূতের জীবন ও তপস্বিগণের তপোরূপে বর্তমান আছি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্র পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ; যদ্বা, বিভূতিরূপেণাশ্রয়ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যৈবোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্ তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজো দুঃসহা দীপ্তিস্তদহম্, সর্ব্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণ-বায়ুবহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "পুণ্য" ইত্যাদি। আমি পৃথিবীর আশ্রয়স্বরূপ পুণ্য—অবিকৃত গন্ধতন্মাত্র। অথবা বিভূতিরূপে আশ্রয়ত্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, মনোহর গন্ধেরই উৎকৃষ্টতা হেতু তাহা ভগবদ্বিভূতি বলিয়া 'পুণ্য গন্ধ' এইরূপ বলা হইল। সেইরূপ অগ্নিতে যে দুঃসহা দীপ্তি, তাহাও আমি। আমি সর্বপ্রাণীতে জীবন—প্রাণধারণ বায়ু। তপস্বী—বানপ্রস্থাদিতে শীতোষ্ণাদি বিপরীত ক্লেশসহনরূপ তপঃও আমি ॥ ৯ ॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বভূতের) সনাতনং (নিত্য) বীজং (বীজ বলিয়া) বিদ্ধি (জান)। অহম্ (আমি)

বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমদ্‌গণের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), তেজস্বিনাং (তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করি) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও,] হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ বলিয়া জান। আমি বুদ্ধিমদ্‌গণের বুদ্ধি ও তেজস্বিগণের তেজোরূপে অবস্থান করি ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং নিত্যম্ উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যেষ্বনুস্যূতম্, তদেব বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, ন তু প্রকৃতিব্যক্তিরিব নশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনা প্রগল্‌ভানাং তেজঃ প্রাগল্‌ভ্যমহম্ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "বীজম্" ইত্যাদি। [সর্ব্বভূতের] সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম ভূতসমূহের বীজ—সমানজাতীয় কার্যের উৎপাদনশক্তি, সনাতন—নিত্য, উত্তরোত্তর সকল কার্যেই ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ কারণকে আমারই বিভূতি বলিয়া জানিবে। তাহা কিন্তু প্রকৃতির প্রকাশবৎ বিনাশশীল নহে। আরও, আমি বুদ্ধিমান পুরুষগণের বুদ্ধি অর্থাৎ প্রজ্ঞা—সম্যগ্‌জ্ঞান। আমি তেজস্বীদিগেরও তেজ অর্থাৎ সাহস (প্রতিভাশালীদিগের প্রতিভা) ॥ ১০ ॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ; (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) বলবতাং (বলবান্‌দিগের) কামরাগবিবর্জ্জিত (কাম ও রাগশূন্য) বলং (বল) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতগণের মধ্যে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মসঙ্গত) কামঃ (পুত্রোৎপত্তিহেতু কামরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[আবার] হে ভরতর্ষভ! আমি বলবান্‌দিগের কামরাগবিবর্জিত বল এবং প্রাণিগণের মধ্যে ধর্মের অবিরুদ্ধ কাম ॥১১॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তেষু বস্তুম্বভিলাষো রাজসঃ, রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মকস্তৃষ্ণা-পর্য্যায়স্তামসঃ, তাভ্যাং বিবর্জ্জিতং, বলবতাং বলমস্মি—সাত্ত্বিকং স্বধর্ম্মানুষ্ঠান সামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মেণাবিরুদ্ধঃ স্বদারেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽহমিতি ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "বলম্" ইত্যাদি। কাম—অপ্রাপ্ত বস্তুসমূহে রাজস অভিলাষ, রাগ—অভিলষিত বিষয় পাইয়াও পুনর্বার অধিক পাইতে চিত্তের প্রীতিজনক তৃষ্ণানাম্নী তামসী আসক্তি,—এই উভয় কর্তৃক বর্জিত। বলবান্ পুরুষগণের বল, অর্থাৎ আমি সাত্ত্বিক স্বধর্মের অনুষ্ঠান সামর্থ্য। আমি ধর্মের অবিরোধী সপত্নীতে পুত্রোৎপাদনমাত্রের উপযোগী কাম ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—যে এব (যে সকল) ভাবাঃ (ভাব) সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ চ (সাত্ত্বিক ও রাজসিক), যে চ (এবং যাহারা) তামসাঃ (তামসিক), তান্ সর্ব্বান্ (সেই সকলকে) মত্তঃ এব (আমা হইতেই জাত), ইতি (এরূপ) বিদ্ধি (জানিবে) তেষু (তাহাদিগের মধ্যে) অহং ন [বর্ত্তে] (আমি অবস্থান করি না), তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি [বর্ত্তন্তে] (আমাতে অবস্থান করে) ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদয়ই আমা হইতে অর্থাৎ আমার প্রকৃতির গুণ হইতে জাত—ইহা জানিবে। সেই সমস্ত গুণ হইতে আমি স্বাধীন, কিন্তু তাহারা আমার শক্তির অধীন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে চান্যেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ হর্ষদর্পাদয়ঃ তামসাশ্চ যে শোকমোহাদয়ঃ প্রাণিনাঃ স্বকর্ম্ম-

বশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এবং জাতানিতি বিদ্ধি, মদীয়প্রকৃতি-গুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেম্বহং ন বর্ত্তে—জীববৎ তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থ; তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "যে চৈব" ইত্যাদি। অন্য যে সকল শম-দমাদি সাত্ত্বিক ভাব, হর্ষ-দর্পাদি রাজস ভাব ও শোক-মোহাদি তামস ভাব প্রাণি-গণের নিজ নিজ কর্মবশে জন্মিয়া থাকে, সেই সমস্তই আমার প্রকৃতির গুণের কার্যহেতু আমা হইতেই জাত বলিয়া জানিবে। এইরূপ হইলেও তাহাদিগেতে আমি নাই অর্থাৎ জীবগণের ন্যায় আমি তাহাদের অধীন নহি; কিন্তু সেইগুলি আমার অধীনভাবে আমাতে বিদ্যমান থাকে ॥ ১২ ॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবদ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমুদয়) জগৎ (প্রাণিজগৎ) মোহিত (বিমোহিত রহিয়াছে)। [অতএব] এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগণের অতীত) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) মাং (কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে) ন অভিজানাতি (কেহ জানে না ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[এবম্ভূত ঈশ্বররূপী তোমাকে লোকে কেন জানিতে পারে না? এজন্য তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন—] এই ত্রিবিধ গুণময় ভাব দ্বারা এই সমস্ত জগৎ বিমোহিত আছে। অতএব এই সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র নির্বিকার কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে কেহ জানিতে পারে না ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতি? ইত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ, অতো মাং

নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরং এভিরসংস্পৃষ্টম্, এতেষাং নিয়ন্তারন্ অতএবাব্যয়ং নির্ব্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ পরমেশ্বর, তোমাকে লোকেরা কেন জানিতে পারে না? তাহাতে বলিতেছেন—"ত্রিভিঃ" ইত্যাদি। পূর্বকথিত এই তিন-প্রকার গুণময় কামলোভাদি গুণের বিকাররূপ স্বভাবদ্বারা এই জগৎ মোহিত আছে। অতএব আমাকে জানিতে পারিতেছে না। কিরূপ? [আমি] এই সমস্ত ভাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাদিগদ্বারা সংস্পর্শরহিত, ইহাদের নিয়ন্তা অতএব অব্যয়—বিকারহীন ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—এষা (এই) দৈবী (অলৌকিকী) গুণময়ী (ত্রিগুণময়ী) মম মায়া (আমার মায়া) দুরত্যয়া হি (দুস্তরা), [তথাপি] যে (যাঁহারা) মাম্ এব (একমাত্র আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আশ্রয় করেন অর্থাৎ আমাতে শরণাগত হন) তে (তাঁহারা) এতাং (এই দুস্তরা) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (অতিক্রম করিতে পারেন) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[কে তবে তোমাকে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—] এই দৈবী গুণময়ী আমারই শক্তি মায়া দুরতিক্রমা, তথাপি যাঁহারা একমাত্র আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারা এই দুস্তরা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর—কে তর্হি ত্বাং জানন্তি? ইত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা, হি প্রসিদ্ধমেতৎ, তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি, ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে কাহারা তোমাকে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"দৈবী" ইত্যাদি। দৈবী—অলৌকিকী অত্যাশ্চর্যা, গুণময়ী—সত্ত্বাদি-গুণের বিকাররূপা, পরমেশ্বর আমার শক্তি মায়াকে উত্তীর্ণ হওয়া অতীব দুষ্কর, ইহা প্রসিদ্ধ। তথাপি যাঁহারা আমাতেই প্রপন্ন হন—অব্যভিচারিণী—অনন্যা ভক্তির যোগে ভজন করেন, এই মায়া দুস্তরা হইলেও ইহা হইতে তাঁহারা উত্তীর্ণ হন, তদনন্তর আমাকে জানিতে পারেন—ইহাই অর্থ ॥ ১৪ ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়াঃ (মূঢ়গণ), নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ (মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তিগণ), [এবং] আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (আসুরিক স্বভাবযুক্ত) দুষ্কৃতিনঃ (দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ) মাং (আমাতে) ন প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন হয় না ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন সকলে তোমাকে ভজন করে না? তজ্জন্য বলিতেছেন—] মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা অপহৃত জ্ঞান ও আসুরিক ভাবাশ্রিত—(চারি প্রকারের) দুষ্কৃতিগণ আমাতে প্রপন্ন হয় না ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যদ্যেবং কিমিতি তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তি? ইত্যত আহ ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ; তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা, অতএব "দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি তাহাই হয়, তবে সকলে কেন তোমাকে ভজন করে না? তাহাতে বলিতেছেন—"ন মাম্" ইত্যাদি। মানুষদিগের মধ্যে যাহারা অধম, তাহারা আমার শরণাগত হয় না—আমাকে ভজন করে না। অধমতার কারণ? তাহারা মূঢ়—বিচারহীন। তাহা কোথা হইতে? দুষ্কৃতি—পাপশীল, অতএব [মায়াপহৃতজ্ঞান]—শাস্ত্রের ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে জাত তাহাদের জ্ঞান মায়াকর্তৃক নিরস্ত হইয়া থাকে। অতএব (১৬।৪) 'দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পরুষতাঃ' ইত্যাদি বাক্যে কথিত আসুরিক স্বভাব পাইয়া আমার ভজন করে না ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) আর্ত্তঃ (পীড়িত) জিজ্ঞাসুঃ (তত্ত্বজিজ্ঞাসাপর), অর্থার্থী (ভোগসাধনেচ্ছু) জ্ঞানী চ (এবং আত্মবিৎ) [ইতি—এই] চতুর্ব্বিধাঃ চারিপ্রকার) সুকৃতিনঃ (সুকৃতি-শালী) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে) ॥ ১৬॥

মূল অনুবাদ—[সুকৃতিগণ আমাকে ভজন করেন। তাঁহারা সুকৃতির তারতম্যানুসারে চারিপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন—] হে ভরতর্ষভ অর্জুন! আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী অর্থাৎ স্বর্গাদিলোককামী ও আত্মবিৎ—এই চারিপ্রকার সুকৃতিশালী ব্যক্তি আমাকে ভজন করে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব; তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্ব্বিধা ইত্যাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মসু যে কৃতপুণ্যাস্তে মাং ভজন্তি, তে চতুর্ব্বিধা—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ; স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্; জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ অর্থার্থী অত্র পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থপ্রেপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিন্তু সুকৃতিগণ আমাকেই ভজন করেন। তাঁহারা পুণ্যের তারতম্যে চারি প্রকার। তজ্জন্য বলিতেছেন—"চতুর্বিধাঃ" ইত্যাদি। যাঁহারা পূর্বজন্মে পুণ্য করিয়াছেন, তাঁহারা আমার ভজন করেন। তাঁহারা চারি প্রকার, যথা—আর্ত—রোগাদিতে পীড়িত; তিনি যদি পূর্বে পুণ্য করিয়া থাকেন, তবেই আমার ভজন করেন, নতুবা ক্ষুদ্র দেবতার ভজন করিয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ সংসার লাভ করেন। পরবর্তী বাক্যগুলিতেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। জিজ্ঞাসু—আত্মজ্ঞান পাইতে উৎসুক। অর্থার্থী—ইহলোক বা পরলোকে ভোগের উপায়স্বরূপ অর্থাকাঙ্ক্ষাযুক্ত, জ্ঞানী—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাং (তাঁহাদিগের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (নিত্য মন্নিষ্ঠ) একভক্তিঃ (আমাতে একান্ত অনুরক্ত) জ্ঞানী (তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ)। হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (তত্ত্বজ্ঞানীর) অত্যর্থং প্রিয়ঃ (অত্যন্ত প্রিয়), সঃ চ (এবং তিনিও) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[তাঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, এই কথা বলিতেছেন—] তাঁহাদিগের মধ্যে নিত্য মন্নিষ্ঠ, আমাতে একান্ত অনুরক্ত তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি বিশিষ্ট বা শ্রেষ্ঠ। যেহেতু, আমি তত্ত্বজ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় এবং তিনিও আমার প্রিয় ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ তত্র হেতবঃ—নিত্যযুক্ত সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য সঃ, জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্য-যুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি, নান্যস্য; অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ, স চ মম, তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তমঃ ইত্যর্থ ॥১৭॥

সুঃ অনুবাদ—ইঁহাদিগের মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, ইহা বলিতেছেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই বিশিষ্ট, তাহাতে হেতু—নিত্যযুক্ত—সর্বদা আমাতেই তাঁহার নিষ্ঠা, একমাত্র আমাতেই তাঁহার ভক্তি। জ্ঞানীর দেহাদিতে অভিমানের অভাবহেতু চিত্তবিক্ষেপ হয় না। অতএব তাঁহার পক্ষেই নিত্যযুক্তভাব ও একান্তভক্তি সম্ভব হয়, অন্যের হয় না। অতএব আমি তাঁহারই প্রেমাস্পদ, তিনিও আমার প্রিয়। অতএব এই নিত্যযুক্তত্বাদি চারিটি নিমিত্ত দ্বারা তিনি উত্তম। ইহাই অর্থ ॥ ১৭ ॥

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতে সর্ব্বে এব (ইঁহারা সকলেই) উদারাঃ (মহান্ বা মোক্ষভাক্), তু (কিন্তু) জ্ঞানী (শুদ্ধজ্ঞানবান্ ব্যক্তি) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ), মে মতম্ (ইহা আমার অভিমত)। হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) যুক্তাত্মা (মদ্‌গতচিত্ত হইয়া) অনুত্তমাং গতিং (সর্ব্বোৎকৃষ্টগতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া অবস্থিত) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহা হইলে কি অপর তিনপ্রকারের ভক্ত সংসারে বদ্ধ হন? না, নিশ্চয়ই না—ইহাই ব্যক্ত করিতেছেন—] ইঁহারা সকলেই পরম উদার, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত আমার আত্মস্বরূপ—ইহাই আমার মত। যেহেতু, তিনি মদ্‌গতচিত্ত হইয়া সর্বোৎকৃষ্টগতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তর্হি ইতরে ত্রয়স্ত্বদ্ভক্তাঃ কিং সংসরন্তি? নহি নহীত্যাহ—উদারা ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ। জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্, ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিত আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে তোমার অন্য তিনপ্রকার ভক্ত কি সংসার লাভ করেন? না, না, তাহা নহে। ইহা বলিতেছেন—“উদারাঃ” ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই উদার—মহান্ অর্থাৎ মোক্ষভাগী। কিন্তু জ্ঞানী আবার আমার আত্মস্বরূপ, ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রায়। যেহেতু সেই জ্ঞানী যুক্তাত্মা—একমাত্র আমাতেই আসক্তচিত্ত হইয়া, যাহা অপেক্ষা উত্তমা গতি নাই, সেই সর্বোত্তম প্রাপ্য আমাকেই আশ্রয় করিয়াছেন, আমা ব্যতীত অন্য ফল তিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ অন্তে (জন্মের পর) জ্ঞানবান্) জ্ঞানী ব্যক্তি) সর্ব্বং (চরাচর বিশ্ব) বাসুদেবম্ (বাসুদেবময়) ইতি (এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া) মাং প্রপদ্যতে (আমাতে শরণাগত হন)। সঃ মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্ল্লভঃ (অত্যন্ত দুর্ল্লভ) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আমার এইরূপ ভক্ত অতীব দুর্লভ, ইহাই বলিতেছেন—] বহু জন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ‘চরাচর বিশ্ব বাসুদেবময়’, এইরূপভাবে আমাতে শরণাগত হন। সেই মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্ল্লভ ইত্যাহ—বহুনামিতি। বহূনাং জন্মনা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্ব্বমিদং চরাচরং বাসুদেব ইতি সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আমার এইপ্রকার ভক্ত অতি দুর্লভ। তজ্জন্য বলিতেছেন—“বহূনাম্” ইত্যাদি। অনেক জন্মের কিছু কিছু সঞ্চিত পুণ্যের ফলে শেষ-জন্মে জ্ঞানবান্ হইয়া ‘এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব বাসুদেবই’ এইরূপ সর্বাত্মদর্শনে আমার ভজন করেন, অতএব সেই অনাচ্ছাদিত-দর্শন মহাত্মা সুদুর্লভ ॥১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ　প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তৈঃ তৈঃ (সেই সেই) কামৈঃ (কামনাদ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতজ্ঞান ব্যক্তি) তং তং (সেই সেই) নিয়মম্ (উপবাসাদি নিয়ম) আস্থায় (স্বীকারপূর্ব্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ (স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজন করে) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কাম্যবস্তুলাভের জন্য যাহারা পরমেশ্বরকে ভজন করে, তাহারা কাম্যবস্তু লাভ করিয়া ক্রমশঃ মুক্ত হয়—ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহারা অত্যন্ত রজঃ ও তমোগুণী তাহারা কামনার বশবর্তী হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার সেবা করে, তাহারা সংসারে আবদ্ধ হয়—ইহাই চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন—] বহির্ম্মুখগণ সেই সেই কামনাদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম-স্বীকারপূর্বক স্বকীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া তদনুরূপ অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার উপাসনা করে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কাম প্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্ম্মুচ্যন্ত ইত্যুক্তম্। যে ত্বত্যন্তং রাজসাস্তামসাশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ সেবন্তে, তে সংসরন্তীত্যাহ কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্রকীর্ত্তিশত্রুজয়াদির্বিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূতপ্রেতযক্ষাদিদেবতা ভজন্তি, কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য, তত্রাপি চ স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্ব্বভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তো দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে কামিগণও অভিলাষ প্রাপ্তির আশায় পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করে, তাহারা অভিলষিত বস্তু পাইয়া ধীরে

ধীরে মুক্ত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা অত্যন্ত রাজস বা তামস স্বভাবের লোক, তাহারা ইতরাভিলাষের বশীভূত হইয়া ক্ষুদ্র দেবতাগণের সেবা করে, তাহারা সংসার লাভ করে, ইহাই "কামৈঃ" ইত্যাদি চারি শ্লোকে বলিতেছেন—কিন্তু যাহাদের সেই সেই পুত্র, যশঃ, শত্রুজয় প্রভৃতি বাঞ্ছাপূর্তি বিষয়দ্বারা বিবেক অপহৃত হইয়াছে; তাহারা অপর ক্ষুদ্র, ভূত, প্রেত, যক্ষাদি দেবতার পূজা করে; কি করিয়া? সেই সকল দেবতার আরাধন-বিষয়ে যে-সকল উপবাসাদি নিয়ম রহিয়াছে, সেই নিয়ম স্বীকার করিয়া; তাহাতেও নিজ প্রকৃতিক্রমে—পূর্বের অভ্যস্ত বাসনাহেতু বশীভূত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজন করে ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ যঃ (যেই যেই) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং (যেই যেই) তনুং (দেবতারূপ মদীয়া মূর্ত্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধার সহিত) অর্চিতুম্ (অর্চ্চন করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে), অহং (অন্তর্য্যামী আমি) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই মূর্ত্তিবিষয়িণী) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) অচলাং (দৃঢ়) বিদধামি (করিয়া থাকি) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[যাহারা দেবতাবিশেষকে ভজন করে, তাহাদের মধ্যে—] যেই যেই ভক্ত যেই যেই দেবতারূপ মদীয়া মূর্তিকে শ্রদ্ধার সহিত অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, অন্তর্যামি আমি সেই সেই ভক্তের সেই মূর্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—যো যো যামিতি। তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্ত্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ত্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্ত্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্য্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—"যো যো যাম্" ইত্যাদি। তাহাদের মধ্যে যে যে ভক্ত দেবতারূপা আমার যে যে মূর্তি শ্রদ্ধাপূর্বক অর্চন করিতে ইচ্ছা করে—প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের অন্তর্যামী আমি সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্তিতে সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় করিয়া থাকি ॥ ২১ ॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (সেই ব্যক্তি) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্যাঃ (সেই দেবতামূর্ত্তির) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (করেন)। ময়া এব (অন্তর্য্যামী মৎকর্ত্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম্যবিষয়সকল) ততঃ (তাঁহা হইতে) লভতে হি (লাভ করেন) ॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর—] সেই ব্যক্তি দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই দেবতামূর্তির আরাধনা করিলে অন্তর্যামী মৎকর্তৃক বিহিত সেই কাম্যবিষয় সকল তাঁহা হইতে লাভ করেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি, ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামা স্তাংস্ততো দেবতাবিশেষাল্লভন্তে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্য্যামিণা বিহিতান্ নির্ম্মিতান্ হি স্ফুটমেতৎ তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বান্মন্মূর্ত্তিত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—তারপর "স তয়া" ইত্যাদি। সেই ভক্ত সেই দৃঢ়শ্রদ্ধাদ্বারা সেই মূর্তির আরাধনা করে, তদনন্তর তাহাদের ঈপ্সিত ভোগসমূহ সেই সেই দেবতা হইতে লাভ করে; কিন্তু সেই সেই দেবতা আমার অধীন হওয়ায় এবং তাহারা আমারই মূর্তিবিশেষ হওয়ায় আমিই সেই সেই দেবতার অন্তর্যামিরূপে তাহাদের কামনা পূরণ করিয়া থাকি। ইহাই স্পষ্ট ॥ ২২ ॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) অল্পমেধসাং (অল্পমতিগণের) তৎ ফলম্ (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশী হয়)। দেবযজঃ (দেবতার উপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (প্রাপ্ত হন) মদ্ভক্তাঃ অপি (আর আমার ভক্তগণ) মাং যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ॥ ২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[আর যদি এইরূপে সকল দেবতাই আমার মূর্তি হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের আরাধনাও আমারই আরাধনা এবং তাঁহাদের কাম্যবিষয়ের ফলদাতাও আমিই, তথাপি সাক্ষাদ্ভাবে যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহাদের কিছু বৈষম্য আছে, তাহাই বলিতেছেন—] কিন্তু অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের সেই ফল বিনাশি। দেবতার উপাসকগণ দেবতাগণকে লাভ করিয়া অন্ত লাভ করেন। আর, আমার ভক্তগণ নিত্যফলস্বরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং যদ্যপি সর্ব্বা অপি দেবতা মমৈব তনব্যোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব। তথাপি সাক্ষান্মদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং ভবতীত্যাহ—অন্তবদিতি অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টিনাং ময়া দত্তমপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি, তদেবাহ—দেবান্ যজন্তীতি দেবযজন্তে দেবানন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যনন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে যদিও সকল দেবতাই আমারই মূর্তি, সুতরাং তাহাদের আরাধনাও বস্তুতঃ আমারই পূজা; সেই সেই ফলের প্রদাতাও আমিই; তথাপি সাক্ষাৎ আমার ভক্তদিগের সহিত অন্য দেবভক্তের ফলবিষয়ে বৈষম্য হইয়া থাকে, ইহা বলিতেছেন—"অন্তবৎ" ইত্যাদি। সেই সকল পুরুষ অল্পমেধা—খণ্ডদৃষ্টি। আমি দিলেও সেই

ফলগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [দেবযাজিগণ]—দেবভক্তেরা বিনাশশীল দেবগণকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমার ভক্তেরা অনাদি অনন্ত পরমানন্দস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) মাং (আমাকে) ব্যক্তিম্ আপন্নং (সামান্য মনুষ্যাদি জন্মপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে)। [যতঃ—যেহেতু] তে (তাহারা) মম (আমার) অব্যয়ং (অব্যয়) অনুত্তমং (সর্ব্বোত্তম) পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ভাবং (স্বরূপকে) অজানন্তঃ (অবগত হয় নাই) ॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল, সমান পরিশ্রমের যখন মহৎফলবৈষম্য ঘটিতে দেখা যায়, তখন লোকে অন্য দেবতার অর্চনা পরিত্যাগ করিয়া তোমারই ভজন করে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—] অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ প্রপঞ্চাতীত আমাকে সামান্য মনুষ্যাদি জন্মপ্রাপ্ত মনে করে, যেহেতু তাহারা আমার অব্যয় সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—ননু চ সমানে প্রয়াসে মহতি চ ফলবিশেষে সতি সর্ব্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা ত্বামেব ন ভজন্তি? তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্ম্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। তত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপমজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যম্, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবে যস্মাৎ তং ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিষ্কৃতনানাবিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তিং মাং পরমেশ্বরং কর্ম্মনির্ম্মিত ভৌতিকদেহং দেবতান্তরসমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্ত প্রকারেণান্তবৎ ফলং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, সমান যত্ন করিয়াও সুমহৎ ও বিশিষ্ট ফলের প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে, সকলেই কেন অন্য দেবতা ত্যাগ করিয়া আমাকেই ভজন করে না? তাহাতে বলিতেছেন—"অব্যক্তম্" ইত্যাদি। অব্যক্ত—প্রপঞ্চের অতীত, আমাকে ব্যক্তি—মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম্মাদির ভাবপ্রাপ্ত বলিয়া বুদ্ধিহীন—অল্পবুদ্ধি মানবগণ মনে করে। তাহাতে কারণ—তাহারা আমার পরমভাব—স্বরূপ জানে না। তাহা কিরূপ? অব্যয়—নিত্য, [অনুত্তম]—যাহা অপেক্ষা উত্তম ভাব আর নাই, এরূপ। জগতের পালনার্থ লীলাক্রমে আমি নানাবিধ বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্তি প্রকট করিয়া থাকি। অতএব মন্দবুদ্ধি মানবগণ তাদৃশ আমাকেও নিজকর্ম্মবশে ভৌতিক-দেহপ্রাপ্ত অপর দেবতার তুল্য দেখিয়া অধিক আদর করে না, বরং দ্রুত ফলদাতা অন্যদেবেরই অর্চনা করে এবং তাহারা উক্তপ্রকারে নশ্বর ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সকলের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকট হই না); যোগমায়াসমাবৃতঃ (আমি যোগমায়ায় আচ্ছাদিত)। [অতঃ—এইজন্য] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মূঢ় জগৎ) মাং (আমাকে) অজং (অজ) [ও] অব্যয়ং (অব্যয়) ন অভিজানাতি (বলিয়া জানিতে পারে না) ॥২৫॥

মূল অনুবাদ—[অবোধ ব্যক্তিগণের অজ্ঞানের হেতু বলিতেছেন—] আমি সকল লোকের নিকট প্রকট হই না। আমি যোগমায়া-সমাবৃত। এই-জন্য মূঢ়লোকেরা অজ ও অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥২৫॥

শ্রীধরঃ—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্ব্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তানামেব; যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ, যোগো যুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যঃ প্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া

অঘটন-ঘটনাপটীয়স্ত্বাৎ, তয়া সংচ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাদের নিজ অজ্ঞানবিষয়ে কারণ বলিতেছেন—"নাহম্" ইত্যাদি। আমি সকল লোকের সম্বন্ধে প্রকাশ—প্রকট হই না। কিন্তু আমার ভক্তের নিকটই প্রকট হই। যেহেতু আমি যোগমায়া-কর্তৃক সমাচ্ছন্ন থাকি। যোগ—যুক্তি, আমার কোনরূপ অচিন্ত্য জ্ঞানের প্রভাব। তাহাই মায়া—যাহা ঘটে না, তাহা ঘটাইতে নৈপুণ্য যাহার; তাহার দ্বারা সম্যগ্‌রূপে আবৃত। অতএব আমার স্বরূপজ্ঞানে মূঢ় হইয়া মানবগণ জন্মরহিত ও অবিনশ্বর আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৫ ॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অহং চ (আমি) সমতীতানি (ভূত), বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় প্রাণীকে) বেদ (জানি)। তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (জানে না) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[আমার সর্বোত্তম স্বরূপ অজ্ঞেরা জানে না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই নিজ সর্বোত্তমত্ব অনাবৃত-জ্ঞানশক্তিসহকারে প্রদর্শনপূর্বক অন্যের তদ্বিষয়ক অজ্ঞতার বিষয় বলিতেছেন—] হে অর্জুন! আমি ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাবর-জঙ্গম সমুদয় প্রাণীকে জানি। কিন্তু, কেহই আমাকে জানে না ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—সর্ব্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্, তদেব স্বস্য সর্ব্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন দর্শয়ন্নন্যেষামজ্ঞানমেবাহ—বেদাহমিতি সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত্তমানানি ভাবীনি চ ত্রিকালবর্ত্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গমানি সর্ব্বাণ্যহং বেদ জানামি; মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহ-

কত্বাভাবাৎ ইতি প্রসিদ্ধং, মান্তু কোঽপি ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহারা আমার সর্বোত্তম স্বরূপ জানে না, ইহা বলা হইয়াছে। তাঁহার জ্ঞানশক্তি আবরণশূন্য হওয়ায় নিজের সেই সর্বোত্তমতা দেখাইয়া অন্যের অজ্ঞানবিষয়ে বলিতেছেন—"বেদাহম্" ইত্যাদি। আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্তী সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ভূতসমূহকে জানি। আমি মায়ায় আশ্রয়। অতএব সেই মায়া নিজের আশ্রয়কে মোহিত করিতে পারে না বলিয়া আমার জ্ঞান প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমার মায়াকর্তৃক মোহিত থাকায় আমাকে কেহ জানিতে পারে না। ভুবনে প্রসিদ্ধ আছে যে, মায়া নিজাশ্রয়ের অধীন থাকিয়া অন্যের অজ্ঞান জন্মায় ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ ভারত! (হে পরন্তপ অর্জ্জুন!) সর্গে (স্থূলদেহোৎপত্তিকালে) সর্ব্বভূতানি (যাবতীয় প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখদুঃখাদিতে) সম্মোহং (সম্যক্ মোহ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে মায়ার বিষয়ত্ব আছে বলিয়া জীবগণের পরমেশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান হয় না, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে সেই অজ্ঞানের দৃঢ়ত্বের কারণ বলিতেছেন—] হে পরন্তপ অর্জুন! স্থূলদেহোৎপত্তিকালে যাবতীয় প্রাণী ইচ্ছা ও দ্বেষজনিত সুখদুঃখাদিতে সম্যক্ মোহ প্রাপ্ত হয় ॥২৭॥

শ্রীধরঃ—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরাজ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যত ইতি সর্গঃ, সর্গে

স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা, তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুত্থঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেক-ভ্রংশস্তেন সর্ব্বাণি ভূতানি সম্মোহং, যান্তি 'অহমেব সুখী দুঃখী চেতি' গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানাভাবান্মাং ন ভজন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে মায়ার অধীন হওয়ায় জীবগণের পক্ষে পরমেশ্বর-বিষয়ে অজ্ঞান কথিত হইল। সেই অজ্ঞানের দৃঢ়তা-সম্বন্ধে কারণ বলিতেছেন—"ইচ্ছা" ইত্যাদি। যাহা সৃষ্ট হয়, তাহা সর্গ। সর্গে স্থূলদেহের উৎপত্তি হইলে তাহার অনুকূল-বিষয়ে ইচ্ছা এবং প্রতিকূল-বিষয়ে দ্বেষ জন্মে। এই উভয় হইতে জাত শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত ভাবগুলি জীবের মোহ—বুদ্ধিভ্রংশ উৎপাদন করে। তাহা দ্বারাই সমস্ত জীব সম্মোহ প্রাপ্ত হয়—'আমি সুখী দুঃখী, ইত্যাদিরূপে গাঢ়তর অভিনিবেশ লাভ করে। অতএব মদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবহেতু তাহারা আমাকে জানিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

যেষাস্ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাচরণকারী) জনানাং (জনগণের) পাপম্ (পাপ) অন্তগতং (নষ্ট হইয়াছে), তে (তাঁহারা) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখদুঃখাদির মোহনির্ম্মুক্ত হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তভাবে) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[কেন তবে কেহ কেহ তোমাকে ভজন করিতেছে, দেখিতে পাই? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] কিন্তু যে সকল পুণ্যাচরণ-কারী জনগণের পাপ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, তাহারা সুখদুঃখাদির মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া একান্তভাবে আমাকে ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—কুতস্তর্হি কেচন ত্বাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণশীলানাং সর্ব্বপ্রতিবন্ধকং পাপমন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্ব-নিমিত্তেন মোহেন বিনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥২৭॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কেন কাহাকে কাহাকেও তোমার ভজন করিতে দেখা যায়? তাহাতে বলিতেছেন—"যেষাম্" ইত্যাদি। যে সকল পুণ্যাচারপরায়ণ মানবের সর্বপ্রকারে প্রতিবন্ধক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা ঐ বিপরীত ভাবসমূহ হইতে জাত অজ্ঞান-কর্তৃক নিঃশেষে মুক্ত হওয়ায় একান্তচিত্তে আমারই ভজন করেন ॥ ২৮ ॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—জরা-মরণমোক্ষায় (জরা-মরণ হইতে মুক্তিলাভার্থ) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (প্রযত্নশীল হন), তে (তাঁহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম), কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ (দেহাদির অতীত শুদ্ধ আত্মা) অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সরহস্য সমুদয় কর্ম্ম) বিদুঃ (অবগত হন) ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—[এই প্রকারে তাঁহারা আমাকে ভজন করিতে করিতে সকল জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া কৃতার্থ হন, ইহাই বলিতেছেন—] জরা-মরণ হইতে মোক্ষলাভার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা যত্নশীল, তাঁহারা সেই পরব্রহ্ম, সমগ্র আত্মতত্ত্ব এবং সরহস্য সমুদয় কর্ম অবগত হন ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ মাং ভজন্তস্তে সর্ব্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—জরেতি। জরামরণয়োর্নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্তব্যম্, তং দেহাদিব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূতমখিলং সরহস্যং কর্ম্ম চ জানন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে আমার ভজন করিতে করিতে তাঁহারা সমস্ত জানিবার বিষয়গুলি অবগত হইয়া কৃতার্থ হন; ইহাই বলিতেছেন—"জরা" ইত্যাদি। জরা ও মরণের নিবারণার্থ আমাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা প্রযত্ন করেন, তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে জানেন, সমগ্র অধ্যাত্মবিষয় জানেন, যিনি তাহা পাইতে পারেন, সেই দেহাদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকেও জানেন এবং তাহার উপায়স্বরূপ সরহস্য সমস্ত কর্ম্মও জানিতে পারেন ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্ত চেতসঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-
যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—যে চ (এবং যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবসহ) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞ সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে (সেই সকল) যুক্তচেতসঃ (আমাতে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি) প্রয়াণকালে অপি (মরণকালেও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়াও আমাকে বিস্মৃত হন না) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[উক্তপ্রকার ভক্তগণের যোগচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই, ইহাই বলিতেছেন—] যাঁহারা অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞসহ আমাকে জানেন, সেই সকল যুক্তচিত্তব্যক্তি মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ মৃত্যুভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না ॥ ৩০ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী ও লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষদে বা ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ'
নামক সপ্তম অধ্যায়

শ্রীধরঃ—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহ মাং যে জানন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্ত মনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্বিজানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি, অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণভক্তৈরযত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সুবোধিন্যাং
জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইপ্রকার পুরুষগণের যোগনাশের শঙ্কাও নাই, এজন্য বলিতেছেন—“সাধিভূত” ইত্যাদি। অধিভূত প্রভৃতি শব্দের অর্থ ভগবান্ পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করিবেন। অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহারা যুক্তচিত্ত হওয়ায়, আমাতে মন অভিনিবিষ্ট করায়, প্রয়াণকালে অর্থাৎ মরণ সময়েও আমাকে বিশেষভাবে জানিতে পারেন, তখনও ব্যাকুল হইয়া আমাকে বিস্মৃত হন না। অতএব আমার ভক্তগণের যোগভ্রংশের আশঙ্কা নাই—ইহাই ভাব ॥ ৩০ ॥

বিজ্ঞানযোগ নামক এই সপ্তম অধ্যায়ে প্রকাশিত হইল যে, কৃষ্ণভক্তগণ বিনা যত্নেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা ‘সুবোধিনী’তে
জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

প্রলয়—কল্পান্ত, ব্রহ্মাণ্ডের নাশ। প্রলয় চারিপ্রকার—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। "নিত্যো যথা—'যোঽয়ং সংদৃশ্যতে ন্যূনং নিত্যং লোকে ক্ষয়স্ত্বিহ। নিত্যং সংকীর্ত্ত্যতে নাম্না মুনিভিঃ প্রতিসঞ্চর॥' নৈমিত্তিকো যথা—'ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যা ভবিষ্যতি। ত্রৈলোক্যস্যাস্য কথিতঃ প্রতিসর্গো মনীষিভিঃ ॥' প্রাকৃতো যথা—'মহদাদ্যং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংক্ষয়ম্। প্রাকৃতঃ প্রতিসর্গোঽয়ং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ ॥' আত্যন্তিকো যথা—"জ্ঞানাদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি। প্রলয়ঃ প্রতিসর্গোঽয়ং কালচিন্তাপরৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৬ ॥"

পরিপ্রশ্নমালা

১। কোন্ যোগের দ্বারা ভগবজ্জ্ঞান লাভ হয়? (গীঃঃ ৭।১)

২। কোন্ জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বিষয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হওয়া যায়? (গীঃ ৭।২)

৩। কাঁহারা ভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন? (গীঃ ৭।৩)

৪। পরা ও অপরা প্রকৃতি কাহাকে বলে? (গীঃ ৭।৪-৫)

৫। কাঁহারা দুরত্যয়া মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন? (গীঃ ৭।১৪)

৬। কাহারা ভগবানের শরণাপন্ন হয় না? (গীঃ ৭।১৫)

৭। কত প্রকার লোক ভগবানের ভজন করে? (গীঃ ৭।১৬)

৮। ভজনশীল চারিপ্রকার সুকৃতির মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এবং তাহার লক্ষণ কি? (গীঃ ৭।১৭-১৯)

৯। দেবতান্তর-উপাসনার মূলে কি উদ্দেশ্য? (গীঃ ৭।২০-২২)

১০। দেবতান্তর-উপাসনার দ্বারা কিরূপ ফল লাভ হয়? (গীঃ ৭।২৩)

১১। কি কারণে ভগবৎস্বরূপ মূঢ়লোকের নিকট অপ্রকাশিত থাকেন? (গীঃ ৭।২৫)

১২। কাঁহারা দৃঢ়ভাবে ভগবদ্ভজন করেন? (গীঃ ৭।২৮)

১৩। মৃত্যুকালে কাঁহারা ভগবান্‌কে জানিতে পারেন? (গীঃ ৭।৩০)

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগ

কথাসার

এই অধ্যায়ে কৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্ম, কর্ম্ম ও অধিভূতাদি তত্ত্বকে জানিতে পারেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ 'অক্ষরতত্ত্ব'কে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম-শব্দে 'ভগবৎস্বরূপ', অধ্যাত্ম-শব্দে 'জীব', কর্ম-শব্দে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ', অধিভূত শব্দে 'ক্ষর-ভাব', অধিদৈব-শব্দে 'ইন্দ্রিয়জ্ঞানাধিষ্ঠিত পুরুষ', অধিযজ্ঞ-শব্দে 'দেহীদিগের অন্তর্যামী পুরুষের স্বরূপ' কীর্তন করিয়াছেন। যিনি অন্তকালে ভগবৎস্বরূপকে স্মরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করেন, তাঁহার পরকালে নিশ্চিতই ভগবৎ প্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাব-ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন। পরমপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্য যাঁহাবা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকেই স্মরণ করেন, সেইরূপ নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীদের সম্বন্ধে ভগবান্ সুলভ। সত্যলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভগবদাশ্রিত জনের পুনর্জ্জন্ম হয় না। মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ ব্রহ্মার একদিন ও চতুঃসহস্র যুগ তাঁহার একরাত্রি। ঐপ্রকার একশত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়। যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মার রাত্রি-অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত ও রাত্রি-আগমে অব্যক্তে (প্রধানে) সমস্ত লয় হয়। এই অব্যক্তভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত ভাব ভাছে, তাহাই 'অক্ষর' ও ভূতসমূহের পরমা গতি। ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ

করিলে ব্রহ্মকে লাভ করেন। ইষ্টাপূর্তাদি কর্মে কর্মযোগিগণ ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন-রূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতিঃ অর্থাৎ তত্তদভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তি-মার্গ প্রাপ্ত হন। শুক্ল-গতির দ্বারা অনাবৃত্তি ও কৃষ্ণ মার্গে গতির দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদির যে ফল তাহাও ভক্তিযোগের দ্বারা অতিক্রম করিয়া অনাদি ও পরম স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিক্ষা—অনন্যভজনকারী নিত্যভক্তিযোগীর পক্ষে ভগবান্ সুলভ। ঊর্ধ্ব ও অধোলোকসমূহ অনিত্য। ধূম্রমার্গ ও অর্চিরাদিমার্গে আবৃত্তি ও অনাবৃত্তি হয়। কিন্তু কৃষ্ণে শরণাগত ভক্তিযোগীর ফলাকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তিনি সর্বোত্তম-গতিস্বরূপ তদীয় পাদপদ্ম লাভ করেন। তাঁহার আর পতন হয় না।

অর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্? (ব্রহ্ম কে?), অধ্যাত্মং কিম্? (অধ্যাত্ম কি?), কর্ম্ম কিম্? (কর্ম্ম কি?) অধিভূতং চ (এবং অধিভূত) কিং প্রোক্তম্? (কাহাকে বলে) কিং চ (কাহাকেই বা) অধিদৈবম্ উচ্যতে? (অধিদৈব বলে?) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বাধ্যায়ের শেষভাগে যে ব্রহ্ম, অধ্যাত্মাদি সাতটি পদার্থের বিষয় শ্রীভগবান্ প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া দুই শ্লোকে] অর্জুন বলিতেছেন— হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম কি? অধিভূত কাহাকে বলে? আর অধিদৈবই বা কি? ॥ ১ ॥

ব্রহ্মকর্ম্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্ম্মাদি স্পষ্টমষ্টম উচ্যতে ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—কৃষ্ণে একাগ্রচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্ম, কর্ম, অধিভূতাদি জানিতে পারেন। এই অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম ও কর্মাদি স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে।

শ্রীধরঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্ত পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্ব অধ্যায়ের শেষভাগে শ্রীভগবান্ কর্তৃক উল্লিখিত ব্রহ্ম, অধ্যাত্মাদি সপ্ত পদার্থের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জুন বলিলেন,—"কিং তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদি দুই শ্লোক। এস্থলে অর্থ স্পষ্ট ॥১॥

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) অত্র (এই দেহে) কঃ অধিযজ্ঞঃ? (যজ্ঞরূপ কর্ম্মের প্রযোজক বা ফলদাতা কে?) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথং [সঃ]? (তিনি কিরূপে অবস্থিত আছেন?) প্রয়াণকালে চ (অন্তিম সময়ে) নিয়তাত্মভিঃ (সংযতচিত্ত পুরুষগণ-কর্ত্তৃক) [ত্বং—তুমি] কথং (কি উপায়ে) জ্ঞেয়ঃ অসি? (জ্ঞেয় হও?) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও বলিতেছেন—] হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, প্রযোজক ও ফলদাতা কে? কি প্রকারে তিনি দেহে অবস্থিত আছেন? এবং নিয়তাত্ম পুরুষগণ তোমাকে কি প্রকারে প্রয়াণকালে জানিতে পারেন? ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ত্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ; স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারে অসাবস্মিন্ দেহে স্থিতঃ যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি? ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "অধিযজ্ঞ" ইত্যাদি। এই দেহে যে যজ্ঞ আছে, তাহাতে অধিষ্ঠাতা বা প্রযোজক ও ফলদাতা কে? স্বরূপজিজ্ঞাসার পর অধিষ্ঠানের প্রকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—কথং—কি প্রকারে তিনি এই দেহে থাকেন—যজ্ঞে অধিষ্ঠান করেন? 'যজ্ঞ' শব্দ সমস্ত কর্ম্মের সূচনার নিমিত্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অন্তিম সময়েও সংযতচিত্ত পুরুষগণ কিরূপে তোমাকে জানিতে পারিবেন? ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ—(শ্রীভগবান্ বলিলেন—) পরমম্ অক্ষরং (যাহা পরম অক্ষর অর্থাৎ মূলকারণ) ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম), স্বভাবঃ (জীব) অধ্যাত্মম্ (অধ্যাত্ম) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়।) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে) বিসর্গঃ (দান ও যজ্ঞাদি) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম নামে অভিহিত) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ—["অক্ষরম্" ইত্যাদি তিনটি শ্লোকদ্বারা অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—যাহা পরম অক্ষর, তাহাই ব্রহ্ম। অধ্যাত্মশব্দে চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বুঝায়। ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি এই ভাবের উদ্দেশ্যে যে বিসর্গ (যজ্ঞাদি) তাহাই কর্ম ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরম্; ননু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমং যদক্ষরং জগতাং মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতে। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ; স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ" ইতি ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ, তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মশব্দবাচ্যঃ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—প্রশ্নের ক্রমানুসারে শ্রীভগবান্ উত্তর দিতেছেন—'অক্ষরম্' ইত্যাদি শ্লোকত্রয়। যাহা বিনষ্ট হয় না বা চলে না, তাহা 'অক্ষর'। যদি বল, 'জীবও অক্ষর', তাহাতে বলিতেছেন,— যাহা পরম অক্ষর,

জগতের মূল কারণ, তাহাই ব্রহ্ম। শ্রুতিতেও আছে "হে গার্গি, ব্রাহ্মণগণ ইহাকেই অক্ষর পুরুষ বলিয়া থাকেন।" স্বভাব—ব্রহ্মের আপনারই অংশরূপে জীবভাবে অবস্থান। সেই জীবই আত্মা—দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তার আকারে বর্তমান হওয়ায় অধ্যাত্ম শব্দদ্বারা কথিত হয়। জরায়ুজ প্রভৃতি ভূতগণের ভাব—অবস্থান, উৎপত্তি; উদ্ভব—উৎকৃষ্টরূপে উৎপত্তি, "আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে" ইত্যাদিক্রমে বৃদ্ধি। যাহা এই উভয়কে সম্পন্ন করে, সেই দেবতার উদ্দেশ্য দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞই কর্মশব্দের বাচ্য। ইহা দ্বারা সমস্ত কর্মই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাম্বর ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—দেহভৃতাং বর! (হে জীবশ্রেষ্ঠ!) ক্ষরঃ ভাবঃ (ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ) অধিভূতং (অধিভূত), পুরুষঃ চ (এবং বিরাট্ পুরুষ) অধিদৈবতম্ (দেবতাগণের অধিপতি), অত্র দেহে (এই দেহে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত—যজ্ঞধিষ্ঠাতা পুরুষ) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[আর—] হে দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ অধিভূত; 'অধিদৈবত' শব্দ দেবগণের অধিপতি বিরাট্ পুরুষ। এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিমাত্রমধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমূচ্যতে, পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবতমূচ্যতে, অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, 'স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত ॥" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্ম প্রবর্ত্তকস্তৎ-

ফলদাতা চ, 'কথমি'ত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্। অন্তর্য্যামিণো-ঽসঙ্গত্বাদিভির্গুণৈঃ জীববৈলক্ষণেন দেহান্তর্ব্বর্ত্তিত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, তথা চ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥" ইতি। দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ ত্বমপ্যেবম্ভূতমন্তর্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "অধিভূতম্" ইত্যাদি। ক্ষরভাব—বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ, ভূত—প্রাণিমাত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এইজন্য তাঁহাকে অধিভূত বলা হয়। সূর্যমণ্ডলের মধবর্তী বিরাট্ পুরুষ স্বাংশরূপ সকল দেবতার অধিপতি বলিয়া 'অধিদৈবত' শব্দে উল্লিখিত হন। অধিদৈবত—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। শ্রুতিতেও আছে—'সেই শরীরীই প্রথম, তিনিই পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। তিনি সমস্ত প্রাণীর আদিকর্তা, ব্রহ্মাগ্রে অবস্থিত ছিলেন।' এই দেহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমি অধিযজ্ঞ—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞাদি কর্মের প্রবর্তক ও তাহার ফলদাতা। ২য় শ্লোকস্থ 'কিরূপে?' এই প্রশ্নেরও উত্তর এই বাক্যদ্বারা কথিত হইল, বুঝিতে হইবে। অন্তর্যামীর অসঙ্গত্ব বা আসক্তিরাহিত্য প্রভৃতি গুণহেতু জীব হইতে পৃথগ্ভাবে দেহের মধ্যে তাঁহার অবস্থান প্রসিদ্ধ। ইহাতে শ্রুতি প্রমাণ (শ্বেতাশ্বঃ ৪।৬)—"সর্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী একটি দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখদুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে; অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপে পরিদর্শন করেন।" 'দেহধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', এই বাক্যে সম্বোধন করিয়া তুমিও এইরূপ অন্তর্যামীকে পরাধীন নিজ প্রবৃত্তির ও নিবৃত্তির অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবদ্বয়ে বুঝিতে যোগ্য হও, ইহাই সূচনা করিলেন ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তকালে চ (আর মরণসময়ে) যঃ (যিনি) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরণ্ (স্মরণ করিতে করিতে) কলেবরং মুক্ত্বা (শরীর পরিত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (উত্তরায়ণপথে প্রস্থান করেন), সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমারই ভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন)। অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আর তুমি মৃত্যুকালে কিরূপে জ্ঞেয় হও? এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া অন্তকালে জ্ঞানলাভের উপায় ও তাহার ফল দেখাইতেছেন—] আর মরণ সময়ে যিনি আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগ করিয়া উত্তরায়ণপথে প্রস্থান করেন, তিনি আমারই ভাব প্রাপ্ত হন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—'প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি' ইত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণ-মন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি; অত্র সংশয়ো নাস্তি, স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—মৃত্যুকালেও কিরূপে তুমি জ্ঞাতব্য? এই বাক্যদ্বারা জিজ্ঞাসিত অন্তকালে জ্ঞানের উপায় ও তাহার ফল দেখাইতেছেন—"অন্তকালে" ইত্যাদি। উক্ত লক্ষণে পরিচিত অন্তর্যামী পরমেশ্বর আমাকে স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগান্তে যিনি উত্তমরূপে অর্চিরাদি পথে—উত্তরায়ণমার্গে গমন করেন, তিনিই আমার সারূপ্য প্রাপ্ত হন। ইহাতে সংশয় নাই। স্মরণই জ্ঞানের উপায়, আমার ভাবপ্রাপ্তিরই ফল ॥ ৫ ॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) [যঃ—যে বক্তি] যং যম্ অপি (যেই যেই) ভাবং (বিষয়) স্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) অন্তে (মৃত্যুকালে) কলেবরং (দেহ) ত্যজতি (ত্যাগ করেন), সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবভাবিতঃ (সেই সেই ভাবে নিমগ্নচিত্ত থাকায়) তং তম্ এব (সেই সেই তত্ত্ব) এতি (লাভ করেন) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[অন্তকালে আমাকে স্মরণ করিয়া কেবল যে মদ্ভাব প্রাপ্ত হন, এমন নহে, আরও কি হন, তাহাই বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! অন্তকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করতঃ কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্বদা সেই সেই ভাবে নিবিষ্ট থাকায় সেই সেই তত্ত্বকে লাভ করেন ॥৬॥

শ্রীধরঃ—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি?—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব স্মর্য্যমাণং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ—সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি—সর্ব্বদা তস্য ভাবো ভাবনানুচিন্তনং, তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—কেবল আমাকে স্মরণ করিলে আমার ভাবপ্রাপ্ত হন, এরূপ নিয়ম নহে। তবে কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, "যং যম্" ইত্যাদি। যে যে ভাব—অন্য দেবতা বা অপর কিছুকে স্মরণ করিতে করিতে যদি দেহত্যাগ করেন, তবে সেই সেই স্মৃতির অনুরূপ ভাব প্রাপ্ত হন। অন্তকালে বিশেষ ভাবের স্মৃতিবিষয়ে কারণ—সর্বদা সেই ভাবনায় নিযুক্ত থাকায়, সর্বদা তাহার ভাব, ভাবনা বা অনুচিন্তন দ্বারা যাঁহার চিত্ত [তদ্ভাবভাবিত] তৎপ্রবণ হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বকালে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (নিরন্তর চিন্তা কর), যুধ্য চ (এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও)। ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দিগ্ধভাবে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (লাভ করিবে)॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যেহেতু পূর্বের বাসনাই অন্তকালে স্মরণের হেতু হয় ও সে সময়ে অবশ অবস্থায় লোকের স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না—] অতএব, তুমি সর্বকালে আমাকে নিরন্তর চিন্তা কর এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি অর্পণপূর্বক নিঃসন্দিগ্ধভাবে আমাকেই লাভ করিবে ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তস্মাদিতি। যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি তস্মাৎ সর্ব্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, তৎস্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো যুধ্যস্ব চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ; এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা যেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি; অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—"তস্মাৎ" ইত্যাদি। যেহেতু পূর্ববাসনাই অন্তকালে স্মৃতির হেতু, তখন বিবশ পুরুষের স্মরণের যত্ন সম্ভব নহে, অতএব সর্বক্ষণ আমার অনুচিন্তন কর, নিরন্তর স্মৃতি চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত হয় না, সুতরাং যুদ্ধ কর, চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধাদি স্বধর্মের অনুষ্ঠান কর। এইরূপে আমাতেই অভিলাষময় মন এবং নিশ্চয়ময়ী বুদ্ধি অর্পিতা থাকিলে তুমি অনায়াসেই আমাকে পাইবে। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগযুক্ত) নান্যগামিনা (অনন্যগামী) চেতসা (চিত্তদ্বারা) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরমং পুরুষঃ (পরমপুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (চিন্তা করিতে করিতে) [তমেব—সেই পদই] যাতি (লাভ করেন) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[সতত স্মরণের অন্তরঙ্গ সাধনই অভ্যাস, তাহাই দেখাইয়া বলিতেছেন—] হে পার্থ! (জীব) অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামী চিত্তদ্বারা জ্যোতির্ময় পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮ ॥

শ্রীধরঃ—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ—সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য তেন চেতসা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্ হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—'নিরন্তর স্মরণের অভ্যাসই অন্তরঙ্গ সাধন' ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—'অভ্যাসযোগ' ইত্যাদি। অভ্যাস—একইপ্রকার বিশ্বাসের প্রবাহ, তাহাই যোগ—উপায়, তাহা দ্বারা যুক্ত—একাগ্র, অতএব যাহা অন্য বিষয়ে যাইতে অভ্যস্ত নহে, এতাদৃশ চিত্তদ্বারা দিব্য—দ্যোতনশীল পরমপুরুষ পরমেশ্বরকে নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে হে পার্থ! তাঁহাকেই লাভ করে ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কবিং (সর্ব্বজ্ঞ), পুরাণম্ (সনাতন), অনুশাসিতারম্ (নিখিল নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অতি সূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা), অচিন্ত্যরূপম্ (জড়বুদ্ধির অগোচর), আদিত্যবর্ণং (প্রভাকরের ন্যায় স্ব প্রকাশ), তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকৃতির অতীত) [পুরুষং—পুরুষকে] প্রয়াণকালে (মৃত্যুকালে) অচলেন মনসা (একাগ্রচিত্তে) ভক্ত্যা যুক্তঃ (ভক্তিসহকারে) যোগবলেন চ এব (যোগবলে) সম্যক্ (স্থিরভাবে) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূদ্বয়মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আবেশ্য (স্থাপনপূর্ব্বক) যঃ (যিনি) অনুস্মরেৎ (চিন্তা করেন), সঃ (তিনি) তং (সেই) দিব্যং (দিব্য) পরং (পরম) পুরুষম্ (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ৯-১০ ॥

মূল অনুবাদ—[পুনর্বার সেই অনুচিন্তনীয় পুরুষের বিষয় বিশেষ করিয়া দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] সর্বজ্ঞ, সনাতন, নিখিল-নিয়ন্তা, অতি সূক্ষ্ম, জগদ্বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, প্রভাকরের ন্যায় স্ব-প্রকাশ ও প্রকৃতির অতীত পুরুষকে মৃত্যুকালে একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে, যোগবলে স্থিরভাবে ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপনপূর্বক যিনি চিন্তা করেন, তিনি সেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীধরঃ—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববিদ্যানির্ম্মাতারং, পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্ অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্-আকাশকালাদিগ্ভ্যোঽপ্যতি-সূক্ষ্মতরম্, সর্ব্বস্য ধাতারং পোষকম্, অপরিমিতমহিমত্বাদচিন্ত্যরূপম্

মলীমসয়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্, আদিত্যবৎ স্বরূপপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং, তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানম্, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ; স প্রপঞ্চপ্রকৃতিং ভিত্ত্বা যস্তিষ্ঠতি এবম্ভূতং পুরুষং অন্তকালে ভক্তিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপ-রহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ; মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য ইতি, স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং দ্যোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ৯-১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—পুনর্বার অনুচিন্তনের যোগ্য পুরুষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিতেছেন—"কবিম্" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কবি—সর্বজ্ঞ, সকল বিদ্যার সৃষ্টিকর্তা; পুরাণ—অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ। অনুশাসিতা—নিয়মনকর্তা অণু—সূক্ষ্ম অপেক্ষাও অণীয়ান্—অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক হইতেও অধিকতর সূক্ষ্ম; সকলের ধাতা—পোষক; তাঁহার মাহাত্ম্য চিন্তার অগোচর হওয়ায় তিনি অচিন্ত্যরূপ, তিনি মলিন মন ও বুদ্ধির অগোচর; তিনি [আদিত্যবর্ণ]—সূর্যের ন্যায় স্বরূপপ্রকাশশীল স্বভাবযুক্ত; তমঃ—প্রকৃতির পরস্তাৎ—অতীত হইয়া বর্তমান; কেননা, শ্রুতিতে কথিত আছে—"আমি এই আদিত্যবর্ণ প্রকৃত্যতীত মহাপুরুষকে জানি।" যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থান করেন, এইরূপ পুরুষকে অন্তিমসময়ে অভিযুক্ত হইয়া বিক্ষেপশূন্য মনে যিনি অনুস্মরণ করেন; মনের নিশ্চলতা-বিষয়ে কারণ,—যোগবলে সুষুম্নামার্গে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণকে আবেশ করেন, তিনিই সেই পরমাত্মস্বরূপ দিব্য—দ্যোতনাত্মক পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯-১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

অন্বয়ঃ—বেদবিদঃ (বেদবিৎ পণ্ডিতেরা) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর

বলিয়া) বদন্তি (উক্তি করেন), বীতরাগাঃ (বিষয়বাসনাহীন) যতয়ঃ (যতিসকল) যৎ (যাহাতে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হন), যৎ (যাহাকে) ইচ্ছন্তঃ (লাভ করিবার ইচ্ছায়) [ব্রহ্মচারিণঃ—ব্রহ্মচারিগণ] ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন), তৎপদং (সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা) তে (তোমার নিকট) সংগ্রহেণ (সংক্ষেপে) প্রবক্ষ্যে (বলিতেছি) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[কেবলমাত্র অভ্যাসযোগ হইতে প্রণবমূলক অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ সাধনরূপে নির্দেশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—] বেদবিৎ পণ্ডিতগণ যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া উক্তি করেন, বিষয়বাসনাহীন যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারিগণ ব্রহ্মচর্য পালন করেন, সেই প্রাপ্য বস্তুর কথা তোমার নিকট সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—কেবলাভ্যাসযোগাদপি প্রণবাভ্যাসমন্তরঙ্গং বিধিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞ বদন্তি, "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি! সূর্য্যচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ; বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগা যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি, যচ্ছ জ্ঞাতু-মিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদ্যতে গম্যত ইতি পদং প্রাপ্যম্ সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—কেবল অভ্যাসযোগ অপেক্ষাও প্রণবের অভ্যাসকে অন্তরঙ্গ করিবার ইচ্ছায় অঙ্গীকার করিতেছেন—"যদক্ষরম্" ইত্যাদি। বেদার্থবিদ্গণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, শ্রুতিতে আছে—"হে গার্গি; এই অক্ষরের অধীনতায় সূর্য ও চন্দ্র নিয়মিত হইয়া রহিয়াছেন", যাঁহাদের আসক্তি নষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ প্রযত্নশীল যতি পুরুষগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন; যাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া [ব্রহ্মচারিগণ] গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য

পালন করেন, সেই 'পদ' বা প্রাপ্য বিষয় আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিব অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তির উপায় বলিব ॥ ১১ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বদ্বারাণি (সমুদয় ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া), মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুধ্য (নিরোধ করিয়া), মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়-মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন পূর্ব্বক), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (সমাধি অবলম্বন করতঃ) ওম্ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষরং ব্রহ্ম (ব্রহ্মবাচক একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণ পূর্ব্বক) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (ধ্যান করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (দেহত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (উত্তরায়ণপথে গমন করেন), সঃ (তিনি) পরমাং গতিং (পরমা গতি) যাতি (লাভ করেন) ॥ ১২-১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[প্রতিশ্রুত উপায় ও তাহার অঙ্গ এক্ষণে দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] সমুদয় ইন্দ্রিয়ের দ্বার সংযত করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থাপনপূর্বক আত্মবিষয়ক সমাধি অবলম্বন করতঃ 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক, উচ্চারণপূর্বক আমাকে ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণপথে গমন করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীধরঃ—প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গমাহ—সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্ব্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপ্যকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ওমিতি ওমিত্যেকং

যদ্‌ক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাৎ, ব্রহ্মপ্রতিমাদিবদ্‌ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্নুচ্চারয়ন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্নেবং দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং মদ্গতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২-১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—অঙ্গীকৃত উপায় অঙ্গগুলির সহিত বলিতেছেন—"সর্ব" ইত্যাদি দুই শ্লোক। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারগুলি সংযত করিয়া, প্রত্যাহার করিয়া, চক্ষুরাদি দ্বারা বাহ্যবিষয় গ্রহণ না করিয়া; মনকে হৃদয়ে নিবদ্ধ করিয়া, বাহ্যবিষয়ের স্মরণও না করিয়া; মস্তকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রাণবায়ুকে স্থাপনপূর্বক যোগের ধারণা—স্থিরতা আশ্রয় করিয়া; "ওম্" ইত্যাদি—'ওম্' এই যে একমাত্র অক্ষর, তাহাই ব্রহ্মের বাচক হওয়ায় অথবা প্রতিমাদির ন্যায় ব্রহ্মের প্রতীক হওয়ায় যে ব্রহ্ম, তাহা উচ্চারণ করিতে করিতে এবং তাহার বাচ্য আমাকে অনুস্মরণ করিতে করিতে দেহ-ত্যাগ করিয়া যিনি অর্চিরাদি উত্তরায়ণ-পথে গমন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠা আমার গতি প্রাপ্ত হন ॥ ১২-১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) অনন্যচেতাঃ (একাগ্রচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) নিত্যশঃ (সর্ব্বক্ষণ) স্মরতি (স্মরণ করেন), তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্য সমাহিত) যোগিনঃ (ভক্তিযোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[আর অন্তকালে এইরূপে ধারণাদ্বারা নিত্য অভ্যাসবশতঃই মৎপ্রাপ্তি হয়, অন্যের হয় না—এই পূর্বোক্ত বাক্য পুনর্বার স্মরণ করাইতেছেন—] হে পার্থ! একাগ্রচিত্ত হইয়া যিনি আমাকে সর্বক্ষণ স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীর পক্ষে আমি সুলভ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চান্তকালে ধারণয়া মৎপ্রাপ্তির্নিত্যাভ্যাসবশতঃ এব ভবতি,

নান্যস্যেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নাস্ত্যন্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি, নান্যস্যেতি ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে অন্তকালে ধারণাদ্বারা আমার প্রাপ্তি নিত্য অভ্যাসবলেই হইয়া থাকে, অন্যের নহে,—এই পূর্ববাক্য স্মরণ করাইতেছেন—"অনন্য" ইত্যাদি। [অনন্যচেতাঃ]—যাঁহার অন্যবিষয়ে মন সংযুক্ত নাই, এইরূপ হইয়া যিনি আমাকে সর্বদা প্রতিদিনই স্মরণ করেন, অতএব নিত্যকাল সমাহিতচিত্ত সেই পুরুষের পক্ষে আমি বিনা শ্রমেই লভ্য, অন্যের পক্ষে নহি ॥ ১৪ ॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে লাভ করিয়া) পুনঃ (পুনর্ব্বার) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের নিলয়রূপ) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (পরিগ্রহ করেন না), [যতঃ—যেহেতু] [তাঁহারা] পরমাং সংসিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (লাভ করিয়াছেন) ॥ ১৫ ॥

মুল অনুবাদ—[তুমি যদি এরূপ সুলভ হও, তাহা হইলে কি লাভ? ইহাতে বলিতেছেন—] মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে লাভ করিয়া পুনর্বার দুঃখের নিলয়রূপ অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যেহেতু, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—যদ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখাশ্রয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ, পুনর্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং মামুপেতা ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি তুমি এইরূপ সুলভই হও তাহাতে কি ফল? ইহাতে বলিতেছেন—"মাম্" ইত্যাদি। উক্তপ্রকারের আমার ভক্ত মহাশয়গণ আমাকে পাইয়া আবার দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম লাভ করেন না; কারণ, তাঁহারা সম্যক্ সিদ্ধি মোক্ষই পাইয়াছেন; অথবা আমাকে পাইয়া পুনর্জন্মের দুঃখের আশ্রয়-স্থান পান না ॥ ১৫ ॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই) পুনঃ আবর্ত্তিনঃ (পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ সেই সমস্ত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব), তু (কিন্তু) কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (আশ্রয় করিলে) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনর্জন্ম হয় না) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে সকল লোকেই পুনরাবৃত্তি (পতনের) সম্ভাবনা আছে— ইহা প্রদর্শনপূর্বক নির্দেশ করিতেছেন—] হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোক বা লোকবাসীই পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে আশ্রয় করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেবং সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি —আব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ, তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জন্ম; য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথা চ,—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" ইত্যত্র পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ

পরমায়ুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবৃত্তয়ঃ; কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই বিষয়ই এইরূপে সমস্ত লোকেও পুনঃ আবর্তন দেখাইয়া নির্ধারণ করিতেছেন—"আব্রহ্মভুবনাৎ" ইত্যাদি। ব্রহ্মার ভুবন—বাসস্থান ব্রহ্মলোক। সেস্থান পর্যন্ত সমস্ত লোক পুনঃ পুনঃ আবর্তন করে, কারণ ব্রহ্মলোকও বিনাশী। সুতরাং সেই সমস্ত লোকপ্রাপ্ত জনগণের জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়ায় পুনর্জন্ম অবশ্য হইবেই। যাঁহারা এইরূপে ক্রমমুক্তিফল উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদেরই তদ্বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় ব্রহ্মার সহিত মোক্ষ হয়, অন্যের হয় না। প্রমাণ—"তাঁহারা সকলে প্রতি সৃষ্টিকাল আসিলে উৎপত্তি লাভ করেন এবং ব্রহ্মার পরমায়ু অবসানে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রবেশ করেন।"—এস্থলে 'পরের অন্তে' পদে—ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে, কৃতাত্মা—যাঁহাদের মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। কর্মদ্বারা যাঁহাদের ব্রহ্মলোক লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মোক্ষ নাই, ইহাই মীমাংসা। কিন্তু আমাকে পাইয়া যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহাদের পুনর্জন্ম নাই ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—সহস্রযুগপর্য্যন্তং (চতুঃসহস্রযুগ পর্য্যন্ত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (একদিন), যুগসহস্রান্তাং (এবং চতুঃসহস্রযুগপরিমিতা) রাত্রিং (রাত্রি) [যে—যাঁহারা] বিদুঃ (অবগত আছেন), তে (সেই সকল) জনাঃ (ব্যক্তিগণ) অহোরাত্রবিদঃ (অহোরাত্রবেত্তা) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—['তপস্বী, দানশীল, বিগতরাগ ও তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিগণ ত্রিলোকের উপরি লোকশূন্য স্থান লাভ করেন'—ইত্যাদি

পুরাণোক্ত বাক্যদ্বারা ত্রিলোক অপেক্ষা মহর্লোকাদির উৎকৃষ্টত্ব জানা যায়। বিনাশী বলিয়া সকলই ত' সমান, তবে আর তাহাদের বিশেষত্ব কি? এই আশঙ্কায় অল্পকালস্থায়ী অন্য লোকাদি হইতে মহর্লোকাদি দীর্ঘকালস্থায়ী, এই বিশেষত্ব বলিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মার স্বীয় পরিমিত শতবর্ষ আয়ুর প্রত্যেক দিনে ত্রিলোকের উৎপত্তি এবং প্রত্যেক রাত্রিতে ত্রিলোকের প্রলয় হয়—ইহাই দেখাইবার জন্য ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন—] সহস্র চতুর্যুগ পর্যন্ত ব্রহ্মার একদিন এবং চতুঃসহস্র যুগ-পরিমিতা রাত্রি যাঁহারা অবগত আছেন, সেই সকল ব্যক্তিগণ অহোরাত্রবেত্তা ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরঃ—নু চ "তপস্বিনো দানশীলা বীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরিস্থানং লভন্তে শোকবর্জ্জিতম্ ॥" ইত্যাদি পুরাণবাক্যৈস্ত্রিলোক্যাঃ সকাশান্মহর্লোকাদীনামুৎকৃষ্টত্বং গম্যতে, বিনাশিত্বে চ সর্ব্বেষামবৈশিষ্ট্যে কথমসৌ বিশেষঃ। স্যাদিত্যাশঙ্কা বহুকল্পকালাবস্থায়িত্ব নিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন স্বমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহন্যহনি ত্রিলোক্যা উৎপত্তির্নিশিনিশি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন যে বিদুস্ত এবং সর্ব্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রিবিদঃ, যেষান্ত কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাঽহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতং "চতুর্যগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিবাসিনামুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং, তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিকল্পনয়া দ্বাদশভির্ব্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি, চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনং, তাবৎপ্রমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, 'তপস্বী, দানশীল, বিরাগী ও সহনশীল পুরুষগণ ত্রিলোকের ঊর্দ্ধস্থিত শোকশূন্য স্থান লাভ করেন' ইত্যাদি পুরাণবাক্য দ্বারা ত্রিভুবন অপেক্ষা মহর্লোক প্রভৃতির উৎকর্ষ জানা যায়, বিনাশশীলতা বিষয়ে সকলেরই পার্থক্য না থাকায় কি প্রকার ঐ বৈশিষ্ট্য থাকে? এই আশঙ্কায় বহুকল্পকালস্থায়িত্বই উহার বিশেষত্ব, ইহা জ্ঞাপনার্থ নিজের পরিমাণে ব্রহ্মার আয়ু শত বৎসর, তাঁহার প্রতিদিবসে ত্রিলোকের উৎপত্তি এবং প্রতি রজনীতে প্রলয় হইয়া থাকে, ইহা প্রদর্শন করিয়া ব্রহ্মার অহোরাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন—"সহস্র" ইত্যাদি। এক সহস্র যুগে যাহার সমাপ্তি, তাহাই ব্রহ্মার দিব্যভাগ, ইহা যাঁহারা জানেন; এক সহস্র যুগে যাহার অবসান, তাহাই ব্রহ্মার রাত্রিভাগ, ইহা যাঁহারা যোগবলে জানেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষগণই অহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ। যাঁহাদের কেবল চন্দ্র ও সূর্যের গতিদ্বারা দিবারাত্রির জ্ঞান, তাঁহারা সেরূপ অহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন, কারণ তাঁহারা অল্পজ্ঞ। যুগশব্দদ্বারা এস্থানে চতুর্যুগ অভিপ্রেত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—"একসহস্র চতুর্যুগ ব্রহ্মার দিবাভাগ বলিয়া কথিত হয়।" 'ব্রহ্মার' শব্দদ্বারা মহর্লোকাদিবাসিগণও লক্ষিত হইয়াছেন। তাহাতে কালগণনার ইহাই রীতি—মানুষদিগের একবর্ষ দেবগণের অহোরাত্র, সেইপ্রকার অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ ও মাসাদি কল্পনা করিয়া দ্বাদশসহস্র বর্ষে চতুর্যুগ হইয়া থাকে। এই চতুর্যুগের একসহস্রবার আবৃত্তির কাল ব্রহ্মার দিন। আবার সেই পরিমাণ রাত্রি। তাদৃশ অহোরাত্র দ্বারা পক্ষ ও মাসাদিক্রমে একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপ অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ (সমুদয়) ব্যক্তয়ঃ (চরাচর ভূতসকল)

প্রভবন্তি (প্রকাশ পায়), রাত্র্যাগমে (পুনরায় রাত্রির আগমে) তত্র (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত নামক তত্ত্বেই) প্রলীয়ন্তে (লয়প্রাপ্ত হয়) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাতে কি ফল? তাহাই বলিতেছেন—] ব্রহ্মার দিন সমুপস্থিত হইলে কারণরূপ অব্যক্ত হইতে সমুদয় চরাচর ভূতসকল প্রকাশ পায়। পুনরায় রাত্রির আগমে সেই অব্যক্ত নামক তত্ত্বেই লয়প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিত্যাদি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যজন্ত ইতি ব্যক্তয়শ্চরাচরাণি ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি, কদা অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতন্ন বিধীয়তে; কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্ব্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমেঽব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি, যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্ত ইতি দ্বয়োরন্বয় ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে কি ফল? তদুত্তরে বলিতেছেন—"অব্যক্তাদ্" ইত্যাদি। অব্যক্ত কার্যের অপ্রকাশিত অবস্থা, কারণস্বরূপ। সেই অব্যক্ত—কারণ হইতে যাহা অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ চরাচর ভূতসমূহ প্রাদুর্ভূত হয়। কখন? ব্রহ্মার দিবসের আরম্ভে। সেইরূপ ব্রহ্মশয়নে রাত্রিভাগের আরম্ভে সেই কারণরূপ অব্যক্তে ভূতসমূহ লীন হয়। অথবা তাহারা অহোরাত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ বলিয়া বিহিত হয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ অহোরাত্রজ্ঞ মানবগণ ব্রহ্মার যে দিবার বিষয় জানেন, সেই দিবার আগমনে কারণ হইতে কার্যসমূহ প্রকাশিত হয় এবং যাহাকে রাত্রি বলিয়া জানেন, তাহার আরম্ভে প্রলয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে উভয় শ্লোকের অন্বয় ॥ ১৮ ॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) অয়ং সঃ এব (সেই সমুদয়) ভূতগ্রামঃ (ভূতগণই) অহরাগমে (দিবাগমে) ভূত্বা ভূত্বা (বারবার উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রির উপস্থিতিতে) প্রলীয়তে (লয়প্রাপ্ত হয়), [পুনরায়] অবশঃ (কর্ম্মপরতন্ত্র হইয়া) প্রভবতি (উদ্ভূত হয়) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[ইহাতে কৃতকর্মের ফলনাশ এবং অকৃতকর্মের ফলাগম—এই দুই দোষের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন করিবার জন্য সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহ যে অবিরাম চলিতেছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—] হে পার্থ! পূর্বকল্পের সেই সমুদয় ভূতগণ দিবাগমে বার বার উৎপন্ন হইয়া রাত্রির উপস্থিতিতে লয়প্রাপ্ত হয়, পুনরায় কর্মপরতন্ত্র হইয়া উদ্ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচর-প্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহো যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে, প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে কৃত কর্মের ফলের বিনাশ ও অকৃত কর্মের ফলের উপস্থিতির আশঙ্কা বারণ করিয়া বৈরাগ্যের নিমিত্ত সৃষ্টি ও প্রলয়ের প্রবাহের অবিচ্ছেদ দেখাইতেছেন—"ভূতগ্রামঃ" ইত্যাদি। ভূতগ্রাম—স্থাবর-জঙ্গম প্রাণিসমূহ, যাহারা পূর্বকল্পে ছিল, তাহারাই দিবাভাগের আরম্ভে প্রকাশিত হইয়া রাত্রির আগমনে লীন হয়; প্রলীন হইয়া আবার দিবাভাগের আগমনে কর্মাদির অধীন হইয়া জন্মলাভ করে, অন্যে নহে ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—তু (পরন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (উক্ত অব্যক্তভাব হইতে) পরঃ অন্যঃ (অন্য শ্রেষ্ঠ) সনাতনঃ (সনাতন) অব্যক্তঃ (অব্যক্ত) যঃ ভাবঃ (যে ভাব আছে), সঃ (তাহা) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতের) নশ্যৎসু (নাশ হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[লোকসমূহের অনিত্যত্ব বর্ণন করিয়া পরমেশ্বর-স্বরূপের নিত্যত্ব এক্ষণে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] পরন্তু, উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে পৃথক শ্রেষ্ঠ, সনাতন, অব্যক্ত যে ভাব আছে, তাহা সর্বভূতের নাশ হইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—লোকানামনিত্যত্বং প্রপঞ্চ্য পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যত্বং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্যাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ, সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্ব্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥২০॥

সুঃ অনুবাদ—সমস্ত লোকের অনিত্যতা দেখাইয়া পরমেশ্বরস্বরূপের নিত্যতা বিবৃত করিতেছেন—"পরঃ" ইত্যাদি দুই শ্লোক। সেই চরাচরের কারণস্বরূপ অব্যক্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহারও কারণভূত যে, অপর—তাহা হইতে বিশিষ্ট অব্যক্ত—চক্ষুরাদির অগোচর ভাব আছে, তাহা সনাতন—অনাদি। সেই ভাব সমগ্র কার্যকারণভাবগুলি নাশ পাইলেও বিনষ্ট হয় না ॥ ২০ ॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তঃ (সেই অব্যক্তকে) অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (অক্ষর বলে), [শ্রুতয়ঃ—শ্রুতিগণ] তং (তাঁহাকে) [ভুতানাং—ভূতগণের] পরমাং গতিম্

(পরমা গতি) আহুঃ (বলেন)। যৎ (যাঁহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইলে) [জীবাঃ—জীবগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না), তৎ (সেই অব্যক্ত) মম (আমার) পরমং ধাম (পরম ধাম) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[পরমেশ্বরের অবিনাশ-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন—] সেই অব্যক্তকে অক্ষর বলে। শ্রুতিগণ তাঁহাকে ভূতসমূহের পরমা গতি বলেন। যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে জীবগণ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না, সেই অব্যক্ত আমার পরম ধাম ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি উক্তস্তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" (মু ১।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতিষ্বক্ষর ইত্যুক্তম্। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহুঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি, তচ্চ মমৈব ধাম স্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠি, রাহোঃ শিরঃ ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—অবিনাশিতা-বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া বলিতেছেন— "অব্যক্ত" ইত্যাদি। যে ভাব (বস্তু বা পদার্থ)—অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অক্ষর—প্রবেশ (সৃষ্টি) ও নাশহীন ইত্যাদি কথিত হইয়াছে এবং শ্রুতিতেও আছে—"অক্ষর হইতে এই বিশ্ব সম্ভূত হয়, সেই ভাব (বস্তু বা পদার্থ) অক্ষর নামে কথিত হয়। তাহাকেই শ্রেষ্ঠ গতি—প্রাপ্য পুরুষার্থ বলিয়াছেন। শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই, তিনিই শেষসীমা, তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য।" তাঁহার পরমগতিত্ব বলিতেছেন—যাঁহাকে পাইয়া পুনরায় প্রত্যাবর্তন নাই, তাহা আমারই ধাম—স্বরূপ। 'আমার' এই শব্দে উপচারে (অভেদে) ষষ্ঠি,—যেমন 'রাহুর মস্তক' (মস্তকাংশই 'রাহু' নামে পরিচিত)। অতএব আমিই অন্তিম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য ॥ ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) ভূতানি (ভূতগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (অন্তঃস্থ হইয়া বর্ত্তমান) যেন (যিনি) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড) ততম্ (ব্যাপিয়া আছেন), সঃ (সেই) পরঃ পুরুষঃ (পরম পুরুষ) [অহং—আমি] অনন্যয়া (ঐকান্তিকী) ভক্ত্যা (ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (লভ্য) ॥ ২২ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই পরমেশ্বর-প্রাপ্তির পক্ষে ভক্তিই অন্তরঙ্গ উপায়, ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন—] হে পার্থ! ভূতগণ যাঁহার অন্তঃস্থ হইয়া বর্তমান, যিনি এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমপুরুষ আমি ঐকান্তিকী ভক্তিদ্বারা লভ্য ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরন্তরঙ্গোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি; স চাহং পরঃ পুরুযোঽনন্যয়া—ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তভক্ত্যৈব লভ্যো, নান্যথা; পরত্বমেবাহ—যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেনেদং সর্ব্বং জগত্ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহার প্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তিই অন্তরঙ্গ উপায়, ইহা বলিতেছেন—"পুরুষ" ইত্যাদি। সেই পরমপুরুষ আমাকে অনন্যা—যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই ঈদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে হইবে, অন্য প্রকারে নহে। তাঁহার শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন—কারণস্বরূপ যাঁহার মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত এবং যিনি কারণরূপে থাকিয়া এই সমগ্র জগতে তত—ব্যাপ্ত আছেন ॥ ২২ ॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—ভরতর্ষভ! (হে ভরতর্ষভ!) যত্র কালে (যে কালে) প্রয়াতাঃ (গমন করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে) যোগিনঃ (যোগিগণ) অনাবৃত্তিম্

(অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ (ও আবৃত্তি) যান্তি (লাভ করেন), [অহং—আমি] তং কালং (সেই কালের কথা) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[সেই জন্য এইরূপ পরমেশ্বরের উপাসকেরা সেই পদ প্রাপ্ত হইয়া আর সংসারে ফিরিয়া আসেন না। অন্যেরা ফিরিয়া আসে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে কোন্ পথে গমন করিলে ফিরিয়া আসে না, কোন্ পথে গেলে ফিরিয়া আসে, ইহাই বলিতেছেন—] হে ভরতর্ষভ! যে কালে গমন করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ করিলে যোগিগণ অনাবৃত্তি ও আবৃত্তি লাভ করেন, আমি সেই কালের কথা বলিতেছি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎ পদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে, অন্যে ত্বাবর্ত্তন্ত ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে, কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রয়াতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি, যস্মিংশ্চ কালে প্রয়াতা আবৃত্তিং যান্তি, তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ "রশ্ম্যনুসারী", "অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে" ইতি সূত্রিতন্যায়েনোত্তরায়ণাদিকালবিশেষমরণস্য ত্ববিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীর্দ্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ—যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রয়াতা যোগিনঃ উপাসকাঃ কর্ম্মিণশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিম্ আবৃত্তিঞ্চ যান্তি, তং কালাভিমানী-দেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূয়সামহরাদি-শব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ "সাহচর্য্যাদাম্রবনম্" ইত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে পরমেশ্বরের উপাসকগণ তাঁহার লোক প্রাপ্ত হইয়া আর প্রত্যাবৃত্ত হন না, তদ্ব্যতীত অপরে প্রত্যাবৃত্ত হন,—ইহা বলা হইল। তাহাতে কোন্ পথে গিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন না? আর কোন্ পথে গিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করেন? এই প্রশ্নোত্তরে বলিলেন—"যত্র

কালে'' ইত্যাদি। 'যত্র' যে সময়ে গমন করিয়া যোগিগণ প্রত্যাবর্তন করেন না, আবার যে সময়ে গমন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময় বলিতেছি। এই বিষয়ে 'রশ্মির অনুসারী' (গমনাগমন) বুঝিতে হইবে। অতএব 'দক্ষিণায়নেও' এইপ্রকার সূত্রগত নির্দেশ থাকায় উত্তরায়ণ প্রভৃতি বিশেষকালে মরণ অভিপ্রেত নহে। অতএব কালশব্দদ্বারা কালের অভিমানী (অধিষ্ঠাতা) দেবগণ-কর্তৃক প্রাপ্য পথ লক্ষিত হইয়াছে। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ—যে কালের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপলক্ষিত পথে গমন করিয়া যোগিগণ—উপাসক ও কর্মিগণ যথাক্রমে পুনর্বার সংসারের জন্মশূন্যতা ও জন্ম লাভ করেন, সেই কালের অভিমানী দেবগণের উপলক্ষিত পথ আমি বলিব। অগ্নি ও জ্যোতির পক্ষে কালের অভিমানিত্বের অভাবেও দিবাদি বহুবিষয়ের কালাভিমানিত্ব ও তাহাদের সহিত একসঙ্গে প্রযুক্ত হওয়ায় কালশব্দদ্বারা লক্ষ্য করায় কিছুই বিরুদ্ধ হয় নাই, যেমন আম্রবন বলিলে, তাহার মধ্যস্থিত অন্যান্য অল্পসংখ্যক বৃক্ষও অবিরোধে লক্ষিত হয় ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—অগ্নিঃ (অগ্নি), জ্যোতিঃ (জ্যোতি), অহঃ (শুভদিন), ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণকালে) তত্র (ঐরূপ সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহত্যাগকারী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্ম লাভ করেন) ॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[যে পথে যাইলে পুনরাবৃত্তি হয় না, সেই অনাবৃত্তি মার্গের কথা বলিতেছেন—] অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন, শুক্লপক্ষ, ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণকাল—এইরূপ সময়ে দেহত্যাগকারী ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ ব্রহ্ম লাভ করেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—অত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ—অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চ্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চান্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সম্বৎসরদেব-লোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্; এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথা চ শ্রুতিঃ,—"তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যামাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকম্" ইতি। ন হি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতির্ব্বা ক্বচিদস্তি, "ন তস্মৈ প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহার মধ্যে অনাবৃত্তির পথ বলিতেছেন—"অগ্নি" ইত্যাদি। অগ্নি ও জ্যোতি শব্দদ্বারা বেদোক্ত অর্চির অভিমানী দেবকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শ্রুতি—"তাঁহারা অর্চি দেবতার চালিত পথে শ্রীহরির ধামে উপস্থিত হন।" অহঃ-শব্দে দিবসের অভিমানী, শুক্ল-শব্দে শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাতা; 'উত্তরায়ণরূপ ছয় মাস' ইহাতে উত্তরায়ণের অভিমানিনী দেবতা, ইহাও বেদোক্ত সংবৎসর, দেবলোকাদি অন্যান্য দেবেরও উপলক্ষণ। এইপ্রকার যে পথ, তাহাতে প্রস্থিত ভগবানের উপাসক পুরুষেরা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; কারণ, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ। শ্রুতির প্রমাণ যথা—"তাঁহারা অর্চি-অভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন, তথা হইতে দিবসাভিমানিনী, শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণাভিমানিনী ও দেবলোকাভিমানিনী দেবতার সহিত ক্রমশঃ সংযুক্ত হন।" যাহারা সম্যগ্-দর্শনে নিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, এইরূপ সদ্যোমুক্তির অধিকারী মানবগণের কোনও দিকে প্রয়াণ নাই; কারণ, এই বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ আছে—"প্রাণসমূহ তাহা হইতে উৎক্রান্ত হয় না" ॥ ২৪ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—ধূমঃ (ধূম), রাত্রিঃ (রাত্রি), কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা (এবং) দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়ন) ষণ্মাসাঃ (ছয় মাস)—তত্র (ইহাদের উপলক্ষিত পথে) [প্রয়াতঃ—গমনকারী] যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রজ্যোতিঃ বা চন্দ্রলোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরাবর্ত্তন করেন) ॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে আবৃত্তিমার্গের কথা বলিতেছেন—] ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন ছয়মাস—ইহাদের উপলক্ষিত পথে গমনকারী কর্মযোগী চন্দ্রলোক লাভ করিয়া পুনরাবর্তন করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদি-শব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নরূপ-ষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দ্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্ত-কর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি, মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং, তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্ম্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ কাম্যকর্ম্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তি নিষিদ্ধকর্ম্মভিস্তু নরকভোগানন্ত-রমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্ম্মণাম্ভ জন্তূনাং অত্রৈব পুনঃ পুনর্জ্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তনের পথ বলিতেছেন—"ধূমঃ" ইত্যাদি। ধূম—ধূমাভিমানিনী দেবতা। রাত্র্যাদি শব্দ দ্বারা পূর্বের মতই রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ষণ্মাসের অভিমানিনী তিন দেবতাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। এই দেবতাগণ-কর্তৃক প্রদর্শিত পথে গমনকারী

কর্ম্মযোগী চন্দ্রের জ্যোতির দ্বারা উপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায় যজ্ঞাদি ও কূপাদিদানের ফলের ভোগান্তে পুনরায় সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হন। এ বিষয়েও শ্রুতি বলেন—"তাঁহারা ধূমাভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন। তাহা হইতে ক্রমে রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাস, পিতৃলোক এবং চন্দ্রের অভিমানিনী দেবতার সহিত মিলিত হন; সেই চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হইয়া যান।" ইত্যাদি। অতএব, এইরূপে নিবৃত্তিমার্গের কর্ম্মসহিত উপাসনাদ্বারা ক্রম-মুক্তি, কাম্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গভোগের পর পুনর্বার প্রত্যাবর্তন, নিষিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা নরক-ভোগান্তে পুনর্জন্ম। কিন্তু ক্ষুদ্রকর্ম্মকারী জীবগণের এস্থানেই পুনঃ পুনঃ জন্ম হইয়া থাকে। ইহাই দ্রষ্টব্য ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়া বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) এতে (এই) গতী হি (দুইটি গতি) শাশ্বতে (সনাতনী বলিয়া) মতে (প্রসিদ্ধা)। একয়া (একটি দ্বারা অর্থাৎ শুক্লমার্গদ্বারা) অনাবৃত্তিং (অনাবৃত্তি) যাতি (লাভ করে), অন্যয়া (অন্যটিদ্বারা, কৃষ্ণমার্গদ্বারা) পুনঃ (পুনরায়) আবর্ত্ততে (আবর্ত্তন করে) ॥ ২৬ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বোক্ত পথ দুইটির কথা উপসংহার করিতেছেন—] জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুইটি গতি সনাতনী বলিয়া প্রসিদ্ধা। একটি দ্বারা (শুক্লমার্গদ্বারা) অনাবৃত্তি-লাভ হয়, অন্যটি দ্বারা (কৃষ্ণমার্গদ্বারা) পুনরাবর্তন হয় ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লার্চ্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণ ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্ম্মাধি-কারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদিসম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—উক্ত পথ দুইটির উপসংহার করিতেছেন—"শুক্ল" ইত্যাদি। শুক্ল—প্রকাশময়ত্বহেতু অর্চিরাদি পথ। কৃষ্ণ—তমোময় বলিয়া ধূমাদি পথ। এই মার্গদ্বয় যথাক্রমে জ্ঞান ও কর্মের অধিকারীর পক্ষে। সংসার অনাদি হওয়ায় এই মার্গদ্বয়ও অনাদি। তন্মধ্যে একটি—শুক্লা গতিতে মোক্ষপ্রাপ্তি ও অন্যটি—কৃষ্ণা গতিতে পুনর্জন্ম হইয়া থাকে ॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) এতে (এই) সৃতী (গতিদ্বয়) জানন্ (অবগত হইয়া) কশ্চন যোগী (কোনও ভক্তিযোগী) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বদা) যোগযুক্তঃ ভব (যোগসম্পন্ন হও)॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[জ্ঞানমার্গের ফল দেখাইয়া ভক্তিযোগের উপসংহার করিতেছেন—] হে পার্থ! এই গতিদ্বয় অবগত হইয়া কোনও ভক্তিযোগী মোহপ্রাপ্ত হন না। অতএব হে অর্জুন! সর্বদা যোগসম্পন্ন হও ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষসংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি—সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—ঐ পথের জ্ঞান-বিষয়ে ফল নির্দেশ করিয়া ভক্তিযোগের সমাপ্তি করিতেছেন—"নৈতে" ইত্যাদি। হে পার্থ! এই মার্গদ্বয় ক্রমে মোক্ষ ও সংসারের প্রাপক জানিয়া কোন ভক্তিযোগী মোহ লাভ করেন না—সুখবোধে স্বর্গাদিফল কামনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বরেই নিষ্ঠাবান্ হইয়া থাকেন। অন্য কথাগুলি স্পষ্ট ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সৰ্ব্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তারকব্রহ্মযোগ
নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—বেদেষু (বেদ), যজ্ঞেষু (যজ্ঞ), তপঃসু (তপঃ), দানেষু চ এব (এবং দানসমূহেও) যৎ (যেই) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে), ইদং (ইহা), বিদিত্বা (অবগত হইয়া) যোগী (ভক্তিযোগী) তৎ সৰ্ব্বম্ (সেই সমস্ত ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আদ্যং (আদিকারণরূপ) পরং স্থানম্ (পরম অপ্রাকৃত স্থান) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[অধ্যায়ের অভিপ্রায় যে অষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়, তাহা এবং তাহার ফল দেখাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—] বেদ, যজ্ঞ, তপঃ ও দানসমূহে যেই পুণ্যফল শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবগত হইয়া ভক্তিযোগী সেই সমস্ত ফল অতিক্রম করেন এবং আদিকারণস্বরূপ পরম অপ্রাকৃত স্থান প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ
স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যায়
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে 'তারকব্রহ্মযোগ'
নামক অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীধরঃ—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেম্বিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎপুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু, তৎসৰ্ব্বমত্যেতি,

ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্য্যং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? ইদমষ্টপ্রশ্নার্থ-নির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগন্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

অষ্টমেঽষ্টবিশিষ্টেষ্টসংপৃষ্টার্থবিনির্ণয়ৈঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধামাপ্তিঃ[১] স্পষ্টিতোৎকৃষ্টবর্ত্মনা ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
তারকব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—এই অধ্যায়ে আটটি প্রশ্নের অর্থ নিশ্চয়ফলের সহিত উপসংহার করিলেন—"বেদেষু" ইত্যাদি। বেদসমূহে—অধ্যয়নাদি দ্বারা, যজসমূহে—অনুষ্ঠানদ্বারা, তপস্যাগুলিতে—শরীর-শোষণাদিদ্বারা, দানসকলে—সৎপাত্রে বিতরণ দ্বারা যে সমস্ত পুণ্যফল শাস্ত্রসমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, যোগী সেই সমস্তকে অতিক্রম করেন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগের ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হন। কি করিয়া? এই অষ্ট প্রশ্নার্থের তত্ত্ব জানিয়া। তাহার পর যোগী (শুদ্ধ) জ্ঞানী হইয়া উৎকৃষ্ট আদ্য—জগতের মূল কারণ বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

এই অষ্টম অধ্যায়ে আটটি বিশেষ বিশেষ অভীষ্ট প্রশ্নের উত্তর নির্ণয়দ্বারা অক্লেশে অষ্টপ্রকার স্থান প্রাপ্তির তত্ত্ব স্পষ্টীকৃত হইল।

ইতি শ্রীমদ্ভবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা 'সুবোধিনী'তে
তারকব্রহ্মযোগ-নামক অষ্টম অধ্যায়।

১। 'অক্লিষ্টমষ্টধাপ্রাপ্তিঃ' ইত্যপি পাঠঃ।

কতিপয় তথ্য

ব্রহ্ম—'অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম', পরম আত্মাই ব্রহ্ম। ''বৃহত্ত্বাদ বৃহংণত্বাচ্চ 'ব্রহ্ম' ইতি নিগদ্যতে।'' অর্থাৎ বৃহত্ত্ব ও পালকত্বহেতু ঈশবস্তুই ব্রহ্ম; ''ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ'' (গীঃ ১৪।২৭) ভগবান্ বলিলেন,—'আমিই অমৃত ও অব্যয়স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়'। ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে 'ব্রহ্মসংহিতা'র উক্তি—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটি-কোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি ঐশ্বর্যদ্বারা পৃথক্‌কৃত, নিষ্কল, অনন্ত, অশেষভূত ব্রহ্ম যাঁহার প্রভা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। ভগবানের অসম্যক্ নির্বিশেষ আবির্ভাব-বিশেষই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম-শব্দে বেদ, তত্ত্বজ্ঞান ইত্যাদিও বুঝায়।

অধ্যাত্ম—স্বভাব অর্থাৎ দেহকে অধিষ্ঠানজ্ঞানে ভোক্তৃভাবে যে অবস্থান তাহাই অধ্যাত্ম।

কর্ম—দেবতার উদ্দেশে দান বা যজ্ঞাদি।

অধিভূত—ক্ষর ভাব অর্থাৎ দেহাদি পদার্থ।

অধিদৈবত—নিজ অংশভূত সর্ব দেবতার অধিপতি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তী যে বৈরাজপুরুষ তিনিই অধিদৈবত।

অধিযজ্ঞ—দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্তর্যামী পুরুষ,—যিনি যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যজ্ঞপ্রবর্তক ও যজ্ঞফলদাতা।

অক্ষর—ভগবান্, ব্রহ্ম, পরমাত্মা। ''অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্'' (মুণ্ড উঃ ১।১।৭)।

পরিপ্রশ্নমালা

১। ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ কাহাকে বলে? (গীঃ ৮।৩-৪)

২। দেহান্তকালে ভগবৎস্মৃতি ও প্রণবোচ্চারণের কি ফল? (গীঃ ৮।৫, ১৩)

৩। জন্মান্তরে বিভিন্ন দেহ ও লোকপ্রাপ্তির হেতু কি? (গীঃ ৮।৬)

৪। ভগবান্ কাহার সুলভ এবং ভগবৎ-প্রাপ্তির ফল কি? (গীঃ ৮।১৪-১৫, ২২)

৫। অহোরাত্রবিৎ কাহারা? (গীঃ ৮।১৭)

৬। অর্চিরাদিমার্গ ও ধূমাদিমার্গের পার্থক্য কি? (গীঃ ৮।২৪-২৫)

৭। ভক্তিযোগীর কি সাধনান্তর আবশ্যক হয়? তাঁহার প্রাপ্যস্থান কিরূপ? (গীঃ ৮।২৮)

নবমোঽধ্যায়ঃ

রাজগুহ্যযোগ

কথাসার

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে শুদ্ধভক্তির দ্বারাই পরতত্ত্ব লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না; ইহা উক্ত হইয়াছে। এখন স্বীয় অচিন্ত্য ঐশ্বর্য ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব এই অধ্যায়ে উক্ত হইতেছে।

অসূয়ারহিত পুরুষই সর্বাপেক্ষা গুহ্যতম পরমবিজ্ঞানযুক্ত উপদেশ লাভ করিয়া সমস্ত অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা উক্ত হইয়াছে তাহা গুহ্য, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে কথিত ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান গুহ্যতর, আর কেবল ভক্তি-লক্ষণজ্ঞান গুহ্যতম। এই জ্ঞানই রাজবিদ্যা ও সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষাও গুহ্য। শ্রদ্ধাহীন পুরুষগণ অন্য উপায়ে ভগবান্‌কে পাইতে যত্নবান্ হইয়াও তাঁহাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারে ভ্রমণ করে। ভগবানের মায়াশক্তির প্রভাবের মধ্যে সমস্ত ভূত অবস্থিত আছে। ভগবান্‌কে 'ভূতভৃৎ' 'ভূতস্থ' ও 'ভূতভাবন' বলা হয়। তাঁহার দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় তিনি সর্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ। কল্প সমাপ্ত হইলে সমস্ত ভূতই ভগবানের প্রকৃতিতে প্রবেশ করে ও পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতির দ্বারা ভগবৎ-কর্তৃক সৃষ্ট হয়। প্রকৃতি ভগবানেরই শক্তি। ভগবানের কটাক্ষের দ্বারা চালিত হইয়াই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ প্রসব করে। মূঢ় ব্যক্তিগণ ভগবানের সচ্চিদানন্দ মূর্তিকে মানব-দেহ মনে করে এবং ভগবানের দেহ মনুষ্যদেহের ন্যায় ঔপাধিক ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন—এরূপ কল্পনা করিয়া নরকপথের পথিক হয় ও নির্বিশেষ-গতি লাভ করে। যাঁহারা প্রকৃত মহাত্মা, তাঁহরাই দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ-পূর্বক সর্বদা ভগবানের কথা কীর্তন

করিতে করিতে ভক্তির সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভগবানের উপাসনা করেন। অহংগ্রহোপাসক, প্রতীকোপাসক ও বিশ্বরূপোপাসকগণ সকলেই মন্দবুদ্ধি। প্রতীকোপাসকগণ বেদের কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ কামনা করে এবং স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করে। এইরূপে তাহাদের পুনঃ পুনঃ গতায়াত হইয়া থাকে।

যাঁহারা অন্যাভিলাষরহিত হইয়া একমাত্র ভগবানের ভজনা করেন, সেই সকল শরণাগত ব্যক্তিরই সমস্ত ভার ভগবান্ গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সর্বেশ্বরেশ্বর। যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহাদের পূজা অবৈধ। তাহারা পুনঃ পুনঃ সংসারে আগমন করে। অন্য দেবতা ও পিতৃগণের উপাসকগণ ক্ষয়িষ্ণু লোকে গমন করিয়া থাকে; কিন্তু কৃষ্ণের উপাসকগণ নিত্য মঙ্গল লাভ করেন। কৃষ্ণ একমাত্র ভক্তির বশ। তাঁহাতেই সমস্ত কর্মফল অর্পণ করা কর্তব্য। ভগবানের একনিষ্ঠ ভজনকারী ব্যক্তি স্থূল দৃষ্টিতে অত্যন্ত দুরাচার প্রতীত হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া জানিতে হইবে। ভগবানের ভজনকারীর প্রাকৃত কোন দুরাচার থাকে না। ভগবদ্ভক্তের বিনাশ নাই। অতিশয় পাপযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবদ্ভজনকারী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করিতে পারেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মেই একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ-পূর্বক তাঁহার অনুশীলন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার সেবা লাভ করা যাইবে।

শিক্ষা—একমাত্র শুদ্ধভক্তির দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। শুদ্ধ ভক্তিযোগই 'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ'। প্রকৃতি মূল কারণ নহে। ভগবানের ঈক্ষণেই তাহার সৃষ্টিসামর্থ্য। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নিত্য। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। আত্মসমর্পণ-পূর্বক সর্বদা হরিকীর্তনই শুদ্ধভক্তি। শ্রীকৃষ্ণই সর্বেশ্বরেশ্বর। অন্য দেবতার স্বতন্ত্র-পূজা অবৈধ। ভগবদ্ভক্তের কখনও বিনাশ নাই। সকল শুদ্ধ জীবাত্মাই ভক্তির অধিকারী।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন—) ইদং (এই) গুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়) বিজ্ঞানসহিতং তু (পরম বিজ্ঞান বা ভক্তিযুক্ত) জ্ঞানং (জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়ারহিত) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি)। যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অশুভাৎ (সমস্ত অমঙ্গল হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[এ পর্যন্ত সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে নিজ পরমেশ্বরতত্ত্ব যে ভক্তিদ্বারাই সুলভ হয়, অন্যথা হয় না—ইহা বলিয়াছেন, এক্ষণে আপন অচিন্ত্য ঐশ্বর্য ও ভক্তির অসাধারণ প্রভাব বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার নিমিত্ত] শ্রীভগবান্ কহিলেন—এই সর্বাপেক্ষা গোপনীয় পরম বিজ্ঞান বা ভক্তিযুক্ত জ্ঞান অসূয়ারহিত তোমাকে বলিতেছি, যাহা জানিলে সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।
নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চতে ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—শুদ্ধভক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা অষ্টমে বর্ণিত আছে। এই নবম অধ্যায়ে অতীব অদ্ভুত সেই পরেশের ঐশ্বর্য বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং ভক্ত্যৈব সুলভং নান্যথেত্যুক্তমিদানীমচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনম্, তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়মিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায়

তুভ্যং বক্ষ্যামি। তু-শব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং, ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্ম-জ্ঞানমতিরহস্যত্বাদ গুহ্যতমম্; যজ্‌জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারবন্ধনান্মোক্ষ্যসে সদ্যো মুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে নিজের পরমেশ্বর-তত্ত্ব ভক্তিদ্বারাই সহজে লভ্য, অন্য উপায়ে নহে; ইহা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে মানবচিন্তার অতীত আপন ঐশ্বর্য ও ভক্তির অসামান্য প্রভাব বিস্তৃত করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'ইদম্'' ইত্যাদি। বিশেষভাবে জানা যায় যাহা দ্বারা, তাহাই বিজ্ঞান—উপাসনা। তাহার সহিত ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞান আমি তোমাকে বলিব। কারণ, তুমি অসূয়ারহিত, আমি পুনঃ পুনঃ নিজ মাহাত্ম্যই উপদেশ করিতেছি, এইরূপ ভাবিয়া পরম দয়ালু আমাতে তোমার দোষ-দর্শন নাই। 'তু' শব্দটি বৈশিষ্ট্য-অর্থে ব্যবহৃত। তাহাই বলিতেছেন—''গুহ্যতমম্'' ইত্যাদি। গোপনীয় তত্ত্ব—ধর্মজ্ঞান। তাহা অপেক্ষা দেহাদি হইতে বিলক্ষণ আত্মবিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতর। তাহা অপেক্ষাও অতি রহস্য বলিয়া পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান—গুহ্যতম। যাহা জানিয়া তুমি অশুভ—সংসারবন্ধন হইতে সদ্যই মুক্ত হইবে ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—ইদং (এই জ্ঞান) রাজবিদ্যা (সকল বিদ্যার রাজা), রাজগুহ্যং (সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য), উত্তমং (অতিশয় উত্তম) পবিত্রং (অতিপবিত্র), প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষানুভব-স্বরূপ), ধর্ম্ম্যং (সমস্ত ধর্ম্মসাধক), কর্ত্তুং সূসুখং (সুখসাধ্য) [চ—এবং] অব্যয়ম্ (অক্ষয়ফলপ্রদ বা নির্গুণ) ॥ ২ ॥

মূল অনুবাদ—[আর] এই জ্ঞান রাজবিদ্যা রাজগুহ্য (সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব

অপেক্ষা গুহ্য), অতিশয় পবিত্র প্রত্যক্ষানুভবস্বরূপ, সমস্ত ধর্মসাধক, সুখসাধ্য এবং অক্ষয়ফলপ্রদ বা নির্গুণ ॥ ২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা—বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যং—গুহ্যানাঞ্চ রাজা; বিদ্যাসু গোপ্যাসু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্যাপি পরত্বম্। রাজ্ঞাং বিদ্যা রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনম্, জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমোঽববোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলং ইত্যর্থঃ। ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বেদোক্ত-সর্ব্বধর্ম্ম-ফলত্বাৎ, 'কর্ত্তুঞ্চ সুসুখং' সুখেন কর্ত্তুং শক্যমিত্যর্থঃ অব্যয়ঞ্চাক্ষয়ফলত্বাৎ ॥ ২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "রাজবিদ্যা" ইত্যাদি। এই জ্ঞান রাজবিদ্যা—বিদ্যাসমূহের রাজা, রাজগুহ্য—গোপনীয় বিষয়সমূহেরও রাজা; বিদ্যাসকলেরও গোপনীয় বিষয়সকলের মধ্যে অতি রহস্য—শ্রেষ্ঠ। এই শব্দদ্বয় 'রাজদন্তাদিগণের' অন্তর্গত হওয়ায় উপসর্জন রাজন্ শব্দের পরে যুক্ত হইল; অথবা, [রাজবিদ্যা]—রাজগণের বিদ্যা বা রাজগণের গোপনীয়। উত্তম পবিত্র—ইহা অত্যন্ত পাবন। জ্ঞানিগণের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়। [প্রত্যক্ষাবগম] প্রত্যক্ষ—স্পষ্ট, অবগম—অববোধ যাহার, তাহাই প্রত্যক্ষাবগম—যাহার ফল দৃষ্ট হইয়াছে; আবার বেদে কথিত সমস্ত ধর্মকার্যের ফলস্বরূপ হওয়ায়, ইহা ধর্ম্য—ধর্মের বহির্ভূত নহে; [কর্তুঞ্চ সুসুখং]—সুসুখ—সহজে করিবার যোগ্য; ইহার ফল ক্ষয়রহিত হওয়ায় ইহা অব্যয় ॥ ২ ॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—পরন্তপ! (হে পরন্তপ!) অস্য ধর্ম্মস্য (এই পরমধর্ম্মরূপ জ্ঞানকে) অশ্রদ্দধানাঃ (অশ্রদ্ধাকারী) পুরুষাঃ (পুরুষগণ) মাম্ (আমাকে)

অপ্রাপ্য (লাভ করিতে না পারিয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

মূল অনুবাদ— [যদি জ্ঞান বা ধর্ম অতি সহজসাধ্যই হইল, তবে কে এমন আছে, যে পুনঃ পুনঃ সংসার ভোগ করিবে? তাহাতে বলিতেছেন—] হে পরন্তপ! এই পরমধর্মরূপ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষগণ আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারমার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ৩ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবমপ্যতিসুকরত্বেন কে নাম সংসারিণঃ স্যুস্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিত-জ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানা আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈর্মৎপ্রাপ্তয়ে কৃতপ্রযত্না অপি মামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে—মৃত্যুব্যাপ্তে সংসার-মার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, ইহা এইরূপে অতীব সুখকর হওয়ায় কাহারা সংসারী হইয়া থাকে? তাহাতে বলিতেছেন—"অশ্রদ্দধানাঃ" ইত্যাদি। এই ধর্মের—ভক্তির সহিত জ্ঞানরূপ ধর্মের; এস্থলে 'কর্মে ষষ্ঠী'; ইহাকে সত্য বিশ্বাসের সহিত যাহারা স্বীকার করে না, তাহারা অন্য উপায়ে আমাকে পাইবার নিমিত্ত যত্ন করিলেও আমাকে না পাইয়া মৃত্যুযুক্ত সংসারের পথে প্রত্যাবৃত্ত হয় অর্থাৎ মরণধর্মশীল সংসার-পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তমূর্ত্তিনা (অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ) ময়া (আমা-কর্ত্তৃক) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত); সর্ব্বভূতানি (সমস্ত ভূত) মৎস্থানি (চৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত)। অহং চ (কিন্তু, আমি) তেষু (তাহাদিগেতে) ন অবস্থিতঃ (অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

মূল অনুবাদ—[অতএব বক্তব্যরূপে প্রস্তাবিত জ্ঞানের উক্তরূপ প্রশংসা করতঃ শ্রোতাকে উন্মুখ করিয়া সেই জ্ঞানই দুই শ্লোকে বলিতেছেন—] অব্যক্ত বা অতীন্দ্রিয়মূর্তিস্বরূপ আমা-কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত। সমস্ত ভূত চৈতন্যস্বরূপ আমাতে অবস্থিত। কিন্তু আমি তাহাদিগেতে অবস্থিত নহি ॥ ৪ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বক্তব্যতয়া প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি—ময়েতি দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগত্ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠন্তীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি; এবমপি ঘটাদিষু স্বকার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ ॥ ৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে বক্তব্য প্রস্তাবিত জ্ঞানের প্রশংসাদ্বারা শ্রোতাকে আগ্রহযুক্ত করিয়া সেই জ্ঞানই বলিতেছেন—"ময়া" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়। [অব্যক্তমূর্তি]—অব্যক্ত—ইন্দ্রিয়াতীত মূর্তি—স্বরূপ যাঁহার, তাদৃশ আমা-দ্বারা কারণরূপে এই সমগ্র জগৎ তত—ব্যাপ্ত। শ্রুতি যথা—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই অনুপ্রবেশ করিলেন' ইত্যাদি। অতএব স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতই [মৎস্থ]—কারণস্বরূপ আমাতেই অবস্থিত। এইরূপ হইলেও ঘটাদিকার্যে মৃত্তিকাদির ন্যায় সেই সমস্ত ভূতে আমি অবস্থিত নহি। কারণ, আমি আকাশতুল্য অসঙ্গ ॥ ৪ ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতানি চ (ভূতগণ) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নহে), মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটনাচাতুর্য্য) পশ্য (দর্শন কর)।

মম (আমার) আত্মা (পরমস্বরূপ) ভূতভৃৎ (ভূতগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (এবং ভূতগণের পালক), [কিন্তু] ন ভূতস্থঃ (ভূতস্থ নহে) ॥ ৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও—তাহা হইলে পূর্বোক্ত সর্বব্যাপিত্ব ও সর্বাশ্রয়ত্ব বিরুদ্ধ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—] ভূতগণ আমাতে অবস্থিত নহে। আমার ঐশ্বরযোগ অর্থাৎ ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটনাচাতুর্য দর্শন কর। আমার পরমস্বরূপ ভূতগণের ধারক ও ভূতগণের পালক হইয়াও ভূতস্থ নহে ॥ ৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম; ননু তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রয়ত্বঞ্চ পূর্ব্বোক্তং বিরুদ্ধম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটন-ঘটনাচাতুর্য্যমিদং পশ্য মদীয়-যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যং পশ্যেত্যাহ—ভূতেতি। ভূতানি বিভর্ত্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ, ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ; এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ যথা,—দেহং বিভ্রৎ পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি তেষু ন তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "ন চ" ইত্যাদি। আমার আসক্তিহীনতাহেতু ভূতসকল আমাতে অবস্থিত নহে। যদি বল, তবে তোমার পূর্বোক্ত একাধারে ব্যাপকত্ব ধর্ম ও আশ্রয়তা পরস্পর বিরোধী হয়। তাহা আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"পশ্য" ইত্যাদি। আমার ঐশ্বর—অসাধারণ, যোগ—যুক্তি, অঘটন-ঘটনায় চাতুর্য দেখ। আমার যোগমায়ার বৈভব মানবচিন্তার অতীত হওয়ায় একটুও বিরুদ্ধ নহে। আরও আশ্চর্য দেখ—"ভূত" ইত্যাদি। যিনি ভূতদিগকে ভরণ—ধারণ করেন, তিনি ভূতভৃত; যিনি ভূতসমূহের ভাবন—পালন করেন, তিনি ভূতভাবন। এইরূপ

হইলেও আমার আত্মা—পরমস্বরূপ, ভূতস্থ নহে। ভাবার্থ এই—যেরূপ জীব দেহ ধারণ ও পোষণ করিয়া অহঙ্কারের আশ্রয়ে তাহাতে সংশ্লিষ্ট থাকে, এইরূপে কিন্তু আমি সমগ্র ভূতগ্রাম ধারণ ও পালন করিয়াও অহঙ্কার না থাকায় সেই সকল ভূতে সংশ্লিষ্ট নহি ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—বায়ুঃ (বায়ু) সর্ব্বত্রগঃ মহান্ [অপি] (সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ হইলেও) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (নিয়ত) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থান করে), [কিন্তু আকাশ তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না], তথা (সেরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (ভূতসকলও) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) [কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট হই না] ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিও) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ—[অসংশ্লিষ্ট দুইটি বস্তুরও যে আধার-আধেয়ভাব থাকিতে পারে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—] বায়ু সর্বব্যাপী ও মহান্ হইলেও যেরূপ নিয়ত আকাশে অবস্থান করে (কিন্তু আকাশ তাহাতে সংশ্লিষ্ট হয় না) সেরূপ ভূতসকলও আমাতে অবস্থিত (কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট হই না) ইহা জানিও ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—অসংশ্লিষ্টয়োরপি আধারাধেয়ভাবং দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। অবকাশং বিনাবস্থানানুপপত্তের্নিত্যমাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্ব্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্ব্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অনাসক্ত উভয়ের আধার ও আধেয় ভাব দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন—"যথা" ইত্যাদি। অবকাশ ব্যতীত কোন বস্তুর অবস্থান হইতে পারে না বলিয়া যেমন বায়ু সর্বদা আকাশে থাকিয়াও, সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও, বিপুল-পরিমাণ হইলেও, অবয়ববিহীন হওয়ায় সংযোগের

অভাবে আকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, সেইরূপে সমস্ত ভূতই আমাতে অবস্থিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়সময়ে) সর্ব্ব-ভূতানি (এই সমুদয় প্রাণী) মামিকাং প্রকৃতিং (আমার ত্রিগুণাত্মিক প্রকৃতি বা মায়াতে) যান্তি (লয়প্রাপ্ত হয়), পুনঃ (পুনরায়) কল্পাদৌ (কল্পারম্ভে) [অহং—আমি] তানি (তাহাদিগকে) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃষ্টি করি) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে অসঙ্গ ভগবানেরই যোগমায়ার দ্বারা স্থিতিহেতুত্ব কথিত হইল। সেই মায়ার দ্বারাই আবার তাঁহার সৃষ্টি ও প্রলয়ের হেতুতা বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! প্রলয়সময়ে এই সমুদয় ভূত আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বা মায়াতে লয়প্রাপ্ত হয়, পুনরায় কল্পারম্ভে আমি তাহাদিগকে বিবিধভাবে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তম্, তয়ৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বঞ্চাহ—সর্ব্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্ব্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে, পুন কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে যোগমায়া-কর্তৃক অসঙ্গ আমার স্থিতির কারণ বলা হইল। সেই যোগমায়া-কর্তৃক সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ তাও বলিতেছেন—"সর্ব" ইত্যাদি। কল্পের অবসানে প্রলয়কালে সমস্ত ভূতই আমার প্রকৃতিতে গমন করে, ত্রিগুণময়ী মায়াতে লীন হয়। পুনর্বার কল্পের আরম্ভে সৃষ্টিকালে সেই ভূতসমূহ আমি বিশেষপ্রকারে সৃজন করি ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্ব্বশাৎ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—[অহং—আমি] স্বাং প্রকৃতিম্ (স্বীয় প্রকৃতি অর্থাৎ জীবশক্তি ও মায়াশক্তিকে) অবষ্টভ্য (আশ্রয় করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (মায়ার প্রভাবে) অবশম্ (কর্ম্মাদিপরবশ) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) ভূতগ্রামং (ভূতসমষ্টিকে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥ ৮ ॥

মূল অনুবাদ—[তুমি অসঙ্গ ও নির্ব্বিকার, অতএব কি প্রকারে সৃষ্টি কর? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—] আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া মায়ার প্রভাবে বশীভূত এই সমগ্র ভূতসমষ্টিকে পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি করি ॥৮॥

শ্রীধরঃ—নন্বসঙ্গো নির্ব্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজসি? ইত্যপেক্ষায়া-মাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সন্তং চতুর্ব্বিধমিমং সর্ব্বং ভূতগ্রামং কর্ম্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্ব্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি বা। কথম্? প্রকৃতের্ব্বশাৎ প্রাচীনকর্ম্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, তুমি সঙ্গহীন, নির্ব্বিকার হইয়াও কিরূপে সৃজন কর? তাহাতে বলিতেছেন—"প্রকৃতিম্" ইত্যাদি। নিজ স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রলয়ে লীন চতুর্ব্বিধ কর্ম্মাদির অধীন এই সমস্ত ভূত পুনঃ পুনঃ বিশেষভাবে সৃজন করি, বা নানা ভাবে সৃজন করি। কিরূপে? প্রকৃতির বশে—পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের হেতু সেই সেই স্বভাবের বলে ॥ ৮ ॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) তেষু কর্ম্মসু (সেই কার্য্যসকলে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) [ও] উদাসীনবৎ আসীনং চ (ও উদাসীনের ন্যায়

অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই কর্ম্মসকল) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে নানাবিধ কর্ম করিয়াও তোমার জীববৎ কেন বন্ধন ঘটে না? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—] হে ধনঞ্জয়! সেই কার্যসকলে অনাসক্ত ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত আমাকে সেই কর্মসকল আবদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবং নানাবিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতস্তব জীববদ্বন্ধঃ কথং ন স্যাৎ? ইত্যত আহ—ন চ মামিতি। তানি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি মাং ন নিবধ্নন্তি। কর্ম্মাসক্তি হি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্মম নাস্তি; অতস্তানি উদাসীনবদ্বর্ত্তমানস্য মে বন্ধং নোপপাদয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্ত্তৃত্বানুপপত্তেঃ, কর্ত্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, এইরূপে নানাবিধ কর্ম করিলেও কেন জীবের ন্যায় তোমার বন্ধন হয় না? তাহাতে বলিতেছেন—"ন চ মাম্" ইত্যাদি। সেই বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কার্য আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। কর্মে আসক্তিই বন্ধনের কারণ। আমি আপ্তকাম বলিয়া আমার কর্মে আসক্তি নাই। অতএব আমি উদাসীনের তুল্য বর্তমান থাকায় সেই কর্মসমূহ আমার বন্ধন দিতে পারে না। উদাসীন ভাবে কর্তৃত্বের প্রমাণ হয় না, আবার কর্তৃত্বে উদাসীনতার অসঙ্গতি হয়। এই জন্য উদাসীনবৎ অবস্থিত, এইরূপ কথিত হইল ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) ময়া অধ্যক্ষেণ (আমাকে অধ্যক্ষ বা নিমিত্তস্বরূপে লাভ করিয়া) প্রকৃতিঃ (মায়া) সচরাচরং (চরাচরসহিত)

[বিশ্বং—বিশ্বকে] সূয়তে (প্রসব করে) [এবং] অনেন হেতুনা (এই হেতু) জগৎ (জগৎ) বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয়) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! আমাকে অধ্যক্ষ বা নিমিত্তরূপে লাভ করিয়া মায়া চরাচরসহিত বিশ্বকে প্রসব করে এবং এই হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবোপপাদয়তি—ময়েতি। মায়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরিবর্ত্ততে পুনঃ পুনর্জায়তে; সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনত্বঞ্চাবিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—"ময়া" ইত্যাদি। আমি অধ্যক্ষ—অধিষ্ঠাতা, নিমিত্তকারণ। প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃজন করে। এই আমার অধিষ্ঠান-হেতু জগৎ পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন—জন্ম লাভ করে। কেবল নিকট-স্থিতি দ্বারা অধ্যক্ষতা করায় কর্তৃত্ব ও ঔদাসীন্য বিরুদ্ধ নহে ॥ ১০ ॥

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বভূত মহেশ্বররূপ) মম (আমার) পরং ভাবম্ (পরম ভাব) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) মূঢ়াঃ (মূর্খগণ) মানুষীং তনুম্ (মানবতনু) আশ্রিতং (গ্রহণকারী) মাম্ (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা অর্থাৎ প্রাকৃতবুদ্ধি করে) ॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ—[এবম্ভূত পরমেশ্বর যে তুমি, সেই তোমাকে কেহ কেহ কেন আদর করে না? এতদুত্তরে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] সর্বভূতে মহেশ্বররূপ আমার পরমভাব জানিতে না পারিয়া মূর্খগণ আমাকে মানবতনু গ্রহণকারী বলিয়া প্রাকৃত বুদ্ধি করে ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে? তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বররূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে; অবজ্ঞানে হেতুঃ শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশান্মনুষ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, এই প্রকার পরমেশ্বর তোমাকে কেন কেহ কেহ আদর করে না? তাহাতে বলিতেছেন—"অবজানন্তি" ইত্যাদি দুই শ্লোক দ্বারা। সকল ভূতের মহেশ্বররূপ আমার পরম তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খেরা আমাকে অবজ্ঞা করে। অবজ্ঞার কারণ এই—আমার দেহ শুদ্ধসত্ত্বময় হইলেও ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাহা মনুষ্যাকারে প্রকট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—[তে—তাহারা] মোঘাশাঃ (নিষ্ফলাশা বিশিষ্ট), মোঘকর্ম্মাণঃ (নিষ্ফলকর্ম্মা), মোঘজ্ঞানাঃ (বৃথাজ্ঞানী) [ও] বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) রাক্ষসীম্ (রাক্ষসী বা তামসী) আসুরীং (আসুরী বা রাজসী) মোহিনীং চৈব (এবং বুদ্ধিভ্রংশকারিণী) প্রাকৃতিং (প্রকৃতি বা স্বভাবকে) শ্রিতাঃ (আশ্রয় করতঃ) [মাম্ অবজানন্তি—আমাকে অবজ্ঞা করে] ॥ ১২ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] তাহারা নিষ্ফলাশাবিশিষ্ট, নিষ্ফলকর্মা, বৃথাজ্ঞানী ও বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া বুদ্ধিভ্রংশকারিণী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি আশ্রয় করতঃ আমাকে অবজ্ঞা করে ॥ ১২ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মত্তোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মদ্বিমুখত্বান্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ; সর্ব্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং

তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীঞ্চ রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "মোঘাশাঃ" ইত্যাদি। [মোঘাশা]—আমা অপেক্ষা অন্য দেবতা দ্রুত ফল দান করিবেন, এইরূপ নিষ্ফল আশা যাহাদের, এই জন্য আমার প্রতি বিমুখ হওয়ায় [মোঘকর্ম্মা]—যাহাদের কর্ম্মগুলি নিষ্ফল হইয়া যায়। [মোঘজ্ঞান]—যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানও নানা কুতর্কের আশ্রিত হওয়ায় ব্যর্থ, সুতরাং [বিচেতাঃ]—যাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত। এইসকল বিষয়ের কারণ—তাহারা রাক্ষসী—তমোগুণময়ী হিংসাদিবহুলা ও আসুরী—রাজসী কামদর্পাদিপূর্ণা, মোহিনী—বুদ্ধিনাশ-কারিণী, প্রকৃতি—স্বভাব আশ্রয় করিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে; পূর্ব্বের সহিত অন্বয় ॥ ১২ ॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) তু (কিন্তু) দৈবীং (দৈবী) প্রকৃতিম্ (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয় করতঃ) মহাত্মানঃ (মহাত্মগণ) অনন্যমনসঃ (মদেকচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্ব্বভূতের কারণ) [ও] অব্যয়ং (অবিনশ্বর) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) ভজন্তি (ভজন করেন) ॥ ১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[তবে কাহারা তোমাকে আরাধনা করে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—] হে পার্থ! কিন্তু দৈবী প্রকৃতি বা স্বভাবপ্রাপ্ত মহাত্মগণ আমাকে সর্ব্বভূতের কারণ ও অবিনশ্বর জানিয়া মদেকচিত্ত হইয়া ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরঃ—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তি? ইত্যত আহ—মহাত্মানঃ ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তাঃ, অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" (১৬।১)

ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নাস্ত্যন্যস্মিন্মনো যেষাং তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহা হইলে কাহারা তোমার আরাধনা করে? ইহাতে বলিতেছেন—"মহাত্মানঃ" ইত্যাদি। মহাত্মগণ—যাঁহাদের চিত্ত কামাদিদ্বারা বশীভূত নহে, অতএব তাঁহারা 'অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি' ইত্যাদি (১৬।১) লক্ষণ দ্বারা পরে কথিত দৈবস্বভাব অবলম্বন করিয়াছেন, সুতরাং [অনন্যমনাঃ]—তাঁহাদের চিত্ত আমা ব্যতীত অন্য কোথাও সংলগ্ন নহে। তাঁহারা আমাকে ভূতাদি—জগতের কারণ, অব্যয়—নিত্য জানিয়া আমার ভজন করেন ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—[তে—তাঁহারা] সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার নামরূপাদি কীর্ত্তন করতঃ) দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তশ্চ (দৃঢ়ব্রতভাবে আমার ভক্তি অনুশীলন করিয়া) ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (এবং ভক্তিসহকারে আমাতে শরণাগতিপূর্ব্বক) নিত্যযুক্তাঃ (সতত যুক্ত হইয়া) মাম্ উপাসতে (আমার ভজন করে) ॥ ১৪ ॥

মূল অনুবাদ—[তাঁহাদের ভজনপ্রকার দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—] তাঁহারা সর্বদা আমার নামরূপাদি কীর্তন করতঃ দৃঢ়ব্রত হইয়া, আমার ভক্তির অনুশীলন করিয়া, ভক্তিসহকারে আমাতে শরণাগত হইয়াও সতত যুক্তভাবে আমার ভজন করেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরঃ—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে; দৃঢ়াণি

ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চ ঐশ্বরজ্ঞানাদিষু[১] ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কেচিদ্ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতং অবহিতাঃ সর্ব্বে সেবন্তে; ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্ত ইতি চ কীর্ত্তনাদিম্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাঁহাদের ভজনের বিধান বলিতেছেন,—"সততম্" ইত্যাদি দুই শ্লোক। কেহ কেহ সতত—সর্বদা স্তোত্র-মন্ত্রাদিদ্বারা আমার গুণকীর্তন করিতে করিতে আমার উপাসনা—সেবা করেন। কেহ কেহ [দৃঢ়ব্রত]—ব্রতনিয়ম-বিষয়ে সুদৃঢ় হইয়া ঈশ্বর-বিষয়ক জ্ঞানে ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রযত্নশীল হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্বক আমার সেবা করেন। অন্য সকলে [নিত্যযুক্ত]—অনবরত আমাতে মনোনিবেশ করিয়া সেবা করেন। কীর্তনাদিতেও ভক্তিসহকারে ও নিত্যযোগের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যেঽপি চ (অপর কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা) একত্বেন (আপনাকে আমার সহিত অভেদভাবে), পৃথক্ত্বেন (পৃথক্ বুদ্ধিতে), বহুধা (নানা দেবরূপে) বিশ্বতোমুখং (সর্ব্বাত্মক) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥ ১৫ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] অন্য কেহ কেহ আমার সহিত অভেদ ভাবনাপূর্বক, কেহ কেহ বা দাস্যবুদ্ধিতে পৃথগ্ ভাবনাপূর্বক এবং কেহ বা সর্বাত্মস্বরূপ আমাকে নানাদেবতা ভাবনাপূর্বক জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা যজন করিয়া উপাসনা করেন ॥ ১৫ ॥

১। "ঈশ্বর-পূজাদিষু" ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ।

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং" সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞস্তেন জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে; তত্রাপি কেচিদেকত্বেন 'একমেব পরং ব্রহ্মে'তি পরমার্থদর্শনরূপাভেদ-ভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন পৃথগ্‌ভাবনয়া দাসোঽহমিতি, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "জ্ঞান" ইত্যাদি। [জ্ঞানযজ্ঞ]—'বাসুদেবই সর্ব' এইরূপে সর্বাত্মদর্শনকে জ্ঞান বলে; তাহাই যজ্ঞ। সেই জ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া কেহ কেহ উপাসনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ 'একমাত্র পরব্রহ্ম' এইরূপ পরমার্থদর্শনরূপ অভেদ-চিন্তাদ্বারা, কেহ কেহ বা 'আমি দাস' এইরূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা, কেহ কেহ সর্বরূপী আমাকে নানাভাবে ব্রহ্মরুদ্রাদির আকারে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ), অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মৃত্যুক্ত পঞ্চযজ্ঞ), অহং (আমি) স্বধা (স্বধা), অহম্ (আমি) ঔষধম্ (ওষধিজাতি অন্ন), অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র), অহম্ (আমি) আজ্যম্ (ঘৃত), অহম্ (আমি) অগ্নিঃ (অগ্নি) [এবং] অহং (আমি) হুতম্ (হোম) ॥ ১৬ ॥

মূল অনুবাদ—[ভগবান্ সেই সর্বাত্মতা চারি শ্লোকদ্বারা বিস্তার করিতেছেন—] আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি এবং আমি হোম ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরঃ—সর্ব্বাত্মতাং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ, যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ পঞ্চযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিত্র্যর্থং শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধং ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজম্বা, মন্ত্রো যাজ্যাপুরোঽনুবাক্যাদিঃ[২]। আজ্যং

২। পাঠান্তরে—"যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ"।

হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমঃ, এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥১৬॥

সুঃ অনুবাদ—সর্বাত্মতা স্পষ্ট করিতেছেন,—"অহং ক্রতুঃ" ইত্যাদি চারি শ্লোক। ক্রতু—শ্রুতিবিহিত অগ্নিষ্টোমাদি, যজ্ঞ—স্মার্ত পঞ্চযজ্ঞাদি, স্বধা—পিতৃলোকার্থ শ্রাদ্ধাদি, ঔষধ—ওষধিজাত অন্ন বা রোগনিবারক ভেষজ, মন্ত্র—যাজ্যা, পুরোঽনুবাক্যা প্রভৃতি, আজ্য—হোমাদির উপকরণ (ঘৃত); অগ্নি—আহবনীয়াদি, হুত—হোম; এই সমস্তই আমি ॥ ১৬ ॥

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—অহম্ (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (পিতা), মাতা (মাতা), ধাতা (কর্ম্মফলবিধাতা), পিতামহঃ (পিতামহ), বেদ্যং (জ্ঞেয় বস্তু), পবিত্রম্ (শুদ্ধিসম্পাদক) ওঙ্কারঃ (ওঁকার), ঋক্ (ঋক্), সাম (সাম), যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদ) ॥ ১৭ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] আমি এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়বস্তু, শুদ্ধিসম্পাদক, ওঁকার এবং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ ॥১৭॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ পিতাহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা, বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগাদয়ো বেদাশ্চাহমেব; স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "পিতাহমস্য" ইত্যাদি। ধাতা—কর্মফলের বিধানকর্তা, বেদ্য—জানিবার বিষয়, পবিত্র—শোধক প্রায়শ্চিত্তময়, ওঙ্কার—প্রণব, ঋগাদি বেদসমূহও আমিই ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—[অহং—আমি] গতিঃ (সকলের গতি), ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা),

প্রভুঃ (নিয়ন্তা), সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাসঃ (আশ্রয়), শরণং (রক্ষক), সুহৃৎ (হিতকর্ত্তা), প্রভবঃ (স্রষ্টা), প্রলয়ঃ (সংহর্ত্তা), স্থানং (আধার), নিধানং (লয়স্থান) [এবং] অব্যয়ং বীজম্ (অব্যয় বীজ) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও] আমিই সকলের গতি, পোষণকর্তা, নিয়ন্তা, সাক্ষী, আশ্রয়, রক্ষক, হিতকর্তা, স্রষ্টা, সংহর্তা, আধার, লয়স্থান এবং অব্যয় বীজ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ গতিরিতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলম্, ভর্ত্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুর্নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যনেনেতি প্রভবঃ স্রষ্টা, প্রলীয়তেঽনেনেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা; তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানম্, বীজং কারণম্, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি, ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "গতিঃ" ইত্যাদি। লাভ করা যায় ইঁহাকে, অতএব গতি—ফল, ভর্তা—পোষণকর্তা, প্রভু—নিয়মনকর্তা, সাক্ষী—শুভ ও অশুভের দ্রষ্টা, নিবাস—ভোগের স্থান, শরণ—রক্ষক, সুহৃৎ—মঙ্গলকারী, প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্ট হয় ইঁহা কর্তৃক, অতএব প্রভব—সৃষ্টিকর্তা, ইঁহা কর্তৃক প্রলীন হয়, সুতরাং প্রলয়—নাশক, ইঁহাতে অবস্থান করে, সুতরাং স্থান—আধার, ইঁহাতে নিহিত করা যায় তাহা নিধান—লয়ের স্থান, বীজ—কারণ। তথাপি অব্যয়—বিনাশহীন, ব্রীহি প্রভৃতি বীজের ন্যায় নাশশীল নহি ॥ ১৮ ॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) তপামি (তাপ দান

করি), অহং (আমি) বর্ষং উৎসৃজামি (বারিবর্ষণ করিয়া থাকি), নিগৃহ্ণামি চ (উহা আকর্ষণ করিয়া থাকি)। অহম্ (আমি) অমৃতং (অমৃত) মৃত্যুঃ চৈব (এবং মৃত্যু) সৎ অসৎ চ (স্থুল সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[আর] হে অর্জ্জুন! আমি তাপ দান করি, আমি বারি বর্ষণ করিয়া থাকি এবং আমি উহা আকর্ষণ করি। আমি অমৃত ও মৃত্যু, আমি সৎ ও অসৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম সমুদয় বস্তু ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিত্যা নিদাঘকালে তপামি জগতস্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষণমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনম্ জীবনম্, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি; এবং মত্বা মামেব বহুধোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয় ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "তপাম্যহম্" ইত্যাদি। আমি আদিত্যরূপে থাকিয়া গ্রীষ্মকালে তাপ দিই—জগতের তাপ উৎপাদন করি, বৃষ্টির সময়ে বর্ষণ করাই, আবার কখনও বর্ষ নিয়মিত করি, অমৃত—জীবন, মৃত্যু—নাশ, সৎ—স্থূল দৃশ্য বস্তু, অসৎ—সূক্ষ্ম অদৃশ্য বস্তু, এই সমস্তই আমি। এইরূপ মনে করিয়া নানা প্রকারে আমারই উপাসনা করে। পূর্বের সহিত অন্বয় ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
　　যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
　　মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ) যজ্ঞৈঃ (বেদবিহিত যজ্ঞসমূহদ্বারা) মাম্ (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ (যজ্ঞশেষ সোমপানপূর্ব্বক) পূতপাপাঃ (পাপনির্ম্মুক্ত হইয়া) স্বর্গতিং

(স্বর্গলোক) প্রার্থয়ন্তে (কামনা করে)। তে (তাহারা) পুণ্যং (পুণ্যফল-স্বরূপ) সুরেন্দ্রলোকম্ (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) দিবি (স্বর্গে) দিব্যান্ (দিব্য) দেবভোগান্ (দেবোচিত ভোগসকল) অশ্নন্তি (ভোগ করিয়া থাকে) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ—[এইরূপে "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা শীঘ্র ফললাভাশায় অন্য দেবতার উপাসকেরা আমাকে আদর করে না; এই হেতু ইহারা যে অভক্ত, তাহা দেখাইয়াছেন। আর "মহাত্মানস্তু" এই শ্লোকদ্বারা ভক্তের কথা বলা হইয়াছে; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একত্ব বা পৃথকত্বভাবে পরমেশ্বরকে ভজন করেন না, তাঁহাদের জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অনিবার্য; ইহাই দুইটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন—] বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-কারিগণ যজ্ঞসমূহদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞশেষে সোম পান করে এবং পাপনির্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক কামনা করে। তাহারা পুণ্যফল-স্বরূপ ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য ভোগসকল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং যজন্তো মাং নাদ্রিয়ন্ত ইত্যভক্তা দর্শিতাঃ। 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থে'ত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাস্তত্রৈকত্বেন পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহে দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্-যজুঃ-সাম-লক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাস্ত্রিবিদ্যা এব ত্রৈবিদ্যা স্বার্থেঽণ্, তিস্রো বিদ্যা অধীয়ন্তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যা বেদত্রয়োক্তকর্ম্মপরা ইত্যর্থঃ বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেবেষ্ট্বা সংপূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তেনৈব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপ সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যানুত্তমান্ দেবানাং ভোগানশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—'আমাকে মূঢ়েরা অবজ্ঞা করে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে দ্রুতফলের আকাঙ্ক্ষায় অন্য দেবতার ভজনকারিগণ আমাকে অনাদর করে, এইরূপে অভক্তস্বরূপ দেখাইয়াছেন। 'হে পার্থ! মহাত্মগণ আমাকে' ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তের বিষয় বলিয়াছেন। তাহাতে 'একই পরব্রহ্ম' এইরূপ পারমার্থিক দর্শনে, অথবা 'আমি দাস' এইরূপ পৃথক্ ভাবনা দ্বারা যাহারা পরমেশ্বরের ভজন করে না, তাহাদের জন্মমৃত্যুর প্রবাহ অনিবার্য। ইহাই বলিতেছেন, ''ত্রৈবিদ্যাঃ'' ইত্যাদি দুই শ্লোক। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বিদ্যা। 'ত্রিবিদ্যা'-শব্দে স্বার্থে অণ্-প্রত্যয়ে 'ত্রৈবিদ্যা' শব্দ সিদ্ধ হয়। যাঁহারা ত্রিবিদ্যা অধ্যয়ন করেন বা জানেন, বেদত্রয়ে কথিত কর্মে নিপুণ মানবগণ ত্রৈবিদ্য। তাঁহারা বেদত্রয়ে বিহিত যজ্ঞদ্বারা আমার যজন করিয়া 'আমার রূপই অন্য দেবতা' ইহা না জানিয়াও বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপে আমাকেই পূজা করিয়া যজ্ঞের অবশেষ সোমরস পান করিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা পাপ নিরাস করিয়া স্বর্গের প্রতি গতি প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পুণ্যের ফলে ইন্দ্রলোক (স্বর্গ) প্রাপ্ত হইয়া তথায় অত্যুৎকৃষ্ট দেবগণের ভোগ্যবিষয়গুলি ভোগ করেন ॥ ২০ ॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—তে (তাহারা) তং (সেই) বিশালং (বিশাল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোকসুখ) ভুক্ত্বা (ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্ত্যলোকং (মর্ত্ত্যলোকে) বিশন্তি (জন্মগ্রহণ করে); এবং (এইরূপে) ত্রয়ীধর্ম্মম্ (বেদবিহিত ধর্ম্মের) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুসরণকারী) কামকামাঃ (কামকামি-গণ) গতাগতং (গতায়াত বা জন্মমৃত্যু) লভন্তে (লাভ করিয়া থাকে) ॥২১॥

মূল অনুবাদ—[তাহার পর] তাহারা সেই বিশাল স্বর্গলোকসুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। এরূপে বেদবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা কামনার বশবর্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু লাভ করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—ততশ্চ তে তমিতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রার্থিতং বিপুলং স্বর্গলোকং তৎসুখং ভুক্ত্বা-ভোগ-প্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাং কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—তদনন্তর "তে তম্" ইত্যাদি। সেই স্বর্গকাম মানবগণ প্রার্থিত সেই বিপুল স্বর্গলোকের সুখ ভোগ করিয়া ভোগের দ্বারা পুণ্যক্ষয় পাইলে মর্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। আবার এইরূপেই বেদত্রয়ের বিহিত ধর্মের অনুসরণ করিয়া ভোগ-কামনা করায় যাতায়াত (জন্মমৃত্যু) লাভ করেন ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—অনন্যাঃ (অনন্যভাবে) যে জনাঃ (যে সকল ব্যক্তি) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমাকে চিন্তা পূর্ব্বক) পর্য্যুপাসতে (আমার আরাধনা করে), অহং (আমি) তেষাং (সেই সকল) নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বদা মদেকনিষ্ঠ-গণের) যোগক্ষেমং (ধনাদিলাভ ও উহার সংরক্ষণ) বহামি (বিধান করি) ॥২২॥

মূল অনুবাদ—[কিন্তু আমার ভক্তেরা আমার প্রসাদেই কৃতার্থ হন, ইহাই বলিতেছেন—] অনন্যভাবযুক্ত যে সকল ব্যক্তি আমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমার আরাধনা করেন, আমি সেই সকল সর্বদা মদেকনিষ্ঠগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি অর্থাৎ ধনাদিপ্রাপ্তি ও উহার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি ॥ ২২ ॥

শ্রীধরঃ—মদ্ভক্তাস্তু মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে; তেষান্তু নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং মোক্ষং বা তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিন্তু আমার ভক্তগণ আমার অনুগ্রহে কৃতার্থ হয়েন, ইহা বলিতেছেন,—"অনন্যাঃ" ইত্যাদি। যাহাদের আমা ব্যতীত অন্য কাম্য ভজনযোগ্য অপর দেবতা নাই, তাঁহারা অনন্য; এইরূপ লোকেরা আমার চিন্তা করিতে করিতে সেবা করেন। সেই সকল নিত্যযুক্ত—সর্বপ্রকারে আমার প্রতি একনিষ্ঠ পুরুষগণের যোগ—ধনাদি-লাভ ও ক্ষেম—তাহার রক্ষা বা মোক্ষ, তাঁহারা প্রার্থনা না করিলেও আমিই উহা পাওয়াইয়া থাকি ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) যে (যে সকল ব্যক্তি) অন্যদেবতা-ভক্তাঃ অপি (অন্যদেবতা ভক্ত হইয়াও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধা-সহকারে) যজন্তে (উপাসনা করে), তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকং (অবিধি-পূর্ব্বক) মাম্ এব (আমারই) যজন্তি (পূজা করে) ॥ ২৩ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি বল,—তুমি ব্যতিরেকে বস্তুতঃ অন্য দেবতা নাই, অতএব ইন্দ্রাদির উপাসকেরাও তোমারই ভক্ত, তাহা হইলে তাঁহারা কেন সংসারে গতাগতি লাভ করেন? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরঃ—ননু চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্তুতো দেবতান্তরস্যাভাবাদিন্দ্রাদি-

সেবিনোঽপি ত্বদ্ভক্তা এবেতি, কথং তে গতাগতং লভেরন্? তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ সন্তো যে জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যং, কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকম্, মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তি, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥ ২৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, তুমি ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে অন্য দেবতাও নাই। অতএব ইন্দ্রাদির সেবকেরাও তোমার ভক্তই, তবে কেন তাহারা যাতায়াত লাভ করিবে? তাহাতে বলিতেছেন—"যেঽপি" ইত্যাদি। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যে লোকেরা যজ্ঞে ইন্দ্রাদি অপর দেবতার যাজন করে, তাহারাও আমারই সেবা করে, ইহা সত্য। কিন্তু অবিধির সহিত—মোক্ষের প্রাপক বিধি ছাড়িয়া যজ্ঞ করে, এইজন তাহারা পুনর্বার প্রত্যাবর্তন করে ॥ ২৩ ॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয়ঃ—হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সর্ব্ব-যজ্ঞের) ভোক্তা চ (ভোক্তা) প্রভুঃ চ (এবং প্রভু)। তে তু (কিন্তু তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (তত্ত্বতঃ) ন অভিজানন্তি (জানিতে পারে না), অতঃ (অতএব) পুনঃ চ্যবন্তি (পুনরায় জন্মগ্রহণ করে) ॥ ২৪ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্ব কথাই বিস্তার করিতেছেন—] যেহেতু আমিই সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু। কিন্তু তাহারা আমাকে তত্ত্বতঃ জানিতে পারে না। অতএব পুনরায় জন্মগ্রহণ করে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরঃ—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা, প্রভুশ্চ স্বামী, ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্নাভিজানন্তি অতশ্চ্যবন্তি প্রচ্যবন্তে

পুনরাবর্ত্তন্তে; যে তু সর্ব্বদেবতাসু মামন্তর্যামিনং পশ্যন্তো যজন্তি, তে তু নাবর্ত্তন্তে ॥ ২৪ ॥

সুঃ অনুবাদ—ইহাই বিবৃত করিতেছেন,—"অহং" ইত্যাদি। সমস্ত যজ্ঞের সেই সেই দেবতারূপে আমিই ভোক্তা, প্রভু—স্বামী, ফলদাতাও আমিই—ইহাই অর্থ। এইরূপ আমাকে পরমার্থস্বরূপে যেহেতু তাহারা জানে না, অতএব চ্যুত হয়—পুনর্বার প্রত্যাবৃত্ত হয়। কিন্তু যাঁহারা সকল দেবতাতে আমাকেই অন্তর্যামিরূপে দেখিয়া যজন করেন, তাঁহারা পুনঃ প্রত্যাবর্তন করেন না ॥ ২৪ ॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

অন্বয়ঃ—দেবব্রতাঃ (দেবযাজিগণ) দেবান্ যান্তি (দেবতাগণকে লাভ করেন,) পিতৃব্রতাঃ (পিতৃব্রত অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণগণ) পিতৃন্ যান্তি (পিতৃলোকে গমন করেন), ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূতলোক প্রাপ্ত হন), মদ্যাজিনঃ (আর আমার উপাসকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) [যান্তি—লাভ করেন] ॥ ২৫ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বোক্ত কথা প্রতিপাদন করিতেছেন—] দেবযাজিগণ দেবতাগণকে লাভ করেন, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূত-পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন। আর, আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবোপপাদয়তি—যান্তীতি। দেবেষ্বিন্দ্রাদিষু ব্রতং নিয়মো যেষাং তে দেবব্রতা দেবান্ যান্তি অতঃ পুনরাবর্ত্তন্তে, পিতৃষুব্রতং যেষাং শ্রাদ্ধাদিক্রিয়াপরাণাং তে পিতৃন যান্তি, ভূতেষু বিনায়কমাতৃগণাদিষু ইজ্যা পূজা যেষাং তে ভূতেজ্যা ভূতানি যান্তি; মাং যষ্টুং শীলং যেষাং তে মদ্যাজিনস্তে তু মামক্ষয়ং পরমানন্দস্বরূপং যান্তি ॥ ২৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন,—"যান্তি" ইত্যাদি। [দেবব্রত]—ইন্দ্রাদি দেবগণে যাঁহাদের ব্রত—নিয়ম, তাঁহারা দেবগণের নিকট যান, অতএব পুনঃ আবর্তন করেন। শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াদ্বারা [পিতৃব্রত]—পিতৃলোকের প্রতি যাঁহারা নিষ্ঠাবান্, তাঁহারা পিতৃগণের সমীপে যান। [ভূতেজ্য]—ভূত—বিনায়ক ও মাতৃগণাদিতে ইজ্যা—পূজা যাঁহাদের, তাঁহারা ভূতপূজক। তাঁহারা ভূতসমীপে যান, আমার পূজা করিতে যাঁহাদের অভ্যাস, সেই সকল আমার পূজক অক্ষয় পরমানন্দস্বরূপ আমাকেই পাইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) মে (আমাকে) পত্রং (পত্র), পুষ্পং (পুষ্প), ফলং (ফল) [ও] তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন), অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত) তং (তাহাই) অশ্নামি (গ্রহণ করিয়া থাকি) ॥২৬॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বে নিজ ভক্তগণের অক্ষয় ফললাভের বিষয় বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা যে অনায়াসে লাভ করা যায়, তাহাই বলিতেছেন—] যিনি ভক্তি-সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করেন, আমি শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক সমর্পিত তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং স্বভক্তানামক্ষয়ফলমুক্ত্বা অনায়াসত্বঞ্চ স্বভক্তে-দর্শয়তি—পত্রমিতি। পত্রপুষ্পাদিমাত্রমপি মহ্যং ভক্ত্যা যঃ প্রযচ্ছতি, তস্য প্রযতাত্মনঃ শুদ্ধচিত্তস্যনিষ্কামভক্তস্য তৎ পত্রপুষ্পাদিকং ভক্ত্যা তেনোপহৃতং সমর্পিতমহমশ্নামি প্রাপ্নোমি প্রীত্যা গৃহ্ণামি ন হি মহাবিভূতিপতেঃ পরমেশ্বরস্য মম ক্ষুদ্রদেবতানামিব বহুবিত্তসাধ্যযাগাদিভিঃ

পরিতোষঃ স্যাৎ, কিন্তু ভক্তিমাত্রেণ; অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপে আপন ভক্তগণের অবিনশ্বর ফল বলিয়া আপনার প্রতি ভক্তিরও সহজভাব প্রদর্শন করিতেছেন—"পত্রম্" ইত্যাদি। যিনি ভক্তিপূর্বক আমাকে কেবল পত্রপুষ্পাদি প্রদান করেন, সেই প্রযতাত্ম শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্তের ভক্তির সহিত উপহৃত সেই পত্রপুষ্পাদি আমিই পাইয়া থাকি—প্রীতির সহিত গ্রহণ করি। আমি মহাবিভূতির অধিপতি, ক্ষুদ্রদেবগণের ন্যায় আমার বহুবিত্তসাধ্য যজ্ঞাদিদ্বারা পরিতোষ হয় না, কিন্তু কেবল ভক্তিতে সন্তোষ। অতএব ভক্তের প্রদত্ত অত্যল্পপত্রাদিও তাহার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আমি গ্রহণ করি ॥ ২৬ ॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) [ত্বং—তুমি] যৎ (যাহা কিছু কর্ম্ম) করোষি (কর), যৎ (যাহা কিছু ভক্ষ্য) অশ্নাসি (আহার কর), যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর), যৎ (যাহা কিছু দ্রব্য) দদাসি (দান কর), যৎ (যাহা) তপস্যসি (তপস্যা কর), তৎ (তাহা সমস্তই) মদর্পণং কুরুষ্ব (আমাতে সমর্পণ কর) ॥ ২৭ ॥

মূল অনুবাদ—[যজ্ঞার্থ পশু, সোমলতাদি দ্রব্যের ন্যায় আমার জন্যই কেবল যে ফল-পুষ্পাদি উদ্যম-সহকারে সংগ্রহ করিয়া আমাকে সমর্পণ করিতে হইবে, এমন নহে, আরও কি করিতে হইবে, তাহাই বলিতেছেন—] হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু দ্রব্য আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে সমর্পণ কর ॥ ২৭ ॥

শ্রীধরঃ—ন চ ফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশু-সোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থ-মেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিন্তর্হি?—যৎ করোষীতি। স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎসর্ব্বং মধ্যর্পিতং যথা ভবতি, এবং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—যজ্ঞের নিমিত্ত পশু ও সোমাদি দ্রব্য যেরূপ অতীব যত্নসহকারে আহরণ করিয়া সমর্পণ করিতে হয়, এই ফল ও পুষ্পাদি আহরণে সেইরূপ উদ্যমের আবশ্যকতা নাই। তবে কি? তাহাতে বলিতেছেন,—"যৎ করোষি" ইত্যাদি। স্বভাব-অনুসারে বা শাস্ত্রবিধান-মতে যে কিছু কর্ম সম্পাদন কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা বা ব্রতাদি কর, সেই সমস্ত যাহাতে আমাতে অর্পিত হয়, এইরূপই আচরণ কর ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—এবং (এরূপ) [কুর্ব্বন্—করিলে] শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভফলজনিত) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধনসমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে)। বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (উক্ত অর্পণযোগদ্বারা যুক্তচিত্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (লাভ করিবে) ॥ ২৮ ॥

মূল অনুবাদ—[এরূপ করিলে যে ফল লাভ হয়, তাহা বলিতেছেন—] এইরূপ করিলে শুভাশুভ-ফল-জনিত কর্মবন্ধনসমূহ হইতে মুক্ত হইবে। বিমুক্ত হইয়া সন্ন্যাস-যোগদ্বারা যুক্তচিত্ত হওয়ার ফলে আমাকে লাভ করিবে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরঃ—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি, তচ্ছৃণু ইত্যাহ—শুভাশুভেতি। এবং কুর্ব্বন্ কর্ম্মবন্ধনৈঃ কর্ম্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি; কর্ম্মণাং ময়ি সমর্পিতত্বেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ তৈশ্চ বিমুক্তঃ সন্

সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ করিলে যে ফল পাইবে, তাহা শ্রবণ কর। তাহাই বলিতেছেন—"শুভাশুভ" ইত্যাদি। এইরূপ আচরণ করিলে কর্মনিমিত্ত ইষ্ট বা অনিষ্ট হইতে মুক্ত হইবে, তুমি আমাতে কর্ম সমর্পণ করায় উহার ফলের সহিত তোমার সম্বন্ধ থাকিবে না। অতএব সেই কর্মফল হইতে মুক্ত হইয়া সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা অর্থাৎ সন্ন্যাসযোগে—আমাতে কর্মের অর্পণরূপ যোগে যুক্তাত্মা—যুক্তচিত্ত হওয়ায় আমাকেই পাইবে ॥ ২৮ ॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বভূতে) সমঃ (সমভাবাপন্ন), [অতএব] মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (শত্রু) প্রিয়ঃ চ (এবং মিত্র) ন অস্তি (নাই); যে তু (পরন্তু যাঁহারা) যাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) ভজন্তি (ভজন করেন) তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) [বর্ত্তন্তে—থাকেন] অহম্ অপি চ (এবং আমিও) তেষু (তাঁহাদিগেতেই) [বর্ত্তে—অবস্থান করি] ॥ ২৯ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি তুমি ভক্তদিগকেই কেবল মোক্ষ দিয়া থাক অভক্তকে দাও না, তাহা হইলে কি তোমাতেও রাগ-দ্বেষাদিবৈষম্য-দোষ আছে? না, তাহা নাই, ইহাই বলিতেছেন—] আমি সর্বভূতে সমভাবাপন্ন, অতএব আমার শত্রু ও মিত্র কেহ নাই। পরন্তু যাঁহারা আমাকে ভক্তি-সহকারে ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে থাকেন এবং আমিও তাঁহাদিগেতেই অবস্থান করি ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরঃ—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি

কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব; এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্তা ময়ি বর্ত্তন্তে, অহমপি তেম্বনুগ্রাহকতয়া বর্ত্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেম্বেব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্ব্বতোঽপি ন বৈষম্যম্, যথা বা কল্পবৃক্ষস্য, তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—কিন্তু যদি তুমি ভক্তদিগকেই মোক্ষ দিয়া থাক, অভক্তকে না দাও, তবে কি তোমারও অনুরাগ ও দ্বেষাদি-জনিত বৈষম্য আছে? তাহাতে বলিতেছেন, না। ইহা বলিতেছেন—"সমোঽহম্" ইত্যাদি। সমস্ত ভূতেই আমি সমদর্শী। অতএব কেহ আমার প্রিয়ও নাই শত্রুও নাই, এইরূপ হইলেও যাঁহারা আমার ভজন করেন, সেই ভক্তেরা আমাতেই থাকেন এবং আমিও অনুগ্রাহকরূপে তাঁহাদিগেতে বর্তমান থাকি। ভাবার্থ এই—যেরূপ যাহারা অগ্নি সেবন করে, অগ্নি তাহাদেরই অন্ধকার বা শীতাদি-দুঃখ নাশ করিয়া থাকে। এই কার্যে অগ্নির কোনরূপ বৈষম্য নাই। অথবা যাহারা কল্পবৃক্ষের নিকট যে প্রকার বাসনা করে, কল্পবৃক্ষ তাহাদের তাদৃশ বাসনা পূরণ করিলেও তাহার যেরূপ বৈষম্য নাই, সেইরূপ ভক্তের পক্ষপাতী হইলেও আমার কোন বৈষম্য নাই, কিন্তু ইহা আমার ভক্তিরই মহিমা ॥ ২৯ ॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—[যঃ—যিনি] মাম্ (আমাকে) অনন্যভাক্ [সন্] (অনন্যচিত্ত হইয়া) ভজতে (ভজন করেন), [সঃ—তিনি] চেৎ (যদি সুদুরাচারঃ অপি (সুদুরাচারও হন) [তথাপি] সাধুঃ এব (সাধু বলিয়াই) মন্তব্যঃ (মান্য)। হি যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যগ্ ব্যবসিতঃ (সুষ্ঠু নিশ্চয়বিশিষ্ট) ॥ ৩০ ॥

মূল অনুবাদ—[আরও, আমার ভক্তিরই যে এইরূপ অচিন্ত্যনীয় প্রভাব, তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছেন—] যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি যদি সুদুরাচারও হন, তথাপি সাধু বলিয়াই মান্য। যেহেতু তিনি উত্তম নিশ্চয় করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরঃ—অপিচ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্ক্যঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপ্যপৃথক্ত্বেন পৃথগ্দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা দেবতান্তরভক্তিমকুর্ব্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধুঃ শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ; যতোঽসৌ সম্যগ্ব্যবসিতঃ 'পরমেশ্বর-ভজনেনৈব কৃতার্থো' ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও আমার ভক্তিরই ইহা অচিন্ত্য প্রভাব, ইহা দেখাইয়া বলিতেছেন—''অপি চেৎ'' ইত্যাদি। অত্যন্ত দুরাচার হইলেও অভিন্নভাবে পৃথক্ দেবতাও বাসুদেবই (শ্রীকৃষ্ণ), এইরূপ বুদ্ধিতে যদি মানব অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি না করিয়া পরমেশ্বর আমাকেই ভজন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকেই সাধু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিবে; যেহেতু তাঁহার উত্তম—'পরমেশ্বরের সেবাদ্বারাই আমি কৃতার্থ হইব', তিনি এই প্রকার সুন্দর অধ্যবসায় করিয়াছেন ॥ ৩০ ॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—[মদ্ভজনকারী] ক্ষিপ্রং (অবিলম্বে) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া) শশ্বচ্ছান্তিং (নিত্য শান্তি) নিগচ্ছতি (লাভ করেন)। কৌন্তেয়! (হে কৌন্তেয়!) প্রতিজানীহি (তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে,) মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (কদাপি বিনষ্ট হয় না) ॥ ৩১ ॥

মূল অনুবাদ—[কেবল সমীচীন নিশ্চয়-দ্বারাই কি করিয়া সাধু বলিয়া

বিবেচিত হইবে? তাহাতে বলিতেছেন—] মদ্ভজনকারী অবিলম্বে ধর্মপরায়ণ হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করেন। হে কৌন্তেয়! তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, আমার ভক্ত কদাপি বিনষ্ট হন না ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরঃ—ননু কথং সমীচীনাধ্যবসায়মাত্রেণ সাধুর্মন্তব্যঃ? তত্রাহ— ক্ষিপ্রমিতি। সুদুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্ম্মচিত্তো ভবতি, ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি কুতর্ককর্কশবাদিনো নৈতন্মন্যেরন্নিতি শঙ্কাকুলমর্জ্জুনং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহকাহলাদিমহাঘোষপূর্ব্বক বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? মে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অতি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি। ততশ্চ তে তৎপ্রৌঢ়িবিজৃম্ভাৎ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃসংশয়ং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি বল, কেবল সমীচীন অধ্যবসায়-দ্বারাই তাঁহাকে কেন সাধু বলিয়া ধরিতে হইবে? তাহাতে বলিতেছেন,—"ক্ষিপ্রম্" ইত্যাদি। অতি দুরাচার হইয়াও তিনি আমার ভজন করিতে করিতে শীঘ্রই ধার্মিক হন, তদনন্তর চিরস্থায়িনী শান্তি—চিত্তের অস্থিরতার নিবৃত্তিরূপা পরমেশ্বরে নিষ্ঠা নিশ্চিতই 'গচ্ছতি'—পাইয়া থাকেন। 'কুতর্কদ্বারা যাহারা কর্কশবাদী, তাহারা এরূপ মনে করিতে পারে না'—এইরূপ শঙ্কায় আকুল অর্জুনকে উৎসাহিত করিলেন—হে কুন্তীনন্দন! ঢক্কা ও কাহল প্রভৃতির উচ্চধ্বনি-সহকারে বিবাদকারিগণের সভায় গিয়া বাহু উত্তোলনপূর্বক নিঃসন্দেহে 'প্রতিজানীহি'—প্রতিজ্ঞা কর; কিরূপ? "পরমেশ্বর—আমার ভক্ত অতীব দুরাচার হইলেও বিনাশ পান না, কিন্তু কৃতার্থ হন"; তাহা হইলে তোমার সেই বাগ্মিতার বিস্তারে তাহাদের কুতর্কগুলি বিধ্বস্ত হইবে এবং তাহারা নিশ্চিতই তোমাকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে ॥ ৩১ ॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—পার্থ! (হে পার্থ!) যে অপি (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (অন্ত্যজাদি নিকৃষ্টজন্মা) স্যুঃ (হইয়াছে), স্ত্রিয়ঃ (স্ত্রী), বৈশ্যাঃ (বৈশ্য), তথা (এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র), তে অপি (তাহারাও) মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং (পরমগতি) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥ ৩২ ॥

মূল অনুবাদ—[আমার প্রতি ভক্তি আচারভ্রষ্টকে পবিত্র করে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? কেননা, আমার প্রতি ভক্তি দুষ্কুলজাত ও অনধিকারী ব্যক্তিকেও সংসার হইতে মুক্ত করে, ইহাই বলিতেছেন—] হে পার্থ! যাহারা অন্ত্যজাদি নিকৃষ্টজন্মা হইয়াছে, স্ত্রী, বৈশ্য ও শূদ্রগণ, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া পরমগতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরঃ—স্বাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রম্। যতো মদ্ভক্তির্দুষ্কুলানপ্যনধিকারিণোঽপি সংসারান্মোচয়তীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুর্নিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, অতঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপ্যধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২ ॥

সুঃ অনুবাদ—আমার প্রতি ভক্তি সদাচারচ্যুত মানবকে পবিত্র করে, এই বিষয়ে আশ্চর্য কি? যেহেতু আমার প্রতি ভক্তি হেয় বংশে জাত অনধিকারীকেও জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে মুক্ত করে; ইহা বলিতেছেন—"মাং হি" ইত্যাদি। যাহারা পাপযোনি—নিকৃষ্টকুলে জাত অন্ত্যজাদি, যাহারা বৈশ্য—কেবল কৃষ্যাদিকার্যে নিরত, অথবা যাহারা স্ত্রীলোক বা বেদাদি-পাঠশূন্য শূদ্র, তাহারাও আমার আশ্রয় লাভ করিয়া—আমার সেবা করিয়া নিশ্চিতই শ্রেষ্ঠ গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২ ॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্ত রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ) তথা (এবং) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) ভক্তাঃ [সন্তঃ] (ভক্ত হইয়া) [পরাং গতিং যান্তি—পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন] কিং পুনঃ ইহাতে আর বক্তব্য কি?); [অতঃ—অতএব] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখপূর্ণ) ইমং (এই) লোকং (মর্ত্ত্যলোক) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) মাং (আমাকে) ভজস্ব (আরাধনা কর) ॥ ৩৩ ॥

মূল অনুবাদ—[যদি ইহাই হয়, তাহা হইলে যে সৎকুলজাত ও সদাচারী আমার ভক্তগণ পরা গতি লাভ করিবে, তাহাতে আর কি কথা আছে? ইহাই বলিতেছেন—] পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ ভক্ত হইয়া যে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে আর বক্তব্য কি? অতএব অনিত্য দুঃখপূর্ণ এই মর্ত্যলোক লাভ করিয়া আমার আরাধনা কর ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরঃ—যদৈবং তদা সৎকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি। পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি, এবম্ভূতাশ্চ, পরাং গতিং যান্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বং ইমং রাজর্ষিরূপং দেহং প্রাপ্য লব্ধা মাং ভজস্ব, কিঞ্চ অনিত্যমধ্রুবম্, অসুখং সুখরহিতঞ্চেমং মর্ত্ত্যলোকং প্রাপ্য অনিত্যত্বা-দ্বিলম্বমকুর্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—যদি এইরূপ হয়, তবে যাঁহারা সদ্বংশে জাত, সদাচারযুক্ত ও আমার ভক্ত, তাঁহারা যে শ্রেষ্ঠ-গতি লাভ করেন, তাহা আর কি বলিব? ইহাই বলিতেছেন—"কিং পুনঃ" ইত্যাদি। পুণ্য—সুকৃতিশালী ব্রাহ্মণগণ, সেইরূপ যাঁহারা রাজা অথচ ঋষি—এইরূপ ব্যক্তিগণ যে শ্রেষ্ঠা গতি প্রাপ্ত হন, তাহা আর বক্তব্য কি? অতএব তুমি এই রাজর্ষির দেহ পাইয়া আমার ভজন কর। আরও অনিত্য—অস্থায়ী, অসুখ—সুখশূন্য এই

মর্ত্যলোক পাইয়া ইহার অনিত্যতাপ্রযুক্ত বিলম্ব না করিয়া এবং সুখ না থাকায় সুখের নিমিত্ত উদ্যম ত্যাগ করিয়া আমারই ভজন কর ॥ ৩৩ ॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—মন্মনাঃ (আমাতে দত্তচিত্ত), মদ্ভক্তঃ (আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ) [ও] মদ্‌যাজী (আমার অর্চ্চননিরত) ভব (হও) মাং [এব চ] (এবং আমাকেই) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। এবং (এই প্রকারে) মৎপরায়ণঃ [সন্] (আমাকেই আশ্রয় করতঃ) আত্মানং (মনকে) [ময়ি—আমাতে] যুক্তা নিবেশিত করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৪॥

মূল অনুবাদ—[যেরূপভাবে ভজন করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শনপূর্বক অধ্যায়ের উপসংহার করিতেছেন—] আমাতে অর্পিতচিত্ত, আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও আমার অর্চনিরত হও এবং আমাকেই নমস্কার কর। এই প্রকারে আমাকে আশ্রয় করতঃ আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥

ইতি ব্যাসবিরচিত শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রী বা লক্ষশ্লোকনিবদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যায় যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়।

শ্রীধরঃ—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্নুপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাস্ত্বং ভব তথা মমৈব ভক্তঃ সেবকো ভব মদ্‌যাজী মৎপূজন-

শীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু; এবমেভিঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪ ॥

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃত-টীকায়াং সুবোধিন্যাং
রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

সুঃ অনুবাদ—ভজনের প্রণালী দেখাইয়া সমাপ্তি করিতেছেন—'মন্মনাঃ' ইত্যাদি। আমাতেই যাঁহার চিত্ত, তিনিই—মন্মনা; তুমি তাদৃশ হও। আরও, [মদ্ভক্ত]—আমারই ভক্ত—সেবক হও। মদ্‌যাজী—আমার পূজায় রত থাক। আমাকেই নমস্কার কর; এই সমস্ত প্রণালীতে আমাতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া মনকে আমাতে যুক্ত—সমাহিত করিয়া পরমানন্দরূপ আমাকেই পাইবে ॥ ৩৪ ॥

ভগবান্ অচ্যুত কৃপাপূর্বক আপনার অদ্ভুত ঐশ্বর্য এবং ভক্তির আশ্চর্য মাহাত্ম্য এই রাজগুহ্যনামক নবম অধ্যায়ে বলিয়াছেন।

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীধরস্বামীকৃত-টীকা 'সুবোধিনী'তে
'রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ' নামক নবম অধ্যায়।

কতিপয় তথ্য

বিজ্ঞান—যাহা দ্বারা বিশেষরূপে জানা যায়, তাহা 'বিজ্ঞান' বা উপাসনা (শ্রীধর, রামানুজ); 'ভগবদনুভূতি' (শ্রীবলদেব, শ্রীবিশ্বনাথ); তত্ত্ববস্তুর চিদ্‌বিলাস বা বিশেষ বা ঐশ্বর্যাদির জ্ঞান (শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী)।

জ্ঞান—বিলাসরহিত বা নির্বিশেষ তত্ত্ববস্তুর জ্ঞান। 'ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান' (শ্রীধর); 'ভক্তি'—যাহা দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় (শ্রীবলদেব, শ্রীবিশ্বনাথ)।

গুহ্যতম—ধর্মজ্ঞান—গুহ্য, দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্যতর, পরমাত্মা বা ভগবানের জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীধর)। গীতার দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়ে কথিত মোক্ষোপযোগী জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান—গুহ্য, সপ্তম-অষ্টমে কথিত ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞান বা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান—গুহ্যতর, নবমে কথিত শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীবিশ্বনাথ)। দ্বিতীয়-তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত দেহাতিরিক্ত আত্মজ্ঞান—গুহ্য, সপ্তম-অষ্টমে উপদিষ্ট ভগবদৈশ্বর্যজ্ঞান—গুহ্যতর, নবমে উপদিষ্ট শুদ্ধভক্তিরূপ জ্ঞান—গুহ্যতম (শ্রীবলদেব)।

ঐশ্বর যোগ—ভগবানের স্বরূপশক্তি যোগমায়ার বৈভব—যাহা দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয় (শ্রীধর); ভগবানের সত্যসঙ্কল্পতারূপ ধর্ম (শ্রীবলদেব)।

কল্পক্ষয়—মহাপ্রলয়, চতুর্মুখ ব্রহ্মার অবসান।

মানুষী তনু—ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ—যাহা জড়দৃষ্টিতে মানব-দেহের ন্যায় প্রতীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ তাঁহার নিত্য বাস্তব শুদ্ধ স্বরূপে ঐরূপ মধ্যমাকার মনুষ্যদেহের ন্যায় অপ্রাকৃতদেহ-বিশিষ্ট। ''কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নর-লীলা, নরবপু তাঁহার স্বরূপ''—(চৈঃ চঃ মধ্য ২১।১০১) ভগবান্ 'নরাকৃতি পরব্রহ্ম'। ভগবানের

দেহকে প্রাকৃত নরদেহবুদ্ধি করাই প্রকৃত নাস্তিকতা। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ আ ৭।১১৫)

প্রকৃতি—স্বভাব। উহা দৈবী (সাত্ত্বিকী), আসুরী (রাজসী) ও রাক্ষসী (তামসী) ভেদে ত্রিবিধ। দৈব বা সাত্ত্বিক স্বভাবে চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধ আস্তিক্য প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণ প্রকাশ পায়; আসুর বা রাজস স্বভাবে নানা কামনা, অহঙ্কারাদি লক্ষিত হয়; রাক্ষস বা তামস স্বভাবে হিংসাদির প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। গীতা ১৬শ অধ্যায়ে ইহা সবিস্তার দ্রষ্টব্য।

মহাত্মা—ভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহে ও চিদ্‌বিলাসে দৃঢ়বিশ্বাসী, দেব-স্বভাব ও অনন্যভাবে ভজনকারী ব্যক্তি। "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

(গীঃ ৭।১৯)।

জ্ঞানযজ্ঞ—সমস্ত চরাচর জগৎ বাসুদেবই—সর্বত্র এইরূপ আত্মদর্শনই জ্ঞান; তাদৃশজ্ঞানরূপ যজ্ঞ।

সন্ন্যাসযোগ—এই অধ্যায়ের ২৬ ও ২৭ শ্লোকের উপদেশানুসারে ভগবানে সর্বকর্ম-সমর্পণরূপ যোগ বা কর্মফলত্যাগরূপ যোগ। এই যোগানুষ্ঠানের ফলে ভগবানে 'যুক্তাত্মা' বা সমর্পিতচিত্ত হওয়া যায়।

পরিপ্রশ্নমালা

১। 'বিজ্ঞান' কি? বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান কি? (গীঃ ৯।১)

২। রাজবিদ্যা ও রাজগুহ্যযোগ কি? (গীঃ ৯।২)

৩। জগতের পুনঃ পুনঃ উৎপত্তির কারণ কি? (গীঃ ৯।১০)

৪। কাহারা ভগবান্‌কে অবজ্ঞা করে এবং কেন? (গীঃ ৯।১১, ১২)

৫। মহাত্মা কে এবং তাঁহার পরিচয় বা লক্ষণ কি? (গীঃ ৯।১৩, ১৪)

৬। বেদত্রয়বিহিত ধর্মের অনুসরণকারী ব্যক্তির গতি কিরূপ? (গীঃ ৯।২০, ২১; ২।৪২-৪৪)

৭। যোগ ও ক্ষেম কি? ভগবান্ কাঁহার যোগ-ক্ষেম বহন করেন? (গীঃ ৯।২২)

৮। অন্যদেবতাযাজীর ভজনের স্বরূপ ও গতি কি? (গীঃ ৯।২৩-২৫)

৯। ভগবান্ কাহার কি গ্রহণ করেন? (গীঃ ৯।২৬)

১০। ভগবানে বাস্তবিক কোনরূপ বৈষম্য আছে কি? (গীঃ ৯।২৯)

১১। সুদুরাচার অথচ অনন্যভজনকারীর সম্বন্ধে কিরূপ বিচার কর্তব্য? ভাববদ্ভক্তের পতন হয় কি? (গীঃ ৯।৩০-৩১)

১২। হীনজাতি, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র—ইহাদের মঙ্গল লাভ হইতে পারে কি? এবং উপায় বা কি? (গীঃ ৯।৩২)

১৩। শুদ্ধভক্তিসাধন ও উহার ফল কি? (গীঃ ৯।৩৪)

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগ

কথাসার

পূর্বে সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে ভগবদ্বিভূতি সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে। সর্বত্র ভগবদ্-দর্শনের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে তাহার বিস্তার করা হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সকলের আদি, অতএব দেব-ঋষি প্রভৃতি কেহই তাঁহার আবির্ভাবের বিষয় অগবত নহেন। কিন্তু তাঁহাকে অনাদি, অজ ও সর্বজগতের সর্বময় প্রভু বলিয়া জানিতে পারিলে জীব মোহ ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাঁহার বিভূতি ও যোগ সম্যক্ অবগত হইয়া জীব অবিচলিত দর্শন বা জ্ঞান লাভ করেন এবং ভগবানে দেহ-মন সমর্পণ-পূর্বক পরস্পর ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা ও কীর্তন-দ্বারা প্রীতিভরে ভগবানের ভজন করেন। ভগবান্ তখন তাঁহাদিগকে ভগবৎপ্রাপ্তির উপযোগিনী বুদ্ধি প্রদান করিয়া সমুজ্জ্বল জ্ঞানালোকের দ্বারা সকল অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সকল বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া ভগবচ্চিন্তার সৌকর্যের জন্য তাঁহার বিভূতিসকল জানাইতে প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অনন্ত বিভূতির মধ্যে মুখ্য মুখ্য বিভূতিসকল বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিলেন যে, যেখানে যেখানে যে যে বস্তুতে কোনপ্রকার ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য বা আতিশয্য দেখা যায়, তৎসমস্তই তাঁহার তেজের অংশ হইতে প্রকাশিত; অধিক কি?—তিনিই একাংশে মাত্র সমগ্র জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

"এই অধ্যায়ের ৮ম, ৯ম, ১০ম, ১১শ শ্লোকে শুদ্ধ-ভজন ও ভজন-ফল বলিয়াছেন। সমস্ত বিভূতির আকর-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই জীবের

নিত্য ধর্মরূপ প্রেমের প্রাপক,—ইহাই এই অধ্যায়ের নিষ্কর্ষ।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শিক্ষা—শ্রীভগবানের শক্তি ও বিভূতি অনন্ত। এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহার অনন্ত বিভূতির আংশিক (এক-চতুর্থাংশ) প্রকাশমাত্র। এই বিভূতিজ্ঞান হইতে জগতের সকল বস্তুতে ভগবৎসম্বন্ধ—অর্থাৎ সকল বস্তুর একমাত্র কারণ তিনি এবং তাঁহারই সকল বস্তু—ইহা উপলব্ধির বিষয় হয়। ইহার ফলে শ্রীভগবানে অবিচলিত ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভক্তিযোগ লভ্য হয়। এইরূপ ভক্তিযোগসম্পন্ন পণ্ডিতগণ সর্বক্ষণ ভগবত্তত্ত্ব আলোচনা ও ভগবৎকথা-কীর্তনে পরমানন্দ অনুভব করেন এবং ভগবান তাঁহাদের অজ্ঞানবন্ধন ছিন্ন করিয়া দেন।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন—), [হে] মহাবাহো! (মহাবাহো!) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমার) পরমং বচঃ (পরমাত্মনিষ্ঠ বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর)। যৎ (যেহেতু) প্রীয়মাণায় (তুমি আমার প্রিয়), [তৎ—সেহেতু] অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া) তে (তোমাকে) বক্ষ্যামি (ইহা বলিব) ॥ ১ ॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বে সপ্তম, অষ্টম ও নবম এই তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বরতত্ত্ব ও তাঁহার বিভূতি নিরূপিত করিয়াছেন, যথা "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়!" ইত্যাদি, "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যদি এবং "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদি। ইদানীং সর্বত্র ঈশ্বরদৃষ্ট-প্রাপ্তির জন্য সেই বিভূতির সবিস্তার বর্ণন এবং ভগবদ্ভক্তির অবশ্যকরণীয়তা বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে—] শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে মহাবাহো! পুনরায় আমার পরমবাক্য শুন; আমার বাক্যে তুমি প্রীতিযুক্ত বলিয়া তোমার মঙ্গলকামনায় ইহা তোমাকে বলিতেছি॥ ১ ॥

উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্যন্তে সর্ব্বত্রেশ্বর-দৃষ্টয়ে ॥

সুবোধিনী অনুবাদ—পূর্বে সপ্তমাদি অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিভূতিসমূহের সর্বত্র বর্ণন হইয়াছে। এই দশমাধ্যায়ে সেই বিভূতিসমূহ সর্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টির নিমিত্ত বিস্তারিত হইতেছে।

শ্রীধরঃ—এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতম্; তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ, অষ্টমে চ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদিনা, নবমে চ

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহান্তৌ যুদ্ধাদি-স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলৌ বাহূ যস্য তথা, হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি, তৎ॥ ১॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপে সপ্তমাদি তিন অধ্যায়ে ভজনীয় পরমেশ্বরের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং তাঁহার বিভূতিসকলও 'কৌন্তেয়! আমি জলের রস' ইত্যাদি বাক্যে সপ্তমে, 'আমিই ইহাতে অধিযজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্যে অষ্টমে এবং 'আমিই ক্রতু, আমিই যজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্যে নবমে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর এক্ষণে সেই বিভূতিগুলি বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়া এবং নিজভক্তির অবশ্যকর্তাব্যতা বিবৃত করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—"ভূয় এব" ইত্যাদি। মহাবাহো!—যুদ্ধ্যাদি-স্বধর্মের অনুষ্ঠানে অথবা মহতের পরিচর্যাবিষয়ে যাঁহার বাহুদ্বয় কুশল। তুমি পুনর্বার আমার বাক্য শ্রবণ কর। কিরূপ? পরম—পরমাত্মনিষ্ঠ। আমার বাক্যসুধায় তুমি প্রীতি অনুভব করিতেছ। অতএব তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় আমি যাহা বলিব, তাহা শুন॥ ১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ—সুরগণাঃ (দেবগণ) যে (আমার) প্রভবং (আবির্ভাবের বিষয়) ন বিদুঃ (জানেন না), মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না)। হি (যেহেতু) অহং (আমি) দেবানাং (দেবগণ) মহর্ষীণাঞ্চ (ও মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেই) আদিঃ (আদিকারণস্বরূপ)॥ ২॥

মূল অনুবাদ—[পুনরুক্তির কারণস্বরূপ বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়তাপ্রদর্শনার্থ

বলিতেছেন—] দেবগণ ও মহর্ষিগণ আমার আবির্ভাবের বিষয় জানেন না। কেননা, আমি সর্ববিষয়ে দেবতা ও মহর্ষিগণের কারণবস্তু॥ ২॥

শ্রীধরঃ—উক্তস্যাপি পুনর্ব্বচনে দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্ঠ ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়োঽপি ভৃগ্বাদয়ো ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ,—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণং সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বুদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥২॥

সুঃ অনুবাদ—যাহা একবার কথিত হইয়াছে, তাহার পুনরুক্তিবিষয়ে দুর্জ্ঞেয়তাই কারণ, বলিলেন—"ন মে বিদুঃ" ইত্যাদি। আমার প্রভব—প্রকৃষ্ট ভব, আমি জন্মরহিত হইলেও নানা বিভূতি-দ্বারা যে আবির্ভূত হই, তাহা—দেবগণ কিংবা ভৃগুপ্রমুখ মহর্ষিগণও জানেন না। তাহাতে হেতু—আমিই দেবগণের ও মহর্ষিগণের সর্বপ্রকাবে উৎপাদকরূপে ও বুদ্ধ্যাদির প্রবর্তকরূপে আদি অর্থাৎ কারণ। অতএব আমার অনুগ্রহ ব্যতীত আমাকে কেহ জানিতে পারেন না, ইহাই অর্থ॥ ২॥

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (অনাদি) অজম্ (জন্মরহিত) লোকমহেশ্বরং চ (ও লোকসমূহের মহেশ্বর) [বলিয়া] বেত্তি (জানেন), সঃ (তিনি) মর্ত্ত্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (মোহশূন্য হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন)॥ ৩॥

মূল অনুবাদ—[পূর্বশ্লোকনির্দিষ্ট ভগবৎস্বরূপের জ্ঞানের ফলরূপে বলিতেছেন—] যে ব্যক্তি আমাকে সর্বকারণরহিত, জন্মরহিত ও লোকসমূহের পরম ঈশ্বর বলিয়া জানেন, মনুষ্যগণমধ্যে তিনিই মোহরহিত এবং সর্বপাপ হইতে প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হন ॥ ৩॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্, অতএবাজং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু সম্মোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই প্রকার আত্মজ্ঞান-বিষয়ে ফল বলিলেন,—"যো মাম্" ইত্যাদি। আমিই সকলের কারণ বলিয়া আমার কারণ নাই, অতএব আমি অনাদি ও অজ—জন্মরহিত, সর্বলোকের মহেশ্বর। এইরূপ ভাবে যিনি আমাকে জানেন, তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে অজ্ঞানশূন্য হইয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥ ৪ ॥

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ—বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি), জ্ঞানং (আত্মবিষয়ক জ্ঞান), অসংমোহঃ (অব্যাকুলতা), ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), সত্যং (যথার্থভাষণ), দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়-সংযম), শমঃ (অন্তঃকরণসংযম), সুখং (সুখ), দুঃখং (দুঃখ), ভবঃ (জন্ম), অভাবঃ (নাশ), ভয়ং চ (ত্রাস), অভয়ম্ এব চ (ও অভয়), অহিংসা (অহিংসা), সমতা (সমভাব), তুষ্টিঃ (সন্তোষ), তপঃ (তপস্যা), দানং (দান), যশঃ (সুখ্যাতি) [এবং] অযশঃ (অখ্যাতি)—ভূতানাং (প্রাণিগণের) পৃথগ্বিধা ভাবাঃ (এইসকল নানাপ্রকার ভাব) মত্তঃ এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥ ৪-৫ ॥

মূল অনুবাদ—[নিজের সর্বলোক-মহেশ্বরত্ব তিনটি শ্লোকে সুস্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—] বুদ্ধি, জ্ঞান, অব্যাকুলতা, সহিষ্ণুতা, সত্যবাদিতা, দম,

শম, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমভাব, সন্তোষ, তপস্যা, দান, সুখ্যাতি, অখ্যাতি—প্রাণিগণের এই সকল বিবিধ ভাব আমা হইতেই হইয়া থাকে॥ ৪-৫ ॥

শ্রীধরঃ—লোকমহেশ্বরতাং স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সারাসারবিবেক-নৈপুণ্যং, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং, অসংমোহঃ ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বং, সত্যং যথার্থভাষণং, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণ-সংযমঃ, সুখমনুকূল-সংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতং, ভব উদ্ভবঃ অভাবস্তদ্বিপরীতঃ ভয়ং ত্রাসঃ অভয়ং তদ্বিপরীতম্,—অস্য লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ, সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যং মিত্রামিত্রতুল্যতা চ, তুষ্টির্দৈবলব্ধেন সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদিবক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ পাত্রেঽর্পণং, যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ, অযশোদুষ্কীর্ত্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চাবুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি॥ ৪-৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—সর্বলোকের পরমেশ্বরতা স্পষ্ট করিলেন—"বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি তিন শ্লোক-দ্বারা। বুদ্ধি—সার ও অসারের বিচারে নিপুণতা, জ্ঞান—আত্ম-বিষয়ক, অসম্মোহ—ব্যস্ততার অভাব, ক্ষমা—সহনশীলতা, সত্য—যথার্থকথন, দম—বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, শম—অন্তঃকরণের সংযম, সুখ—অনুকূল বিষয়ের অনুভূতি, দুঃখ—তাহার বিপরীত, ভব—উৎপত্তি, অভাব—তাহার বিপরীত, ভয়—ত্রাস, অভয়—ত্রাসশূন্যতা,—এই ভুবন-সমূহের এই সমস্ত বিষয় আমা হইতেই হইয়া থাকে—এই পরবর্তী অংশের সহিত অন্বয়। আরও "অহিংসা" ইত্যাদি। অহিংসা—অপরকে ক্লেশপ্রদান হইতে বিরাম, সমতা—আসক্তি ও দ্বেষ না করা এবং মিত্র ও শত্রুতে সমভাব, তুষ্টি—দৈবলব্ধ বস্তুতে সন্তোষ, তপ—শারীরাদি নিয়মন (পরে বক্তব্য), দান—সদুপায়ে অর্জিত ধনাদি উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ, যশঃ—

সুখ্যাতি, অযশঃ—দুর্নাম; এই বুদ্ধি-জ্ঞানাদি ও তাহার বিপরীত অজ্ঞানাদি প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ ভাবগুলি আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫ ॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্ত মহর্ষি), পূর্ব্বে (তৎপূর্ব্বে) চত্বারঃ (সনকাদি চারিজন) তথা মনবঃ (ও স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (আমার প্রভাবসম্পন্ন) মানসাঃ জাতাঃ (আমার সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন), লোকে (পৃথিবীতে) যেষাং ইমাঃ প্রজাঃ (তাঁহাদিগ হইতে এই সকল প্রজা হইয়াছে) ॥ ৬ ॥

মূল অনুবাদ— ভৃগু-প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষি, পূর্বতন সনকাদি চারিজন মহর্ষি, তদ্রূপ স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দশ মনুগণ,—সকলে আমার মন হইতে সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন এবং আমার প্রভাববিশিষ্ট। জগতে এই সকল প্রজা তাঁহাদিগ হইতে বিস্তার লাভ করিয়াছে ॥ ৬ ॥

শ্রীধরঃ—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি—পুরাণপ্রসিদ্ধাস্তেভ্যোঽপি পূর্ব্বেঽন্যে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাত্মনো মমৈব মনসঃ সঙ্কল্পমাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাঞ্চ ইমা-ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদিরূপাশ্চ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে ॥ ৬ ॥

সুঃ অনুবাদ—আরও "মহর্ষয়ঃ" ইত্যাদি। সপ্তমহর্ষি ভৃগু-প্রভৃতি সপ্ত ব্রাহ্মণ, ইঁহারা পুরাণে নিশ্চিত আছেন। ইঁহারা পুরাণপ্রসিদ্ধ, ইঁহাদের হইতেও পূর্বতন অপর চারিজন সনকাদি এবং স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ। ইঁহাদিগেতে আমারই প্রভাব আছে। তাঁহারা হিরণ্যগর্ভরূপ আমারই মন—

সঙ্কল্পমাত্র হইতে জাত। কেবল প্রভাবকে বর্ণন করিতেছেন—"যেষাম্" ইত্যাদি। যে ভৃগু প্রভৃতির ও সনকাদির পৃথিবীতে পুত্রপৌত্রাদিরূপে ও শিষ্য-প্রশিষ্যাদিরূপে সম্যক্ বর্ধমান এই ব্রাহ্মণাদি সন্ততিগণ জন্মিয়াছেন ॥ ৬ ॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—যঃ মম এতাং (যিনি আমার এই) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি ও যোগ) তত্ত্বতঃ (সম্যগ্‌ভাবে) বেত্তি (জ্ঞাত আছেন), সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিঃসংশয়িত) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞান) যুজ্যতে (যুক্ত হন); অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ ন (সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

মূল অনুবাদ—[ভগবদ্বিভূতিজ্ঞানের ফল বলিতেছেন—] যিনি আমার এই বিভূতি ও যোগ সম্যক্ জানেন, তিনি অবিচলিত সম্যক্ দর্শন লাভ করেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

শ্রীধরঃ—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতামিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্যলক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকল্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্ দর্শনেন যুক্তো ভবতি, নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥

সুঃ অনুবাদ—পূর্বোক্ত বিভূতি-প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলিলেন,—"এতাম্" ইত্যাদি। যিনি এই ভৃগুপ্রভৃতি আমার যোগৈশ্বর্যরূপ বিভূতি যথার্থরূপে অবগত হন, তিনি অবিকল্প নিঃসংশয়িত যোগ—সম্যগ্দর্শনের সহিত যুক্ত হন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সমগ্র বিশ্বের) প্রভবঃ (উৎপত্তির

কারণ), মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সমস্ত কিছু) প্রবর্ত্ততে (উৎপন্ন হইয়া থাকে), ইতি (ইহা) মত্বা (চিন্তা করিয়া) বুধাঃ (পণ্ডিতগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিপূর্ব্বক) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করে)॥ ৮॥

মূল অনুবাদ—[ভগবানের বিভূতি ও যোগের জ্ঞান হইতে সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হয়, তাহা দেখাইতেছেন—] আমি সমগ্র বিশ্বের কারণ, আমা হইতেই সকল কিছুর প্রবর্তন হয়—ইহা চিন্তা করিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতিসহকারে আমাকে ভজন করেন॥ ৮॥

শ্রীধরঃ—যথা চ বিভূতি-যোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানাবাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদিমন্বাদি-রূপবিভূতিদ্বারেণোৎপত্তিহেতুঃ মত্ত এব চ সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানম-সংমোহঃ ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অববুধ্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে॥ ৮॥

সুঃ অনুবাদ—যেরূপে বিভূতি ও যোগের জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানের প্রাপ্তি হয়, তাহা দেখাইতেছেন—"অহম্" ইত্যাদি চারি শ্লোকে। আমি ভৃগুপ্রভৃতি, মনুপ্রভৃতি বিভূতিক্রমে সর্বজগতের প্রভব—উৎপত্তির কারণ। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি, জ্ঞান, অজ্ঞানহীনতা ইত্যাদি সমস্তই প্রবৃত্ত হইতেছে। বিচারশীল পণ্ডিতগণ এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া প্রীতিযুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন॥ ৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ৯॥

অন্বয়ঃ—[তে—তাঁহারা] মচ্চিত্তাঃ (আমাতে অর্পিতচিত্ত) [ও] মদ্গতপ্রাণা (আমাতে সমর্পিতপ্রাণ হইয়া) নিত্যং (সর্ব্বদা) পরস্পরং (পরস্পর) মাং বোধয়ন্তঃ (আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া) চ (এবং) কথয়ন্তঃ (কীর্ত্তন করিয়া) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (পরিতোষ ও সুখ প্রাপ্ত হন)॥ ৯॥

মূল অনুবাদ—[সেই প্রীতিপূর্বক ভজনের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন—] উক্ত পণ্ডিতগণ মদ্গতচিত্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পর আমার তত্ত্ববিচারপূর্বক এবং আমার কথা কীর্তনপূর্বক সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরঃ—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমাহ—মচ্চিত্তা ইতি। ময্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মামেব গতাঃ প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ ময্যর্পিতজীবনা ইতি বা, এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোঽন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্ব্বোধয়ন্তো বুদ্ধা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্তয়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি অনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—প্রণয়ের সহিত ভজনটি বলিলেন—"মচ্চিত্তা" ইত্যাদি। আমাতেই যাঁহাদের চিত্ত সংলগ্ন, তাঁহারা মচ্চিত্ত; যাঁহাদের প্রাণ—ইন্দ্রিয়গ্রাম আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছে বা যাঁহারা আমাতেই জীবন অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা মদ্গতপ্রাণ; এই প্রকার সেই পণ্ডিতবর্গ পরস্পর বিচার-যুক্তিপ্রাপ্ত বেদাদি প্রমাণদ্বারা বুঝাইয়া এবং বুঝিয়া আমার নামরূপাদির সঙ্কীর্তন করিতে করিতে সর্বদা আনন্দ পান অর্থাৎ অনুমোদন-দ্বারা তুষ্টি লাভ করেন এবং পরমশান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৯ ॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—[অহং—আমি] সততযুক্তানাং (আমাতে আসক্তচিত্ত) প্রীতিপূর্ব্বকং (প্রীতিপূর্ব্বক) ভজতাং (আমার ভজনকারী) তেষাং (সেই সকল ব্যক্তিকে) তং (সেই প্রকার) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপ উপায়) দদামি (দান করি), যেন (যদ্দ্বারা) তে (তাঁহারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥ ১০ ॥

মূল অনুবাদ—[ভগবানই তাদৃশ ভজনশীলগণের জ্ঞান বিধান করেন, তাহা বলিতেছেন—] আমাতে নিত্যযুক্ত ও প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণের

তাদৃশ বুদ্ধিযোগ আমি প্রদান করি, যাহা দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরঃ—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগ-মুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০ ॥

সুঃ অনুবাদ—এই প্রকার পণ্ডিতগণের উৎকৃষ্ট জ্ঞান আমিই প্রদান করি, ইহা বলিলেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। এইরূপে সততযুক্ত—আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়ের সহিত ভজনশীল পুরুষগণের সেই বুদ্ধিরূপ যোগ—উপায় আমিই দান করি। সেই বুদ্ধিযোগটি কি? যাহার অবলম্বনে আমার সেই ভক্তগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১০ ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (অনুকম্পার বা দয়ার নিমিত্তই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা (প্রদীপ্ত) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ প্রদীপদ্বারা) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান-জনিত) তমঃ (অন্ধকাররূপ সংসার) নাশয়ামি (বিনাশ করি)॥ ১১ ॥

মূল অনুবাদ— [বুদ্ধিযোগ-প্রদানানন্তর নিজানুভূতি দান করিয়া তাঁহাদের সংসার নাশ করেন, তাহা বলিতেছেন—] তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশার্থই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থানপূর্বক প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকের দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার (সংসার) বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

শ্রীধরঃ—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্য্যন্তং তমাবিষ্কৃত্যাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবা-জ্ঞানাজ্জাতং তমঃ সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিতঃ সন্ কেন বা সাধনেন,

তমো নাশয়সীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিতঃ সন্ ভাস্বতা বিস্ফুরতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১ ॥

সুঃ অনুবাদ—বুদ্ধিযোগ দান করিয়া তাহার অনুভূতি পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়া তাহার অবিদ্যাজনিত সংসার বিনাশ করি; ইহা বলিলেন—"তেষাম্" ইত্যাদি। তাঁহাদিগের অনুগ্রহের নিমিত্তই অজ্ঞান হইতে জাত সংসারনামক তমঃ নাশ করি। কোথায় থাকিয়া, কি উপায়ে বা তমঃ নাশ কর? তাহাতে বলিলেন—আত্মভাবস্থ—বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থানপূর্বক দীপ্তিমান্ জ্ঞানরূপ দীপের সাহায্যে উহা বিনাশ করি ॥ ১১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন—) ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরমব্রহ্ম), পরং ধাম (পরমধাম), পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র)। সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সকল ঋষি), দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ), তথা অসিতঃ (অসিত), দেবলঃ (দেবল), ব্যাসঃ চ (ও মহর্ষি ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতঃ (নিত্য) দিব্যম্ (স্বয়ংপ্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মহীন) বিভুং চ (ও বিভু) পুরুষঃ (পুরুষ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। স্বয়ং চ এব (এবং স্বয়ংই—) [তুমি] মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছ) ॥ ১২-১৩ ॥

মূল অনুবাদ—[সংক্ষেপে কথিত বিভূতি সবিস্তারে জানিবার জন্য অর্জুন ভগবান্‌কে বলিতেছেন—] তুমি পরমব্রহ্ম, পরমধাম, পরম পবিত্র। ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও মহর্ষি ব্যাস তোমাকে শাশ্বত,

স্বয়ংপ্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত ও বিভুপুরুষ বলিয়া থাকেন এবং তুমি স্বয়ংই আমাকে বলিতেছ॥ ১২-১৩॥

শ্রীধরঃ—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভিঃ। পরং ব্রহ্ম, পরং ধাম চ আশ্রয়ঃ পরমং পবিত্রং ভবানেব, কুত ইত্যত আহ—যতঃ শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং, তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ং প্রকাশং, আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানমাদি-ভূতমিত্যর্থঃ তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহুঃ। কে ত আহুরিত্যাহ—আহুরিতি। ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ সর্ব্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদঃ অসিতশ্চ দেবলশ্চ ব্যাসশ্চ, স্বয়ং সাক্ষান্মে মহ্যং ব্রবীষি॥ ১২-১৩॥

সুঃ অনুবাদ—ভগবান্ সংক্ষেপে যে বিভূতিগুলি বর্ণন করিলেন, অর্জুন তাহা বিস্তারিতরূপে জানিতে ইচ্ছুক হইয়া ভগবানের প্রশংসাপূর্বক বলিলেন—"পর ব্রহ্ম" ইত্যাদি সপ্তশ্লোকে। তুমিই পরমব্রহ্ম, পরমাশ্রয় ও পরমপবিত্র। কিরূপে? ইহাতে বলিলেন—যেহেতু [শাস্ত্র] তোমাকে নিত্যপুরুষ, দিব্য—দ্যোতনাত্মক, স্বয়ংপ্রকাশ, [আদিদেব]—দেবগণের আদি-স্বরূপ, অজ—জন্মরহিত ও বিভু—ব্যাপক বলিয়া কহিয়া থাকেন। কে তাঁহারা? তাহাতে বলিলেন—"আহুঃ" ইত্যাদি। ভৃগু-প্রভৃতি ঋষিগণ, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল ও ব্যাস; স্বয়ং তুমিও স্বমুখে আমাকে বলিতেছ॥ ১২-১৩॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—কেশব (হে কেশব) যৎ মাং (আমাকে যাহা) বদসি (বলিতেছ), এতৎ সর্ব্বং (এই সমস্তই) [আমি] ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি)। হি (যেহেতু) ভগবন্ (হে ভগবন্!) ন দেবাঃ ন দানবাঃ চ (কি দেবগণ, কি দানবগণ কেহই) তে (তোমার) ব্যক্তিং (তত্ত্ব বা প্রকাশ) বিদুঃ (জানেন না)॥ ১৪॥

মূল অনুবাদ—[অতএব তোমার ঐশ্বর্যে আমার সন্দেহ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন—] হে কেশব! আমাকে যাহা বলিতেছ, তৎসমস্তই আমি সত্য মনে করি। কারণ, হে ভগবন্! কি দেবগণ, কি দানবগণ, কেহই তোমার তত্ত্ব বা প্রকাশ জানেন না॥ ১৪॥

শ্রীধরঃ—অতো মমেদানীং ত্বদীয়েশ্বর্যেঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্ব্বমেতদিতি। এতদ্ভবানেব 'পরং ব্রহ্মে'ত্যাদি সর্ব্বমপি ঋতং সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ" ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদুঃ, অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি॥ ১৪॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এক্ষণে তোমার ঐশ্বর্য-বিষয়ে আমার সন্দেহ দূরীকৃত হইয়াছে, তাহা বলিতেছেন,—"সর্বমেতদ্" ইত্যাদি। 'তুমিই পরব্রহ্ম' প্রভৃতি এই সমস্ত বিষয় আমি সত্য বলিয়া মনে করি। তুমি যে আমার নিকট বলিতেছ—'দেবগণ আমাকে জানেন না' ইত্যাদি তাহাও সত্যই মনে করি, ইহাতে বলিলেন—"ন হি" ইত্যাদি। হে ভগবন্! তোমার প্রকাশ অর্থাৎ 'আমাদের অনুগ্রহার্থ ভগবান্ আপনার এই প্রকাশ' ইহা দেবগণ জানেন না, এবং 'আমাদের নিগ্রহের নিমিত্ত ভগবান্ আপনার এই প্রকাশ' এইভাবে দানবেরাও তোমাকে জানে না॥ ১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫॥

অন্বয়ঃ—হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! (হে জগৎপালক) ত্বং (তুমি) স্বয়ম্ এব (স্বয়ংই) আত্মনা [এব] (নিজজ্ঞান বা চিচ্ছক্তিদ্বারাই) আত্মানং (নিজকে) বেত্থ (জান)॥ ১৫॥

মূল অনুবাদ— হে পুরুষোত্তম! হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে জগৎ-পতে! তুমি স্বয়ংই নিজ চিচ্ছক্তিদ্বারাই নিজেকে জান ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরঃ—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি, নান্যঃ; তদপ্যাত্মনা স্বেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অত্যাদরেণ বহুধা সম্বোধয়তি—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভসম্বোধনানি—হে ভূতভাবন—ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ—নিয়ন্তঃ! দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব—প্রকাশক। জগৎপতে—বিশ্বপালক!॥ ১৫ ॥

সুঃ অনুবাদ—তবে কি? "স্বয়ম্" ইত্যাদি। তুমি নিজেই নিজেকে জান, আর কেহ নহে; তাহাও তুমি আপনা হইতেই জান, উপায়ান্তর দ্বারা নহে। অত্যন্ত আদরপূর্বক নানাভাবে সম্বোধন করিলেন—হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে কারণসঙ্গত সম্বোধনসমূহ যথা—হে ভূতভাবন—প্রাণীর উৎপাদক! ভূতগণের ঈশ্বর—নিয়মনকর্তা! দেবগণেরও দেব—আদিত্যা-দিরও প্রকাশক! জগৎপতে—বিশ্বপালক!॥ ১৫ ॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—দিব্যাঃ (তোমার অলৌকিক) বিভূতয়ঃ (বিভূতিসকল) অশেষেণ (সবিশেষভাবে) ত্বং হি বক্তুম্ অর্হসি (তুমিই বলিবার যোগ্য), যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে সকল বিভূতিদ্বারা) ইমান্ (এই সকল) লোকান্ (জগৎ) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত করিয়া) [তুমি] তিষ্ঠসি (আছ)॥ ১৬॥

মূল অনুবাদ—[তোমার প্রকাশ তুমিই জান, অতএব—] তোমার দিব্য-বিভূতিসমূহ তুমিই সবিস্তারে বলিবার যোগ্য,—যে সকল বিভূতিদ্বারা তুমি এই লোকসকল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ॥ ১৬॥

শ্রীধরঃ—যস্মাত্তবাভিব্যক্তিং ত্বমেব বেৎসি, ন দেবাদয়স্তস্মাদ্বক্তু-

মহসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তাঃ সর্ব্বা বক্তুং ত্বমেবাঽহসি যোগ্যোঽহসি। যা ভিরিতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্॥ ১৬॥

সুঃ অনুবাদ—যেহেতু তোমার প্রকাশ একমাত্র তুমিই জান, দেবাদি কেহ জানেন না, অতএব তুমিই বলিবার যোগ্য। তোমার নিজের যে সকল বিদ্যা—অত্যদ্ভুতা বিভূতিগুলি আছে, সেই সমস্ত বলিতে তুমিই যোগ্য। 'যেগুলি-দ্বারা' এই কথায় বিভূতিসকলের বিশেষণ স্পষ্টভাবে বুঝাইতেছে॥ ১৬॥

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—হে যোগিন্! (হে যোগমায়াধিপতি!) কথং (কিরূপে) সদা (সর্ব্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা অর্থাৎ স্মরণ করিয়া) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাম্ (জানিতে পারিব?) হে ভগবন্! কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থসমূহে) ময়া (আমি) চিন্ত্যঃ অসি (তোমার চিন্তা বা ধ্যান করিব?)॥ ১৭॥

মূল অনুবাদ—[বিভূতিসকল বর্ণনা করার প্রয়োজন বলিতেছেন—] হে যোগমায়াধীশ ভগবন্! সর্বদা কিরূপে চিন্তা বা স্মরণ করিলে তোমাকে জানিতে পারিব? এবং কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে আমি তোমার চিন্তা করিব?॥১৭॥

শ্রীধরঃ—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্! কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্? বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি, ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি?॥ ১৭॥

সুঃ অনুবাদ—বলিবার প্রয়োজন দেখাইয়া প্রার্থনা করিতেছেন—"কথম্" ইত্যাদি দুই শ্লোকে। কিরূপে কোন্ কোন্ বিশেষ বিভূতিদ্বারা সর্বদা

চিন্তা করিতে করিতে আমি তোমাকে বিদিত হইব—জানিতে পারিব? বিশেষ বিভূতিদ্বারা তুমি চিন্তনীয়, আবার কোন্ কোন্ পদার্থে আমি তোমাকে চিন্তা করিতে পারিব? ॥ ১৭ ॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—হে জনার্দ্দন! আত্মনঃ (তোমার নিজের) যোগং (যোগৈশ্বর্য্য) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তারে) ভূয়ঃ (আবার) কথয় (বল)। অমৃতং (তোমার অমৃতময় বাক্য) শৃণ্বতঃ (শুনিয়া শুনিয়া) মে (আমার) তৃপ্তিঃ নাস্তি হি (সত্যই তৃপ্তি হইতেছে না) ॥ ১৮ ॥

মূল অনুবাদ— [অতএব বহির্মুখ চিত্তেও নানা বিভূতিভেদে তোমার চিন্তা যাহাতে সম্ভব হয়, সেইরূপ বিস্তৃতভাবে বলিবার প্রার্থনা করিতেছেন—] হে জনার্দন! তোমার যোগৈশ্বর্য ও বিভূতি আবার সবিস্তারে বর্ণন কর। তোমার অমৃতস্বরূপ বাক্য শুনিয়া শুনিয়া আমার সত্যই তৃপ্তি হইতেছে না ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরঃ—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন ত্বচ্চিন্তৈব যথা ভবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮ ॥

সুঃ অনুবাদ—অতএব এইরূপ বহির্মুখ-চিত্তেও সেই সেই বিষয়ে বিভূতিবিশেষদ্বারা তোমারই চিন্তা যে প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে বল, ইহা বলিলেন—"বিস্তরেণ" ইত্যাদি। তোমার নিজের যোগ—সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তাদিরূপ যোগবল ও বিভূতি বিস্তারপূর্বক পুনরায় বল। যেহেতু তোমার অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তি অর্থাৎ যথেষ্ট শুনিয়াছি, আর প্রয়োজন নাই—এরূপ বুদ্ধি হয় না ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ! (আহা কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ (অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজ বিভূতিসকলের) প্রাধান্যতঃ (প্রধান প্রধানগুলি) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি হি (অবশ্যই বলিব) মে (আমার) বিস্তরস্য (অবান্তর বিভূতির) অন্তঃ নাস্তি (অবধি নাই) ॥ ১৯ ॥

মূল অনুবাদ—[অর্জুনের প্রার্থনায় ভগবান্ বলিতেছেন—] আহা! কুরুশ্রেষ্ঠ। আমার অলৌকিক বিভূতিসমূহ প্রাধান্য অনুসারে তোমাকে অবশ্যই বলিব—আমার অবান্তর বিভূতি অনন্ত ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরঃ—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনে, দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯ ॥

সুঃ অনুবাদ—এইরূপ প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"হন্ত" ইত্যাদি। হন্ত-শব্দ অনুকম্পার সহিত সম্বোধনে প্রযুক্ত। আমার যে দিব্য বিভূতিসকল আছে, তাহা প্রধানভাবে তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবান্তর বিভূতিসমূহের সীমা নাই; অতএব প্রধান প্রধান কতকগুলি বর্ণন করিব ॥ ১৯ ॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—হে গুড়াকেশ! (হে জিতনিদ্র!) অহং (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত) আত্মা (অন্তর্য্যামী পরমাত্মা)।

অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (জীবগণের) আদিঃ চ (উৎপত্তির কারণ), মধ্যং চ (স্থিতির হেতু) অন্তঃ চ (এবং সংহারের হেতু) ॥ ২০ ॥

মূল অনুবাদ— [তন্মধ্যে প্রথম ঐশ্বররূপ বলিতেছেন—] হে গুড়াকেশ! আমি সর্ব-জীবহৃদয়ে বিরাজমান অন্তর্যামী পরমাত্মা; আমিই সকল জীবের আদি বা উৎপত্তি-কারণ, মধ্য বা স্থিতি কারণ এবং অন্ত বা সংহার কারণ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরঃ—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ! সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষ্বন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহং আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সুঃ অনুবাদ—তাহাতে প্রথমতঃ ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় রূপ বলিতেছেন—"অহম্" ইত্যাদি হে গুড়াকেশ!—জিতনিদ্র! সমস্ত ভূতেরই আশয়ে—অন্তঃকরণমধ্যে সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণদ্বারা নিয়ামকরূপে অবস্থিত পরমাত্মাই আমি! আমিই সকল ভূতের আদি—জন্ম, মধ্য—স্থিতি, অন্ত—সংহার। জন্মাদির হেতু আমিই, ইহাই অর্থ ॥ ২০ ॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যগণের মধ্যে) অহং (আমি) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু-নামক আদিত্য), জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংশুমান্ (প্রচুর কিরণশালী) রবিঃ (সূর্য্য), মরুতাং (মরুদ্গণ-মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি-নামক মরুৎ), নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্র মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥ ২১ ॥

মূল অনুবাদ—[এক্ষণে এই শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত বিভূতিসকল বর্ণনা করিতেছেন—] দ্বাদশ-আদিত্যমধ্যে আমি বিষ্ণু-নামক

আদিত্য, জ্যোতিষ্কগণমধ্যে অংশুমালী সূর্য, মরুদ্‌গণমধ্যে মরীচি-নামক মরুৎ, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্র ॥ ২১ ॥

শ্রীধরঃ—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়-সমাপ্তি। আদিত্যানাঞ্চ দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহং, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহং, মরুতাং দেববিশেষাণাং (বায়ুনাং) মধ্যে মরীচিনামাঽমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণাঃ—তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি মরুদ্‌গণাঃ বায়বস্তেষাং মধ্যে, নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, ক্বচিচ্চ 'ভূতানামস্মি চেতনা' ইত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ। বিষ্ণুরিত্যাদিরবতারোঽপি প্রভাবাতিশয়মাত্রবিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃপরঞ্চাধ্যায়স্য-স্পষ্টার্থত্বেঽপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১ ॥

সুঃ অনুবাদ—এক্ষণে বিভূতিসমূহ বলিতেছেন—"আদিত্যানাম্" ইত্যাদি হইতে অধ্যায়-সমাপ্তি পর্যন্ত। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু—বামন, জ্যোতিষ্ক—প্রকাশক পদার্থগুলির মধ্যে আমি অংশুমান্—বিশ্ব-ব্যাপিরশ্মিযুক্ত সূর্য, 'মরুৎ' (বায়ু) নামক দেবগণের মধ্যে আমি মরীচি, অথবা সপ্ত মরুদ্‌গণ বায়ুসমূহ, তাহাদের মধ্যে; সেই মরুদ্‌গণ—আবহ, প্রবহ, বিবহ, পরাবহ, উদ্বহ, সংবহ, পরিবহ; নক্ষত্রসমূহের মধ্যে আমি চন্দ্র, 'আদিত্যসকলের মধ্যে আমি বিষ্ণু' ইত্যাদি বাক্যগুলিতেও প্রায়ই নির্ধারণে ষষ্ঠী, কোথাও কোথাও সম্বন্ধে ষষ্ঠী, যেমন—'আমি ভূতগণের চেতনা', তাহা সেই স্থানে প্রদর্শিত হইবে। "বিষ্ণুঃ" ইত্যাদি অবতার হইলেও কেবল প্রভাবের আতিশয্য বলিতে ইচ্ছা করায় বিভূতিরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে; ইহার পরেও অধ্যায়ের অর্থ স্পষ্ট করিতে কোন কোন স্থলে কিছু ব্যাখ্যা করিব ॥ ২১ ॥